কান্তকবি-রচনাসম্ভার

রজনীকান্ত সেন

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
সম্পাদিত

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৩৬৭

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত
ও শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৩৭-বি বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৯ হইতে
শ্রীপ্রবোধকুমার পাল কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	/০
বাণী	১
আলাপে	৪
বিলাপে	৪০
প্রলাপে	৪৯
কল্যাণী	৬৬
অমৃত	১৫৩
আনন্দময়ী	১৭৫
আগমনী	১৭৭
বিজয়া	২০৪
বিশ্রাম	২৩৩
কৌতুক	২৩৫
পরিণয়-মঙ্গল	২৬৬
অভয়া	২৯৭
তত্ত্ব সঙ্গীত	২৯৯
বিবিধ সঙ্গীত	৩৩৬
সদ্ভাব কুসুম	৩৬৩
শেষদান	৩৯৭
১।	৩৯৯
২।	৪১৬
৩।	৪২৮
৪।	৪৪৭

রজনীকান্ত সেন

১৮৬৫—১৯১০

১২৭২ সালের ১২ই শ্রাবণ (২৬শে জুলাই ১৮৬৫ খৃঃ) বুধবার প্রত্যূষে পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে বৈদ্য-বংশে কান্তকবি রজনীকান্ত জন্মগ্রহণ করেন।

ভাঙ্গাবাড়ী একখানি ক্ষুদ্র পল্লী। রাজারাম সেন ও রাজেন্দ্ররাম সেন নামে তাঁহার দুইজন পূর্বপুরুষ এইস্থানে সর্বপ্রথম আগমন করেন। কবির জন্মকালে তাঁহার জন্মগ্রামখানি বিশেষ জনবহুল ও উন্নত ছিল, কিন্তু কালক্রমে তাহার অবস্থা শোচনীয়রূপ ধারণ করে।

রজনীকান্তের পিতা গুরুপ্রসাদ সেন ও মাতা মনোমোহিনী দেবী, তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত গোবিন্দনাথের সহিত তাঁহারা একান্নবর্তী পরিবারে বসবাস করিতেন। রজনীকান্তের পিতা গুরুপ্রসাদ সেন ঢাকার মুন্সেফ ছিলেন পরে বরিশালে তিনি সাব-জজ্ পদ প্রাপ্ত হন। সংস্কৃত, পার্শী ও ইংরাজী ভাষাতেও তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। মাতা মনোমোহিনী দেবীও বিশেষ গুণবতী ও নিষ্ঠাবতী মহিলা ছিলেন।

রজনীকান্ত তাঁহাদের তৃতীয় সন্তান। শৈশব হইতেই তাঁহার চরিত্রে সঙ্গীতপ্রিয়তা আবৃত্তিপটুতা ও রহস্যাভিনয় দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। স্মৃতিশক্তিও তাঁহার অনন্যসাধারণ ছিল। অনুশীলনের দ্বারা তাহা প্রখরতর হইয়া উঠে।

বাল্যকালে রজনীকান্ত গ্রাম্যপাঠশালায় পড়েন নাই, একেবারেই বোয়ালিয়া স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৮২ খৃঃ আঠারো বৎসর বয়সে তিনি এনট্রান্স পাশ করিয়া বৃত্তিপ্রাপ্ত হন। সেইসঙ্গে রাজসাহী বিভাগের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ইংরাজী প্রবন্ধ রচনার জন্য 'প্রমথনাথ-বৃত্তি' লাভ করেন। এনট্রান্স পাশের পরে ঢাকা মাণিকগঞ্জের তারকনাথ সেন মহাশয়ের কন্যা হিরণ্ময়ী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

বাল্যকালে রজনীকান্ত অতিশয় অশান্ত, উদ্ধত ও দুর্দান্ত প্রকৃতির ছিলেন, কালক্রমে তাঁহার সেই স্বভাব শান্ত হইয়া আসে কিন্তু মনের সেই সদাচঞ্চলতা ও পরিহাসপ্রিয়তা জীবনের শেষদিন অবধি বিদ্যমান ছিল। নিজের প্রতিভা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"আমি যদি প'ড়তাম তবে স্পর্দ্ধা করে বলতে পারি যে, কেউ আমার সঙ্গে compete কত্তে পারতো না। আমি গান গেয়ে নেচে হেসে পাশ হয়েছি। I was never a bork-worm, for I was blessed with very brilliant parts."

বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার মধুর চরিত্র ও অন্তর্নিহিত প্রতিভা সুপরিস্ফুট হইতে লাগিল। তাঁহার আদর্শ চরিত্র পল্লীর নৈতিক চরিত্র উন্নয়নে প্রভূত সাহায্য করে। গল্পকাহিনী চিত্তাকর্ষক ভাবে বলিবার ক্ষমতা পল্লীর আবালবৃদ্ধ নরনারীকে আকর্ষণ করিয়া আনিত। ইহা ব্যতীত সঙ্গীতে তাঁহার প্রতিভা অসাধারণ ছিল। বাল্যবন্ধু তারকেশ্বর চক্রবর্ত্তীই তাঁহার সঙ্গীত-গুরু ছিলেন। ক্রমে তাঁহার সঙ্গীতে খ্যাতি দেশব্যাপী হইয়া পড়িয়াছিল। দেবদত্ত সুমিষ্ট কণ্ঠে ক্রমাগত পাঁচ ছয় ঘণ্টা একসঙ্গে গান গাহিয়াও তিনি কখনও ক্লান্তিবোধ করেন নাই। পরবর্ত্তীকালে তাঁহার মৃত্যুরোগ গলক্ষত (ক্যান্সার) হইবার প্রধান কারণ এই অসাধারণ সঙ্গীতপ্রিয়তা বলিয়া অনুমান করা হয়।

রোগে শোকে কখনও তিনি হতাশ হইয়া ঘটনাস্রোতে আত্মসমর্পণ করেন নাই। বাল্যকাল হইতেই তাঁহাদের সাংসারিক অর্থকৃচ্ছ্রতা ও বহুবিধ শোক সহ্য করিতে হয়। জ্যেষ্ঠতাত গোবিন্দনাথ, পিতা গুরুপ্রসাদ, ভ্রাতা উমাশঙ্কর, ভগিনী, নিজ পুত্রকন্যাদির মৃত্যু তাঁহাকে বারংবার কঠিন আঘাত করিয়াছে কিন্তু তাঁহার মনের সেই সহজ প্রফুল্লতাকে দূর করিতে পারে নাই। ছাত্রজীবনে তিনি শিক্ষকবৃন্দের সম্বন্ধে নানাপ্রকার সংস্কৃত ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করিয়াছেন।

রজনীকান্তের বি. এল্. পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই তাঁহার প্রথম কবিতা 'আশা' "আশালতা" নামক একখানি মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়। ১৩০৪ সালের বৈশাখ মাসে রাজসাহী হইতে "উৎসাহ" নামে অপর

একটি সদ্য প্রকাশিত মাসিকপত্রে নিয়মিতভাবে রজনীকান্তের কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়। রজনীকান্তের সর্বপ্রথম কবিতা রচনা প্রয়াসের যথার্থ সময় নির্ধারণ করা যায় না, তবে অতি বালককালেই তাঁহার কবিপ্রতিভা স্ফূর্তি লাভ করে। প্রথমজীবনে তিনি পয়ার ও সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতেন, তাহার পরে নানাবিধ অনুষ্ঠানে স্বরচিত গান গাহিয়াই তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। সেই সময়ে ১৩০২ সালে প্রকাশিত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আমরা ও তোমরা' নামক হাস্যরসাত্মক প্যারডির দ্বারা প্রভাবিত হইয়া তিনি সর্বপ্রথম 'তোমরা ও আমরা' নামে তাহার প্রত্যুত্তর রচনা করেন। তাহার পর অবিরাম গতিতে ব্যঙ্গ কবিতার স্রোত তাঁহার লেখনীমুখে বহির্গত হয়। তবে সে সকল ব্যঙ্গে কুত্রাপি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা আক্রোশের লেশমাত্রও ছিল না।

রজনীকান্ত বি. এল্. পাশ করিয়া ওকালতি ব্যবসায়ে প্রবেশ করিলেও তাহাতে মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন—"আমি আইন ব্যবসায়ী কিন্তু ব্যবসায় করিতে পারি নাই।···আমি শিশুকাল হইতে সাহিত্য ভাল বাসিতাম,···আমার চিত্ত তাই লইয়াই জীবিত ছিল।···" যাহা হউক ১৯০২ খৃঃ তাঁহার 'বাণী' কাব্যটি প্রকাশিত হয়।

১৯০৫ খৃঃ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন যখন বাংলার ঘরে ঘরে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল সেইসময়ে রজনীকান্তও তাহাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত—

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই···"

গানটি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ইতিহাসে ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছে। এই একটিমাত্র গানই বাঙ্গালীকে দেশজ শিল্পের প্রতি উদ্বুদ্ধ করিতে সাহায্য করে। এই একটিমাত্র গানেই রজনীকান্ত দেশবিখ্যাত হইয়া পড়েন। কেবল এই গানেই নহে। রজনীকান্তের স্বদেশবিষয়ক সকল সঙ্গীতেই এমনি দেশাত্মবোধের ব্যঞ্জনা বিরাজমান।

১৩১৩ সালে ৪১ বৎসর বয়সে তিনি সহসা মূত্রকৃচ্ছ রোগে আক্রান্ত হন। সেই সাথে ম্যালেরিয়াও আক্রমণ করে। চিকিৎসকের পরামর্শে কটকে বায়ুপরিবর্তনের জন্য যাত্রা করেন কিন্তু তাহাতে স্থায়ীফল লাভ হয় না। ইহার মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি গলক্ষতে পীড়িত হইয়া পড়েন, অতি সামান্য সূচনাকে অগ্রাহ্য করিয়া তিনি রঙ্গপুর প্রবাসকালে স্বাভাবিকভাবে দীর্ঘকালব্যাপী গান করেন। কবি রোজনামচায় জানান—"হঠাৎ হাসৃতে হাসৃতে গলায় ঘা হ'ল। তাই নিয়ে রঙ্গপুরে গিয়ে তিনদিন গান করতে হ'ল, তার পর থেকেই এই দশা।" রোগ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ; কলিকাতা, কাশী প্রভৃতি নানাস্থানে নানাবিধ চিকিৎসাতে কোন ফলোদয় না হওয়াতে পুনরায় কলিকাতায় আনীত হইলেন। মুমূর্ষু কবিকে মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করা হইল।

॥ ২ ॥

অদৃষ্টবিধাতা কোন কোন স্বনির্বাচিত পুরুষের জন্য স্বহস্তে গৌরবের মুকুট প্রস্তুত করিয়া থাকেন, সে মুকুটের উপাদান বেদনার স্বর্ণ ও অশ্রুর মুকুতা। চর্মচক্ষের অভিজ্ঞতায় মনে হয় যে সেই দুরূহ সৌভাগ্যের ভারে হতভাগ্যের সমস্ত জীবন ও যাবতীয় আশাভরসা পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, তখন বিধাতা যে কা আত্মপ্রসাদ লাভ করেন কে বলিবে। তবে কখনো কখনো বিধাতার মর্মজ্ঞ ব্যক্তির চোখে এ হেন দৃশ্য পড়িলে তিনি প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারেন, তিনি দেখেন যে বিধাতাপুরুষ মানবাত্মার মহত্ত্বের যাচাই করিয়া লইতেছেন, দেহ ও আত্মার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আত্মার জয় দেখিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা-পরিসীমা থাকিতেছে না।

ক্যানসার-রোগাক্রান্ত নিশ্চিতমৃত্যু রজনীকান্তকে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ যে চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন তাহা বিধাতার মর্মগ্রাহিতায় পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

"প্রীতিপূর্ণ নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—সেদিন আপনার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। শরীর তাহাকে আপনার সমস্ত অস্থি-মাংস, স্নায়ু-পেশী দিয়া চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরিযাও কোনোমতে বন্দী করিতে পারিতেছে না, ইহাই আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম। মনে আছে, সেদিন আপনি আমার 'রাজা ও রাণী' নাটক হইতে প্রসঙ্গক্রমে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন—

এ রাজ্যেতে
যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার,
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিযে
পারে নাকি বাঁধিবা রাখিতে দৃঢ় বলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয় ?

ঐ কথা হইতে আমার মনে হইতেছিল, সুখদুঃখ-বেদনায় পরিপূর্ণ এই সংসারের প্রভূত শক্তির দ্বারাও কি ছোট এই মানুষটির আত্মাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না ? শরীর হার মানিয়াছে, কিন্তু চিত্তকে পরাভূত করিতে পারে নাই—কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই—পৃথিবীর সমস্ত আরাম ও আশা ধূলিসাৎ হইয়াছে, কিন্তু ভূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে ম্লান করিতে পারে নাই। কাঠ যতই পুড়িতেছে, অগ্নি আরো তত বেশি করিয়াই জ্বলিতেছে। আত্মার এই মুক্ত স্বরূপ দেখিবার সুযোগ কি সহজে ঘটে ? মানুষের আত্মার সত্য-প্রতিষ্ঠা যে কোথায়, তাহা যে অস্থি-মাংস ও ক্ষুধা-তৃষ্ণার মধ্যে নহে, তাহা সেদিন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। সছিদ্র বাঁশির ভিতর হইতে পরিপূর্ণ সঙ্গীতের আবির্ভাব যেরূপ, আপনার রোগক্ষত, বেদনাপূর্ণ শরীরের অন্তরাল হইতে অপরাজিত আনন্দের প্রকাশও সেইরূপ আশ্চর্য।···

"আপনি যে গানটি ['আমায় সকল রকমে···] পাঠাইয়াছেন তাহা শিরোধার্য করিয়া লইলাম। সিদ্ধিদাতা তো আপনার কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই, সমস্তই তো তিনি নিজের হাতে লইয়াছেন—

আপনার প্রাণ, আপনার গান, আপনার আনন্দ, সমস্তই তো তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে—অন্য সমস্ত আশ্রয় ও উপকরণ তো একেবারে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বর যাঁহাকে রিক্ত করেন, তাঁহাকে কেমন গভীরভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন ; আজ আপনার জীবন-সঙ্গীতে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে ও আপনার ভাষা-সঙ্গীত তাহারই প্রতিধ্বনি বহন করিতেছে।”

রবীন্দ্রনাথের পত্র নিশ্চিতমৃত্যুপথযাত্রীকে বৃথা সান্ত্বনা দান নয়, রুগ্ন কবি সম্বন্ধে অবধারিত সত্য। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত কবি যে প্রফুল্লতা, ধীরতা ও শান্তি দেখাইয়াছেন তাহা ভগবানে গভীর বিশ্বাস ব্যতীত সম্ভব নয়। জীবনের আর সব সম্বল যখন ফুরাইয়া যায়, তখন ঐটুকুই হাতে থাকে, যাহার হাতে থাকে সত্যই সে পরম সৌভাগ্যবান্। মৃত্যুশয্যায় শয়ান স্যার ওয়াল্টার স্কট জামাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—বৎস, এই অবস্থায় উপস্থিত হইলে পবিত্র জীবনের স্মৃতি ছাড়া আর কিছুতেই সান্ত্বনা পাইবে না। ‘সকল রকমে কাঙাল’ রজনীকান্তও শেষ শয্যায় উপনীত হইয়া একমাত্র পবিত্র জীবনের স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়াই ধীরতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সে-সময় হাসপাতালে তাঁহাকে যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই রবীন্দ্রনাথের মত মুগ্ধ বিস্ময় অনুভব করিয়াছেন। কান্তকবি স্বদেশী গানের কবি, হাসির গানের কবি, আবার ভক্তি-সঙ্গীতের কবি। কিন্তু জীবনের দুর্বহ শেষ কটি মাস প্রমাণ করিয়া দিল তাঁহার যথার্থ শক্তি কোথায়। ঐ ভক্তির মূল অস্তিত্বের গভীরে নিহিত ছিল বলিয়াই কবিকে খাড়া করিয়া রাখিয়াছিল, তুলনায় সামান্য আঘাতে অনেক অন্তঃসারশূন্য মহীরুহ ভাঙিয়া পড়ে। দুর্বহ অন্তিম এই কয়টি মাসকেই তাঁহার জীবনের অক্ষয় কিরীট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। কী প্রয়োজন ছিল এই কণ্টক-মুকুটের ? বিধাতা বোধ করি মাঝে মাঝে নিজের সৃষ্টির শক্তি যাচাই করিয়া দেখেন।

॥ ৩ ॥

রজনীকান্ত মূলতঃ পাবনার অধিবাসী হইলেও রাজসাহীর লোক বলিয়াই পরিচিত ছিলেন, তিনি নিজেও সেইরূপ মনে করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত গোবিন্দনাথ সেন রাজসাহীর খ্যাতনামা উকিল ছিলেন, সেই সূত্রে রাজসাহী তাঁহার আপন স্থান হইয়া উঠিল। কালক্রমে তিনি রাজসাহীর প্রধান অলঙ্কারে পরিণত হইলেন।

রজনীকান্ত প্রভূত মেধার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও স্কুল-কলেজের পাঠে কখনও মনোযোগী ছিলেন না—তাই পরীক্ষাগুলি কোনরকমে পাশ করিয়া রাজসাহী শহরে ওকালতি ব্যবসা সুরু করিলেন।[১]

ওকালতি আরম্ভ হইল, সেই সঙ্গে আরম্ভ হইল প্রবল সাহিত্য-সাধনা। একটা পেশা, অন্যটা নেশা। নেশার কাছে পেশা পারিবে কেন? এই বিসদৃশ অবস্থা সম্বন্ধে তিনি দিঘাপতিয়ার কুমার শরৎ-কুমারকে লিখিতেছেন—

"কুমার, আমি আইন-ব্যবসায়ী, কিন্তু আমি ব্যবসায় করিতে পারি নাই। কোন্ দুর্লঙ্ঘ্য অদৃষ্ট আমাকে ঐ ব্যবসায়ের সহিত বাঁধিয়া দিয়াছিল কিন্তু আমার চিত্ত উহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। আমি শিশুকাল হইতে সাহিত্য ভালবাসিতাম, কবিতার পূজা করিতাম, কল্পনার আরাধনা করিতাম। আমার চিত্ত তাই লইয়া জীবিত ছিল।"

মধুসূদনও এই রকমটি লিখিলে লিখিতে পারিতেন। ওকালতির সাহারায় সাহিত্য ও সঙ্গীতের উৎস অবলম্বন করিয়া তিনি দিনগত পাপক্ষয় করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ঐতিহাসিক ও সাহিত্যরসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র

১৮৮৩ এণ্ট্রান্স, তৃতীয় বিভাগ কুচবিহার জেনকিন্স স্কুল, ১৭ বৎসর বয়স
১৮৮৫ এফ. এ দ্বিতীয় বিভাগ রাজসাহী কলেজ
১৮৮৯ বি. এ. সিটি কলেজ
১৮৯১ বি. এল. দ্বিতীয় বিভাগ সিটি কলেজ

সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব জন্মে। তিনিও রজনীকান্তের মত অন্য জেলার লোক হইয়াও রাজসাহীর অধিবাসী বলিয়া পরিচিত। অক্ষয়কুমার পেশায় উকিল, নেশায় প্রত্নতত্ত্ববিদ্, তার উপরে সাহিত্যিক। তাঁহার কাছে উৎসাহ ও প্রশ্রয় পাইয়া রজনীকান্ত সাফল্যের পথে চলিলেন। এই রাজসাহী শহরেই আর দুইজন ব্যক্তির সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে, যাঁহাদের প্রভাব অল্পাধিক পরিমাণে তাঁহাকে প্রভাবিত করিয়াছিল। তাঁহারা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও জলধর সেন।

রাজসাহীতে আসিয়া স্থায়াভাবে বসিবার সঙ্গেই রজনীকান্ত রাজসাহী শহরের 'উৎসবরাজে' পরিণত হইলেন। সাহিত্যসভা, গানের মজলিশ, লাইব্রেরি, সাহিত্য-সম্মিলন, সর্বত্র রজনীকান্তকে চাই। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিদায়- বা সংবর্ধনা-সভায় গান লিখিয়া দিতে রজনীকান্তকে চাই।

"এক রবিবারে রাজসাহীর লাইব্রেরীতে কিসের জন্য যেন একটা সভা হইবার কথা ছিল। রজনী বেলা প্রায় তিনটার সময় অক্ষয়ের (মৈত্রেয়) বাসায় আসিল। অক্ষয় বলিল, 'রজনীভায়া, খালি হাতে সভায় যাইবে। একটা গান বাঁধিয়া লও না।' রজনী যে গান বাঁধিতে পারিত, তাহা আমি জানিতাম না; আমি জানিতাম, সে গান গাহিতেই পারে। আমি বলিলাম, 'এক ঘণ্টা পরে সভা হইবে, এখন কি আর গান বাঁধিবার সময় আছে?' অক্ষয় বলিল, 'রজনী একটু বসিলেই গান বাঁধিতে পারে।' রজনী অক্ষয়কে বড় ভক্তি করিত। সে তখন একখানি চেয়ার টানিয়া অল্পক্ষণের জন্য চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল। তাহার পরেই কাগজ টানিয়া লইয়া একটা গান লিখিয়া ফেলিল। আমি তো অবাক। গানটা চাহিয়া লইয়া পড়িয়া দেখি, অতি সুন্দর রচনা হইয়াছে। গানটি এখন সর্বজন-পরিচিত—

তব, চরণ-নিম্নে, উৎসবময়ী শ্যাম-ধরণী সরসা।"

—জলধর সেন

অকালে অকস্মাৎ যে-কোন উপলক্ষে গান বাঁধিয়া দিতে ও গান গাহিয়া আসর মাত করিতে রজনীকান্তকে চাই। ক্রমে তিনি রাজসাহীর আনন্দ, উৎসাহ, প্রাণ হইয়া উঠিলেন। এমন লোককে 'উৎসবরাজ' বলিয়া বোধ করি অন্যায় করি নাই।

এইভাবে সাহিত্য, সঙ্গীত এবং ওকালতির নেশায় পেশায় যখন তাঁহার জীবন চলিতেছিল এমন সময়ে ১৯০৯ সালের গ্রীষ্মকালে তাঁহার গলায় ক্যানসার রোগ দেখা দিল। এবারে শুরু হইল তাঁহার জীবনমরণের দ্বন্দ্ব, আরম্ভ হইল দুরূহ সৌভাগ্যের মুকুটধারণের পালা।

জীবনের শেষ কয় মাস মেডিকেল কলেজে কাটাইয়া দীর্ঘ দেড় বৎসর রোগভোগের পরে ১৯১০ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর রজনীকান্ত সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিলেন।

মেডিকেল কলেজে বাসকালে দেশের ছোট বড় অসংখ্য লোকের যে স্নেহ-করুণা তাঁহার উপরে বর্ষিত হইয়াছিল তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে কান্তকবির রচনা দেশের মনকে ব্যাপকভাবে স্পর্শ করিয়াছিল, তিনি যে লিখিয়াছিলেন—

'ভাবিতাম আমি লিখি বুঝি বেশ
আমার সঙ্গীত ভালোবাসে দেশ'

তাহা আদৌ অলীক বা অত্যুক্তি নয়। কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, দিঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায় প্রভৃতি ভূস্বামী-গণ, মধ্যবিত্তসম্প্রদায়ের ব্যবসায়ী, সমব্যবসায়ী ও বন্ধুগণ, মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক ও শিক্ষার্থীগণ সকলেই নিজ নিজ সাধ্যানুসারে মৃত্যুপথযাত্রীর পথ সুগম ও দুশ্চিন্তা লাঘব করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আর এ সহৃদয়তা তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গেই অবসিত হয় নাই। প্রথমোক্ত দুই মহানুভব ব্যক্তির বদান্যতা স্বর্গত কবির অনাথ পরিবারবর্গকে পরিত্যাগ করে নাই। লক্ষ্মী সরস্বতীর কলহ সর্বথা সত্য নয়।[১]

[১] বাঙালীসমাজের আর যে ত্রুটিই থাক বাণীর সেবকগণকে বাঙালী পথে মরিতে দেয় নাই। মধুসূদনের "দাতব্য চিকিৎসালয়ে···মরণ" লইয়া বাঙালী

রজনীকান্তের সাহিত্যসৃষ্টির পরিমাণ খুব বেশী নহে। মৃত্যুর পূর্বে তিনখানি এবং মৃত্যুর পরে পাঁচখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল।[৩]

কবি খেদ করিলেও সেই "দাতব্য চিকিৎসালয়ের" ব্যয় বহন করিতে হইয়াছিল মহারাণী স্বর্ণময়ী, মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতিকে। একথা কবি নিজে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করিয়া গিয়াছেন। প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতাল দাতব্য চিকিৎসালয় নয়—ব্যয়বহুল প্রতিষ্ঠান। সেখানে মরিতে পাওয়া অনেকেই সৌভাগ্য মনে করিত।

হেমচন্দ্র শেষবয়সে অন্ধ হইয়া অর্থাভাবে পড়িলে বাঙালী ধনিব্যক্তিগণ তাঁহাকে নিয়মিত সাহায্য করিয়াছেন।

গোবিন্দচন্দ্র দাসের অন্তিম চিকিৎসার ব্যয় বহন করিয়াছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এরকম ক্ষেত্রে জনসাধারণের সাহায্যের স্থলে স্বাভাবিকভাবেই আসিয়াছে সরকারী সাহায্য। দৃষ্টান্ত সুবিদিত।

রজনী সেনের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁহার চিকিৎসার ব্যয় প্রধানতঃ ধনী ব্যক্তিগণ বহন করিলেও নিতান্ত মধ্যবিত্তের দানের পরিমাণও কম নয়। বরিশালের উকীলগণ নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া তাঁহার সাহায্যার্থে পাঠাইয়াছেন। এমন দৃষ্টান্ত আরো আছে। চিরকাল যে দায়িত্ব ধনীর ছিল তাহা বহন করিবার জন্ত মধ্যবিত্তের অগ্রসর হইয়া আসা সমাজের অর্থশক্তির বিবর্তনের একটি শুভলক্ষণ।

৩ ১. বাণী (কাব্য)। ১৯০২

২. কল্যাণী (কাব্য)। ১৯০৫

৩. অমৃত (নীতিকবিতা)। ১৯১০

মৃত্যুর পরে প্রকাশিত :

৪. আনন্দময়ী (আগমনী ও বিজয়াসঙ্গীত)। ১৯১০

৫. বিশ্রাম (কাব্য)। ১৯১০

৬. অভয়া (কাব্য)। ১৯১০

৭. সদ্ভাব-কুসুম (নীতিকবিতা)। ১৯১৩

৮. শেষ দান (কাব্য)। ১৯২৭

তাঁহার সমস্ত রচনাই পদ্যে, তাহার অধিকাংশই আবার গীত। গীত বা গীতিকবিতাকেই তাঁহার প্রতিভার প্রধান বাহন বলা যাইতে পারে।

তাঁহার রচিত গানগুলি সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর—ভক্তিমূলক, স্বদেশী গান ও হাসির গান। অমৃত ও সদ্ভাব-কুসুম গান নয়, নীতিকবিতা, কবির স্বীকৃতি অনুসারে রবীন্দ্রনাথের কণিকার আদর্শে রচিত।

লেখকের বহুবিধ প্রবণতার মধ্যে মুখ্য ও গৌণে প্রভেদ করা সমালোচকের একটি প্রধান কর্তব্য। গোড়াতে এই ভাগটা করিয়া লইলে পরিণামে অনেক ভুল বোঝার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

রচনার উৎকর্ষ ও পরিমাণ হিসাব করিলে স্বীকার করিতে হয় যে ভক্তিমূলক গানেই কবির প্রতিভার প্রকৃষ্টতম প্রকাশ, ইহাই তাঁহার মুখ্য প্রবণতা। স্বদেশী গান, হাসির গান ও নীতিকবিতা তুলনায় গৌণ। গৌণের বিচার আগে সারিয়া লওয়া যাইতে পারে, স্বভাবতঃই তাহা সংক্ষিপ্ত হইবে।

রাজসাহাতে দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত পরিচয় রজনীকান্তকে হাসির গান রচনায় প্রেরণা দেয়, স্পষ্টতঃ এখানে দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান তাঁহার আদর্শ। সাহিত্যে হাসির সীমানা কালে কালে ও দেশে দেশে বদল হইয়া থাকে। এক দেশ যে বিষয়কে হাস্যকর মনে করে অন্য দেশ তাহা নাও করিতে পারে, এক যুগ যে বিষয়কে হাস্যকর মনে করে অন্য যুগ তাহা না করিতেও পারে। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের জৌলুস এক সময়ে যেমন ছিল এখন আর তেমন নাই। যুগাত্যয়ে রুচির বদল হইয়াছে, সে যুগের তুলনায় বর্তমান কাল কিছু গম্ভীর ও আত্মসচেতন হইয়া পড়িয়াছে—সাহিত্যে হাসি এখন সম্পূর্ণ taboo না হইলেও তাহার স্থান সঙ্কীর্ণ। রজনীকান্তের হাসির গান সম্বন্ধেও এ কথা সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। দ্বিজেন্দ্রলাল বা রজনীকান্ত

কাহারও হাসির গান এখন বড় শুনিতে পাওয়া যায় না। তবে পুনরায় যুগাত্যয়ে যে হাসির গানের আদর বাড়িবে না এমন বলা যায় না। তবে দুজনের হাসির গানের মধ্যে তুলনা করিলে বলা চলে যে, দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য অধিক হইলেও উৎকর্ষে রজনীকান্তের হাসির গান ন্যূন নহে। তাঁহার হাসির গান মূলে দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বারা প্রভাবিত ও প্রেরণাপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও এক জায়গায় রজনীকান্তের জিত—তাঁহার হাসিতে করুণায় যেমন মাখামাখি দ্বিজেন্দ্রলালের তেমন নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান যদি শুষ্ক শীতের বাতাস হয়, রজনীকান্তের হাসির গান বর্ষার জলভরাক্রান্ত পূবে বাতাস।

॥ ৫ ॥

স্বদেশী যুগে স্বদেশী গান লেখেন নাই এমন বাঙালী কবি বোধ হয় ছিলেন না। রজনীকান্তও লিখিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রবল প্রভাবটা সেই যুগের হাওয়ার, তার পরেই রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের। রজনীকান্তের স্বদেশী গানে অগ্রজ কবিদ্বয়ের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গান সর্বত্র লিরিক্যাল, গানের সীমানা ত্যাগ করিয়া বক্তৃতার সীমানায় কখনও পদার্পণ করে নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গান সর্বত্র oratorical, তাহা যেন গানে বক্তৃতা। এগুলির তৎকালীন জনপ্রিয়তার মূল এখানে, বক্তৃতার প্রেরণা যেমন সহজ, গানের প্রেরণা তেমন নয়। আবার এগুলির বর্তমান অনাদরের মূলও এখানে, বক্তৃতা যত শীঘ্র পুরাতন হয় গান তেমন হয় না। এখন রজনীকান্তের স্বদেশী গানে এ দুটি গুণই দেখিতে পাওয়া যায়।

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
　　মাথায় তুলে নেরে ভাই
দীন দুখিনী মা যে মোদের
　　তার বেশী আর সাধ্য নাই—

এ রচনার ছাঁচ লিরিক্যাল, সুরে গীত না হইলেও এ গান।

আবার—

রাম-যুধিষ্ঠির ভূপ-অলঙ্কৃত,
অর্জ্জুন ভীষ্ম শরাসন টঙ্কৃত,
বীর প্রতাপে চরাচর শঙ্কিত।

এ রচনা "মিশ্র পরোজ-কাওয়ালী" রাগিণীতে গীত হইলেও লিরিক নয়, বক্তৃতা।

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গানের আদর যে কমিয়াছে, স্বদেশী যুগের অবসান তাহার কারণ নয়—উহার বক্তৃতাত্মক ছাঁচটাই কারণ। ঐ একই কারণে রজনীকান্তের স্বদেশী গানের সে আদর আর নাই, কাল ও ছাঁচ দুই-ই চিরকালীন সমাদরের অন্তরায়।

॥ ৬ ॥

রজনীকান্তের নীতিকবিতাগুলির বর্তমান অনাদরের কারণ বুঝিতে পারি না। এ গুলি স্পষ্টতঃ (কবি কর্ত্তৃক স্বীকৃতও বটে) কণিকার আদর্শে লিখিত হইলেও ইহারা সরসতায়, ভূয়োদর্শনে ও মৌলিকতায় 'কণিকা'র অনুজ। খুব সম্ভব অনাদরের কারণ হইতেছে সাধারণ ভাবে রজনীকান্তের কাব্য সম্বন্ধে পাঠকের অবহেলা ও বিস্মৃতি। কবির ভক্তিসঙ্গীতগুলির পরেই, হাসির গান ও স্বদেশী গানের উপরে, নীতিকবিতাগুলির আসন।

॥ ৭ ॥

বাংলা দেশের ভক্তিসাধনার একটি নিজস্ব ধারা আছে, বহুকালের প্রাচীন এই ধারা। এই ভক্তিসাধনার প্রকৃতি হইতেছে ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ। আত্মসমর্পিত-প্রাণ ভক্তকে ভগবানের অপার করুণা রক্ষা করে, দুর্গম পথে চালনা করে এবং শেষ পর্যন্ত চরম

সার্থকতায় পৌঁছাইয়া দেয়। প্রধানতঃ সঙ্গীতে ভক্ত আত্মনিবেদন করিয়া থাকে। সঙ্গীত এখানে মন্ত্রের স্থান অধিকার করিয়াছে। তাই দেখিতে পাই ভক্তিসাধনার সমান্তরালে একটি সঙ্গীতের প্রবাহ সৃষ্টি হইয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী, বাউল ও অন্যান্য লোকসঙ্গীত—সমস্তই এই ধারার অন্তর্গত। ব্রহ্মসঙ্গীত ও রবীন্দ্রনাথের ধর্মসঙ্গীতকেও এই ধারার অন্যতম রূপ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

রজনীকান্তের কান্তপদাবলীও এই ভক্তিসঙ্গীতধারার অন্তর্গত। ভক্ত ও ভগবান সম্পর্কিত নূতন কোন তত্ত্ব বা পন্থা তিনি উদ্ভাবন করেন নাই; বোধ করি ভক্তির প্রকৃত এই যে তত্ত্ব বা নূতন পন্থার দিকে তাহা ঝোঁকে না, চোখ বুজিয়া আত্মসমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হয়। কাজেই কান্তপদাবলীর তাত্ত্বিক ভিত্তি আলোচনা নিরর্থক। ভক্তির অকৃত্রিমতাই উহার প্রধান সম্পদ।

বাণী ও কল্যাণী হইতে অনেক পদ উদ্ধার করিয়া বিষয়টি প্রমাণ করা যায়। কিন্তু তাহার প্রয়োজন আছে মনে করি না। ভক্তির মূলে আছে বিশ্বাস। বিশ্বাস না থাকিলে ভক্তি সম্ভব নয়। কাজেই তাঁহার বিশ্বাসদ্যোতক সঙ্গীতের সংখ্যাও প্রচুর।

কেন বঞ্চিত হব চরণে?
আমি, কত আশা ক'রে ব'সে আছি,
পাব জীবনে, না হয় মরণে।

কিংবা—

তুমি অরূপ সরূপ, সগুণ নির্গুণ,
দয়াল ভয়াল হরি হে;
আমি কিবা বুঝি, আমি কিবা জানি,
আমি কেন ভেবে মরি হে।…
তাই বলে ডাকি যাহা প্রাণ চায়
ডাকিতে ডাকিতে হৃদয় জুড়ায়—

ইহাই তাঁহার ভক্তির অন্তর্নিহিত কথা। বিশ্বাস ও ভক্তি প্রাণে

থাকিলে ভক্তের সংসার-পথ সুগম হইয়া আসে, তখন মৃত্যুতেও সে অনায়াসে বলিতে পারে—

তোমারি দেওয়া প্রাণে তোমারি দেওয়া দুখ।…
তোমারি দেওয়া নিধি, তোমারি কেড়ে নেওয়া,

তখন মৃত্যুকেও 'তোমার রসাল নন্দন' বলিয়া মনে হয়।

কান্ত কবির ভগবদ্‌বিশ্বাসে এতটুকু কৃত্রিমতা ছিল না বলিয়াই তিনি দুর্বহ পীড়ার অন্তিম মাস কয়েকটি গৌরব-কিরীটের মত অনায়াসে শিরে বহন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

এ কথা বলিলে কুটিল ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করা হইবে না যে, কান্তকবির ভক্তিসঙ্গীতগুলি বাংলা ভক্তিপদাবলীর জাহ্নবীতে যে একটি চির সলিলা উপনদীরূপে যুক্ত হইয়া আমাদের মানসিক সম্পদকে চিরদিনের জন্য বাড়াইয়া দিয়াছে তাহা অবিনশ্বর।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

বাণী

কাহারও বাণী গদ্যে, কাহারও পদ্যে, কাহারও বা সঙ্গীতে অভিব্যক্ত। রজনীকান্তের কান্ত-পদাবলী কেবল সঙ্গীত। এই কথা বলিবার জন্যই এই সংক্ষিপ্ত নীরস গদ্যের অবতারণা।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

উদ্বোধন

ভৈরবী—কাওয়ালী

ভারতকাব্যনিকুঞ্জে—
        জাগ সুমঙ্গলময়ি মা !
মুঞ্জরি তরু, পিক গাহি',
        করুক প্রচারিত মহিমা !
তুলে লহ নীরব বীণা, গীত-হীনা,
        অতি দীনা ;—
হে ভারত, চির-দুখ-শয়ন-বিলীনা ;
নীতি-ধর্ম্ম-ময় দীপক মন্দ্রে,
জীবিত কর সঞ্জীবনমন্ত্রে,
জাগিবে রাতুল-চরণ-তলে,
        যত, লুপ্ত পুরাতন গরিমা ।

[আলাপে]

সূচনা

গৌরী—একতালা

সেথা আমি কি গাহিব গান ?
যেথা, গভীর ওঙ্কারে, সাম-ঝঙ্কারে,
কাঁপিত দূর বিমান।
যেথা, স্বরসপ্তকে বাঁধিয়া বীণা,
বাণী শুভ্রকমলাসীনা,
রোধি' তটিনী-জল-প্রবাহ,
তুলিত মোহন তান।
যেথা, আলোড়ি' চন্দ্রালোক শারদ,
করি' হরিগুণগান নারদ,
মন্ত্রমুগ্ধ করিত ভুবন,
টলাইত ভগবান।
যেথা, যোগীশ্বর-পুণ্যপরশে,
মূর্ত্ত রাগ উদিল হরষে ;
মুগ্ধ কমলাকান্ত চরণে
জাহ্নবী জনম পান।
যেথা, বৃন্দাবন-কেলিকুঞ্জে,
মুরলী-রবে পুঞ্জে পুঞ্জে,
পুলকে শিহরি' ফুটিত কুসুম,
যমুনা যেত উজান।
আর কি ভারতে আছে সে যন্ত্র,
আর কি আছে সে মোহন মন্ত্র,
আর কি আছে সে মধুর কণ্ঠ,
আর কি আছে সে প্রাণ ?

বাণী

মোহিনী মিশ্র—কাওয়ালী

পীযুষ-সিঞ্চিত-সমীর-চঞ্চল
কাঞ্চন-অঞ্চল দোলেরে !
সংশয়-নিরসন, ধীস্মৃতি-বিতরণ
চরণে, জন-মন ভোলেরে।
চম্পক-অঙ্গুলি-সকরুণ-পরশে
বীণা পঞ্চমে বোলেরে ;
জ্যোতিষ-দরশন-বেদ-গণিত-কবিতা
শোভে কোমল কোলেরে।
শুভ্র-রজত-গিরি-কিরণ-বিকিরণে,
অন্ধ-নয়ন-যুগ খোলেরে,
মাতিল ত্রিভুবন, বাক্য-বিধায়িনী-
বাণী জয়-রব-বোলেরে।

শান্তি-সম্ভার

ভৈরবী—জলদ একতালা

তব, চরণ-নিম্নে, উৎসবময়ী শ্যাম-ধরণী সরসা ;
ঊর্দ্ধে চাহ, অগণিত-মণি-রঞ্জিত-নভো-নীলাঞ্চলা
সৌম্য-মধুর-দিব্যাঙ্গনা, শান্ত-কুশল-দরশা।
দূরে হের চন্দ্র-কিরণ-উদ্ভাসিত গঙ্গা,
নৃত্য-পুলক-গীতি-মুখর-কলুষহর-তরঙ্গা ;
ধায় মত্ত-হরষে সাগরপদ-পরশে,
কূলে কূলে করি' পরিবেশন মঙ্গলময় বরষা।

ফিরে দিশি দিশি মলয় মন্দ, কুসুম-গন্ধ বহিয়া,
আর্য্যগরিমা-কীর্ত্তিকাহিনী মুগ্ধ জগতে কহিয়া,
হাসিছে দিগ্‌বালিকা, কণ্ঠে বিজয়মালিকা,
নবজীবন-পুষ্পবৃষ্টি করিছে পুণ্য-হরষা।
ওই হের, স্নিগ্ধ সবিতা উদিছে পূর্ব্ব-গগনে
কান্তোজ্জ্বল কিরণ বিতরি', ডাকিছে সুপ্তি-মগনে ;
নিদ্রালস-নয়নে, এখনও রবে কি শয়নে ?
জাগাও, বিশ্ব-পুলক-পরশে, বক্ষে তরুণ ভরসা।

জন্মভূমি

মিশ্র পরোজ—কাওয়ালী

জয় জয় জনমভূমি, জননি !
যাঁর, স্তন্যসুধাময় শোণিত ধমনী ;
কীর্ত্তি-গীতিজিত, স্তম্ভিত, অবনত,
মুগ্ধ, লুব্ধ, এই সুবিপুল ধরণী !
উজ্জ্বল-কানন-হীরক-মুক্তা-
মণিময়-হার-বিভূষণ-যুক্তা ;
শ্যামল-শস্য-পুষ্প-ফল-পূরিত,
সকল-দেশ-জয়-মুকুটমণি !
সর্ব্ব-শৈল-জিত, হিমগিরি-শৃঙ্গে,
মধুর-গীতি-চির-মুখরিত ভৃঙ্গে,
সাহস-বিক্রম-বীর্য্য-বিমণ্ডিত,
সঞ্চিত-পরিণত-জ্ঞান-খনি !
জননী-তুল্য তব কে মর-জগতে ?
কোটী কণ্ঠে কহ, "জয় মা ! বরদে !"

দীর্ণ বক্ষ হ'তে, তপ্ত রক্ত তুলি'
দেহ পদে, তবে ধন্য গণি !

ভারতভূমি

ভৈরবী—কাওয়ালী

শ্যামল-শস্য-ভরা !
(চির) শান্তি-বিরাজিত, পুণ্যময়ী ;
ফল-ফুল-পূরিত, নিত্য-সুশোভিত,
যমুনা-সরস্বতী-গঙ্গা-বিরাজিত।
ধূর্জ্জটী-বাঞ্ছিত-হিমাদ্রি-মণ্ডিত,
সিন্ধু-গোদাবরী-মাল্য-বিলম্বিত,
অলিকুল-গুঞ্জিত-সরসিজ রঞ্জিত।
রাম-যুধিষ্ঠির-ভূপ-অলঙ্কৃত,
অর্জ্জুন-ভীষ্ম-শরাসন-টঙ্কৃত,
বীরপ্রতাপে চরাচর শঙ্কিত।
সমগান-রত-আর্য্য-তপোধন,
শান্তি-সুধান্বিত কোটী তপোবন,
রোগ-শোক-দুখ-পাপ-বিমোচন।
ওই সুদূরে সে নীর-নিধি—
যার, তীরে হের, দুখ-দিগ্ধ-হৃদি,
কাঁদে, ওই সে ভারত, হায় বিধি !

মা

মিশ্র ইমন্—তেওরা

স্নেহ-বিহ্বল, করুণা-ছলছল,
      শিয়রে জাগে কার আঁখিরে !
মিটিল সব ক্ষুধা, সঞ্জীবনী সুধা
      এনেছে, অশরণ লাগিরে।
শ্রান্ত অবিরত যামিনী-জাগরণে,
      অবশ কৃশ তনু মলিন অনশনে ;
আত্মহারা, সদা বিমুখী নিজ সুখে,
      তপ্ত তনু মম, করুণা-ভরা বুকে
টানিয়া লয় তুলি', যাতনা-তাপ ভুলি',
      বদন-পানে চেয়ে থাকিরে !
করুণে বরষিছে মধুর সান্ত্বনা,
      শান্ত করি' মম গভীর যন্ত্রণা ;
স্নেহ-অঞ্চলে মুছায়ে আঁখিজল,
      ব্যথিত মস্তক চুম্বে অবিরল,
চরণ-ধূলি সাথে, আশীষ রাখে মাথে,
      সুপ্ত হৃদি উঠে জাগিরে।
আপনি মঙ্গলা, মাতৃরূপে আসি',
      শিয়রে দিল দেখা পুণ্য-স্নেহ-রাশি,
বক্ষে ধরি' চির-পীযূষ-নির্ঝর,
      নিরাশ্রয়-শিশু-অসীম-নির্ভর ;
নমো নমো নমঃ, জননী দেবি মম !
      অচলা মতি পদে মাগিরে।

আশা

মিশ্র ইমন্‌—কাওয়ালী

ধ'রে তোল, কোথা আছ কে আমার!
এ কি বিভীষিকাময় অন্ধকার!
কি এক রাক্ষসী মায়া, নয়নমোহন-রূপে,
ভুলায়ে আনিয়ে মোরে ফেলে গেল মহাকূপে!
শ্রমে অবসন্ন কায় কণ্টক বিঁধিছে তায়,
বৃশ্চিক দংশিছে, অনিবার!
পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ, শরীর কর্দ্দমলীন,
আর যে উঠিতে নারি, হইয়াছি বলহীন;
এ বিপন্ন, পথভ্রান্ত, অন্ধ, দীন, নিরুপায়,
দেখিয়া, কাহারো দয়া হ'লনারে হায় হায়!
হীন-স্বার্থময় ধরা, শুধু নিঠুরতা ভরা;
শুধু প্রবঞ্চনা, অবিচার।
আজ শুধু মনে হয়, শুনিয়াছি লোকমুখে,
আছে মাত্র একজন, চিরবন্ধু দুখে-সুখে;
বিপন্নের ত্রাণকর্ত্তা, নিরাশ প্রাণের আশা,
পাপপথে পরিশ্রান্ত ভ্রান্ত পথিকের বাসা;
কাঁদিলে সে কোলে করে, মুছে অশ্রু নিজ করে,
(আজি) সেই যদি করে গো উদ্ধার!

নির্ভর

ভৈরবী—জলদ একতালা

তুমি, নির্ম্মল কর, মঙ্গল-করে
মলিন মর্ম্ম মুছায়ে ;
তব, পুণ্যকিরণ দিয়ে যাক্, মোর
মোহ-কালিমা ঘুচায়ে।
লক্ষ্য-শূন্য লক্ষ বাসনা
ছুটিছে গভীর আঁধারে,
জানি না কখন্ ডুবে যাবে কোন্
অকূল-গরল-পাথারে !
প্রভু, বিশ্ববিপদহন্তা,
তুমি, দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা,
তব শ্রীচরণতলে নিয়ে এস, মোর
মত্ত-বাসনা গুছায়ে।
আছ, অনল-অনিলে, চিরনভোনীলে,
ভূধরসলিলে, গহনে,
আছ, বিটপিলতায়, জলদের গায়,
শশিতারকায় তপনে,
আমি, নয়নে বসন বাঁধিয়া,
ব'সে, আঁধারে মরিগো কাঁদিয়া ;
আমি, দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু,
দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে।

অভয়া

মিশ্র কানেড়া—একতালা

আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে,
তুমি অভাগারে চেয়েছ ;
আমি না ডাকিতে, হৃদয়-মাঝারে
নিজে এসে দেখা দিয়েছ !
চির-আদরের বিনিময়ে, সখা,
চির-অবহেলা পেয়েছ ;
(আমি) দূরে ছুটে যেতে, দু'হাত পসারি',
ধ'রে টেনে কোলে নিয়েছ !
"ওপথে যেওনা, ফিরে এস" ব'লে
কাণে কাণে কত ক'য়েছ ;
(আমি) তবু চ'লে গেছি ; ফিরায়ে আনিতে
পাছে পাছে ছুটে গিয়েছ।
(এই) চির-অপরাধী পাতকীর বোঝা
হাসি-মুখে তুমি ব'য়েছ ;
(আমার) নিজহাতে গড়া বিপদের মাঝে,
বুকে ক'রে নিয়ে র'য়েছ !

মুক্তিকামনা

মিশ্র ইমন্—তেওরা

ওই, বধির যবনিকা তুলিয়া, মোরে প্রভু,
দেখাও তব চির-আলোক-লোক।
ওপারে সবই ভাল, কেবল সুখ-আলো,
এ পারে সবই ব্যথা, আঁধার, শোক।

মাঝে দুস্তর কঠিন অন্তর,
শ্রান্ত পথিকেরে বলিছে 'সর সর',
ওই, তোরণপাদদেশে, পিপাসাতুর এসে,
ফিরে কি যাবে, ল'য়ে চির-বিয়োগ ?
ওই নিঠুর অর্গল, করুণ শুভ-করে,
মুক্তি করি' দেহ, আতুর-দীন-তরে ;
পিপাসা দিলে তুমি, তুমিই দিলে ক্ষুধা,
তোমারি কাছে আছে শান্তি-সুখ-সুধা ;
পাবে, অধীর ব্যাকুলতা, তোমাতে সফলতা,
হউক তব-সনে অমৃতযোগ।

পরিদেবনা

নিপট কপট তুহু শ্যাম — সুর

তব, করুণা-অমিয় করি' পান—
যত, পাপ, তাপ, দুঃখ, মোহ, বিষণ্ণতা,
নিরাশ, নিরুদ্যম, পায় অবসান।
এই, পাপ-চিত্ত, সদা তাপ-লিপ্ত রহি',
এনেছে দুরপনেয় মৃত্যুবিকার বহি',
দিতেছে দারুণ দাহ হৃদয়-দেহ দহি',
দেবতা গো, দয়া করি' কর পরিত্রাণ।
তব, অমৃতপানে এই বিকৃত প্রাণে মম,
স্থানভেদে হয় কালকূট-সম,
হৃদয়ে বহ্নিজ্বালা, নয়নে অন্ধ-তমঃ
কোথা শান্তিনিদান, কর শান্তিবিধান।

করুণাময়

বেহাগ—একতালা

(আমি) অকৃতী অধম ব'লেও তো, কিছু
কম ক'রে মোরে দাওনি !
যা' দিয়েছ তারি অযোগ্য ভাবিয়া,
কেড়েও তো কিছু নাওনি !
(তব) আশীষ-কুসুম ধরি নাই শিরে,
পায়ে দ'লে গেছি, চাহি নাই ফিরে ;
তবু দয়া ক'রে কেবলি দিয়েছ,
প্রতিদান কিছু চাওনি ।
(আমি) ছুটিয়া বেড়াই জানি না কি আশে,
সুধা-পান ক'রে, মরি গো পিয়াসে ;
তবু, যাহা চাই সকলি পেয়েছি ;
তুমি তো কিছুই পাওনি ।
(আমায়) রাখিতে চাও গো, বাঁধনে আঁটিয়া,
শত-বার যাই বাঁধন কাটিয়া,
ভাবি, ছেড়ে গেছ,—ফিরে চেয়ে দেখি,
এক পা-ও ছেড়ে যাওনি ।

ভ্রান্তি

মিশ্র বিভাস—ঝাঁপতাল

লোকে বলিত তুমি আছ,
ভেবে দেখিনি আছ কি না,
তখন আমি বুঝিনি, প্রভু,
নাস্তি গতি তোমা বিনা ।

তোমারি গৃহে বসতি করি,
খেয়েছি তোমারি অন্ন,
তোমারি বায়ু দিতেছে আয়ু,
বেঁচে আছি তোমার জন্য ;
ক্ষুধা হ'য়েছে তব ফলে,
পিপাসা গেছে তব জলে ;
সে কি ভুল, যে ভুলে ভুলে',
প্রভু, তোমারি নাম করি না !
তোমারি মেঘে শস্য আনে,
ঢালি' পীযুষ-জল-ধারা,
অবিরত দিতেছে আলো,
তোমারি রবি-শশি-তারা,
শীতল তব বৃক্ষচ্ছায়া,
সেবে নিয়ত, ক্লান্ত কায়া,
(তবু) তোমারি দেওয়া মন র'য়েছে
ভুলে তোমারি গুণ-গরিমা ।

প্রার্থনা

বাগেঁয়া—ঠুংরি

(ওরা)—চাহিতে জানে না, দয়াময় !
চাহে ধন, জন, আয়ুঃ, আরোগ্য, বিজয় ।
করুণার সিন্ধু-কূলে বসিয়া, মনের ভুলে
এক বিন্দু বারি তুলে, মুখে নাহি লয় ;
তীরে করি' ছুটাছুটি, ধূলি বাঁধে মুঠি-মুঠি,
পিয়াসে আকুল হিয়া, আরো ক্লিষ্ট হয় ।

কি ছাই মাগিয়ে নিয়ে, কি ছাই করে তা' দিয়ে,
দু'দিনের মোহ, ভেঙ্গে চূরমার হয় ;
তথাপি নিলাজ হিয়া, মহাব্যস্ত তাই নিয়া,
ভাঙ্গিতে গড়িতে, হ'য়ে পড়ে অসময়।
আহা ! ওরা জানে না ত, করুণানির্ঝর নাথ,
না চাহিতে নিরন্তর ঝর-ঝর বয় ;
চির-তৃপ্তি আছে যাহে, তা' যদি গো নাহি চাহে,
তাই দিও দীনে, যা'তে পিয়াসা না রয় ।

সুখ দুঃখ

ভায়রোঁ—একতাল।

সম্পদের কোলে বসাইয়ে, হরি,
সুখ দিয়ে এ পরীক্ষে !
(আমি) সুখের মাঝে তোমায় ভুলে থাকি,
(অমনি) দুখ দিয়ে দাও শিক্ষে ।
মত্ত হ'য়ে সদা পুত্র-পরিবারে,
ধন-রত্ন-মণি-মাণিক্যে,
(আমি) ধুয়ে মুছে ফেলি তোমার নামগন্ধ,
ম'জে তার চাক্‌চিক্যে ।
নিলাজ হৃদয় ভেঙ্গে সব লও,
দুখ দিয়ে দাও দীক্ষে ;
(আমার) বাধা গুলো নিয়ে, অভয় চরণ,
(আর) ভিক্ষার ঝুলি, দাও ভিক্ষে ।

তোমারি

আলেয়া মিশ্র—তেওরা

তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুঃখ,
তোমারি দেওয়া বুকে, তোমারি অনুভব।
তোমারি দু'নয়নে, তোমারি শোকবারি,
তোমারি ব্যাকুলতা, তোমারি হা হা রব।
তোমারি দেওয়া নিধি, তোমারি কেড়ে নেওয়া,
তোমারি শঙ্কিত আকুল পথ চাওয়া ;
তোমারি নিরজনে ভাবনা আনমনে,
তোমারি সান্ত্বনা, শীতলসৌরভ।
আমিও তোমারি গো, তোমারি সকলি ত,
জানিয়ে জানে না, এ মোহ-হত চিত
আমারি ব'লে কেন, ভ্রান্তি হ'ল হেন,
ভাঙ্গ এ অহমিকা, মিথ্যা গৌরব।

আশ্রয়

গৌরী—একতালা

কার কোলে ধরা লভে পরিণতি ?
(সেই) অপার কারণসিন্ধু ।
কার জ্যোতিঃ-কণা ব্রহ্মাণ্ড উজলে ?
(সেই) চিরনির্ম্মল ইন্দু ।
কার পানে ছোটে রবি-শশি-তারা ?
নাহি পথ-ভ্রান্তি, স্থির আঁখিতারা ?
ভ্রমে মেঘ বায়ু হ'য়ে আত্মহারা ?
(সে) সচ্চিদানন্দবিন্দু ।

কার নাম স্মরি' দুখে পাই শান্তি ?
বিপদে পাই অভয়, মোহে যায় ভ্রান্তি ?
কার মুখকান্তি, হরে ভব-শ্রান্তি ?
(সেই) নিখিল-পরমবন্ধু।

পরম দৈবত

সুরট মল্লার—সুরফাঁক

(সে যে) পরম-প্রেম-সুন্দর
জ্ঞান-নয়ন-নন্দন ;
পুণ্য মধুর নিরমল,
জ্যোতিঃ জগত-বন্দন !
নিত্য-পুলক-চেতন, শান্তি-চির-নিকেতন,
ঢাল চরণে, রে মন, ভকতি-কুসুম-চন্দন।

বিশ্ব-রচনা

মিশ্র ইমন্—কাওয়ালী

যবে, সৃজনবাসনা-কণা, ল'য়ে কৃপা-আঁখি-কোণে,
চাহিলে, হে রাজ-অধিরাজ !
অমনি, নিমেষে বিরাট্ বিশ্ব, চরণে করিয়া নতি,
মহাশূন্যে করিল বিরাজ !

মহালোক-সিন্ধু হ'তে এক বিন্দু ল'য়ে করে,
প্রক্ষেপ করিলে, বিভু, অন্ধকার চরাচরে ;
অমনি চরণতলে, আলোকমণ্ডিত বিশ্ব,
সন্তরিল জ্যোতিঃস্রোতোমাঝ ;
মহাশক্তি-তূণ হ'তে হেলায় একটি বাণ
নিক্ষেপিলে, জড়বিশ্ব অমনি পাইল প্রাণ ;
হ'ল মহাবেগে ঘূর্ণ্যমান্, আলোড়ি' মহাবিমান,
অগণিত জ্যোতিষ্কসমাজ ।
আনন্দ-কণিকামাত্র পড়িল ব্রহ্মাণ্ডশিরে,
হাসিল এ চরাচর পুলকে শিহরি' ধীরে
বহিল আনন্দধারা, জড়-জীব মাতোয়ারা,
পরি' তব আরতির সাজ ;
চিরপ্রেম-নির্ঝরের একটি বুদ্বুদ ল'য়ে
ফেলে দিলে, প্রেমধারা চলিল অশ্রান্ত ব'য়ে,
অমনি, জননী করিল স্নেহ, সতীপ্রেমে পূর্ণ গেহ,
গ্রহ ছুটে এ উহার পাছ ।
হেলায় ছিটায়ে দিলে, অক্ষয়-সৌন্দর্য্য-তূলি,
ভাবচ্ছটা উজলিল মোহন বদন তুলি',
অমনি, অনন্ত বরণ আসি', ছড়াইল শোভারাশি ।
ধন্য তব নিত্যকারুকাজ !
তুমি কি মহান্, বিভু, আমি কি মলিন, ক্ষুদ্র,
আমি পঙ্কিল সলিলবিন্দু, তুমি যে সুধাসমুদ্র !
তবু, তুমি মোরে ভালবাস, ডাকিলে হৃদয়ে এস,
তাই এত অযোগ্যের লাজ ।

ঊষা-বিকাশ

বারোঁয়া—একতালা

তব, শান্তি-অরুণ-শান্ত-করুণ-
কনক-কিরণ-পরশে,
জাগে প্রভাত হৃদি-মন্দিরে,
চরণে নমিয়া হরষে !
আরতি উঠে বাজিয়া ধীরে,
সৌরভ ছুটে মৃদু সমীরে,
প্রেম-কমল হাসে, ভাসে
শান্ত-মরম-সরসে।
সংশয়, দ্বিধা, তর্ক, দ্বন্দ্ব,
দূরে যায়, বিমলানন্দ
পানে, জ্ঞান-নয়ন, সফল,
প্রীতি-অশ্রু বরষে !

আর চাহিব না

হাম্বীর—কাওয়ালী

(আমি) দেখেছি জীবন ভ'রে চাহিয়া কত ;
(তুমি) আমারে যা' দাও, সবই তোমারি মত।
আকুল হইয়ে মিছে, চেয়ে মরি কত কি যে,
(কাঁদে) পদতলে নিষ্ফল বাসনা শত।
কিসে মোর ভাল হয়, তুমি জান, দয়াময়,
(তবু) নির্ভর জানে না, এ অবিনত।
আমি কেন চেয়ে মরি, তুমি জান কিসে, হরি,
সফল হইবে মম জীবন-ব্রত।

চাহিব না কিছু আর, দিব শ্রীচরণে ভার,
হে দয়াল, সদা মম কুশল-রত।

হৃদয়-কুসুম

বাউলের সুর—গড় খেম্‌টা

তার, মঙ্গল আরতির বেজে উঠে শাঁক!
সেই, প্রেম-অরুণের হেম-কিরণে ফুটে থাক্।
দেখে শোভা, পিয়ে সুধা,
মিটে যাক্ নিখিলের ক্ষুধা,
আপনা বিলিয়ে দে রে,
সব তৃষাতুর (সে সুধা)
লুটে থাক্।
স্নিগ্ধ মলয় ব'য়ে মন্দ,
ছড়িয়ে দিক্ তোর বিমল গন্ধ,
অরুণপানে চেয়ে চেয়ে,
দলগুলি তোর, (ও হৃদি ফুল,) (ধীরে ধীরে)
টুটে যাক্।

প্রেমানুরঞ্জন

ভৈরবী—একতালা

যে দিন তোমারে হৃদয় ভরিয়া ডাকি,
শাসন-বাক্য মাথায় করিয়া রাখি;
কে যেন সেদিন আঁখি-তারকায়,
মোহন তুলিকা বুলাইয়া যায়,

সুন্দর, তব সুন্দর সব,
যে দিকে ফিরাই আঁখি !
স্ফুটতর ঐ নভোনীলিমায়,
উজ্জ্বলতর শশধর ভায়,
সুমধুরতর পঞ্চম গায়
কুঞ্জভবনে পাখী।
দেহে হৃদয়ে পাই নব বল,
দূরে যায় ক্ষুদ্রতা ছল
কে যেন বিশ্ব-প্রেম সরল,
প্রাণ দিয়ে যায় মাখি'।
যেন তোমার পুণ্যপরশ,
ক'রে তোলে এই চিত্ত সরস,
উথলিয়া উঠে বক্ষে হরষ,
বিবশ হইয়া থাকি !

বহিরন্তর

কীর্ত্তনের ভাঙ্গা সুর—গড় খেমটা

যেমন, তীব্র জ্যোতির আধার রবিরে,
প্রভাতে তুলিয়া ধর,
আর, কিরণ-ছটায় ভাসাইয়া দিয়া,
এ ধরণী আলো কর ;
নিশার আঁধারে হইয়া আবৃত,
লুকায় ধরায় বঞ্চনা, অনৃত,
প্রভাতে তাদের নগ্নতা প্রকাশি',
লাজে কর জড়সড়' ;

তেমনি, নিবিড় মোহের আঁধারে, আমার
হৃদয় ডুবিয়া আছে ;
কত পাপ, কত দুরভিসন্ধি,
আঁধারে লুকায়ে বাঁচে ;
দিব্য আলোক ! প্রাণে এস, নাথ !
হউক আমার মঙ্গল-প্রভাত—
তাদের লুকাবার স্থান, ভাঙ্গ, ভগবান্,
তারা লাজে হোক্ মরমর ।

সফল-মুহূর্ত্ত

বিভাষ—একতালা

কোন্ শুভগ্রহালোকে, কি মঙ্গল-যোগে,
চকিতে যেন গো, পাই দরশন !
সেই, ক্ষুদ্র একপল, কৃতার্থ সফল,
রোমাঞ্চিত তনু, ঝরে দু'নয়ন ।
আয়ুঃ যদি হ'ত সেই এক বিন্দু,
কে চাহিত দীর্ঘ বিষাদের সিন্ধু ?
তোমায় দেখিতে দেখিতে, ফুরা'ত চকিতে
ভবের বিপদ, সম্পদ, হরষ, রোদন ।
আঁখি মুদি', আমার নিখিল উজ্জ্বল,
আঁখি মেলি', আমার আঁধার সকল,
কোন্ পুণ্যে পাই, কি পাপে হারাই,
তুমি জান গো, সাধক-শরণ ।

তব যাত্রা-সনে, যদি হয় লোপ
ধরণীর মায়া, নাহি রয় ক্ষোভ,
সবই ফিরে আসে, ভাঙ্গাহৃদিপাশে,
কেবল, হারাইয়া যায় সাধনার ধন ;
দেবতা, আমারে কেন দুঃখ দাও,
'দাঁড়াও' বলিতে, দূরে চ'লে যাও,
ডেকে ডেকে মরি, ফিরে নাহি চাও,
দয়াময় ! কেন নিদয় এমন ?

প্রেম

টৌরী ভৈরবী—একতালা

বিবেকবিমলজ্যোতিঃ
জ্বেলেছিলে তুমি হৃদয়-কুটীরে ;
তোমারি আলোকে তোমারে দেখেছি ;
তোমারি চরণ ধ'রেছি শিরে !
যৌবনে, হরি, ছাইল ভীষণ
অবিশ্বাস ঘনমেঘে ;
বহিল প্রবল পাপ-পবন ;
ডুবাইল ঘোর অন্ধ তিমিরে ।
আরো একবার এস, প্রভু এস,
দীপ্ত মিহির-রূপে ;
পাপ-যামিনী পোহাইবে, ঊষা
উদিবে পুণ্য-কিরণে, ধীরে ।

আস্থা

বসন্ত বাহার—একতালা

মাগো আমার সকলি ভ্রান্তি।
মিথ্যা জগতে, মিথ্যা মমতা ;
মরু-ভূমি শুধু, করিতেছে ধূ ধূ !
হেথা কেবলি পিয়াসা কেবলি শ্রান্তি।
যবে, অরুণ-কিরণে নব দিবা জাগে,
ফোটে নব ফুল, নব অনুরাগে,
ভুলি মা তখন কি কাল ভীষণ
আঁধারে ডুবিবে কনক-কান্তি।
পুত্র-পরিজনে হ'য়ে পরিবৃত,
ভাবি, এ আনন্দ অনন্ত, অমৃত ;
মনে নাহি হয়, মরণ-সময়
"হৃদয়বান্ধবা বিমুখা যান্তি"।
দিনে দিনে দীনের ফুরাইল দিন,
দীনতারা, ঘুচাও দীনের দুর্দ্দিন,
'আশা' রূপে মাগো, নিরাশ প্রাণে জাগো,
দিয়ে ও চরণ, অক্ষয়শান্তি।

মোহ

নিপট কপট-তুঁহ শ্যাম—হর

(মাগো) এ পাতকী ডুবে যদি যায়,
অন্ধকারচিরমরণসিন্ধু-নীরে—
তোমার মহিমা কিছু বাড়িবে না তায় ;

(কত) জ্ঞান, বুদ্ধি, বল, স্নেহ, করুণা, দেহ,
স্বাস্থ্য, সাধু-জন-সঙ্গ, বন্ধু, গেহ,
নিষ্কলঙ্ক মন, মধুময় পরিজন,
পুণ্য-চরণ-ধূলি দিয়েছ আমায়।
(মম) সুপ্তহৃদয় করি' নয়ন-নিমীলন,
না করিল তব করুণা-অনুশীলন ;
মোহ ঘিরিল মোরে, রহি' চির-ঘুম-ঘোরে,
ব্যর্থজীবন গেল ফুরাইয়ে, হায় !
(এসো) দীনদয়াময়ি ! রক্ষ রক্ষ, লহ
কোলে ; ভীত, হেরি' নরক ভয়াবহ ;
দুষ্কৃত এ পতিতে, হবে গো স্থান দিতে,
অশরণের শরণ শ্রীচরণ-ছায়।

খেলা-ভঙ্গ

ভৈরবী—ঝাঁপতাল

কোলের ছেলে, ধূলো ঝেড়ে, তুলে নে কোলে,
ফেলিস্ নে মা, ধূলো-কাদা মেখেছি ব'লে।
সারা দিনটে ক'রে খেলা, ফিরেছি মা সাঁঝের বেলা
(আমার) খেলার সাথী, যে যার মত, গিয়েছে চ'লে !
কত আঘাত লেগেছে গায়, কত কাঁটা ফুটেছে পায়,
(কত) প'ড়ে গেছি, গেছে সবাই, চরণ দ'লে।
কেউ তো আর চাইলে না ফিরে, নিশার আঁধার
এল ঘিরে,
(তখন) মনে হ'ল মায়ের কথা, নয়নের জলে !

আশ্রয়-ভিক্ষা

কীর্ত্তনের সুর—ঝাঁপতাল

নাথ, ধর হাত, চল সাথ, চিরসাথি হে !
ভ্রান্তচিত শ্রান্তপদ, ঘিরিল দুখরাতি হে !

শ্রমজ-জল-বিন্দু ঝরে ব্যথিত এ ললাটে হে ;
ছিন্ন রুধিরাক্ত পদ, কণ্টকিত বাটে হে !

ক্ষীণ হ'ল দৃষ্টি, অতিতীব্র তনুবেদনা ;
ক্ষণে তোমারে পড়িছে মনে, ক্ষণে রহিত চেতনা !

ভগ্নহৃদে কম্পবুকে পড়িয়া পথপাশে গো ;
দূর হ'তে তীব্র পরিহাসে কে ও হাসে গো !

ক্ষেমময় ! প্রেমময় ! তার নিরুপায়ে হে ;
মরণদুঃখহরণ ! চিরশরণ দেহ পায়ে হে !

জয় দেব

নট বেহাগ—ঝাঁপতাল

জয় নিখিল-সৃজনলয়কারী, নিরাময় !
জয় এক, জয় অনেক, অসীম-মহিমময় !
জয় সূক্ষ্ম, স্থূল, জয় অন্ত মূল
জয় ন্যায়নিয়মি, কৃত-কলুষ-কৃপাময় !
জয় হে ভয়ঙ্কর ! জয় পরমসুন্দর !
জয় ভক্ত-হৃদয়-পরিপ্লাবি-সুষমাময় !
জয় হৃদয়রঞ্জন ! জয় বিপদভঞ্জন !
জয় পাপহরণ ! চিরশরণ ! করুণাময় !

কল্লোলগীতি

বাউলের সুর—কাহারোয়া

কুলু কুলু কুলু নদী ব'য়ে যায় রে ভাই !
তীরে ব'সে ভাব্‌ছ বুঝি, কি বলে ছাই ?
তা' নয়, তোরা ভাল ক'রে শুন্‌বি যদি কাছে আয়,
ভারি একটা মজার গান নেচে নেচে গেয়ে যায় !
সবারি কি আছে কাণ ? কেমন ক'রে শুন্‌বে গান ?
যেমন নাচে তেমনি গায় সে—
কোথায় লাগে নাটক, যাত্রা, খেমটা বাই ?

নদী বলে, "আমি মস্ত গিরি রাজার মেয়ে গো !
বাবা তো নামান না মাথা, কারো কাছে যেয়ে গো !
নিশি দিন উর্দ্ধে চান, মেঘে তাঁর করায় স্নান,
যোগি-ঋষিদের দেন স্থান—
নিজে মহাযোগী, বাহ্যজ্ঞান তো নাই ।
'তরঙ্গিণী' নামটি বাবা আদর ক'রে দিয়েছে
একাগ্রতা, একনিষ্ঠা, যতনে শিখিয়েছে,
বাবার কাছে সাগরের, রূপগুণ শুনেছি ঢের,
তাইতে স্বয়ম্বরা হ'তে—
সে প্রশান্ত সাগর পানে ছুটে যাই ।

কূলে তোরা সংসার পেতে, মায়ায় ভুলে রয়েছিস্‌,
কত ফল, আর ফুলের বাগান, দালান কোঠা ক'রেছিস্‌,
আমি গিয়ে লাগাই গোল, পেতে দি' এই নিঠুর কোল,
একটি মাত্র কূল রাখি, আর—
কাঁদিয়ে তোদের, আর এক কূলের মাথা খাই ।

আমার সঙ্গে পারবি তোরা ? আমায় ধ'রে রাখ্‌বি কেউ,
কি টানে টেনেছে আমায়, উঠ্‌ছে বুকে প্রেমের ঢেউ,

(আমার) প্রাণের গানে সুধা ঢেলে
প্রাণের ময়লা নীচে ফেলে,
বাধা ভেঙ্গে চুরে ঠেলে,—
কেমন ক'রে যাচ্ছি চ'লে দেখ না তাই !"

সিন্ধু-সঙ্গীত

মিশ্র গৌরী—কাওয়ালী

নীল সিন্ধু ওই গর্জ্জে গভীর ;
ভৈরব-রাগ-মুখর করি' তীর ।
অতল-উচ্চ-চল-উর্ম্মি-মালশত-
শুভ্র ফেণ-যুত, রঙ্গ অধীর ;
ভীতি-বিবর্দ্ধন, তাণ্ডব নর্ত্তন,
ভীম রোলে করি শ্রবণ বধির ।
সিন্ধু কহে, "তব ভূমিখণ্ড কত
ক্ষুদ্র, হের মম বিপুল শরীর ;
তীব্র হরষে মম অঙ্গ পরশে,
কি তরঙ্গ তুলিয়া, চির-সঙ্গি-সমীর ।
রত্ন-রাজি কত, যত্ন-সুরক্ষিত,
সঞ্চিত কোষ লুব্‌ধ ধরণীর ;
সার্থকতা লভে মুগ্ধ তরঙ্গিণী,
আসি' পদে মিলি', পতি জলধির !
(আনি) ইন্দ্রচাপ-নিভ-স্নিগ্ধ মনোহর
বর্ণে সুরঞ্জিত, কিরণে রবির ;
পারিজাত তরু, অমৃত, সুধাকর,
মন্থনে তুলিল সুরাসুর বীর ।

(কত) অর্ণবপোত পণ্য ভরি' ধাইছে,
কর্ণে সুপরিচিত নাবিক ধার ;
ভগ্ন-শেষ কত, করিছে প্রমাণিত,
ধ্রুব-পরিহাস নিঠুর নিয়তির।
(যবে) অমৃত-ধারে ভরি' পিতৃবক্ষ, হয়
উদয় মনোরম পূর্ণ শশীর ;
মত্ত হরষে, যেন বীচি-হস্তে ধরি',
আনি' আলো করি হৃদয়-কুটীর
চন্দ্র-বিরহে পুনঃ উদ্বেলিত চিত,
আবৃত করে ঘন-দুঃখ-তিমির ;
করি, সজ্জিত, সুন্দর, প্রচুর-পুষ্প-ফল
শস্য-রাশি দিয়ে দেহ মহীর।
লক্ষ-পুরাতন-সন্ধি-সমর-ইতি-
হাস বিমিশ্রিত এ বিপুল নীর ;
দীনে দান কত করিনু অকাতরে,
সম্পদ লয়ে গর্ব্বিত নৃপতির।
(তব) শক্তিপুঞ্জ মম মূর্ত্তি হেরি',
হয় স্তম্ভিত, ভীত, পদানত শির ;
সর্ব্ব গর্ব্ব মম যাঁর কৃপাবলে,
নমি সে সুমঙ্গল-পদে প্রভুজীর।"

বঙ্গমাতা

সুরট মল্লার—একতালা

নমো নমো নমো জননি বঙ্গ !
উত্তরে ঐ অভ্রভেদী,
অতুল, বিপুল, গিরি অলঙ্ঘ্য।

দক্ষিণে সুবিশাল জলধি,
চুম্বে চরণ-তল নিরবধি,
মধ্যে পূত-জাহ্নবী-জল-
ধৌত শ্যাম-ক্ষেত্র-সজ্ঘ।
বনে বনে ছুটে ফুল-পরিমল,
প্রতি সরোবরে লক্ষ কমল,
অমৃতবারি সিঞ্চে, কোটি
তটিনী, মত্ত, খর-তরঙ্গ ;
কোটি কুঞ্জে মধুপ গুঞ্জে,
নব কিশলয় পুঞ্জে পুঞ্জে,
ফল-ভর-নত শাখি-বৃন্দে
নিত্য শোভিত অমল অঙ্গ !

আত্ম-ভিক্ষা

স্বরগ্রামলখণ্ড৩নং — স্বর

আজি, শিথিল সব ইন্দ্রিয়, চরণ কর নিষ্ক্রিয়,
তিমিরময় প্রাণপ্রিয় গেহ ;
কে, শান্তি-সুখ দূর করি', বজ্রকরে কেশ ধরি',
বেগভরে শূন্যে তোলে দেহ !
হে, পুঞ্জ-অলি-গুঞ্জরণ-মঞ্জুল-নিকুঞ্জ-বন !
সজ্জিত-বিলাস-গৃহ রম্য !
দাস-গণ জুষ্ট, পরিপূরিত সুগীত-রবে,
দীনজন-চির-অনধিগম্য !
হে হেমমুকুট ! মণি-রঞ্জিত সুমঞ্চ শত !
দীপ্ত মতি-হীরক-প্রবালে ;

চন্দন-প্রলিপ্ত মৃগনাভি! হে কস্তুরি!
সুরভিত সুগন্ধি-ফুল-মালে।
কমল-কুল-মণ্ডিত, মধুপ-কল-গুঞ্জিত,
নির্ম্মল, প্রশান্ত, শতবাপি!
বন-ভবন-চারি-শুকসারী-পিক-পাপিয়া!
পুচ্ছধর সুন্দর কলাপি!
হে রাজছত্র! হে রাজপদ-গৌরব!
হে হর্ম্ম্য! রত্ন-গজ-রাজি!
(আজি) বিপলমিত-আয়ু কর দান, চিরসেবিত
বন্ধু মম, হে বিভবরাজি!

শেষ দিন

বসন্ত মিশ্র—একতালা

যে দিন উপজিবে শ্বাসকষ্ট ;
বায়ু-পিত্ত-কফের নাড়ী হয়ে ক্ষীণ,
হবে নিজ নিজ স্থান-ভ্রষ্ট।
ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া থাক্‌বে না হাত-পায়ে,
রসনা হবে আড়ষ্ট ; *
যকৃৎ, প্লীহা, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী,
মূত্রাশয় হবে দুষ্ট ;
বাইরের প্রতিবিম্ব পড়্‌বে না নয়নে,
হবি কাল-তন্দ্রাবিষ্ট ;
কানের কাছে কামান দাগ্‌লে শুন্‌বি নারে,
প'ড়ে রইবি যেন সরল কাষ্ঠ!
পায়ে ঠেসে ধর্‌লে জ্বলন্ত অঙ্গার,
'উহু' বল্‌বি না নিশ্চেষ্ট ;

কেবল, বুকের কাছে একটু থাক্‌বেরে ধুক্‌ধুকি ;
আর, ঈষৎ নড়্‌বে শুষ্ক ওষ্ঠ।
মাথা চিরে দিবে সন্ত কালকূট,
কিন্তু হায়রে, বিধাতা রুষ্ট,
শেষ ঔষধের ক্রিয়া বিফল হ'লে, বৈদ্য
জবাব দিয়ে যাবে স্পষ্ট।
দাসদাসী পত্নী-পুত্র-পুত্রবধূ-
আদি পরিজনজুষ্ট—
মলমূত্রে, কফে, জ'ড়ে প'ড়ে, রবে,
এই, সোণার শরীর পরিপুষ্ট।
"ধনে প্রাণে বিনাশ ক'রে গেলে" ব'লে,
কাঁদ্‌বেন পুত্র পিতৃনিষ্ঠ ;
আর আমরণ বৈধব্যের ক্লেশ ভেবে পত্নী
কাঁদ্‌বেন পার্শ্ব উপবিষ্ট।
পণ্ডিতেরা বল্‌বেন, "প্রায়শ্চিত্ত করাও,
একটু রক্ত হয়েছিল দৃষ্ট ;
একটা গাভী এনে, ত্বরা করাও বৈতরণী,
বাঁচামরা সব অদৃষ্ট !"
ঘরে, তেল, চূর্ণ, চটি, পাচন, প্রলেপ, বটী,
কবল, ঘৃত, আর অরিষ্ট,
তুলসী, বেলের পাতা, মধু, পিঁপুল, আদা,
সবি বিফল, সবই নষ্ট।
কান্ত বলে, ভ্রান্ত মনরে, বলি শোন্‌,
এখন, লাগ্‌ছে না এ কথা মিষ্ট ;
কিন্তু সকল সত্যের চেয়ে এইটে সত্যি কথা,
দিন তো গেল, ভাব্‌রে ইষ্ট

পরিণাম

বাউলের সুর—খেমটা

যা' হয়েছে, হচ্ছে যা', আর যা' হবে, সব জানি রে,
আমার, প্রাণের মাঝে, তোর কথা নিয়ে,
হচ্ছে কাণাকাণি রে!
যেমন ক'রেই হোক্‌,
আন্‌ব টাকা, লুট্‌বো মজা, এই ছিল তোর রোখ্‌;
তা', সিঁদ দিয়ে, কি পকেট্ কেটে, ক'রে রাহাজানি রে।
বাড়্‌বে কিসে আয়,
খস্‌ড়া-পাকা জমাখরচ হিসেব সেরেস্তায়;
রোজ, সন্ধ্যেবেলা আধলা নিয়ে করিস্‌ টানাটানি রে।
তোর কি কসুরে জেল?
মাথার ঘাম, হু'পায়ে ফেলে, কেন ভাঙ্গিস্‌ তেল?
তুই সারাজীবন টেনে মলি, পরের তেলের ঘানি রে।
ঐ দেখ্‌ আস্‌ছে সে দিন,
যে দিন কফের নাড়ী উঠ্‌বে জেগে, বায়ু-পিত্ত ক্ষীণ;
সে দিন কস্তুরীভৈরবে হালে পাবে না আর পানি রে।
বস্‌বে ঘিরে মাগ্‌-ছেলে;
বল্‌বে, "ব'লে যাও গো, কোন্‌ সিন্ধুকে
কি রেখে গেলে",
শুন্‌বি 'টাকা', কাণে কেউ দেবে না
তারক-ব্রহ্মবাণী রে।
বোধ হয়, বুঝ্‌তে পাচ্ছ বেশ,
যে, তোমার জন্যে তোয়ের হচ্ছে
কেমন মজার দেশ!
সেথা, চাইবি না তুই যেতে, তবু
নিয়ে যাবে টানি' রে।

যোগ

কালেংড়া—আড়খেম্‌টা

যোগ কর প্রাণ মনে ;
আর কাজ কি ভবের ভাগ-পূরণে ?
হ'য়ো না কাতর বিয়োগে হাস্‌বে লোকে,
দেখে শুনে।
আগে নে' মনকষা কসি',
করিস্‌নে মন-কসাকসি,
সরল কর্‌বে জটিল রাশি, থাকিস্‌নে বসি',
ভবের, মিথ্যা-মিশ্র-সঙ্কলনে।
লঘিষ্ঠ-গরিষ্ঠ-ভেদে,
কেন মিছে মরিস্‌ কেঁদে,
ম'জে আছ ভগ্নাংশেতে, কোন্‌ রসেতে ?
চল শুভঙ্করীর নিয়ম মেনে।
কাজ কি রে তোর সের ছটাকে ;
বেঁধে নে' দেহের ছ'টাকে
শিখে নে রে পরিমিতির নিয়মটাকে ;
রাখ, চতুর্ভুজের গুণটি জেনে।
কর হৃদি-ক্ষেত্র কালী ;
সার ভবক্ষেত্রে, কালী ;
তোর জ্ঞান-নেত্রে কালী কে দিলে রে ঢালি' ;
তাইতে, ঠিকের ঘরটা ঠিক দেখিনে।
কান্ত বলে ব্যাপার বিষম,
ভুলে আদি যোগের নিয়ম,
পৌনঃপুনিক হচ্ছে জনম, ও মন অধম !
এবার, পরীক্ষাতে পাশ পাবিনে।

ঐক্যে পার্থক্যবসান

মিশ্র খাম্বাজ—খেম্‌টা

সে, এক বটে, তার শক্তি বহু একাধারে ;
তার, বিচিত্রতা কি বিপুল, ভেবে দেখ্‌ নারে !
জগতে কত কোটি লোক দেখ্‌ ;
আন্‌ বেছে তুই দু'টো মানুষ,
সব রকমে এক ;
লক্ষ প্রভেদ দেহ-মনে,
কার জানা আছে, কে রেখেছে গণে,
কোন্‌ দরশনে ?
গোটা দুই ভেদ বুঝে তুই গর্ব্বে অধীর,
বৈজ্ঞানিক-বীর, একেবারে,
হাতে নে' দু'টো গোলাপ ফুল,
পাপড়ি, রঙ্গে, ওজন, ঢঙ্গে,
নয়কো সমতুল।
তুলে আন্‌ দু'টো বেল-পাতা,
এক প্রণালীতে ঠিক দু'টো গাঁথা,
গোড়া থেকে মাথা ;
তবু ঐ, ক্ষেত্রে, শিরায় ভেদ কত তায়,
মিল্‌বে না তার চারিধারে।
চেয়ে দেখ্‌, তড়িৎ, আলো, তাপ,
গ্রহের গতি, আকর্ষণ, আর
জড়ের আবির্ভাব ;
ঐ, শক্তি নদীর ঢেউগুলি,
ক'চ্ছে যেন গো সদা কোলাকুলি
উঠ্‌ছে মাথা তুলি' ;

ওরা ঐ, এক হ'তে আসে, ভিন্ন বিকাশে
মেশে গিয়ে এক পারাবারে !

নিরুত্তর

তোর নাম রেখেছি হরিবোলা—স্থর

ডাক্ দেখি তোর বৈজ্ঞানিকে ;
দেখ্‌বো সে উপাধি নিলে,
ক'টা 'কেন'র জবাব শিখে।
ধরা কেন কেন্দ্র পানে, ছোট বড় সবকে টানে,
বোঁটা-ছেঁড়া ফলটি কেন সে,
দেয় না যেতে অন্য দিকে ?
কোকিল কেন কুহু বলে, জোনাকীটে কেন জ্বলে,
রৌদ্র, বৃষ্টি, শিশির মিলে,
কেন ফুটায় কুসুমটিকে ?
চিনি কেন মিষ্টি লাগে, চাতক কেন বৃষ্টি মাগে ;
চকোরে চায় চন্দ্রমাকে,
কমল কেন চায় রবিকে ?
বায়ু কেন শব্দ বহে, অনল-শিখা কেন দহে,
চুম্বক কেন লৌহ টানে,
টানে না মণি মাণিকে ?
ইক্ষু কেন সুরস এত, নিমৃটে কেন এমন তেতো,
ময়ুর কেন মেঘের ডাকে,
মেলে মোহন পুচ্ছটিকে ?
কান্ত বলে, আছে জেনো, 'কেন'র 'কেন', তস্য 'কেন'
যাও, নিখিল 'কেন'র মূল কারণে,
সে, রেখেছে কালের খাতায় লিখে।

শুদ্ধ প্রেম

বাউলের সুর—গড় খেম্‌টা

প্রেমে জল হ'য়ে যাও গ'লে ;
কঠিনে মেশে না সে, মেশেরে সে তরল হ'লে।
অবিরাম হ'য়ে নত, চ'লে যাও নদীর মত,
কল্‌কলে অবিরত 'জয় জগদীশ' ব'লে ;
বিশ্বাসের তরঙ্গ তুলে, মোহ পাড়ি ভাঙ্গ্‌ সমূলে ;
চেও না কোন কূলে,
শুধু নেচে গেয়ে যাওরে চ'লে।
সে জলে নাইবে যা'রা, থাক্‌বে না মৃত্যু-জরা,
পানে পিপাসা যাবে, ময়লা যাবে ধু'লে ;
যা'রা সাঁতার ভুলে নামতে পারে,
(তাদের) টেনে নে যাও, একেবারে,
ভেসে যাও, ভাসিয়ে নে' যাও,
সেই পরিণাম-সিন্ধু-জলে।

মিলন

সংকীর্ত্তন—গড় খেম্‌টা

আয় ছুটে ভাই, হিন্দু-মুসলমান !
ঐ দেখ ঝর্‌ছে মায়ের দু-নয়ান।
আজ, এক ক'রে সে সন্ধ্যা-নমাজ,
মিশিয়ে দে আজ, বেদ-কোরাণ !
(জাতিধর্ম্ম ভুলে গিয়ে রে) (হিংসাবিদ্বেষ ভুলে
গিয়ে রে)

থাকি একই মায়ের কোলে, করি
একই মায়ের স্তন্যপান।
(এক মায়ের কোল জুড়ে আছি রে) (এক মায়ের
দুধ খেয়ে বাঁচি রে)

আমরা পাশাপাশি, প্রতিবাসী,
দুই গোলারি একই ধান।
(একই ক্ষেতে সে ধান ফলে রে) (একই ভাতে
একই রক্ত ব'য়ে যায়)

এক ভাই না খেতে পেলে,
কাঁদে না কোন্ ভায়ের প্রাণ ?
(এমন পাষাণ কেবা আছে রে) (এমন কঠিন কেবা
আছে রে)

বিলেত ভারত দু'টো বটে, দুয়েরি এক ভগবান্।
(দুই চ'খে যে দু'দেশ দেখে না) (তার কাছে তো সবাই
সমান রে)

তাঁতী-ভাই

"রে গঙ্গামাই—প্রাতে দরশন দে"—সুর কাহারোয়া

রে তাঁতী ভাই, একটা কথা মন লাগিয়ে শুনিস্ ;
ঘরে তাঁত যে ক'টা আছে রে,
তোরা স্ত্রী-পুরুষে বুনিস্।
এবার যে ভাই তোদের পালা,
ঘরে ব'সে, ক'সে মাকু চালা ;
কলের কাপড় বিশ হবে রে,
না হয় তোদের হবে উনিশ !

তোদের সেই পুরাণো তাঁতে,
কাপড় বুনে দিবি নিজের হাতে,
আমরা মাথায় ক'রে নিয়ে যাব রে,
টাকা ঘরে ব'সে গুণিস্ !

(বিলাপে)

পদাঙ্ক

মিশ্র মল্লার—কাওয়ালী

প্রাণের পথ ব'য়ে গিয়েছে সে গো ;
চরণ-চির-রেখা আঁকিয়ে যে গো ।
লুটায়ে আশা-ধূলে, মোহন অঞ্চল,
নূপুর-মুখরিত-চরণ চঞ্চল,
দু'ধারে ফুটাইয়ে বাসনা-ফুল-রাশি,
আধেক প্রেম-গাথা শুনাইয়ে গো ।
একটু সুধা-হাসি, আধেক প্রেমগান,
কামনা-ফুল দু'টি, শুষ্ক হীন-প্রাণ,
এখনও প'ড়ে আছে, চরণ-রেখা পাশে,
মুগ্ধ হ'য়ে আছি, তাই নিয়ে গো ।

সেই মুখখানি

মিশ্রবেহাগ—ঝাঁপ্‌তাল

মধুর সে মুখখানি কখনও কি ভোলা যায় ![1]
জমায়ে চাঁদের সুধা, বিধি গ'ড়েছিল তায় !
মৃদু-সরলতা মাখা, তুলিতে নয়ন আঁকা,
চাহিলে করুণে, ধরা চরণে বিকাতে চায় ।
অধরে সারাটি বেলা, হাসি করে ছেলে-খেলা,
নীরবে নিশীথে ধীরে, অধরে পড়ি' ঘুমায় ;
যদি দু'টি কথা কহে, প্রাণে সুধা-নদী বহে,
নিমেষে নিখিল ধরা, মোহন সঙ্গীত-ময় ।

১ "মধুর ! সে মুখখানি কখনও কি ভোলা যায়"—একটি প্রসিদ্ধ সঙ্গীত ; এই গানটি পাদপূরণ মাত্র ।

স্বপ্ন-পুলক

মিশ্র কানেড়া—একতালা

স্বপনে তাহারে কুড়ায়ে পেয়েছি,
রেখেছি স্বপনে ঢাকিয়া ;
স্বপনে তাহারি মু'খানি নিরখি,
স্বপন-কুহেলি মাখিয়া !
(কারে) বর-মালা দিনু স্বপনে,
(হ'ল) হৃদি-বিনিময় গোপনে,
স্বপনে দু'জনে প্রেম-আলাপনে
যাপি সারা-নিশি জাগিয়া।
(করি) স্বপ্নে মিলন-সুখ-গান,
(করি) স্বপ্নে প্রণয়-অভিমান,
(হয়) স্বপ্নে প্রেম-কলহ, যায় গো
স্বপনেরি সনে ভাঙ্গিয়া ;
যা কিছু আমার দিতে পারি সবি
সুখ-স্বপনেরি লাগিয়া।

পূর্ব্ব-রাগ

মিশ্র ভূপালী—কাওয়ালী

সখিরে ! মরম পরশে তারি গান,
অধীর আকুল করে প্রাণ ;
জ্যোছনা উছলি' ওঠে, মলয়া মুরছি' পড়ে,
কুঞ্জে কুঞ্জে ফুল ফুটে ওঠে থরে থরে,
বিশ্ব-বিমোহন তান।

আঁখি জলে হাসি মাখা, কি করুণ বেদনা !
হেসে কেঁদে, নেচে নেচে, বলে, 'আর কেঁদ না' ;
হৃদয় দিয়েছি প্রতিদান।

ছিন্ন মুকুল

লাউনি—কাওয়ালী

ফুটিতে পারিত গো, ফুটিল না সে।
মরমে ম'রে গেল, মুকুলে ঝ'রে গেল,
প্রাণ-ভরা-আশা-সমাধি-পাশে।
নীরসতা-ভরা, এ নিরদয় ধরা,
শুকায়ে দিল কলি, উষ্ণ শ্বাসে ;
দু'দিন এসেছিল, দু'দিন হেসেছিল,
দু'দিন ভেসেছিল, সুখ-বিলাসে।
না হ'তে পাতা দু'টি, নীরবে গেল টুটি,
বাসনা-ময় প্রাণ শুধু পিয়াসে ;
সুখ-স্বপন সম, তপ্ত বুকে মম,
বেদনা-বিজড়িত স্মৃতিটি ভাসে।

অসময়ে

মিশ্র ঝিঁঝিট—একতালা

নয়নের বারি নয়নে রেখেছি,
হৃদয়ে রেখেছি জ্বালা।
শুকায়ে গিয়েছে প্রাণের হরষ,
শুকায়ে গিয়েছে মালা।

দেখা দিবে বলে কেন দিলে আশা,
আশা-পথ পানে চেয়ে রই ;
(আমার) ভেঙ্গে গেছে বুক, ভেঙেছে পরাণ,
সময় থাকিতে আসিলে কই !
এলে যদি, সখা, ব'স ভাঙ্গা বুকে,
ভাঙ্গা-হৃদয়ের যাতনা লও,
মুখ পানে চেয়ে, দুখ ভুলাইয়ে,
ভাল ক'রে আজ কথাটি কও।

ব্যর্থ প্রতীক্ষা

রূপসি নগর-বাসিনি ![1]
শূন্য-কক্ষে কেন একাকিনী, বিষাদিনী !
দীন-নয়নে বিফল-শয়নে, কার পথ চাহি', মানিনি ?
দীপ মলিন, শুষ্ক মালিকা,
মূক মুখর শুক-সারিকা,
যতন-হীনা, নীরব বীণা, কর-পরশ-পিপাসিনী।
শিশির-সিক্ত আম্র-কাননে,
বাজিছে প্রভাতী বিহগ-কূজনে,
ধীরে ধীরে জাগে ঊষা, কনক-জলদ-কিরীটিনী ;
তন্দ্রাহীন যুগল নয়নে,
মন্দাকিনী ঝরিছে সঘনে,
জীবন-মরণ, কার চরণ আশে, বিফল যামিনী ?

১ প্রমথনাথ রায় চৌধুরীর "রূপসী পল্লী-বাসিনী" গানে লিখিত। সুর—ঐ

অভিমানী

বেহাগ—একতালা

পরশ-লালসে, অবশ আলসে,
ঢলিয়া পড়িত আমারি অঙ্গে।
মিছে ভালবাসা, শুধু যাওয়া-আসা,
রূপমোহ গেছে রূপেরি সঙ্গে।
সে মধু-আদর, এই অযতন,
সে সুখ-স্বরগ, আজি এ পতন,
মনে হয়, সখি, সকলি স্বপন,
কে বাঁচে এমন ভরসা-ভঙ্গে ?
চন্দন, সখি, হ'ল বিষতরু,
নন্দন-বন হ'ল ঘোর মরু,
উদাস-নয়নে, বিরহ-শয়নে,
ভাসিতেছি আঁখি-নীর-তরঙ্গে।

সফল মরণ

লাউনি—ঝাঁপ্‌তাল

এস এস কাছে, দূরে কি গো সাজে,
বিছায়ে রেখেছি হৃদয়-আসন !
চরণের ধুলি, দেহ মাথে তুলি',
আজি অভাগীর কি সুখ-মরণ !
এস প্রাণ-সাথী, আজি শেষ রাতি,
ভাল ক'রে আজি করি দরশন !
জীবন-নাথ ! পূরিল সাধ,
ভুলেছি যত অনাদর অযতন ;

পদে মাথা রাখি', পদধুলি মাখি',
সফল জনম আজি, সফল মরণ !

চির-মিলন

বেহাগ—কাওয়ালী

আর কি আমাকে দিতে পারে সে মনোবেদনা ?
সখি রে, ভালবাসিতে, আসিতে, আর সেধ না।
নিশীথে মাধবীবনে, দেখা হ'ল সখা-সনে,
(অমনি) প্রাণে সে রহিয়া গেল, বিরহ আর হ'ল না।
দিও না তাহারে বাধা, 'এস' ব'লে কেন সাধা ?
(আমার) চির-মিলনের দেশে, নাহি বিরহ-যাতনা ;
আঁখি মুদি' হিয়া-মাঝে, সে মধু মাধুরী রাজে,
মানসে চরণ পূজি, পরশে নাহি বাসনা।

সংকল্প

মুলতান—গড় খেম্‌টা

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই ;
দীন-দুঃখিনী মা যে তোদের
তার বেশি আর সাধ্য নাই।
ঐ মোটা সুতোর সঙ্গে, মায়ের
অপার স্নেহ দেখ্‌তে পাই ;
আমরা, এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ঐ
পরের দোরে ভিক্ষে চাই।

ঐ দুঃখী মায়ের ঘরে, তোদের
সবার প্রচুর অন্ন নাই,
তবু, তাই বেচে কাঁচ, সাবান, মোজা,
কিনে কল্লি ঘর বোঝাই।
আয় রে আমরা মায়ের নামে
এই প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ব ভাই;
পরের জিনিস কিন্‌বো না, যদি
মায়ের ঘরের জিনিস পাই।

তাই ভালো

বাংলা—কাহারোয়া

তাই ভালো, মোদের
মায়ের ঘরের শুধু ভাত,
মায়ের ঘরের ঘি-সৈন্ধব,
মার বাগানের কলার পাত।
ভিক্ষার চালে কাজ নাই, সে বড় অপমান;
মোটা হোক্, সে সোণা মোদের মায়ের ক্ষেতের ধান!
সে যে মায়ের ক্ষেতের ধান!
মিহি কাপড় প'র্‌ব না আর যেচে পরের কাছে;
মায়ের ঘরের মোটা কাপড় প'র্‌লে কেমন সাজে;
দেখ্‌তো প'র্‌লে কেমন সাজে!
ও ভাই চাষী, ও ভাই তাঁতী, আজকে সুপ্রভাত;
ক'সে লাঙ্গল ধর ভাই রে, ক'সে চালাও তাঁত।
ক'সে চালাও ঘরের তাঁত!

আমরা

মিশ্র বারোঁয়া—কাওয়ালী

আমরা, নেহাৎ গরীব, আমরা নেহাৎ ছোট ;
তবু, আজি সাত কোটি ভাই, জেগে ওঠ !
জুড়ে দে ঘরের তাঁত, সাজা দোকান ;
বিদেশে না যায় ভাই, গোলারি ধান ;
আমরা, মোটা খাব, ভাই রে প'র্‌ব মোটা,
মাখ্‌ব না ল্যাভেণ্ডার চাইনে 'অটো'।
নিয়ে যায় মায়ের দুধ পরে দুয়ে,
আমরা, র'ব কি উপোসী ঘরে শুয়ে ?
হারাস্‌নে ভাই রে আর এমন সুদিন ;
মায়ের পায়ের কাছে এসে যোটো।
ঘরের দিয়ে, আমরা পরের মেঙ্গে,
কিন্‌বো না ঠুন্‌কো কাঁচ, যায় যে ভেঙ্গে ;
থাক্‌লে, গরীব হ'য়ে, ভাই রে, গরীব চালে,
তাতে হবে নাকো মান খাটো।

বেলা যায়

বাউলের সুর—খেম্‌টা

আর কি ভাবিস্‌ মাঝি ব'সে ?
এই বাতাসে পাল তুলে দিয়ে,
হাল ধরে থাক্ ক'সে।
এই হাওয়া প'ড়ে গেলে, স্রোতে যে ভাই নেবে ঠেলে,
কূল পাবিনে, ভেসে যাবি,
মর্‌বি যে মনের আপ্‌শোসে।

মিছে বকিস্ আনাড়ি, এই বেলা ধর্‌রে পাড়ি,
"পাঁচপীর বদর" ব'লে, পুরো মনের খোসে ;
এমন বাতাস আর র'বে না, পারে যাওয়া আর হবে না,
মরণ-সিন্ধু মাঝে গিয়ে,
পড়্‌বি রে নিজ কর্ম্মদোষে।

প্রলাপে

তিনকড়ি শর্ম্মা

ভৈরবী—গড় খেম্‌টা

(আমি) যাহা কিছু বলি—সবি বক্তৃতা ;
যাহা লিখি,—মহাকাব্য ;
(আর) সূক্ষ্ম-তত্ত্ব-অনুপ্রাণিত-
দর্শন,—যাহা ভাব্‌ব ।
(দেখ) আমি যেটা বলি মন্দ,
সেটা অতি বদ্‌, নাহি সন্দ,
(আর) আমি যা'র সনে বলিনে বাক্যি,
সে নয় কারো আলাপ্য ।
(দেখ) আমি যেটা বলি সোজা,
সেটা জলবৎ যায় বোঝা,
(আর) আমি যেটা বলি 'উঁহু না', তার
মানে করা কি সম্ভাব্য ?
(আমি) যা খাই সেইটে খাদ্য ;
আর যা বাজাই সেটা বাদ্য ;
(আর) আমি যদি বলি 'এইটে উহ্য',
সেইখানে সেটা যাপ্য ।
(আমি) চেঁচিয়ে যা বলি, গান তাই,
তাতে পূরো অথারিটি বান্দাই ;
(আর) ক'ত্তে হয় না ওজন সেটাকে,
নিজহাতে যেটা মাপ্‌ব ;
(এই) মাথাটা কি প্রকাণ্ড,
(এই) অসীম জ্ঞানের ভাণ্ড !

(দেখ) আমি যা'রে যাহা খুসী হ'য়ে দেই,
তাই তার নিট্ প্রাপ্য।
(আমি) করি যা'র হিত ইচ্ছে,
তা'রে পৃথিবীশুদ্ধ দিচ্ছে,
(দেখো) কক্ষণো তার বংশ রবে না,
ঘরে ব'সে যা'রে শাপ্‌ব।
(আমি) যেটা ব'লে যাব মিথ্যে,
(তুমি) যতই ফলাও বিছে,
(দেখো) কক্ষণো সেটা সত্যি হবে না,
তর্কই হবে লভ্য।
(এই) দু'খানি রাতুল শ্রীচরণ,
দিয়ে, যেখানে করিব বিচরণ,
(ছাখো) সেটা যদি তুমি তোমার বলিবে,
ভূত হ'য়ে ঘাড়ে চাপ্‌ব!
(ছাখো) আমি তিনকড়ি শর্ম্মা,
(এই) ধরাধামে ক্ষণজন্মা,
(দেখো) তখনি সে নদী হবে ভাগীরথী,
আমি যা'র জলে নাব্‌ব '
(দান) কান্ত বলিছে ভাই রে,
(অতি) তোফা ! বলিহারি যাই রে,
(আমি) তোমার নামটা "হাম্‌বড়া" প্রেসে,
সোণার আখরে ছাপ্‌ব।

জেনে রাখ

মিশ্র বিভাস—কাওয়ালী

মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই, যে পূরো পাঁচ হাত লম্বা ;
সাধু সেই, যে পরের টাকা নিয়ে, দেখায় রম্ভা !
ধার্ম্মিক বটে সেই, যে দিন রাত ফোঁটা তিলক কাটে ;
ভক্ত সেই, যে আজন্মকাল চৈতন নাহি ছাঁটে।
সেই মহাশয়, সংগোপনে যে মদ্‌টা আস্‌টা টানে ;
নিষ্ঠাবান্ যে কুক্কুট-মাংসের মধুর আস্বাদ জানে।
রসিক সেই, যার ষাট্‌বছরে আছে পঞ্চম পক্ষ,
সেই কাজের লোক, চব্বিশ ঘণ্টা হুঁকো যার উপলক্ষ
সেই কপালে', বিয়ে ক'রে যে পায় বিশ হাজার পণ ;
নারীর মধ্যে সেই সুখী, যার কত্তে হয় না রন্ধন।
সেই নিরীহ, রামের কথা শ্যামের কাছে দেয় ব'লে ;
সেই বাবু, যে কোঁচা হাতে জামায় ফুঁ দিয়ে চলে ;
ভদ্র সেই, যার ফরসা ধুতি, ফুট্‌ফুটে যার জামা ;
দেশহিতৈষী সেই, যার পায়ে "ডসনের" বিনামা।
মদ খেয়ে, যা' ভুলে থাক্‌তে হয় সেই আদত বিচ্ছেদ ;
কালো ফিতে ধারণ আছে যার, তারেই বলি খেদ।
বেহুঁস হয়ে ড্রেনে প'ড়ে রয়, সে অতি সম্ভ্রান্ত ;
সাদা কালোয় ভেদ না রাখে, সে হাকিম কি ভ্রান্ত ;
'এষ অর্ঘ্যং' যে বলে, সেই দশকর্ম্মান্বিত ;
সেই বেদজ্ঞ, স্কলারের নামে যে ভারি আনন্দিত।
'রাজ-লক্ষণ আছে আমার', যে কয়, সে জ্যোতিষী ;
লম্বা-দাড়ী, গেরুয়াধারী, সেই ত আদত ঋষি ;
'সর্ট-সাইটেড্' চস্‌মা নিলেই, বুঝবে ছোক্‌রা ভাল ;
বাপকে যে কয় 'ঈডিয়ট্' তার গুণে বংশ আলো !

সেই গুরু, যিনি বৎসরান্তে আসেন বার্ষিক নিতে;
বদান্য যে একদম লাখ্ দেয়—উপাধি কিনিতে।
আসল তন্ত্রী সেই, যে সদাই আওড়ায় মুখে 'ক্রমফট্';
সেই আদত বীর, সাহেব দেখ্‌লেই যে দেয় সোজা চম্পট!
সে কালের সব নিরেট বোকা এ সত্য কি জানৃত—
যে লেখক বল্লেই বুঝ্‌তে হবে, এই ধুরন্ধর 'কান্ত'?

জাতীয় উন্নতি

বসন্ত বাহার—জলদ একতালা

হয় নি কি ধারণা, বুঝিতে পার না,
ক্রমে উঠে দেশ উচ্চে!
যেহেতু, যে গুলি রুচিত না আগে,
এখন সে গুলো রুচ্‌ছে।
কেন না, আমাদের বেড়ে মাথা সাফ্,
'গ্যানো' খুলে পড়্‌ছি 'বিদ্যুৎ' 'আলো' 'তাপ',
মাপ্‌ছি স্কোয়ার ফুটে বায়ুরাশির চাপ
(আর) মনের অন্ধকার ঘুচ্‌ছে।

যেহেতু, বুঝেছি বিস্কুট কেমন মধুর,
কুক্কুট-অস্থি কেমন স্বাদু;
(আর) ক্রমে মদিরায় যার মতি যায়,
কেমনে সে হয় সাধু;
(আর) যেহেতু আমাদের মনে মুখে দুই,
(যাকে) বল্‌তে হবে 'আপনি' তাকে বলি 'তুই'
চাক্‌রি দেবে বল্লে চরণ তলে শুই,
আর ঘৃণা করি গরীব তুচ্ছে।

যেহেতু আমরা 'হ্যাটে' ঢাকি টিকি,
সদা জামা রাখি শরীরে ;
(আর) 'শ্যাণ্ট্‌পো' বলি 'শান্তিপুর'কে,
'হ্যারি' ব'লে ডাকি 'হরি'রে ;
যেহেতু আমরা ছেড়েছি একান্ত,
কীট-দষ্ট বাতুলতা বেদ-বেদান্ত,
(মোদের) অস্থিমজ্জাগত সাহেবী দৃষ্টান্ত
দেখ না অমুক বাঁড়ুয্যে ।

(কারণ) ধর্ম্ম-হীনতাটা ধর্ম্ম আমাদের,
কোনও ধর্ম্মে নাই আস্থা,
কি হবে ও ছাই ভস্ম গুলো ভেবে ?
মস্তিষ্কটা নয় সস্তা ;
অণুবীক্ষণ আর দূরবীক্ষণ ধ'রে,
বাইরের আঁখি ছুটো ফুটোচ্ছি বেশ ক'রে ;
মনশ্চক্ষু অন্ধ, তার খবর কে করে ?
সে বেচারী আঁধারে ঘুর্‌ছে ।

(আর) যেহেতু আমরা নেশা করি,
কিন্তু প্রাইভেট্ ক্যারেক্টর দেখ' না ;
কংগ্রেসে যা বলি তাই মনে রেখো,
আর কিছু মনে রেখো না,
বাপকে করি ঘৃণা, মাকে দেই না অন্ন,
বাইরের আবরণটা রাখি পরিচ্ছন্ন,
কোট পেণ্টালুনে ঢাকি কৃষ্ণ-বর্ণ
যেন দাঁড়কাক ময়ূর-পুচ্ছে

(আর) যেহেতু আমরা পত্নী-আজ্ঞাকারী,
প্রাণপণে যোগাই গহনা ;

আরে বাপ্‌রে! তাঁর রুষ্ট আঁখি-তাপে,
শুকায় প্রেম-নদীর মোহনা।
(সে যে) মাকে বলে 'বেটী', হেসে দেই উড়িয়ে
(তার) পিতৃবংশ নিয়ে আসি সব কুড়িয়ে
(মোদের) চিনিয়ে দিতে হয় 'এ মাসী, খুড়ী এ',
ভুলে প্রণাম করি না পূজ্যে।

(কারণ) খবরের কাগজ, সাইন বোর্ড, আর
বিজ্ঞাপনের বেজায় ছড়াছড়ি,
(তাঁতে) দেখ্‌বে যথাক্রমে 'পঞ্চানন্দ', আর
'তিনকড়ি কবিরেজ', 'প্রেম বড়ি';
আর যেহেতু আমাদের সাহস অতুল,
সাহেব দেখ্‌লে, হয় পিতৃ-নামটা ভুল,
(দেশটা) সংক্রান্তি-পুরুষের হাত, পা, মাথা ছেড়ে,
ধ'রেছিল বুঝি, " "!

হুজ্‌মী গুজ্‌লি

কীর্ত্তন-ভাঙ্গা সুর—গড় খেম্‌টা

আঃ যা কর, বাবা, আস্তে, ধীরে—
ঘা কর কেন খুঁচিয়ে?
পাতলা একটা যবনিকা আছে,
কাজ কি সেটাকে ঘুচিয়ে?

ফেলো না পৈতে, কেটো না টিকিটে,
সর্ব্ব-বিভাগে প্রবেশ-টিকিট এ,
নেহাৎ পক্ষে টাকাটা সিকিটে
মেলেও ত ন্যাকা বুঝিয়ে।

কালিয়া কাবাব্‌, চপ্‌, কাট্‌লেট্‌,
টিকি ঝাড়, আর খাও ভরপেট,
পৈতেটা কাণে তুলে নিয়ে ব'স,
নামাবলীখানা কুঁচিয়ে।

মূর্খশাস্ত্র অতি বিদ্‌ঘুটে!
অকারণ অভিশাপ কুক্কুটে!
বলা তো যায় না কিছু মুখ ফুটে,
যা' কর নয়ন বুজিয়ে।

শম্বুবটী বা নৃপবল্লভে,
এমন হজম কখন কি হবে?
পাচকের সেরা পৈতেটা ছেঁড়া,
টিকি কাটা কি কুরুচি, এ!

বরের দস্তুর

'ঝাকে ঝাঁকে লাখে লাখে ডাকে ঐ পাখী।' সুর—মতিয়ার

কন্যাদায়ে বিব্রত হ'য়েছ বিলক্ষণ;
তাই বুঝি' সংক্ষেপে কর্চ্ছি ফর্দ্দ সমাপন।

নগদে চাই তিনটি হাজার,
তাতেই আবার গিন্নী বেজার,
বলেন, এবার বরের বাজার কসা কি রকম!
(কিন্তু) তোমার কাছে চক্ষুলজ্জা লাগে যে বিষম।
(আর) পড়ার খরচ মাসে তিরিশ,
হয় না কমে, বল্লে 'গিরিশ',
কাজেই সেটা, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেশী বলা অকারণ;

সোণার চেন্ ঘড়ি, আইভরি ছড়ি,
ডায়মণ্ডকাটা সোণার বোতাম,
দিও এক সেট্, কতই বা দাম ?
বিলিতি বুট, ভাল শ্লিপার, বয়ের প্রয়োজন ;
ফুল্ এষ্টকিং, রেসমী রুমাল, দিও দু'ডজন ।

ছাতি, বুরুস, আয়না, চিরুণ,
ফুলকাটা সার্ট, কোট পেণ্টালুন,
দু'জোড়া শাল, সার্জ্জের চাদর, গরদ সুচিকণ ;
জম্‌কালো র‍্যাপার, আতর ল্যাভেণ্ডার,
থান পনের দিশি ধুতি, রেসমী না হয়, দিও সূতি ;
হ্যাদ্দ্যাখো ধরি নি 'চস্‌মা'—কেমন ভুলো মন !
ছেলে, ঠুলি পেলে খুসি, একটু খাটো-দরশন ।

খাট, চৌকী, মশারি, গদি, এর মধ্যে নেই 'পারি যদি'
তাকিয়া, তোষক, বালিশাদি দস্তুর-মতন ;
হবে দু'প্রস্ত, শয্যা প্রশস্ত,
(আর) টেবিল, চেয়ার, আল্‌না, ডেস্ক,
হাতীর দাঁতের হাত-বাক্স,
ষ্টীলট্রাঙ্ক খুব বড় দু'টো, যা, দেশের চলন ;
(আর) তারি সঙ্গে পূরো এক সেট্ রূপোরি বাসন ।

গিন্নি বলেন, বাউটি সুটে, রূপ লাবণ্য ওঠে ফুটে,
একশ' ভরি হ'লেই হবে একটি সেট্ উত্তম ;
যেন অলঙ্কার দেখে নিন্দে করে না লোকে,
দিও বারাণসী বোম্বাই,—ফর্দ্দ কিছু হ'ল লম্বাই ;
তা, তোমার মেয়ে, তোমার জামাই, তোমার আকিঞ্চন ;
আমার কি তাই ? আজ বাদে কা'ল মুদব দু'নয়ন ।

(আর) দিও যাতায়াতের খরচ,
না হয় কিছু হবে করজ,
তা'—মেয়ের বিয়ে, তোমার গরজ, তোমার প্রয়োজন ;
আবার আস্‌বে কুলীন-দল, তাদের চাই বিলিতি জল,
ডজন বিশেক 'হুইস্কি' রেখো,
নইলে বড় প্রমাদ, দেখো !
কি ক'র্‌ব ভাই, দেশের আজকাল এমনি চালচলন ;
কেবল চক্ষু-লজ্জায় বাধ' বাধ' ঠেক্‌ছে যে কেমন !

ছেলেটি মোর নব কার্ত্তিক,
ভাবটি আবার খাঁটি সাত্ত্বিক,
এই বয়সে ভার ভাত্তিক, কত্তাদের মতন ;
যদি দিতেন একটি 'পাশ', তবে লাগিয়ে দিতেম ত্রাস,
ফেল্ ছেলে, তাই এত কম পণ,
এতেই তোমার উঠ্‌ল কম্পন ?
কেবল তোমার বাজার যাচাই—বকা'লে অকারণ,
দেশের দশা হেরে 'কান্ত' করে অশ্রু-বরিষণ !

বেহায়া বেহাই

মুলতান—একতালা

(বেহাই) কুটুম্বিতের স্থলে, বউ দেবো না ব'লে,
বেশি কসাকসি ভাল নয় ;
(বিশেষ) বউমাটি দিনেরেতে, কাঁদেন নাইতে খেতে,
আহা ! বালিকা, তার কত সয় !

তবে কিনা, ভাই, তুল্লে যখন কথা,
দায়ে প'ড়ে একটু দিতে হচ্ছে ব্যথা,
(তোমার) ব্যাভার মনে হ'লে শরীরটে যায় জ্ব'লে,
ঝকমারি ক'রেছি মনে হয় !

এসেছিল ছেলের হু'হাজার সম্বন্ধ,
নেহাৎ পোড়ারমুখো বিধাতার নির্ব্বন্ধ,
নেশা খেয়ে কল্লেম এই বিয়ে পছন্দ,
গুকৃখুরি ক'রেছি অতিশয় ;
তোমার মতন জোচ্চোর, বদ্‌মায়েস, বাটপাড়,
দম্‌বাজ, এ হুনিয়ায় দেখিনিকো আর !
এত কথাবার্ত্তা সবই ফক্কিকার,
কুলের দোষের ওটা পরিচয় ;

আগে যদি জান্‌তেম এমনতর হবে,
পাওয়া থোয়ার দফায় শূন্যি প'ড়ে যাবে,
ক'র্ত্তে যাই কি এমন আহাম্মকি তবে,
ফেলে ভাল কার্য্য সমুদয় ?
আগে জান্‌লে পরে, বেড়ে দেখে শুনে,
নিতাম ফর্দ্দের মত কড়ায় গণ্ডায় গুণে,
(এখন) শঠের পাল্লায় প'ড়ে পুড়ি মনাগুনে,
কি ঘোর কলির হ'য়েছে উদয় !

(তোমার) খাটে পুডিং দে'য়া, তোষক গদি খাটো,
টেবিল চেয়ার হাল্কা, তক্তপোষটি ছোট,
কলসী ঘটী হু'টো বেজায়-রকম ফুটো,
'সেকেণ্ডহ্যাণ্ড' জিনিস সমুদয় ;

বাঁধা হুঁকো ভাঙ্গা, শাল জোড়াটা রো'গো,
আল্‌না, বাক্স, ডেস্ক, সবি মড়া-খেকো,
এখানকার সমাজে বে'র করি নে লাজে
পাছে কাণ্‌-মলা খেতে হয়।

এ সব ত' ধরি নে হ'কৃগে যেমন তেমন,
বাছার চেন-ছড়াটি হয়নি মনের মতন,
সাড়ে চৌদ্দ ভরি দিলাম ফর্দ্দে ধরি',
ওজনে এক ভরি কমতি হয় ;
(আর) আন্‌তেই চায়ের সেট্‌টি পেয়ে গেছে গয়া,
ছিঁড়েছে মশারি, খাটের গেছে পায়া,
(এমন) চ'খের পর্দ্দা-শূন্য বেহদ্দ বেহায়া,
(আর) আছে কিনা, সন্দ সে বিষয় !

গয়না দেখেই গিন্নীর অঙ্গ গেছে জ্ব'লে,
একশ' ভরির কথা স্বীকার হ'য়ে গেলে,
ষোলো টাকা ভরির সোণা সবাই বলে,
পিতল কি সে সোণা, চেনা দায় ;
সেই পিতলে আবার আধাআধি খা'দ,
ওজন ক'রে পেলাম ভরি দেড়েক বাদ,
চন্দ্রহার ছড়াটা, নয়কো ডায়মণ্ড-কাটা,
কত বল্‌ব, পুঁথি বেড়ে যায় !

হীরের আংটী কোথা ? ঝুঁটো মতি দে'য়া !
(এসব) বিলিতি জোচ্চুরি কোথায় শিখ্‌লে ভায়া ?
পয়সার মমতায়, না কল্লে মেয়ের মায়া,
(ও তার) দিবানিশি কথা শুন্‌তে হয় ;

নগদটাতেও রকম-ফেরি আছে, ভাই,
হাজারে দু'তিনটি মেকি দেখতে পাই,
বিশ্বাস ক'রে তখন বাজিয়ে নেই নি, তাই—
এম্‌নি ক'রেই আক্কেল দিতে হয় !

[কন্যার পিতার অশ্রু-মোচন]

বাপ্‌ বেটারই দেখ্‌ছি সাধা চোখের জল,
মনে কর্‌লেই ধারা বহে অবিরল,
তবু হয়নি শেষ ; মেয়েটিও বেশ,
নাইক' লাজ-লজ্জা, সরম-ভয় ;
(আর) তোমার মত অষ্টাবক্র, হায়রে বিধি !
তারি কন্যা, কতই হবে রূপের নিধি !
রূপে গুণে সমা, লোকে বলে "ওমা,
এমন চাঁদেরো এমন পেত্নী হয় !"
(তোমার) মায়া-কান্নায় কিছু আসে যায় না আমার,
(আমি) বেশ বুঝেছি তুমি ভদ্র-বেশী চামার,
বাইরে যত জাঁক-জমক জুতো, জামার ;
কিন্তু তুমি অতি নীচাশয় ;
বারণ ক'ত্তে চাই নে, যাও হে মেয়ে নিয়ে,
রেখে যেয়ো আবার খরচ-পত্র দিয়ে ;
নইলে জেনো চাঁদের আবার দিবো বিয়ে,
শুনে কান্ত অবাক্‌ হ'য়ে রয় !

বৈয়াকরণ-

দম্পতীর বিরহ

[পত্র]

কীর্ত্তনের সুর—জলদ একতালা

কবে হবে তোমাতে আমাতে সন্ধি ;
যাবে বিরহের ভোগ, হবে শুভ-যোগ,
দ্বন্দ্ব সমাসে হইব বন্দী।
তুমি মূল ধাতু, আমি হে প্রত্যয়,
তোমাযোগে আমার সার্থকতা হয়,
কবে, 'স্যতি, স্যতঃ, স্যন্তি'র ঘুচে যাবে ভয়,
হবে বর্ত্তমানের 'তিপ্, তস্, অন্তি' !
আমি অবলা-কবিতা, তুমি অলঙ্কার,
তোমা বিনে আমার কিসের অহঙ্কার,
করিছে, অনঙ্গ, ছন্দোযতিভঙ্গ,
এসে সংশোধনের করহে ফন্দি।

[উত্তর]

কালেংড়া—কাওয়ালী

প্রিয়ে, হ'য়ে আছি বিরহে হসন্ত ;
শুধু আধখানা কোনমতে রয়েছি জীবন্ত।
কি কব ধাতুর ভোগ, নানা উপসর্গ রোগ,
জীবনে কি লাগায়েছে বিসর্গ অনন্ত !
প্রেয়সী প্রকৃতি তুমি, প্রত্যয়ের লীলাভূমি,
তোমা বিনে কে আমারে ব্যাকরণে মানৃত ?
অধ্যয়ন উঠেছে চাঙ্গে, রেতে যখন নিদ্রা ভাঙ্গে,
লুপ্ত "অ"কারের মত ম'রে থাকি জ্যান্ত।

এ যে, সন্ধি-বিচ্ছেদের রাজ্য, কবে হব কর্ত্তৃবাচ্য,
বিরহ অসমাপিকা ক্রিয়া পাই নে অন্ত।
প্রিয়ে, তুমি আছ কুত্র, খেয়েছি সব মূল সূত্র
পেয়ে তোমার প্রেমপত্র, কচ্ছি "হা হা হন্ত"!

কিছু হ'ল না

মিশ্র বিভাস—কাওয়ালী

আমি পার হ'তে চাই, ওরা আমায় দেয় না
পারের কড়ি;
আমি বলি লিখ্‌ব, ওরা দেয় না হাতে খড়ি;
কিছু হ'ল না।
ওরা খায় ক্ষীরনবনী, আমি বল্‌কা দুধ,
আমি করি তেজারতি, ওরা খায় সুদ;
কিছু হ'ল না।
আমার গাছে ফল ধরে, ওরা সবি খায় পেড়ে,
আমি একটি হাতে ক'ল্লেই, এসে নিয়ে যায় কেড়ে;
কিছু হ'ল না।
আমি, আনি বাজার ক'রে, ওরা খায় রেঁধে,
ওরা করে রং-তামাসা, আমি মরি কেঁদে;
কিছু হ'ল না।
আমি নৌকা বাঁধি, ওরা বাহার দিয়ে চড়ে,
আমি করি কড়ার হিসাব, ওরা ধরে গড়ে;
কিছু হ'ল না।

হরি ভ'জ্‌ব ব'লে নয়ন মুদি, ওরা সবাই হাসে,
আমি চাই নিরালা, ওরা কাছে ব'সে কাসে ;
কিছু হ'ল না।
আমি যদি প্রদীপ জ্বালি, ওরা মারে ফুঁ,
আমার যা'তে 'না, না', ওদের তা'তে 'হুঁ' ;
কিছু হ'ল না।
আমি আনি মাছ মাংস, ওরা মারে ছোঁ,
আমি বলি বুঝে দেখ, ওরা ধরে গোঁ ;
কিছু হ'ল না।
অমি করি ফুলের বাগান, ওরা তোলে ফুল,
আমি কিনি পাকা সোনা, ওরা পরে দুল ;
কিছু হ'ল না !
আমি বলি 'সময় গেল', ওরা বলে 'আছে',
(আমি) কাপড় কিনে দিই, ওরা ন্যাংটো হ'য়ে নাচে।
কিছু হ'ল না।
আমি বলি 'বাপু' 'সোণা', ওরা মারে চড়,
আমি চাই ঝির্‌ঝিরে বাতাস, ওরা বহায় ঝড়।
কিছু হ'ল না।
আমার যাত্রার সময়, ওরা ধোবা নাপিত ডাকে,
(আমি) কাণা কড়ি দাম বলি, ওরা লক্ষ টাকা হাঁকে ;
কিছু হ'ল না।
তোমরা দশঠাকুরে মিলে, আমার কর একটা সালিশ ;
কোন্ হুজুরের জুরিস্‌ডিক্‌সন্, কোথায় ক'র্‌ব নালিশ ;
কিছু বুঝি নে।
'কম্পেন্‌সেসন্', 'চিটিং' কিংবা, হবে স্বত্বের মামলা ;
কোন্ আইনে কি বলে, ভাই, বড় বড় সামলা !
আমায় ব'লে দাও।

কত বারো বৎসর গেল, হ'ল বুঝি তামাদি,
কান্ত বলে বিচার হবে, হ'লে পরে সমাধি ;
কিছু ভেব না।

বিদায়

বাউলের সুর— গড় খেম্‌টা

আর আমি থাক্‌বো নারে, তল্পী তোল্‌ ;
সয় কি ভাই, দিবানিশি গণ্ডগোল !
খেয়ে বামুনের রান্না, ভাই আমার আসে কান্না,
তবু পাক-ঘরে যান না, গিন্নির আগুন ছুঁলেই গোল ;
(আবার) ডালের সঙ্গে জল মেশে না,
বেগুনপোড়া, নিমপটোল।
(হায় দু'বেলা।)
প'ড়েছি কি পাপফেরে, গিন্নিটি যে আবদেরে,
'কাপড় দে, গয়না দেরে' ফরমাসেতে হই পাগল ;
'পারি নে' ব'ল্লে, চ'ল্লেন বাপের বাড়ী,
ঘুরিয়ে স্বর্ণ-নথ সুগোল।
(মুখের কাছে।)
গৃহ-দেবতার আদেশে, যদি বা দুঃখ ক্লেশে,
সোণা দেই, সর্ব্বনেশে কর্ম্মকারের নানান ভোল ;
মজুরি ষোল আনাই ; বাজার যাচাই
ক'রে দেখি সব পিতল !
ধৈর্য্য আর ক'দিন টেকে ? সাদা রং বজায় রেখে,
গোয়ালা মনের সুখে, জল ঢেলে দুধ করে ঘোল ;
করে নিত্য গুরুদেবের কিরে,
(আবার) আদায় করে সুদ আসল !
(হিসেব ক'রে।)

কাপুড়ে সাল্লে দফা, দামের নাই আপোস রফা,
টাকায় টাকা মুনাফা, মুখে বলেন "হরি বোল্" ;
(আবার) সাচ্চা ঝুঁটা যায় না বোঝা,
হায়রে কি বজ্‌নিশ নকল।
(কার সাধ্য চিনে ?)
ধোবা তিরিশ খান দরে, কাপড় দেয় দু'মাস পরে,
ভদ্রতা কেমন ক'রে রাখ্‌ব, ভাবি তাই কেবল,
(আবার) নাপ্তে নবীন, বর্ষে দু'দিন,
দেখা দিয়ে করেন প্রাণ শীতল।
কি সখ্য ঝি-চাকরে, ডা'নে বাঁয়ে চুরি করে,
তাই আবার ব'ল্লে পরে, বাজায় অপযশের ঢোল ;
(আবার) চৌকিদারী কি ঝক্‌মারি,
না দিলে কয় 'ঘটী তোল !'
(নবাবের বেটা।)
ছেলেদের জ্যাঠামিটে, দেখ্‌লে দেই কড়া মিঠে,
প'ড়েছে কড়া পিটে, তথাপি বেজায় বিটোল ;
(আবার) পিঁউলি পরা, পান্‌না বাবা,
ওরা খাবেন রুই-কাতোল।
(মর বাঁচ।)
সবাই নিজেরটি বোঝে, যা' পায় তাই ট্যাঁকে গোঁজে,
শুধু পরের খরচে পরের মাথায় ঢালে ঘোল ;
কান্ত বলে সবাই মিলে, একবার কৃষ্ণানন্দে হরি বোল।
(দু'বাহু তুলে।)

কল্যাণী

ভক্তি-প্রবাহ

মিশ্র গৌরী—কাওয়ালী

আর,—

কত দূরে আছ, প্রভু, প্রেম-পারাবার ?
শুনিতে কি পাবে মৃদু বিলাপ আমার ?
তোমারি চরণ আশে, ধীরে ধীরে নেমে আসে,
ভকতি-প্রবাহ, দীন ক্ষীণ জলধার ।
কঠিন বন্ধুর পথ, পলে পলে বাধা শত,
অচল হইয়া, প্রভু, পড়ে বারবার !
নীরস নিঠুর ধরা, শুষে লয় বারি-ধারা,
কেমনে দুস্তর মরু হ'য়ে যাবে পার ?
বড় আশা ছিল প্রাণে, ছুটিয়া তোমারি পানে,
এক বিন্দু বারি দিবে চরণে তোমার ।
পরিশ্রান্ত পথহারা, নিরাশ দুর্ব্বল ধারা,—
করুণা-কল্লোলে, তারে ডাক একবার !

হৃদয়-পল্বল

মনোহর সাই—জলদ একতালা

এই,—

ক্ষুদ্র হৃদয়-পল্বল-জল, আবিল পাপ-পঙ্কে ;
অদেয়-অপেয়, তৃষায় স্পর্শ করে না কেহ আতঙ্কে !
চৌদিকে বেড়া কঠিন ভূমি, মধ্যে হয়েছি বন্দী ;
(ওহে) প্রেম-সিন্ধু ! আর কেমনে মিলিব তোমার সঙ্গে ?

(তব) মিলন-আশে, সাধু সুজন, প্রেম-তরঙ্গ তুলিয়া,
বহিয়া গিয়াছে, দীন অধমে দূর-সৈকতে ফেলিয়া ;
প্রভু, বসে না তীরে জলবিহঙ্গ, মলয় করে না খেলা ;
ঝঞ্ঝা সৃজে গো নদী-তরঙ্গ, আমারে করে সে হেলা !

প্রভু ফোটে না এ জলে ভক্তি-কমল, চলে না পুণ্যতরণী ;
চির-নির্ব্বাসিত ক'রেছে আমারে কোলাহলময় ধরণী ;
(কবে) শুকাইয়া যাবে এ মলিন বারি, শেষ রবে না বিন্দু !
(বড়) দুঃখ, বক্ষে বিম্বিত হ'লোনা, নির্ম্মল প্রেম-ইন্দু।

নিষ্ফলতা

"তোমার কথা হেথা কেহ ত কহে না"—সুর

আমি, সকল কাজের পাই হে সময়,
তোমারে ডাকিতে পাইনে ;
আমি, চাহি দারা-সুত-সুখ-সম্মিলন,
তব সঙ্গ-সুখ চাইনে ।
আমি, কতই যে করি বৃথা পর্য্যটন,
তোমার কাছে তো যাইনে ;
আমি, কত কি যে খাই, ভস্ম আর ছাই,
তব প্রেমামৃত খাইনে ।
আমি, কত গান গাহি, মনের হরষে,
তোমার মহিমা গাইনে ;
আমি, বাহিরের দুটো আঁখি মেলে চাই,
জ্ঞান-আঁখি মেলে চাইনে ;

আমি, কার তরে দেই আপনা বিলায়ে,
ও পদতলে বিকাইনে ;
আমি, সবারে শিখাই কত নীতি-কথা,
মনেরে শুধু শিখাইনে !

দুর্গতি

মিশ্র খাম্বাজ—একতালা

আর কত দিন ভবে থাকিব মা ?
পথ চেয়ে কত ডাকিব মা ?
(তুমি) দেখা তো দিলে না, কোলে তো নিলে না,
কি আশে পরাণ রাখিব মা ?

(আমায়) কেহ তো আদর করে না গো,
পতিতে তুলিয়া ধরে না গো,
(মম) দুখে কারো আঁখি ঝরে না গো ;—
(তবু) মোহ নাহি টুটে, ঘুম নাহি ছুটে,
আর কত দিনে জাগিব মা ?

(আমি) শত নিঠুরতা সহিয়া গো,
হৃদয় বেদনা বহিয়া গো,
(কত) কেঁদেছি তোমারে কহিয়া গো,
(আমি) আঁধারে পড়িয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
আর কত ধুলো মাখিব মা ?

হ'ল না

মিশ্র ভৈরবী—আড় কাওয়ালী

এত কোলাহলে প্রভু, ভাঙ্গিল না ঘুম ;
কি ঘোর তামসী নিশা, নয়নে আনিল মোহ,
এ জীবন নীরব নিঝুম !

প্রেমিক হৃদয়গুলি, প্রেমানল-শিখা তুলি' ;
"জয় প্রেমময় !" বলি', তব পানে ধায় ;—
সে বহ্নি-পরশে মম, সিক্ত ইন্ধন-সম,
হৃদি হ'তে উঠে শুধু ধূম ।

সবারি পরাণ, নব অরুণ কিরণে তব,
ফুটিয়া দুলিয়া হাসি', সুরভি বিলায় ;—
মোহালস টুটিল না, সে কিরণে ফুটিল না
আমারি এ হৃদয়-কুসুম ।

পাতকী

মিশ্র বেহাগ—খং

পাতকী বলিয়ে কি গো, পায়ে ঠেলা ভাল হয় ?
তবে কেন পাপী তাপী, এত আশা করে রয় ?
করিতে এ ধুলাখেলা, অবসান হ'ল বেলা,
যারা এসেছিল সাথে, ফেলে গেল অসময় ।
হারাইয়ে লাভে মূলে, মরণের সিন্ধু-কূলে
পথশ্রান্ত দেহখানি টানিয়া এনেছি হায় !
জীবনে কখন আমি ডাকিনি, হৃদয়-স্বামি !
(তাই) এ অদিনে এ অধীনে ত্যজিবে কি দয়াময় ?

ক্ষমা

ঝিঁঝিট—যৎ

তব, করুণামৃত পারাবারে কেন ডুবালে, দয়াময় ?
এ অযোগ্য অধমেরে, মলিনেরে, কেন এত দয়া হয় ?
(চিত) কাতর করুণা-ভারে, বহিতে আর নাহি পারে,
দুর্ব্বল হয়েছে পাপে, এত দয়া নাহি সয় !
তোমার কথা হেলা ক'রে, পাপ করিয়া ফিরি ঘরে,
(তুমি) হেসে ব'স কোলে ক'রে, দেখে কত লজ্জা হয়।
নাহি ঘৃণা, নাহি রোষ, নাহি হিংসা, অসন্তোষ,
শুধু দয়া, শুধু ক্ষমা, শুধু অভয়-পদাশ্রয় !

কেন ?

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালী

যদি, মরমে লুকায়ে রবে, হৃদয়ে শুকায়ে যাবে,
কেন প্রাণভরা আশা দিলে গো ?
তব, চরণ-শরণ-তরে, এত ব্যাকুলতা-ভরে,
কেন ধাই, যদি নাহি মিলে গো ?
পাপী তাপী কেন সবে, তোমারে ডাকিয়া ক'বে,
মনোব্যথা তুমি না শুনিলে গো ?
যদি, মধুর সান্ত্বনা-ভরে, তুমি না মুছাবে করে,
কেন ভাসি নয়ন-সলিলে গো ?
আনন্দে অনন্ত প্রাণ, করিছে বন্দনা-গান,
অবিশ্রান্ত অনন্ত নিখিলে গো ;
ওগো, সকলি কি অর্থহীন ! শূন্য, শূন্যে হবে লীন ?
তবে কেন সে গীত সৃজিলে গো ?

এতই আবেগ প্রভু, ব্যর্থ কি হইবে কভু,
একান্ত ও চরণে সঁপিলে গো ?
যদি, পাতকী না পায় গতি, কেন, ত্রিভুবন-পতি,
পতিত-পাবন নাম নিলে গো ?

বিশ্বাস

মিশ্র খাম্বাজ—জলদ একতালা

কেন বঞ্চিত হব চরণে ?
আমি, কত আশা ক'রে বসে আছি,
পাব জীবনে, না হয় মরণে !
আহা, তাই যদি নাহি হবে গো,—
পাতকি-তারণ-তরীতে, তাপিত
আতুরে তুলে' না লবে গো ;
হ'য়ে, পথের ধুলায় অন্ধ,
এসে, দেখিব কি খেয়া বন্ধ ?
তবে, পারে ব'সে, "পার কর" ব'লে, পাপী
কেন ডাকে দীন-শরণে ?
আমি শুনেছি, হে তৃষা-হারি !
তুমি, এনে দাও তারে প্রেম-অমৃত,
তৃষিত যে চাহে বারি ;
তুমি, আপনা হইতে হও আপনার,
যার কেহ নাই, তুমি আছ তার ;
এ কি, সব মিছে কথা ? ভাবিতে যে ব্যথা
বড় বাজে, প্রভু, মরমে !

কবে ?

বেহাগ—কাওয়ালী

কবে, তৃষিত এ মরু, ছাড়িয়া যাইব,
তোমারি রসাল নন্দনে ;
কবে, তাপিত এ চিত, করিব শীতল,
তোমারি করুণা-চন্দনে !

কবে, তোমাতে হ'য়ে যাব, আমার আমি-হারা,
তোমারি নাম নিতে নয়নে ব'বে ধারা,
এ দেহ শিহরিবে, ব্যাকুল হবে প্রাণ
বিপুল পুলক-স্পন্দনে !

কবে, ভবের সুখ দুখ চরণে দলিয়া,
যাত্রা করিব গো, শ্রীহরি বলিয়া,
চরণ টলিবে না, হৃদয় গলিবে না,
কাহারো আকুল ক্রন্দনে ।

বিচার

ভৈরবী – কাওয়ালী

জ্ঞান-মুকুট পরি', ন্যায়-দণ্ড করে ধরি',
বিচার-আসনে যবে বসিবে, হে বিশ্বপতি ;
"জয় রাজেশ্বর !" রবে, ব্রহ্মাণ্ড ধ্বনিত হবে,
জল স্থল মহাব্যোম, চরণে করিবে নতি !

একান্ত জানিয়া এই স্থুলদেহ-পরিণাম,
বিলাস-বিমুখ, যারা করে সদা হরিনাম,
সরল ব্যাকুল প্রাণে কেবলি তোমারে চায়,
সুখ দুখে সমভাবে তোমারি মহিমা গায়,—
ধর্ম্মলোকে সমুজ্জল, ছুটিবে সাধকদল,
প্রাণ রাখি, পদতলে, করিবে তব আরতি !

আজনম পাপ-লিপ্ত, ল'য়ে এ তাপিত চিত,
দূরে রব দাঁড়াইয়া, লজ্জিত কম্পিত ভীত ;
সব হারাইয়া প্রভু, হ'য়েছি ভিখারী দীন,
তোমারে ভুলিয়া, হায়, নিরানন্দ কি মলিন ;
কোন্ লাজে দিব পায় ? এ হৃদি কি দেওয়া যায় ?
সে দিন আমার গতি কি হবে, হে দীনগতি !

ব্যথা

পূরবী—একতালা

তোমার নয়নের আড়াল হ'তে চাই আমি,
তোমারি ভবনে করি বাস ;
তোমারি তো আমি খাই পরি, তবু
তোমারেই করি পরিহাস !

তুমিই দিয়েছ জ্ঞান-ভকতি,
তুমিই দিয়েছ ইচ্ছা-শকতি,
তবু, তোমারে জানিনে, চরণ চাহিনে,
নাহিক তোমাতে অভিলাষ !

করিনে তোমার আজ্ঞাপালন,
মানিনে তোমার মঙ্গলশাসন,
তোমার, সেবা নাহি করি, তবু কেন, হরি,
লোকে বলে মোরে 'হরিদাস' !

নিরুপায়

ললিত-বিভাস—একতালা

নিরুপায়, সব যে যায়, আর কে ফিরায় তোমা ভিন্ন !
দেখ্‌লাম জেগে, ভীষণ মেঘে, আমার আকাশ সমাকীর্ণ ;
আর কে রাখে, পাপের পাকে, আর কি থাকে, তরী জীর্ণ ?

(আমি) ডুব্‌লাম হরি তুমি থাক্‌তে, দয়াময়, পার্‌লে না রাখ্‌তে,
তবু একবার নিরাশ প্রাণে হও দেখি হে অবতীর্ণ ;
দেহ মনের কোনও কোণে, নাইক তোমার কোন চিহ্ন ;
এমনি হ'য়ে, গেছি ব'য়ে, ভাব্‌তে যে প্রাণ হয় বিদীর্ণ।

(এই) মলিন মনের অন্তরালে, দেখা দিও অন্তকালে,
একবার তোমায় দেখে মরি, এই বাসনা কর পূর্ণ ;
সময় থাক্‌তে, তোমায় ডাক্‌তে, হয়নি মতি, মতিচ্ছন্ন ;
তাই কি ঠেলে, দিবে ফেলে, মহাপাপী, ঘোর বিপন্ন !

আর কেন ?

টোড়ী—একতালা

(মা, আর,) আমারে আদর ক'রো না ক'রো না,
নিও না নিও না কোলে ;
ব্যথা, পেয়ো না পেয়ো না, ফেলো না অশ্রু,
(এই) ব'য়ে-যাওয়া ছেলে ম'লে ।
আগুনে পুড়িয়া হ'য়ে গেছি ছাই,
ধুলো ছাড়া আর কোথা আছে ঠাঁই ?
একেবারে গেছে শুকাইয়ে প্রাণ,
দুখে পাপে তাপে জ্ব'লে !
কত যে করেছ, কত যে মেরেছ,
কত যে কয়েছ, কত যে সয়েছ,
যত কেশে ধ'রে টেনেছ উপরে,
(তত) ডুবেছি অতল জলে !
ফেলে যাও, আর ক'রো না যতন,
ফিরাও বন্দন, সরাও চরণ,
ছাড় মোর আশা, মোছ ভালবাসা,
(বুকে) লাথি মেরে যাও চ'লে ।

পূর্ণিমা

পূরবী মিশ্র—কাওয়ালী

হরি, প্রেম-গগনে চির-রাকা ।
চির-প্রসন্ন কি মাধুরী-মাখা ।

সুপ্ত জগতে, চির-জাগ্রত প্রহরী,
বরষিছ চির-করুণামৃত-লহরী ;—
(মম) অন্ধ আঁখি, মোহে ঢাকা !

সাধু ভকত জন পিয়ে মকরন্দ,
এ হরি, মম মন-গতি অতি মন্দ ;
উড়ে যেতে নাইক পাখা !

এসেছি ফিরিয়া

সিন্ধু-খাম্বাজ—আড় কাওয়ালী

তারা মোরে রেখেছিল ভুলাইয়ে—
দু'দিনের মোহ-মাখা হাসি-খুসি দিয়ে ;

নিজ-সুখ-তরে, মম সুখ-দুখ-ভাগী,
তারা শুধু চাহে মোরে তাহাদেরি লাগি' ;
মিছে আশা দিয়ে কত করে অনুরাগী ;
(শেষে) দূরে দাঁড়াইয়া হাসে, সরবস নিয়ে।

দেখা হ'লে, আর কথা কহে না কহে না,
এ ছলনা আর, প্রভু, সহে না সহে না ;
শ্রান্ত চরণ, আর দেহ যে বহে না ;
(আজ) ভাঙ্গিয়াছে ঘুমঘোর, এসেছি ফিরিয়ে।

কি সুন্দর

মিশ্র ভূপালী—কাওয়ালী

ধীর সমীরে, চঞ্চল নীরে,
খেলে যবে মন্দ হিল্লোল,—
বিগলিত-কাঞ্চন-সন্নিভ শশধর,
জলমাঝে খেলে মৃদু দোল ;—
যবে, কনকপ্রভাতে, নবরবি সাথে,
জাগে সুষুপ্ত ধরা,—
পরিমল-পূরিত কুসুমিত কাননে,
পাখী গাহে সুমধুর বোল ;—
যবে, শ্যামল শস্যে, বিস্তৃত প্রান্তর
রাজে, মোহিয়া মন প্রাণ,—
সান্ধ্য-সমীরণ-চুম্বিত-চঞ্চল,
শীত-শিশির করে পান ;
কোটি নয়ন দেহ, কোটি শ্রবণ, প্রভু,
দেহ মোরে কোটি সুকণ্ঠ,—
হেরিতে মোহন ছবি, শুনিতে সে সঙ্গীত
তুলিতে তোমারি যশরোল !

তুমি ও আমি

নটনারায়ণ—তেওরা

তুমি, অন্তহীন, বিরাট্, এ নিখিল-ব্যাপী-অচ্যুত-অক্ষর !
আমি, ধূলি-কণিকা, ক্ষুদ্র, দীন, নগণ্য, তুচ্ছ বিনশ্বর ।
তুমি, নিত্য-মঙ্গল, জ্যোতিঃ নির্ম্মল, শান্ত, সুমধুর, উজ্জ্বল !
আমি, অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন, নিষ্প্রভ, পাপ-পবন-বিচঞ্চল ।

তুমি, পরম সুন্দর, বিশ্বভূষণ, পুণ্য-বিভব-অলঙ্কৃত !
আমি, অধম কুৎসিত, দুঃখপীড়িত, নিত্য-পাপ-কলঙ্কিত।
তুমি, মধুর-বরুণা-সান্দ্র-লহরী, তৃষাতুর-চির-পোষণ !
আমি, শুষ্ক, নীরস, কঠিন, নির্ম্মম, জীব-শোণিত-শোষণ।
আমি, গর্ব্ব করি, তবু, পুত্র তব, প্রভু, ভ্রমি সুমঙ্গল পদতলে ;
তুমি, এক-গৌরব-গর্ব্ব বঞ্চিত না কর, প্রভু, দুর্ব্বলে।

অভিলাষ

ইমন—কাওয়ালী। "তোমারি রাগিণী জীবন-কুঞ্জে"—সুর

ভীতি-সঙ্কুল এ ভবে, সদা তব
সাথে থাকি যেন, সাথে গো ;
অভয়-বিতরণ চরণ-রেণু,
মাথে রাখি যেন, মাথে গো।
তোমারি নির্ম্মল শান্ত আলোকে,
দীপ্ত হয় যেন দেহ-মন ;
তোমারি কার্য্যের মধুর সফলতা,
হাতে মাখি, দু'টি হাতে গো।
মোহ-আলসে, বিলাস-লালসে,
তোমারে ভুলি', হৃদি-দেবতা ;-
পরাণ কম্পিত, বক্ষ দুরু দুরু,
কাঁদে আঁখি, যেন কাঁদে গো।

ল'য়ে চল

মিশ্র খাম্বাজ—জলদ একতালা

কুটিল কুপথ ধরিয়া দূরে সরিয়া, আছি পড়িয়া হে ;—
বুধ-মঙ্গল-কেতু,—আর দেখিনে,—
কিসে ফেলিল যেন গো আবরিয়া।
(এই) দীর্ঘ-প্রবাস-যামিনী, আমারে
ডুবায়ে রাখিল তিমিরে ;
(আর) প্রভাত হ'ল না, আঁধার গেল না,
আলোক দিল না মিহিরে হে ;
কবে আসিয়াছি, কেন আসিয়াছি,
কোথা আসিয়াছি, গেছি পাশরিয়া।
(আমি) তোমারি পতাকা করিয়া লক্ষ্য,
আসিয়াছি গৃহ ছাড়িয়া ;
(আমায়) কণ্টক বনে কে লইল টানি'
পাথেয় লইল কাড়িয়া হে ;
যদি জাগিতেছ, প্রভু, দেখিতেছ,—
তবে, ল'য়ে চল আলো বিতরিয়া।

ডুবাও

মিশ্র ঝিঁঝিট—কাওয়ালী

(এই) তপ্ত মলিন চিত বহিয়া এনেছি, তব
প্রেম-অমৃত-মন্দাকিনী-তীরে ;
ধৌত কর হে, কর শীতল, দয়ানিধে,
পাবন বিমল সুধাময়-নীরে।

সুগভীর অবিরল কল্লোল-মন্দ্রে,
ডুবাও প্রাণের মূঢ় রিপু-ষড়যন্ত্রে ;
মুক্তিময় শান্তিময় প্লাবন-তরঙ্গে,
ডুবাও বাসনাকুল দেহ-মন সঙ্গে ;
(আর) দিও না দিও না, প্রভু, যেতে কূলে ফিরে,
(আমি) অতলে জনমতরে ডুবে যাব ধীরে ।

সহায়তা

মিশ্র কানেড়া—কাওয়ালী

যদি, প্রলোভন মাঝে ফেলে রাখ ;
তবে, বিশ্ববিজয়ী-রিপুহারি-রূপে, হরি,
দুর্ব্বল এ হৃদয়ে জাগ ।
যদি, অবিরাম গরজিবে স্বার্থ-সিন্ধু ভব,
নিষ্ফলকলরব-মাঝে ডুবিয়া রব,
তবে, শান্তি-নিলয়, চির-শ্রান্ত-মূরতি ধরি',
ব্যাকুল এ হৃদয়ে থাক ।
যদি, লুকায়ে রাখিবে তোমা, অলীকতাময় ধরা,
ঢাকিবে মোহ-মেঘ, কান্তি তিমির-হরা,
যদি, আঁধারে না পাই পথ—সত্য-সূর্য্য-রূপে
পথহারা হ'তে দিওনাক ।
আশার ছলনে যদি, হেরি মায়া-মরীচিকা,
নয়ন মোহিয়া পাপ, শেষে আনে বিভীষিকা,
তবে, ভীতি-হরণ, যেন অভয়-বচন-সুধা
বিতরি' এ বিপদে ডাক ।

শরণাগত

মিশ্র ইমন্—কাওয়ালী

স্থান দিও করুণায় তব চরণ-তলে,
যদি, না পারি লভিতে নিজ ধরম-বলে !

দৃঢ় পণ করি, "পাপ করিব না আর
করিব না" ব'লে, পাপ করেছি আবার ;
তবু, তোমারে না আনি ডাকি', আপন গরবে থাকি,
ব্যর্থ পুরুষকার করম-ফলে ।

নিজ বলে বল করা, বিফল কেবলি,
তব বলে বলী হ'লে, তবে বলি বলী ;
আমি, ঠেকিয়া ঠেকিয়া শিখে, ফিরেছি তোমারি দিকে,
(মোরে) কাঁদাইয়া, ধুয়ে লহ নয়ন-জলে ।

ভ্রান্ত

মিশ্র কানেড়া—একতালা

ভ্রান্ত, অন্ধ, অন্ধকারে,
তোমারি সুপথ পাবে কি আর !
নিঃসহায়, নিঃস্ব, হায় !
অবশ-চিত্তে মোহ-বিকার !
দুর্গম-পথে সঙ্গি-হারা, জ্যোতি-হীন আঁখি-তারা,
কণ্টক-বনে পড়ে বুঝি, ওহে
অনাথনাথ, নিবার নিবার !

আমার দেবতা

আলেয়া—একতালা

বিশ্ব-বিপদ-ভঞ্জন, মনোরঞ্জন, দুখহারী ;
চিত-নন্দন, জগবন্দন, ভব-বন্ধন-বারি ;
সর্ব্ব-মূরতি আকৃতি-হীন, পঞ্চভূত-প্রকৃতি-লীন ;
দীন-হীন-বন্ধু, করুণা-সিন্ধু, চিত-বিহারী !
নির্ব্বিকার বাসনা-শূন্য, সর্ব্বাধার পরম-পুণ্য,
অজনক বিভু, জগত-জনক, বহিরন্তরচারী।
পাপ-তিমির-চন্দ্র-তপন, নাশ তাপ, মোহ-স্বপন,
করহ প্রেম বীজ বপন, সিঞ্চি' ভকতি-বারি !

তুমি

মিশ্র বিভাস—কাওয়ালী

সাধুর চিতে তুমি আনন্দ-রূপে রাজ,
ভীতি-রূপে জাগ পাতকীর প্রাণে ;
প্রেম-রূপে জাগ সতীর হিয়ামাঝে,
স্নেহ-রূপে জাগ জননী-নয়ানে !
প্রীতি-রূপে থাক প্রেমিক-প্রাণে সখা,
যোগি-চিতে চির-উজল-আলোক ;
অনুতপ্ত প্রাণে ভরসা-রূপে জাগ,
সান্ত্বনা-রূপে এস যথা দুখ শোক।
দাতার হৃদে দাও করুণা-রূপে দেখা,
ত্যাগীর প্রাণে জাগ বৈরাগ্য-আকারে ;
কার্য্য-কুশলের চিত্তে, সফলতা,
জ্ঞান-রূপে জাগ মোহের আঁধারে।

(তবু) হেরিতে চাহি চোখে, শুনিতে চাহি কানে,
কর-পরশ চাহি, যেন তুমি স্থূল !
(এই) ভ্রান্তি নিয়ে, সখা, জীবন কাটিবে কি ?
ভাঙ্গিয়ে দিবে না কি এই মহাভুল ?

নবজীবন

মূলতান—ঝাঁপতাল

আর, কাহারো কাছে, যাব না আমি,
তোমারি কাছে, র'ব হে ;
আর, কাহারো সাথে, ক'ব না কথা,
তোমারি সাথে, ক'ব হে !
ঐ, অভয়-পদ, হৃদয়ে ধরি',
ভুলিব দুঃখ, সব হে ;
হেসে, তোমারি দেওয়া, বেদনা-ভার,
হৃদয়ে তুলি', ল'ব হে !
তব, করুণামৃত-পানে, হবে
কঠিন চিত দ্রব হে ;
আমি, পাইব তব, আশায-ভরা,
জীবন অভিনব হে !

অনাদৃত

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালী

তোমারি চরণে করি দুঃখ নিবেদন ;
শান্তি-সুধামৃত-অচল-নিকেতন !

প্রভু, হৃদয়-হীন তব বধির ভবে,
আপনারে ল'য়ে মহাব্যস্ত সবে ;
আর্ত্তে না চাহে, যত স্বার্থ-পরম-ব্রত,
বল কে শুধাবে প্রভু, পর-পরিবেদনা ?

প্রভু, অনাদর-অবহেলে অবশ পরাণ,
চরণে শরণাগত, রাখ ভগবান্ ;
শ্রান্ত পথের পাশে, নয়ন মুদিয়া আসে,
স্নেহ-পরশ দিয়ে, কর হে সচেতন।

চিকিৎসা

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালী

প্রভু, নিলাজ-হৃদয়ে, কর কঠিন আঘাত ;
কর, দুষ্ট কলঙ্কিত এ শোণিতপাত।

পাষাণ কঠিন প্রাণে রুদ্ধ বেদন,
সুফল হইবে, নাথ, করা'লে রোদন ;
সরাও এ গুরুভার,—নিবার প্রমাদ গো,—
করাও হৃদয় ভাঙ্গি', শুধু অশ্রুপাত !

এই অস্থি, মাংস, মজ্জা, এই চর্ম্ম, মেদ,
এ হৃদয়, সবি প্রভু পরিপূর্ণ ক্লেদ ;
অনিয়মে আনিয়াছি দেহে অবসাদ গো,
সঞ্চয় করেছি প্রাণে বিষম বিষাদ !

তুমি না কি, দয়াময়, পাপীর শরণ ?
কোথা ব'সে দেখিতেছ ঘৃণিত মরণ ?
মৃদু প্রতীকারে ব্যাধি হবে না নিপাত গো,—
তীব্র ভেষজ মোরে দেহ বৈদ্যনাথ !

ফিরাও

গৌড় সারঙ্গ—মধ্যমান

ও ত, ফিরিল না, শুনিল না,
তব সুধাময় বাণী ;
প্রভু ধর ধর,—
আন তব পানে টানি !
না চিনে তোমারে, না করে তত্ত্ব,
অন্ধ বধির মদির-মত্ত,
পথে চ'লে যেতে,
ট'লে পড়ে পা দু'খানি !
পতিত কি এক মহাবর্ত্ত-ভ্রমে,
পরিশ্রান্ত পিপাসিত পথ-শ্রমে,
ঢাল সুধাধারা,—
ফিরাইয়া ঘরে আনি !

অপরাধী

মনোহরসাই—খেমটা

যেমনটি তুমি দিয়েছিলে মোরে,
তেমনটি আর নাই হে সখা ;
(তুমি) দিয়েছিল বড় অমূল্য রতন,—
(আমি) ফিরিয়ে এনেছি ছাই হে সখা ;

যেখানে যা দিলে ভাল সাজে,
সেথা সাজাইয়াছিলে তাই হে সখা ;
(আমি) ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, সরা'য়ে নড়া'য়ে
করিয়াছি ঠাঁই ঠাঁই হে সখা !
(আমি) আমারে দেখিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
আবার তোমারে চাই হে সখা !
ভয়ে অনুতাপে, এ চরণ কাঁপে,
আছি, নীরবে দাঁড়ায়ে তাই হে সখা ;
ভগ্ন মলিন বিকৃত পরাণ,
পদতলে রেখে যাই হে সখা ;
(তুমি) এই ক'রো, যেন যেমনটি ছিল,
তেমনটি ফিরে পাই হে সখা !

প্রাণপাখী

মনোহরসাই—গড় খেম্‌টা

এই মোহের পিঞ্জর ভেঙ্গে দিয়ে হে,
উধাও ক'রে ল'য়ে যাও এ মন ।
(আমি) গগনে চাহিয়া দেখি, অনন্ত অপার হে !
(আর) আজনম বন্দী পাখী, পক্ষপুট ভার হে ;
(উড়ে যাবে কেমনে) ; (আর উড়ে যাবে কেমনে) ;
(নিজ বলে উড়ে যাবে কেমনে) ; (তোমার কাছে উড়ে
যাবে কেমনে) ; (তুমি না নিলে তুলে, উড়ে
যাবে কেমনে) ; (তুমি দয়া ক'রে না নিলে তুলে,
উড়ে যাবে কেমনে ?)

(প্রভু) বাঁধ তব প্রেমসূত্র (এই) অবশ পাখায় হে ;
(আর) ধীরে ধীরে তব পানে, টেনে তোল তায় হে ;
(একবার যেতে চায় গো) ; (এই খাঁচা ভেঙ্গে
একবার যেতে চায় গো) ; (তোমার কাছে একবার
যেতে চায় গো) ; (তোমার পাখী তোমার কাছে
একবার যেতে চায় গো) ; (পাখায় বল নাই, তবু
তোমার কাছে একবার যেতে চায় গো !)

(তুমি) তুলি নিয়ে, প্রেমহস্ত পালকে বুলাও গো ;
(তোমার) প্রেম-সুধা-ফল খাওয়ায়ে, পাখীরে ভুলাও গো ;
(যেন মনে পড়ে না) ; (এই মোহ-পিঞ্জরের কথা,
যেন মনে পড়ে না) ; (এই বন্দীশালের দুখের
আহার, যেন মনে পড়ে না ।)

(প্রভু) শিখাইয়া দেহ তারে, তব প্রেমনাম হে ;
(যেন) সব ভুলি', ওই বুলি, বলে অবিরাম হে ;
(ব'সে তোমারি কোলে) ; (তোমার সুধা-নাম
যেন গায় পাখী, ব'সে তোমারি কোলে) ;
(যেন গাইতে গাইতে, পুলকে শিহরে, তোমারি
কোলে) ; (যেন সব বুলি ভুলে, ঐ বুলি বলে,
তোমারি কোলে ।)

ভেসে যাই

মনোহরসাই—জলদ একতালা

(আমি) পাপ-নদী-কূলে, পাপ-তরুমূলে ;
বাঁধিয়াছি পাপ-বাসা ;
(শুধু) পাই পাপ-ফল, খাই পাপ-জল,
মিটাই পাপ-পিয়াসা।
(দেখ) পাপ-সমীরণে, পাপ-দেহ-মনে,
আনিয়াছে পাপ রোগ ;
(আবার) পাপ-চিকিৎসায়, ব্যাধি বেড়ে যায়
ভুগিতেছি পাপভোগ।
(আমি) বাহি' পাপতরী, পাপের নগরী,
পাপ-অর্থলোভে খুঁজি ;
(করি) পাপের আশায়, পাপ-ব্যবসায়,
লইয়া পাপের পুঁজি।
(আমি) বেচি কিনি পাপ, করি পাপ-লাভ,
পাপ-মূলধন বাড়ে ;
(আর) করিয়া সঞ্চিত, পাপ পুঞ্জীকৃত,
(হ'লাম) পাপ-ধনী এ সংসারে।
(হায়) পাপের জোয়ারে, পাপ-জল বাড়ে,
পাপ-স্রোত বহে খর ;
(কবে) পাপের সংসার, ক'রে ছারখার,
গ্রাসে নদী পাপ-ঘর !
(ওই) শুধু ধুপ্ ধাপ্, পড়িতেছে চাপ,
ভয়ে নিদ্রা নাই চোখে ;
(ভাবি) কবে নদী এসে বাসা ভাঙ্গে, ভেসে
যাই কোন্ আঁধার লোকে !

(প্রভু) শুনিয়াছি, তুমি দৃঢ় পুণ্যভূমি,
সাজায়ে রেখেছ দূরে ;
(ওহে) পাপ-নদী যার বাসা ভাঙ্গে, তার
স্থান আছে সেই পুরে ।
(ওহে) হতাশের আশা দিবে না কি বাসা,
(সেই) অভয় নগরে তব ;
(আছি) আঁধারে একাকী, পাব না দেখা কি ?
দিবে না কি কৃপা-লব ?
(ওহে) প্রভু, ভগবান্ ! এক বিন্দু স্থান
দিও চির-স্থির দেশে ;
(যদি) কর নির্ব্বাসিত, ওহে বিশ্বপিতঃ !
(তবে) একেবারে যাই ভেসে !

কোলে স্বপ্ন

বাউলের সুর—গড় খেম্‌টা

আমায়, ডেকে ডেকে, ফিরে গেছ মা ;—
আমি শুনেও জবাব দিলাম না !
এল, ব্যাকুল হ'য়ে "আয় বাছা" ব'লে,—
"বাছা তোর দুঃখ আর দেখ্‌তে নারি,
আয় করি কোলে ;
আয় রে, মুছিয়ে দি' তোর মলিন বদন,
আয় রে, ঘুচিয়ে দি' তোর বেদনা ।"
আমি, দেখ্‌লাম মায়ের দুনয়নে নীর ;
মায়ের স্নেহে গ'লে, ঝর ঝর
বইছে স্তনে ক্ষীর ;

"আয় রে পিয়াই বাছা পিপাসিত !"
ব'লে, হাত বাড়া'য়ে পেলে না !
এখন, সন্ধ্যাবেলা মায়েরে খুঁজি,
আমায়, না পেয়ে মা চ'লে গেছে,
(আর) আসবে না বুঝি !
মা গো, কোথা আছ কোলে কর !
আমি আর লুকা'য়ে থাক্‌ব না !

স্বপ্রকাশ

ইমন্—একতালা

পূর্ণ-জ্যোতিঃ তুমি ঘোষে দিনপতি,
অশনি প্রকাশে অসীম শকতি,
বিহঙ্গম গাহে তব যশোগীতি,
চন্দ্রমা কহিছে তুমি সুশীতল।
উদ্বেলিত-সিন্ধু-তরঙ্গ উত্তাল,
প্রকাশে তোমারি মুরতি করাল !
মরীচিকা ঘোষে তব ইন্দ্রজাল,
শিশির কহিছে তুমি নিরমল।
পুষ্প কহে তুমি চিরশোভাময়,
মেঘবারি কহে মঙ্গল-আলয়,
গগন কহিছে অনন্ত, অক্ষয়,
ধ্রুবতারা কহে তুমি অচঞ্চল ;
নদী কহে তুমি তৃষ্ণানিবারণ,
বায়ু কহে তুমি জীবের জীবন,
নিশীথিনী কহে শান্তি-নিকেতন ;
প্রভাত কহিছে সুন্দর উজ্জ্বল।

জ্যোতিষ কহিছে তুমি সুচতুর,
মুক্তি তুমি, ঘোষে জ্ঞানতৃষাতুর,
সতীপ্রেমে জানি তুমি সুমধুর,
বিভীষিকা—কহে পাপী অসরল ;
অনুতাপী কহে তুমি ন্যায়বান্,
ভক্ত কহে তুমি আনন্দবিধান,
সুখে শিশু করি' মাতৃস্তন্যপান,
প্রকাশে তোমারি করুণা অতল !

বিশ্ব-শরণ

মিশ্র কানেড়া—একতালা

অব্যাহত তোমারি শক্তি,
গ্রহে গ্রহে খেলে ছুটিয়া !
তোমারি প্রেমে এক হৃদয়
আর হৃদে পড়ে লুটিয়া ;
তোমারি সুষমা চির-নবীন,
ফুলে ফুলে রহে ফুটিয়া ।
তব চেতনায় অনুপ্রাণিত
বিশ্ব, চমকি' উঠিয়া ;—
অপ্রতিহত মরণ-দণ্ডে,
পদতলে পড়ে টুটিয়া ।
বন্দনাময় ভক্তহৃদয়,
তব মন্দিরে জুটিয়া,
"তুমি অণীয়ান্, তুমি মহীয়ান্ !"
তত্ত্ব দিতেছে রটিয়া ।

অনন্ত

বাগেশ্রী—আড়া

অনন্ত-দিগন্ত-ব্যাপী অনন্ত মহিমা তব।
ধ্বনিছে অনন্ত কণ্ঠে, অনন্ত, তোমারি স্তব।
কোথায় অনন্ত উচ্চে, অনন্ত তারকা গুচ্ছে,
অনন্ত আকাশে তব, অনন্ত কিরণোৎসব !
অনন্ত নিয়তিবলে, বায়ু ধায়, মেঘ চলে,
অনন্ত কল্লোল জলে, পুষ্পে অনন্ত সৌরভ ;
অনন্ত কালের খেলা, জীবন-মরণ মেলা,
হে অনন্ত, তব পানে উঠিছে অনন্ত রব !
অনন্ত সুষমা-ভরা, অনন্ত-যৌবনা ধরা,
দিশি দিশি প্রচারিছে, অনন্ত কীর্ত্তিবিভব ;
তোমার অনন্ত সৃষ্টি, অনন্ত করুণাবৃষ্টি,
অতি ক্ষুদ্র দীন আমি, কিবা জানি কিবা কব।

রহস্যময়

মালকোষ—ঝাঁপতাল

অসীম রহস্যময় ! হে অগম্য ! হে নির্ব্বেদ !
শাস্ত্রযুক্তি করিবে কি তোমার রহস্য ভেদ ?
শ্রুতি, স্মৃতি, বেদমন্ত্র, জ্যোতির্ব্বিদ্যা, ন্যায়, তন্ত্র,
বিজ্ঞান পারেনি, প্রভু, করিতে সংশয়োচ্ছেদ।
তাতে শুধু পূর্ব্বপক্ষ, ব্যবস্থা, পদ্ধতি, তর্ক,
অন্ধকার কূট-নীতি, শুধু বিধি, বা নিষেধ ;
বিনা পুণ্যদরশন, কূটতর্কনিরসন
হয় না, কেবল থাকে চিরন্তন মতভেদ।

প্রেমাচল

পরোজ—ঝাঁপতাল

তব, বিপুল-প্রেমাচল-চূড়ে, বিশ্ব-জয়-কেতু উড়ে,
পুণ্য-পবন-হিল্লোলে, মন্দ মৃদু মৃদু দোলে ;
দিয়ে শান্তি-কিরণ-রেখা, মহিমা-অক্ষরে লেখা,
"ক্লিষ্ট কেবা আয় রে চ'লে, চিরশীতল স্নেহকোলে।"

সাধুগণ, যোগিগণ করিছে সুখে বিচরণ,
চিদানন্দ-মধুর-রস করিছে পান, বিতরণ ;
(ঐ) গগন ভেদি' উঠিছে গীতি, স্বরে জড়িত মধুর প্রীতি,
আনন্দ-অধীর রোলে, তৃতষি ছুটে দলে দলে।

হের বিশাল-গিরি 'পরে মুক্তিনির্ঝরিণী ঝরে,
দূরাগত পথশ্রান্ত দু'হাতে তুলি' পান করে ;
(কেহ) চাহে না আর ফিরিতে গেহে, প'ড়ে রহে অবশ দেহে,
বিভল হ'য়ে "দয়াল" ব'লে, বিভবসুখতৃষা ভোলে।

অস্তি

'হেসে দুলে নেচে চল গোঠবিহারী'—সুর

কত ভাবে বিরাজিছ বিশ্ব-মাঝারে !
মত্ত এ চিত তবু, তর্ক-বিচারে !

নিত্যনিয়তিবলে, বায়ু ধায়, মেঘ চলে,
শ্যামবিটপিদলে, সুরসাল ফল ফলে,
পাখী গাহে, ফুল ফোটে, তটিনী বহিয়া যায় ;
দ্বিধাহীন অনুভূতি হৃদয়ে রহিয়া যায় ;
স্তম্ভিত চিত পায় জ্যোতিঃ আঁধারে।

অসীম শূন্যতলে সৌর-জগত কত,
ভ্রান্তিহীন, ভ্রমে চিরচিহ্নিত পথ ;
রুগ্ন শিশুরে ধরি', জননী বক্ষোপরি,
উষ্ণ কপোলে চুমে, নয়নে অশ্রু, মরি !
বিশ্ব দৃশ্য যত, 'অস্তি' প্রচারে !

দর্শন

মিশ্র খাম্বাজ—আড় কাওয়ালী

কে রে হৃদয়ে জাগে, শান্ত শীতল রাগে,
মোহতিমির নাশে, প্রেমমলয়া বয় ;
ললিত মধুর আঁখি, করুণা-অমিয় মাখি',
আদরে মোরে ডাকি', হেসে হেসে কথা কয়।

কহিছে বাহিক ভাষা, কত সুখ, কত আশা,
কত স্নেহ ভালবাসা, সে নয়নকোণে রয় !
সে মাধুরী অনুপম, কান্তি মধুর, কম,
মুগ্ধ মানসে মম, নাশে পাপ তাপ ভয় !

বিষয়বাসনা যত, পূর্ণভজনব্রত,
পুলকে হইয়া নত, আদরে বরিয়া লয় ;
চরণ পরশ ফলে, পতিত চরণতলে,
স্তম্ভিত রিপুদলে, বলে "হোক্ তব জয় !"

চিত্ত-তৃপ্তি

ভৈরবী—কাওয়ালী

সখা, তোমারে পাইলে আর,—
বৃথা ভোগসুখে চিত রহে না রহে না ;—
(সে যে) অমৃতসাগরে ডুবে যায়,
সংসারের দুখ তারে দহে না দহে না।

(সে যে) মণিকাঞ্চন ঠেলে পায়,
(রাজ) মুকুট চরণে দ'লে যায়,
কি বস্তু হিয়ামাঝে পায়,—
আমাদের সনে কথা কহে না কহে না।

(সখা) তোমাতে কি সুধা, কি আনন্দ !
(কত) সৌরভ ! কত মকরন্দ !
সকল বাসনা চিরতৃপ্ত ;—
এ জনমে আর কিছু চাহে না চাহে না।

বিশ্রাম

বেহাগ—একতালা

তুমি, অরূপ সরূপ, সগুণ নির্গুণ,
দয়াল ভয়াল, হরি হে ;—
অমি কিবা বুঝি, আমি কিবা জানি,
আমি কেন ভেবে মরি হে।
কিরূপে এসেছি, কেমনে বা যাব,
তা ভাবিয়ে কেন জীবন কাটাব ?

তুমি আনিয়াছ, তোমারেই পাব,
এই শুধু মনে করি হে।
না রাখি জটিল ন্যায়ের বারতা,
বিচারে বিচারে বাড়ে অসারতা,
আমি জানি তুমি আমারি দেবতা,
তাই আমি হৃদে বরি হে;
তাই ব'লে ডাকি, প্রাণ যাহা চায়,
ডাকিতে ডাকিতে হৃদয় জুড়ায়,
যখন যে রূপে প্রাণ ভ'রে যায়,
তাই দেখি প্রাণ ভরি' হে!

তোমার দৃষ্টি

বাউলের সুর—গড় খেম্‌টা

তুমি আমার অন্তস্তলের খবর জান,
ভাব্‌তে প্রভু, আমি লাজে মরি!
আমি দশের চোখে ধুলো দিয়ে,
কি না ভাবি, আর কি না করি!
সে সব কথা বলি যদি,
আমায় ঘৃণা করে লোকে,
বস্‌তে দেয় না এক বিছানায়
বলে "ত্যাগ করিলাম তোকে";
তাই, পাপ ক'রে হাত ধুয়ে ফেলে,
আমি সাধুর পোষাক পরি;
আর, সবাই বলে "লোকটা ভাল,
ওর মুখে সদাই হরি।"

যেমন, পাপের বোঝা এনে, প্রাণের আঁধার কোণে রাখি ;-
অমনি, চম্‌কে উঠে দেখি, পাশে জ্বল্‌ছে তোমার আঁখি !
তখন লাজে ভয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে, চরণতলে পড়ি,—
বলি "বমাল ধরা পড়ে গেছি, এখন যা কর হে হরি !"

নিমজ্জন

সিন্ধু—ঝাঁপতাল

যারে মন দিলে আর ফিরে আসে না,—
এ মন তারে ভালবাসে না !
যাদের মন দিতে হয় সেধে সেধে,
প্রেম দিতে হয় ধ'রে বেঁধে,
তাদের মন দিয়ে, মন মরে কেঁদে,
আর, জন্মের মত হাসে না !

ফেলে দে মন প্রেম-সাগরে,
হারিয়ে যাক্ রে চির-তরে,
একবার, পড়্‌লে সে আনন্দ-নীরে,
ডুবে যায়, আর ভাসে না।

নষ্ট ছেলে

পিলু—ঝাঁপতাল

ওমা, কোন্ ছেলে তোর, আমার মতন,
কাটায় জীবন, ছেলে-খেলায় ?
খেলায় বিভোর হ'য়ে কে আর,
পরশ-রতন হারায় হেলায় ?

আমার মত কে অবাধ্য ?
যার, সংশোধন মা তোর অসাধ্য ;—
তুই "আয়" ব'লে যাস্ কোলে নিতে,
"দূর হ" ব'লে ঠেলে ফেলায় ?
কার উপর এত মমতা ?
রেগে একটা ক'স্‌নে কথা ;—
অপরাধের দ্বিগুণ ক্ষমা,
আমি ছাড়া বল্ মা কে পায় ?
তোর, বুকের দুধ যে খেয়ে বাঁচি,
আমি, কেমন ক'রে ভুলে আছি ?
আমি, এমন তো ছিলাম না আগে,
বড় সরল ছিলাম ছেলে-বেলায়।

সতত শিয়রে জাগো

মনোহরসাই ভাঙ্গা সুর—জলদ একতালা

আহা, কত অপরাধ ক'রেছি, আমি
তোমারি চরণে, মাগো !
তবু, কোল-ছাড়া মোরে করনি, আমায়
ফেলে চ'লে গেলে না গো !

আমি, চলিয়া গিয়েছি "আসি" ব'লে,
তুমি, বিদায় দিয়েছ আঁখি-জলে,
কত, আশীষ ক'রেছ, ব'লেছ, "বাছারে,
যেন সাবধানে থাকো ;
আর, পড়িলে বিপদে, যেন প্রাণ ভ'রে,
'মা, মা' ব'লে ডাকো।"

যবে, মলিন হৃদয়, তপ্ত,
ল'য়ে, ফিরিয়াছি, অভিশপ্ত !
ব'লেছি, "মা আমি করিয়াছি পাপ,
ক্ষমা ক'রে পায়ে রাখো" ;
তুমি, মুছি' আঁখিজল, বলিয়াছ, "বল্
আর ও পথে যাব নাকো।"

আমি, পড়িয়া পাতক-শয়নে,
চাহি, চারিদিকে দীন-নয়নে,
প্রলাপের ঘোরে কত কটু বলি,
মা তবু নাহি রাগো ;
আমি দেখি বা না দেখি, বুঝি বা না বুঝি,
সতত শিয়রে জাগো !

মিলনানন্দ

আশা— কাওয়ালী

বিভল প্রাণ মন, রূপ নেহারি' ;
তাত ! জননি ! সখে ! হে গুরো ! হে বিভো !
নাথ ! পরাৎপর ! চিত্তবিহারি !
কলুষনিসূদন ! নিখিলবিভূষণ !
অগুণনিরূপণ, মোহনিবারি !
নিত্য ! নিরাময় ! হে প্রভো ! হে প্রিয় !
সফল আজি মম অন্তর ইন্দ্রিয়।
মনোমোহন ! সুন্দর ! মরি বলিহারি !

তুমি সুন্দর

মনোহরসাই ভাঙ্গা সুর—দ্রুত একতালা

তুমি, সুন্দর, তাই তোমারি বিশ্ব সুন্দর, শোভাময় ;
তুমি, উজ্জ্বল, তাই নিখিল-দৃশ্য নন্দন-প্রভাময় ।
তুমি, অমৃত-বারিধি, হরি হে,
তাই, তোমারি ভুবন ভরি' হে—
পূর্ণচন্দ্রে, পুষ্পগন্ধে, সুধার লহরী বয় ;
ঝরে সুধা ধরে সুধাজল, ফল, পিয়াসা ক্ষুধা না রয় ।
তুমি, সর্ব্ব-শকতি মূল হে,
অহে, শৃঙ্খলা কি বিপুল হে !
যে যাহার কাজ, নীরবে সাধিছে, উপদেশ নাহি লয় ,
নাহি ক্রম-ভঙ্গ, পূর্ণ প্রতি-অঙ্গ, নাহি বৃদ্ধি অপচয় !
তুমি প্রেমের চির-নিবাস হে,
তাই, প্রাণে প্রাণে প্রেম-পাশ হে,
তাই, মধুমমতায়, বিটপি-লতায়, মিলি' প্রেম-কথা কয় ;
জননীর স্নেহ, সতীর প্রণয়, গাহে তব প্রেমজয় !

নিশীথে

কাফি সিন্ধু—খয়রাক

ধীরে ধীরে বহিছে, আজি রে মলয়া,—
হাসি', বিরাজে গগনে,
থরে থরে মনোরঞ্জন, দীপ্ত, উজ্জ্বল, তারা ।

প্রেম-অলস অঙ্গে, ধাইছে তটিনী রঙ্গে,
ঢালিছে মৃদু কুলু-কুলু গানে, অমিয় ধারা ।

মণ্ডিত এ ভূমণ্ডল, সুধাকর-কর-জালে
রঞ্জিত, অতি সুরভিত, কানন ফুলমালে ;
নিভৃত হৃদয়-কন্দরে,—হের পরম সুন্দরে,
হও রে মধুর-প্রেমময়-উৎসব-মাতোয়ারা ।

প্রেম ও প্রীতি

মিশ্র গৌরী—কাওয়ালী

যদি হেরিবে হৃদয়াকাশে প্রেম-শশধর,—
তবে, সরাইয়া দেহ, তমো-মোহ-জলধর ।

চির-মধুরিমা-মাখা, প্রকাশিত হবে রাকা,
ফুটিয়া উঠিবে প্রীতি-তারকা-নিকর ।

ঢালিবে অমৃত-ধারা, প্রেমশশী, প্রীতি-তারা,
ভাসাইয়া দিবে, পিপাসিত চরাচর !

ভকতি-চকোর তোর, উলাসে হইয়া ভোর,
সে সুধা-প্লাবনে, সন্তরিবে নিরন্তর !

আকাশ সঙ্গীত

মিশ্র ইমন্—একতালা

নীল-মধুরিমা-ভরা বিমান,—
কি গুরুগম্ভীরে গাইছে গান !

কাঁপায়ে থরে থরে ধরা-সমীর,
নিখিল-প্লাবী সেই ধ্বনি গভীর !
শ্রবণে পশে না কি, নর বধির !
উদাস করে নাকি, ও মন প্রাণ ?
বিমান কহে, "আমি শবদ-গুণ,
হৃদয়ে অক্ষয় শকতি-তূণ,
বক্ষে অগণিত শশি-অরুণ,
গ্রহ উপগ্রহ ভ্রাম্যমাণ !
আমারে সৃজি' ধাতা, কুতূহলে,
তারকা-শিশুগুলি দিল কোলে,
হরষে গলাগলি, শিশুদলে,
করিছে ছুটাছুটি নিরবসান।
আলোকভরা তারা, পুলকময়,
জানে না শিশু-হিয়া, ভাবনা ভয়,
ললাট-লিপি তারা, গণিয়া কয়,
(পালে) যতনে জনকের শুভবিধান।
(মম) চরণ-তলে তব সমীর-থর,
জলদ-জাল খেলে শীকর-ধর,
ঊর্দ্ধে প্রসারিয়া শত শিখর,
ঐ বিপুল গিরিকুল স্থির-নয়ান !
নিম্নে চেয়ে দেখি, কৌতুকে,
পক্ষপুট ধীরে মেলি' সুখে,
অসীম গীত-তৃষা ল'য়ে বুকে,
এ মুক্তি-পাখিকুল, ধরিয়াছে তান।
(মম) অশনি পদতলে, বিজলীদাম,
(ঐ) আলোক-অক্ষরে তাঁহারি নাম !

(হের) অটল দিক্‌পাল সফল-কাম,
(ধরি') তাঁহারি মঙ্গল-জয়-নিশান!
ব্যর্থ কোলাহলে, যাপিছ দিন,
হ'তেছ ধরণীর ধূলি মলিন;
বচন ধর মম, আমি প্রবীণ,
(লভ) অসীম উদারতা, হও মহান্‌।"

ছিন্ন-শৃঙ্খলা

বাউলের সুর—আড় খেম্‌টা

চাঁদে চাঁদে বদ্‌লে যাবে, সে রাজার এমন আইন নয়;
নাইক, তার মুসাবিদা পাণ্ডুলিপি, ভাই রে,—
নাইক তার, বাগ্‌বিতণ্ডা সভাময়।
সেই, সুরু থেকে ব'চ্ছে বাতাস, চল্‌ছে নদ নদী,
আবার, সাগর-জলে কি কল্লোল, আর ঢেউ নিরবধি;
দেখ, বর্ষে মেঘে বারি-ধারা, ভাই রে,—
তাইতে, ধরার বুকে শস্য হয়। (সেই সুরু থেকে)
সেই, সুরু থেকে সুয্যি ঠাকুর, উদয় হন পুবে,
আবার, সন্ধ্যেবেলা, রোজ যেতে হয়, পশ্চিমে ডুবে,
দেখ, অমাবস্যায় চাঁদ ওঠে না, ভাই রে,—
তার, এক নিয়মে বৃদ্ধি-ক্ষয়। (সেই সুরু থেকে)
সেই, সুরু থেকে ক'চ্ছে ধরা, সূর্য্য-প্রদক্ষিণ,
আবার, মেরুদণ্ডের উপর ঘুরে ক'চ্ছে রাত্রি দিন;
তাইতে বার মাস, আর ছ'টা ঋতু, ভাই রে,—
দেখ, ঘুরে ফিরে আসে যায়। (সেই সুরু থেকে)

সেই, সুরু থেকে দিগ্ দিগন্ত জুড়ে, আকাশ নীল !
ব'সে, উত্তরে ঐ ধ্রুব-তারা, নড়ে না এক তিল !
আবার, আকাশে ঢিল মাল্লে পরে, ভাই রে,—
এই, পৃথিবী বুক পেতে লয়। (সেই সুরু থেকে)
সেই, সুরু থেকে আগুন গরম, সাগর-জল লোণা,
আবার, রূপো সাদা, লোহা কাল, হলুদ রং সোণা ;
দেখ, আমের গাছে ধান ফলে না, ভাই রে,—
আর, কোকিল শুধু কুহু কয়। (সেই সুরু থেকে)
যা ছিল না, হয় না তা আর, যা আছে তাই আছে ;
এই, পাঁচ ভেঙ্গে, দশ রকম হ'চ্ছে, মিশছে গিয়ে পাঁচে ;
এ সব, ব্যাপার দেখে দিন ছনিয়ার, ভাই রে,—
সেই, মালিক দেখ্তে ইচ্ছা হয় ! (সেই আইনকর্ত্তা)

অশ্রুরত্ন

পঁটে'র সুর – গড় খেমটা

আজ যদি সে, নারাজ হ'য়ে রয় ;—
ভাব্তে প্রাণ শিউরে উঠে, শিরায় উষ্ণ শোণিত যে বয় !
তারা সব লক্ষ্য ছেড়ে, কে যায় কার পাছে তেড়ে,
এ ওটার গায়ে প'ড়ে, হয় রে চূর্ণ সমুদয় :
নিভে যায় রবিশশী,
কে কোথায় যে পড়ে খসি',
দপ্ ক'রে বাতি নিভে, হ'য়ে যায় সব অন্ধকারময় !

ধরাটা কক্ষ ত্যজে, লক্ষ্য আর পায় না খুঁজে,
আঁধারে, পাগলপারা ঘুরে বেড়ায় শূন্যময় ;

কোথা থাকে দালান কোঠা,
কোন জিনিস রয় না গোটা,
লাথ তারা চেপে পড়ে, কর্ম্মনিকেশ তখনি হয় !

গরবের ঘোড়া হাতী, সিংহাসন, সোণার ছাতি,
বিলাসের প্রমোদ-কানন, প্রেমে হৃদয়-বিনিময় ;—
মারে যদি একটা ঠেলা,
তবে, ভেঙ্গে যায় এই ভবের মেলা,
ঘুচে যায় ধুলো-খেলা, হুলুস্থুল মহাপ্রলয় !

ভাই, এখন দেখ্‌রে ভেবে, বসা কি উচিত দে'বে'
কখন টান দিয়ে নেবে, (তার) খেয়াল বোঝা সহজ নয় ;
সে যে, কি ভেবে কখন্‌ কি করে,
কেন ভাঙ্গে কেন গড়ে,
কান্ত, তুই জীবন ভ'রে ভাব্‌ না, সেটা ভাবের বিষয় !

সাধনার ধন

মিশ্র বিভাস—ঝাঁপতাল

সে কি তোমার মত, আমার মত, রামার মত, শামার মত,
ডালা কুলো ধামার মত, যে পথে ঘাটে দেখতে পাবে ?
সে কি কলা মুলো, কুমড়ো কাঁকুড়, বেগুন শশা, বেলের মত ?
পেয়ারা আতা, তাল কি কাঁটাল, আম জাম, নারিকেলের মত ?
সে কি রে মন, মুড়্‌কী মুড়ী, মণ্ডা জিলিপী কচুরী ?
যে, তাম্রখণ্ডে খরিদ হ'য়ে, উদরস্থ হ'য়ে যাবে ?

সে তো হাট-বাজারে বিকায় না রে, থাকে না তো গাছে ক'লে,
দিল্লী লাহোর নয়, যে রাস্তা করিম-চাচা দেবে ব'লে ;
মাম্‌লাতে চলে না দাওয়া, ওয়ারিস্‌-সূত্রে যায় না পাওয়া,
সে যে নয় মাম্‌লা হাওয়া, যে বাহার দিয়ে বেড়িয়ে খাবে !
সে যে যোগী ঋষির সাধনের ধন, ভক্তিমূলে বিকিয়ে থাকে,
সে পায়, "সর্ব্বং সমর্পিতমস্তু" ব'লে যে জন ডাকে ;
মন নিয়ে আয় কুড়িয়ে মনে, ব্যাকুল হ' তার অন্বেষণে,
প্রেম-নয়নে সঙ্গোপনে, দেখ্‌বে, যেমন দেখ্‌তে চাবে ।

ভৈরবী—ঝাঁপতাল

তারে দেখ্‌বি যদি নয়ন ভ'রে, এ ছুটো চোক কর্‌ রে কাণা ;
যদি, শুনবি রে তার মধুর বুলি, বাইরের কানে আঙ্গুল দে না ।
কিসের মধু চিনি ? সে যে
গাঢ় প্রেমের মিশ্রি-পানা ;
(তুই) খাবি যদি, ক'সে এঁটে
বেঁধে রাখ্‌ তোর কু-রসনা ।
পরশ মণি পরশ ক'রে,
হ'তে যদি চাস্‌ রে সোণা ;
(তবে) বিরাগ-পক্ষাঘাতে অসাড়
ক'রে নে' তোর চামড়াখানা ।
সে যে রাজার রাজা, তার হুজুরে
যাবি যদি, নাই রে মানা ;
(তবে) অচল হ'য়ে—শান্ত মনে,
সার কর্‌ আঁধার ঘরের কোণা ।

কান্ত বলে, সকল কথাই আছে আমার প্রাণে জানা ;
(আমি) জেনে শুনে, ভেবে গুণে, ভুলে আছি, কি কার্‌খানা !

পরপার

বাউলের সুর—কাহারোয়া

ভাসা রে জীবন-তরণী ভবের সাগরে ;
যাবি যদি ও পারের সেই অভয়-নগরে।
(যেন) মন-মাঝি তোর দিবানিশি রয় হা'লে ব'সে ;
(আর) ভজন-সাধন দাঁড়ি দু'টো দাঁড় মারে ক'সে।
(তোর) প্রেম-মাস্তলে সাধু-সঙ্গের পা'ল তুলে দে ভাই ;
(বইবে) সুখের বাতাস, চেয়ে দেখ্ তোর অদৃষ্টে মেঘ নাই।
(ওরে) হামেসা তুই দেখিস্ ধরম দিগ্-দর্শনের কাঁটা।
(আর) ডাক্ ক'রে ভাই তালি দিস্ স্বভাবের ফুটো-ফাটা।
(তুই) মাঝে মাঝে দেখ্‌তে পাবি পাপ-চুম্বকের পাহাড় ;
(মাঝি) টের পাবে না, টেনে নিয়ে জোরে মার্‌বে আছাড়।
(ওরে) সেইটে ভারি কঠিন বিপদ, চোখ রেখে ভাই চলিস্।
(আর) মাঝি দাঁড়ি এক হয়ে ভাই, মুখে হরি বলিস্।
(ওরে) এ পারে তোর বাসা রে ভাই, ঐ পারে তোর বাড়ী ;
(এই) কথাগুলো খেয়াল রেখে, জমিয়ে দে' রে পাড়ি।

নির্লজ্জ

বাউলের সুর—গড় খেমটা

আঁক্‌ড়ে ধরিস্ যা' কিছু, তাই ফস্কে যায় ;
তবু তোর লজ্জা হয় না, হায় রে হায় !

কত কি হ'ল পয়দা, কিছুতেই হয় না ফয়দা,
টুস্কিটির সয় না রে ভর, দেখ্‌তে দু'খান হ'য়ে যায়,-
এই আছে এই হাত্‌ড়ে পাস্‌ নে,
তাই বলি মন, আর হাত্‌ড়াস্‌ নে,
যা হারায়, আর তা' চাস্‌ নে,
ন্যাড়া, যায় রে ক'বার বেলতলায় ?
অকারণ টানা হেঁছা, দু'শ বার খেলি ছেঁচা,
বেহায়া ছেঁচ্‌ড়া হ'লি, কখন্‌ যেন প্রাণটা যায় ;
যা' খেলে আর হয় না খেতে,
যা' পেলে আর হয় না পেতে,
তাই ফেলে দিনে রেতে,
মরিস্‌ কিসের পিপাসায় ?

আছ ত' বেশ

বাউলের সুর—গড় খেম্‌টা

আছ ত' বেশ মনের সুখে !
আঁধারে কি না কর, আলোয় বেড়াও বুকটি ঠুকে ।
দিয়ে লোকের মাথায় বাড়ি, আন্‌লে টাকা গাড়ি গাড়ি,
প্রেয়সীর গয়না-সাড়ী, হ'ল গেল লেঠা চুকে !
সমাজের নাইক মাথা, কেউ ত আর দেয়না বাধা ;
সবি টের পাবে দাদা, সে রাখ্‌ছে বেবাক টুকে ;
যত যা' ক'রে গেলে, সেইখানে সব উঠ্‌বে ঠেলে,
তুমি তা' টের কি পেলে,
নাম উঠেছে যে 'Black Book'এ ?

কে কারে ক'রবে মানা ?. অমনি প্রায় ষোল আনা,
ভিজে বেড়ালের ছানা, ভাল মানুষ মুখে ;
যত, খুন ডাকাতি প্রবঞ্চনা, মদ গাঁজা ভাঙ্গ বারাঙ্গনা,
এর মজা বুঝবে সে দিন,
যে দিন যাবে সিঙ্গে ফুঁকে !

কত বাকি

সুরট-মল্লার—একতালা

ভেবেছ কি দিন বেশী আর আছে রে ?
মনে পড়ে, কেমন ছিলে, কেমন হ'লে ?
আর কি ফুটবে ফুল শুক্‌নো গাছে রে ?

আগের মতন আর ত হয় না পরিপাক,
ক্রমে বেড়ে উঠ্‌ছে পাকা চুলের ঝাঁক,
(কতক) দাঁত গিয়েছে প'ড়ে, যা আছে তাও নড়ে,
(তবু) দন্তরক্ষণ দিচ্ছ সকাল সাঁজে রে !

কত সাধ ক'রে খেয়েছ চালভাজা আর চিঁড়ে,
আধসিদ্ধ মাংস খেতে দাঁতেতে ছিঁড়ে,
এখন দেখ্‌ছি, চোষ্য, লেহ্য, পেয় ছেড়ে,
(বড়) ঘেঁস না চর্ব্ব্যের কাছে ।

চস্‌মা নইলে আর ত দেখ্‌তে পাও না ভালো,
মালুম হয় না স্পষ্ট, সবুজ, নীল, কি কালো ;
দু'চার ক্রোশ হাঁটিতে, পা দাওনি মাটিতে,
উড়ে গেছ ঝড়বৃষ্টির মাঝে রে !

আজ্‌কে পেটের অসুখ, কাল্‌কে মাথাধরা,
বাতের কন্‌কনানি, অর্শের রক্তপড়া,
অমায় পূর্ণিমাতে, লঘু আহার রেতে,
ঘোর আলস্য শ্রমের কাজে।

কথায় কথায় পত্নী-পুত্রের উপর রাগো,
নিদ্রা গেছে ক'মে, তামাকে রাত জাগো,
আছে সর্দ্দি কাসি, লাগা বার মাসই,
(বড়) কষ্টের পয়সা দিচ্ছ কবিরাজে রে।

ক্রমে তলব আস্‌ছে, তবু হ'চ্ছে না চৈতন্য,
ব'ল্লে, বল, "মর্‌ব আজই কিসের জন্য ?"
হায় রে ! দেহের মায়া করেছে বেহায়া,
(তাই) কাঞ্চন ফেলে মজ্‌লে কাচে।

কান্ত বলে, দিন তো নাই রে ভাই জেয়াদা,
যমের বাড়ী থেকে আস্‌ছে লাল পেয়াদা,
(এই) পৌঁছায় আর কি এসে, ধরে আর কি ঠেসে,
পাঁচ ভূতের এই বোঝা, মিশায় পাঁচে রে !

আর কেন

ঝিঁ ঝিট—গড় খেম্‌টা

পার হ'লি পঞ্চাশের কোঠা।
আর দু'দিন বাদে মন রে আমার,
ফুল ঝ'রে যাবে, থাক্‌বে বোঁটা।

তুই, আশায় বশে দিন হারালি,
বশ হ'ল না রিপু ছ'টা ;
তোর, ভিতর মলিন, বাইরে টিকি,
মালায় থ'লে তিলক ফোঁটা।
লোকে কয় তোর সূক্ষ্ম বুদ্ধি,
দেখে রে তোর দালান কোঠা ;
তুই, দিনের বেলা রইলি ঘুমে,
আমি বলি তোর বুদ্ধি মোটা।
তুই, পাকা চুলে করিস্ টেড়ি,
যখন বাঁধ্‌তে হয় রে জটা ;
তুই, পান ছেঁচে খাস্, হায় রে দশা,
প'ড়ে গেছে দন্ত ক'টা।
তোর, খাওয়া পরা ঢের হ'য়েছে,
এখন পারের কড়ি জোটা ;
কান্ত বলে, সব ফেলে দিয়ে,
তুলে নে কম্বল আর লোটা।

বাউলের সুর—আড় খেম্‌টা

যমের বাড়ী নাই কোনও পাঁজি ;
তার নাইক দিন-বাছাবাছি ;
সে তো মানে না রে বারবেলা, দিক্‌শূল,
গ্রহগুলো রাজ্য হ'তে তাড়িয়েছে বিল্‌কুল,
অমাবস্যা, ত্র্যহস্পর্শ, কিছুতে নয় গররাজী।
মাসদগ্ধা, কি ভরণী, পাপযোগ ;—
সে কি দেখে, কতক্ষণ কার আছে শনির ভোগ ?

সটান টিকি ধ'রে টেনে নে যায়,
কিসের টিক্‌টিকি হাঁচি ?
ভাব্‌ছে কান্ত ক'দিন থেকে তাই,—
সে ষণ্ডামার্ক কখন এসে ধ'র্‌বে ঠিক ত নাই ;
এখনও কি রইবি ভুলে হরিনাম, রে মন পাজি ?

বৃথা দর্প

বাউলের সুর—আড় খেম্‌টা

তুই লোকটা তো ভারি মস্ত !
দু'শ বার কর্‌ না জরিপ, ঐ সাড়ে তিন হস্ত।
(তার বেশী নয়)

হাজার, কি লক্ষ, অযুত,
ক'রেছিস্‌ কষ্টে মজুত,
অমনি তোর পায়া বেড়ে,
হ'লি খুব পদস্থ !

(সে দিন) নিস্‌ তো সঙ্গে কাণা কড়ি,
(যে দিন) উঠ্‌বে রে কফের ঘড়্‌ঘড়ি—
বৈদ্য ব'ল্‌বে "তাইতো এ যে
সান্নিপাতিক বিকারগ্রস্ত !"
(আর বাঁচে না।)

তোর ভারি পক্ক মাথা,
বিজ্ঞানের মস্ত খাতা,
চন্দ্রলোকে যাবার রাস্তা
ক'রেছিস্‌ প্রশস্ত।

(তুই) নাম ক'রেছিস্ ভারি জবর,
ক'টা তারার রাখিস্ খবর?
কবে, কোথায়, কোন্‌টার উদয়?
কোন্‌টা কোথায় যাচ্ছে অস্ত?
(বল্ তো দেখি?)

দু'দিনের জলের বিম্ব,
বুঝিস্ তো অশ্ব-ডিম্ব;
তুই আবার ভারি পণ্ডিত,
খেতাব দীর্ঘ প্রস্থ।

কান্ত বলে, মুদে আঁখি,
ভাব্‌তো বিশ্ব-ব্যাপারটা কি!
অহংকার চূর্ণ হবে,
সকল তর্ক হবে নিরস্ত!
(অবাক্ হবি!)

ধর্‌বি কেমন ক'রে

বাউলের সুর—গড় খেম্‌টা

তারে ধর্‌বি কেমন ক'রে?
সে কোথা রইল, ও তুই রইলি কোথায় প'ড়ে!
মরিস্ তুই বিশ্ব খুঁজে, দেখিস্ নে নয়ন বুজে,
ব'সে তোর প্রাণের কোণে, বিবেক-মূর্ত্তি ধ'রে;
তুই ঘুরে বেড়াস্ পরিধিতে,—
সে যে ব'সে আছে কেন্দ্রটিতে;
সাধনা-ব্যাসের রেখায় পা দিলি নে, মোহের ঘোরে!

তুফান দেখে ডরালি, তীরে পাথর কুড়ালি,
প্রাণের থ'লে পূরালি, পাথরকুচি দিয়ে ;
তুই ডুব্‌লি না রে সাগর-জলে,—
যার তলায় পরশ-মাণিক জ্বলে ;
নিলি, মণির বদলে উপলখণ্ড, আঁধার-ঘরে।

গ্রহ-রহস্য

মিশ্র ভৈরবী—জলদ একতালা

কে পূরে দিলে রে,—
আলোকের গোলক দিয়ে, এই অন্তশূন্য ফাঁক !
কি বিরাট্ বন্দোবস্ত, ভাব্‌তে লাগে তাক্ !
কে ধ'রে আছে তুলে, কি ধ'রে আছে ঝুলে,
পড়ে না সুতো খুলে, বছর কোটি লাখ !
কেউ আছে চুপ্‌টি ক'রে, কোনটা কেবল ঘোরে,
নিমেষে যোজন জুড়ে, খাচ্ছে কোটি পাক্ !
কোনটা তীব্র-অনল, কেউ আবার শান্ত-শীতল,
কেউ, মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে ঘটায় দুর্ব্বিপাক !
কি দিয়ে তো'য়ের হ'ল, কেন বা ঘুরে ম'ল,
ডেকে আন্ জ্যোতির্ব্বিদে, বুঝিয়ে দিয়ে যাক্।
"জ্ঞান" দেখে বুঝ্‌বি, পাছে
"জ্ঞানী" এক বসে আছে,
কান্ত তুই বুঝ্‌বি যদি, সেই জগদ্‌গুরুকে ডাক।

দেহাভিমান

বাউলের সুর—গড় খেম্‌টা

এই দেহটার ভিতর বাহির ছাই ;
এতে, ভাল জিনিস একটি নাই !
পদ্ম-চক্ষু, নাসা তিলের ফুল !
কুন্দ-দন্ত, বিম্ব-অধর, মেঘের মতন চুল,
(কামের) ধনু ভুরু, রম্ভা উরু,
রং সোণা, কও আর কি চাই ?
(এটা ত) অস্থি, চর্ম্ম, মাংস, মজ্জা, মেদ,
মূত্র, বিষ্ঠা, পিত্ত, শ্লেষ্মা, দুর্গন্ধময় ক্লেদ ?—
এটা পুতে রাখে, পুড়িয়ে ফেলে,
(না হয়) অগ্নি ফেলে দেয় রে ভাই !
(এর আবার) দু'টো একটা নয় ত' সরঞ্জাম ;
মোজা, জুতো, চসমা, সাবান, কত ব'ল্‌ব নাম ?
প্রয়োজনের নাইক সীমা, জুট্‌লো অসংখ্য বালাই !
কান্ত বলে, একটু ভাব,—
এই, মিছের জন্যে সত্যি গেল, এই ত হ'ল লাভ !
সার যেটা, তাই সার ভাব না,
সার ভাব এই শরীরটাই !

অসময়

বাউলের সুর—গড় খেম্‌টা

এখন, ম'র্‌চ মাথা খুঁড়ে,
তোমার সকল আশা ফুরিয়ে গেল,
প'ড়্‌ল বালি গুড়ে !

যখন, গায়ে ছিল বল,
ক্রোশকে ব'ল্‌তে বিঘত মাটী, প্রহর ব'ল্‌তে পল,
এখন যষ্টি ভিন্ন যষ্ঠীর বাছা, সাত কুঁড়ের এক কুঁড়ে।

যখন, বয়স বছর দশ,
তখন থেকেই হুঁ'শ রগড়, জম্‌তে লাগ্‌ল রস,
জল্‌দি গজায় গোঁফ দাড়ী, তাই খেউরি সুরু ক্ষুরে।

যখন, উঠ্‌ল দাড়ী-গোঁফ,
বুক ফুলিয়ে বেড়াতে, আর মুখে দাগ্‌তে তোপ ;
কত, রাজা উজির মার্‌তে, খেম্‌টা গাইতে মিহিসুরে !

ছিল, নিত্য নূতন সাজ,
ফুলল তেল আর সাবান ঘষা, এই ছিল তোর কাজ ;
কত জুতো, ঘড়ি, চসমা, ছড়ি, ধুতি শান্তিপুরে।

ছিল, দেহের বাহার কি !
সোণার কার্ত্তিক, নধর গঠন, রসের আহারটি ;
এখন, হাড়ের উপর চামড়া আছে, মাংস গেছে উড়ে।

ভাব্‌তে, "বাঁচ্‌ব কত কাল ;
বুড়ো হ'লে দেখ্‌ব বাবা, ধর্ম্ম কি জঞ্জাল !
এখন খাই তো মুরগী, প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ব মাথা মুড়ে !"

দীন কান্ত বলে, ভাই,
আগেই আমি ব'লেছিলাম, তখন শোন নাই ;
(আর) কি ফল হবে খুঁড়্‌লে কুয়ো, বাড়ী গেছে পুড়ে।

মূলে ভুল

বাউলের সুর—ঝাঁপ তেওট।

মন তুই ভুল ক'রেছিস্ মূলে !
বাজে গাছ বাড়তে দিলি,
এখন, কেমনে ফেল্‌বি শিকড় তুলে ?
ভেঙ্গে সব মজুত টাকা, বাড়ীটি ত কর্‌লি পাকা,
পছন্দের বলিহারি যাই, ঐ ভাঙ্গন-নদীর ভাঙ্গা কূলে !
দু'টাকা আস্‌তে যখন, পয়সাটি রাখ্‌লে তখন,
তহবিল বাড়্‌ত ক্রমে, বাড়্‌ল না তোর ভুলে ;
তোর আয় দেখে মন ঘূর্‌ল মাথা,
ভুলে গেলি তুই শেষের কথা,
দু'হাতে লুটিয়ে দিলি, এখন কাঁদিস্ ব'সে সব ফুরুলে।
ছিলি তুই ঘুমের ঘোরে, সব নিলে দু'জন চোরে,
কেন তুই রেখেছিলি, সদর দুয়ার খুলে ?
প্রাণে, প্রথম যখন প'ড়্‌ল ঢালি, কু-বাসনার পাত্‌লা কালী,
উঠ্‌তো রে তুল্‌লে তখন, এখন কি আর যায় রে ধুলে ?
ব্যারামের সূত্রপাতে, গর-রাজী ওষুধ খেতে ;
কুপথ্য কর্‌লি, এখন গেছে হাত পা ফুলে ;
কান্ত বলে, আকাশ জুড়ে, মেঘ ক'রেছে দেখ্‌লি দূরে,
কি বুঝে ধ'র্‌লি পাড়ি, এখন, ঝড় এল মন, ডোব্ অকূলে।

পুরোহিত

সুর—'আমরা বিলেত ফের্‌তা ক' ভাই।'—ডি. এল. রায়

আমাদের, ব্যাব্‌সা পৌরোহিত্য,
আমরা, অতীব সরল-চিত্ত,
হিত যাহা করি, জানেন গোসাঞী,
(তবে) হরি যজমানবিত্ত।
আমাদের, রুজি এ পৈতে গাছি,
রোজ, যত্নে সাবানে কাচি,
আর, তালতলা চটি পেন্‌সেন্ দিয়ে,
ঠন্‌ঠনে নিয়ে আছি।
দেখ্‌ছ, আর্কফলাটি পুষ্ট,
যত, নচ্ছার ছেলে দুষ্ট,
কি বিষ-নয়নে ঐটে দেখেছে,
কাট্‌তে পেলেই তুষ্ট।
বাবা, দিয়েছিল বটে টোলে,
কিন্তু, ঐ অনুস্বারের গোলে,
"মুকুন্দ সচ্চিদানন্দ" অবধি
প'ড়ে, আসিয়াছি চ'লে।
যদিও, ছুঁইনি সংস্কৃত কেতাব,
তবু "স্মৃতি-শিরোমণি" খেতাব,
কিন্তু, কিছু যে জানিনে, বলে কোন্ ভেড়ে ?
মুখের এমনি প্রতাপ !
আছে, ব্রতের একটি লিষ্টি,
তারা মায়ের এত কি সৃষ্টি !
আমরা, সব চেয়ে দেখি, সোপকরণ
মিষ্টান্নটাই মিষ্টি !

দেখ, রেখে গেছে বাপ দাদা,—
ঐ, মন্তর গাদা গাদা,
আর, যেমন তেমন ক'রে আওড়াও,
দক্ষিণাটি ত' বাঁধা।
মোদের, পসার বিধবাদলে ;
এই, পৈতে টিকির বলে,
দক্ষিণে, ভোজনে, বেড়ে যুত, আর
মন্ত্র, যা' বলি চলে।
মা সকল, বামুন খাইয়ে সুখী,
আর, আমরাই কি ভোজনে চুকি ?
এই, কণ্ঠা অবধি পরস্মৈপদী
লুচি পানতোয়া ঠুকি।
ঐ, "সিন্দুরশোভাকরং",
আর "কাশ্যপেয় দিবাকরং"
মন্ত্রে, লক্ষ্মীর অঞ্জলি দেওয়ায়ে,
বলি, 'দক্ষিণাবাক্য করং'।
বড়, মজা এ ব্যাব্‌সাটাতে,
কত, কল্‌ যে মোদের হাতে ;
ঐ, ফল লাভ, আর মন্ত্রের দৈর্ঘ্য,
দক্ষিণার অনুপাতে।
সাঁঝে, একপাড়া থেকে ধরি,
জ্ঞান নাই যে বাঁচি কি মরি,
বাড়ী বাড়ী দু'টো ফুল ফেলে দিয়ে,
দু'শো কালীপুজো করি !

পুজোয়, কলসী না হ'লে মস্ত,
কেমন, হই যে বিকারগ্রস্ত !
পিতৃলোক সহ কর্ত্তাকে করি
একদম্ নরকস্থ।
আমরা 'ধর্ম্মদাস দেবশর্ম্ম';
আমরা, বিলিয়ে বেড়াই ধর্ম্ম,
কিন্তু, নিজের বেলায়, খাঁটি জেনো, নেই
অকরণীয় কুকর্ম্ম।

দেওয়ানী হাকিম

সুর—'আমরা বিলেত ফেবতা ক' ভাই।'—ডি. এল. রায়

দেখ, আমরা দেওয়ানী হুজুর,
আমরা, মোটা মাইনের মজুর,
তোমরা, দেখে নাও সবে আপন চক্ষে,
নাম শুনেছিলে 'জুজুর'।
একটু peevish মোদের স্বভাব,
বড়, খাইনে কোর্ম্মা কাবাব,
প্রায় cent per cent খুঁজে দেখ,
নেই diabetesএর অভাব।
আমাদের, মানা কারো সনে মিশ্‌তে,
আমরা, দক্ষ কলম পিশ্‌তে,
ঐ এগারটা থেকে ছ'টা ব'সে লিখি,
কাগজ দিস্তে দিস্তে।

আমাদের, আজ দিলে রংপুরে,
কাল্‌কে রাঁচিতে ফেল্লে ছুঁড়ে,
দেখ, বদ্‌লীপ্রসাদে হ'য়ে আছি মোরা,
একদম্ ভবঘুরে !
আর, এই কথা খাঁটি জান্থন,
যে, বেশি পড়িনে আইন-কান্থন,
প্রায় উকীলকে ডেকে বলি, আপনার
নজির কি আছে আন্থন।
আমাদের লেখা পড়ে কার সাধ্য ?
করি copyist বেচারির শ্রাদ্ধ,
ঐ, প্রথম অক্ষর ছাড়া আর সব
অন্থমানে প্রতিপাদ্য।
যত, non-appealable suit,
আমরা ক'রে দি' হরির লুট,
ঐ, file clear হ'য়ে গেল, বাস্
আর কি, well and good.
আর ঐ, আপীল করাটা মিথ্যে,
এদিকে, উকীল ফলান বিছে,
আর, ওদিকে আমরা নাসিকা ডাকা'য়ে,
ব'সে ক'সে দেই নিদ্রে।
কভু, জুড়ে দেই মহা তর্ক,
আর, উকীল না হ'লে পক্ক,
অম্‌নি, ভেবাচেকা খেয়ে হা'ল ছাড়ে, আর
ঢুকে যায় উপসর্গ।

কভু, উকীল আপন মনে,
কত, ব'কে যান প্রাণপণে ;—
আর, ওদিকে মোদের রায় লেখা শেষ,
কার কথা কেবা শোনে ?

কভু, সাতটা মামলা তুড়ে,
আমরা, এক সাথে নেই জুড়ে ;—
আর, তিনশ' সাক্ষী ব'সে ব'সে খায়,
মরে সবে মাথা খুঁড়ে।

আর ঐ, মাসকাবারের বেলা,
আমরা, খেলি এক নব খেলা,
করি, তিন ডাক দিয়ে অমনি খারিজ,
যেন ডাকাতের চেলা !

আমাদের কাজটা অতীব সোজা,
শুধু, মিল দিয়ে যাই গোঁজা,
এই কলমে যা' আসে ক'রে দি', বাস্
ঘাড় থেকে নামে বোঝা !

বাড়ে, বছরে বছরে মাইনে,
সব জমা করি কিছু খাইনে ;
আর, কি জানি বাবা, কাল ভাল নয়,
তাই Congressএ যাইনে।

ডেপুটী

সুর—'আমরা বিলেত ফেরতা ক' ভাই।'—ডি, এল, রায়

আমরা, 'Dey' কি 'Ray' কি 'Sanyal',
আমরা, Criminal Benchএ 'Danie'l,
আমরা, আসামী-শশক তেড়ে ধরি, যেন
Blood hound কি Spaniel.

আমরা, দেখ্‌তে ছোকরা বটে,
কিন্তু কাজে ভারি চটপটে ;
যাঁহা, এজলাসে বসি, মেজাজ রুক্ষ,
চট্ ক'রে উঠি চ'টে।

আমাদের বয়সটা খুব বেশী নয়,
আর এই, পোষাকটাও এদেশী নয় ;
আর ঐ, 'হাম্‌বড়া' ভাব, মোদের অস্থি-
রক্ত-মাংস-পেশী-ময়।

হু'শ তিন ধারা কি প্রশস্ত !
দেখে, ফরিয়াদীগুলো ত্রস্ত ;
প্রায়, Civil nature ব'লে, দিয়ে দেই
মধুময় গলহস্ত।

বড়, কায়দা হ'য়েছে 'Summary',
ওহো ! কি কল ক'রেছে, আ মরি !
To record a deposition at length,
What an aweful drudgery.

ঐ, ফেলে Summaryর ফেরে,
আমরা, যার দফা দেই সেরে,
সে যে চিরতরে কেঁদে চ'লে যায়,
আর কভু নাহি ফেরে।

আমরা, ধমকাই যত সাক্ষী,
বলি, নানাবিধ কটু ব্যাক্যি,
আর, যেটা এজাহার-খেলাপে যায় না,
সেটার বড়ই ভাগ্যি।
এই কবলে আসামী পেলে,
বড় দেই না খালাস bailএ,
আর, ঠিক জেনো, যেন তেন প্রকারেণ,
দিবই সেটাকে জেলে।
আর, যদি দেখি কিছু সন্দ,
ঐ, প্রমাণটা অতি মন্দ,
তবে, আপীল-বিহীন দণ্ডে ক'রে দি,
খালাসের পথ বন্দ।
কারণ, খালাসটা বেশী হ'লে,
উঠেন, কর্ত্তাটি ভারি জ্ব'লে ;
আর, শাস্তি ভিন্ন promotion নাই,
কাণে কাণে দেন ব'লে।
কিন্তু, হঠাৎ সাহেবের পা'টা
লেগে, বাঙ্গালীর পিলে ফাটা—
কভু, মোদের সূক্ষ্মবিচারে দেখেছ
আসামীর জেল-খাটা ?
আর ঐ, মফস্বলে গেলে,
বেশ, বড় বড় ডালা মেলে,
আরে, প্রীতিদান সেটা, তবু লোকে কয়
ডিপুটীটা ঘুষ খেলে।

আর ঐ, কত্তাটি ভালবেসে,
যদি কাণ ম'লে দেন ক'সে,
ঐ, কর-কমলের কোমলতা, করি
অনুভব, হেসে হেসে।
এই নাসায় বিলিতি গুঁতো,
আর এই, পৃষ্ঠে বিলিতি জুতো,—
একটু, দৃষ্টি-কটুতা-দুষ্ট হ'লেও,
তুষ্টিময় বস্তুতঃ।

উকিল

র —'আমরা বিলেত ফেরতা ক' ভাই।'—ডি. এল, রায়

দেখ, আমরা জজের Pleader,
যত, Public Movementএ leader,
আর, conscience to us is a marketable thing,
(which) we sell to the highest bidder.

দেখ, annually swelling in number,
আমরা, ক'রেছি bar encumber ;
আর, শামলা, চাপকানে, চেন, চশমা, দাড়িতে,
We look so grave and sombre !

আমরা, বাদীকেও বলি "হ্যালো,
তোমার, মামলা তো অতি ভাল !"
আবার, প্রতিবাদী এলে বলি "জিতে দেবো,
কত টাকা দেবে, ফ্যালো।"

দু'টো, খেয়েই কাছারী ছুটি,
আর যা' পাই খল্‌সে পুঁটি,
ঐ, জল কাদা ভেঙ্গে, যার যার মত,
কাড়াকাড়ি ক'রে লুটি।

দেখ, বড়ই হাভা'তে 'হরি বোস',
পাঁচ টাকার কমে নাই পরিতোষ,
তাই, মক্কেল, বৃদ্ধ-অঙ্গুলি দেখায়ে,
উঠে এলো, ভারি করি রোষ;

তখন, আমি শ্রী 'নিঃস্বার্থ চাকী',
"এস চাচা মিঞা" ব'লে ডাকি;
"আরে দু'টাকায় আমি ক'রে দেবো চাচা,
তোমার ভাবনাটা কি?"

তখন, চাচাও দেখ্‌লে সস্তা,
রেখে গেল কাগজের বস্তা,
চাচা, চ'লে গেলে, টাকা বাজিয়ে দেখি,
ও বাবা এ দু'টো যে দস্তা!

দুর্দ্দশার কি দিব ফর্দ্দ?
দেখ, হ'য়েছি বেহায়ার হদ্দ;
কাজ যত, তার ত্রিগুণ উকিল,
মক্কেল তাহার অর্দ্ধ।

দেখ, কেউ কারো পানে চায় না,
যত, কম নিতে পার 'বায়না',
সেই কম কত, সে কথা ত' দাদা,
কারো কাছে বলা যায় না!

যাঁদের, বাঁধা ঘরে আছে মাইনে,
তাঁদের, বেশী ত' বল্‌তে চাইনে,
তাঁদের, খেদিয়ে নে যায়, "বাঁয় বাঁয়,
'টক্‌ টক্‌'* চল্‌ ডাইনে।"

Bar room ত' চিড়িয়াখানা,
হেথা, হরবোলা পাখী নানা,
কিচির মিচির ক'রে মাথা খায়,
শোনে না কাহারো মানা ;

কেউ কদাচিৎ দেখে নজির,
প্রায়, মার্‌ছে রাজা ও উজির,
আর, শ্যাম ভাবিতেছে, কেমনে রামের
হানিটি করিবে রুজির !

আমরা, একেবারে ডুবে গেছি,
'This is dishonest advocacy',—
দিলেন হুজুর গালি সুমধুর,
পকেটে ক'রে এনেছি !

Courtএ, ধর্ম্মাবতারের তাড়া,
বাড়ীতে, গিন্নীর নথ-নাড়া,
থতমত খাই, মাথা চুল্‌কাই,
বুঝি মাঝখানে যাই মারা !

* গরু তাড়াইবার শব্দ

উঠে প'ড়ে লাগ্‌

মিশ্র গৌরী—জলদ একতালা

তোরা, যা কিছু একটা হ' ।
Ray, কি Sinha, কি Doss, কি Shanne,
কি Dutt, কি Dwarkin, Shaw,
সাফ ক'রে মাথা whisky চা-পানে,
ধুয়ে কালো অঙ্গ glycerine সাবানে,
ছুটে যা বিলেত, Italy, Japanএ,
(and) inspire your country-men with awe !
গুপ্ত চেষ্টায় যদি এইটে মনে হয়,—
যে বাবার Iron-safeটা তত brittle নয়,
তবে, Submit to your doom, take to
hatchet or loom,
(কিম্বা) ঐ অগতির গতি 'law'.
আর, যদিই না থাকে legal acumen,
Steal from your father's cash-box, Rs. 10,
একটু pulsatilla-nux-সম্বলিত box,
(কিনে) কর একটা হ য ব র ল ।
আর, 'Dilution' ব্যাপারটা না হ'লে পছন্দ,
স্থানান্তরে গিয়ে কর্‌গে যা' আনন্দ,
এয়ার বন্ধু নিয়ে, ব'সে বা জাঁকিয়ে
(আর) ক'সে রসে টান raw.
দেখ্‌ না, কুমারিকা হ'তে সুদূর হিমাদ্রি,
ছেয়ে ফেল্লে দেশ লক্ষ লক্ষ পাদ্রি,
আর কিছু না হয়, গেয়ে যীশুর জয়,
(একটা) মেম বিয়ের যো ক'রে ল' ।

আরো এক উপায়ে হ'তে পারে যশ,
একটা নূতন হবে, অর্থাৎ 'দশম রস',
বিলিতি যা' কিছু সবি nonsense, bosh,
(জোরে) লিখে বা lectureএ ক'!
কান্ত বলে, একবার জাগ্ তোরা জাগ্,
ভারত-মা'টার জন্যে উঠে প'ড়ে লাগ্,
ব'সে বিছানাতে, ধ'র্লে গিঁঠে বাতে,
(দেখ্ না) হ'লি হাঁটু-ভাঙ্গা 'দ'।

আলেয়া—একতালা

দুত্তোর, বড় দেক্ সেক্ লাগে,
দেশের কপালে মার দু'শ ঝাঁটা।
কবে আস্‌বেন কল্কী, বিলম্বে আর ফল কি?
দেখা দিলেই এখন ঘুচে যায় সব লেঠা।
বিলেত থেকে এল রসটা কি দারুণ!
বীর, কি বীভৎস, হাস্য কি করুণ,
সব কাজে ছেলেরা জিজ্ঞাসে 'দরুণ';
তর্কে পঞ্চানন, এয়ারকিতে জ্যাঠা।
পড়ে A, B, C, D, খায় বার্ডস্ আই,
মুখে বলে, "মাইরি যাদু! মরে যাই!"
মায়ের উপর চটা, বউকে বলে "ভাই",
টেড়ির পাথ্না মাথে, চোখে চস্‌মা আঁটা।
মায়ের স্বত্ব কেবল গুদোম-ভাড়া পাবেন,
Old idiot বাপ্‌টা ব'সে খাবেন;
গিন্নী? হ্যাঁ-হ্যাঁ,—ব'সে মাসোহরা লবেন,
কোমল করে কভু সয় কি বাট্‌না বাঁটা?

কলা-মূলো-খেকো মুনিগুলো ভ্রান্ত,
ক'রে গেছেন যত fallacious সিদ্ধান্ত,
ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ নিতান্ত,
প্রকাণ্ড foolery পৌত্তলিকতাটা।
ছত্রিশ জেতের সঙ্গে আমোদ ক'রে খাওয়া,
(আর) সচকিতভাবে চতুর্দ্দিকে চাওয়া,
স্মৃতিরত্ন ম'শার ডাক-বাঙ্গলাতে যাওয়া,
আর বেমালুম চম্পট ! বামুনটা কি ঠ্যাঁটা !
কলমাস্ত্রে উদ্ধার করেন হিন্দু nation,
ইঙ্গ-বঙ্গ-মিশ্র অদ্ভুত conversation,
অঙ্গ শৌচে জল নেয়া botheration,
গুরুদেবটা ছুঁচো, পুরুত পাজি বেটা
উঠিয়ে দেয়া উচিত বিবাহ-পদ্ধতি,
সন্ধ্যা-গায়ত্রীর হয় না সদর্থ-সঙ্গতি,
বক্তৃতা হাততালি, জাতীয় উন্নতি,
বুঝলি না রে কান্ত, কপালের দোষ সেটা।

বুয়ার যুদ্ধ

মিশ্র ইমন্—তেওরা

বুয়ারে ইংরেজে, যুদ্ধ বেধে গেছে,
নিত্য আসিতেছে খবর তার ;
আজ্‌কে এরা ওরে গুঁতুলে বেড়ে ক'রে,
কাল্‌কে ওরা ধ'রে জবর মার !

ভীষণ কি তুমুল কাণ্ড গোল্‌মেলে !
আমরা করি হেথা যুদ্ধ বোলচেলে ;
তর্কে হেরে গেলে, মাথায় ঘোল ঢেলে,
ধরিয়ে চৈতন, করি দেশের বা'র।

কামান ছোঁড়ে তারা, সঙীনে মারে খোঁচা,
প্রাণটা ধাঁ ক'রে বেরিয়ে যায় সোজা ;
কাগজে পড়ি যবে এ সব বিবরণ,
ধড়াস্‌ ক'রে উঠে প্রাণটা কি কারণ !
চ'ম্‌কে উঠি রেতে দেখিয়ে কুস্বপন,
ঘুমটি ভেঙ্গে, ভয়ে রাত কাবার !

আমরা কোথায় আছি, লড়াই কোথা হয়,
তবু এ প্রাণে যেন সদাই ভয় হয় !
খবরগুলো যেন, কামান গোলা নিয়ে,
কানের কাছে এসে যায় গো ফেলে দিয়ে ;
নয়ন মুদে দেখি, শোণিত নদী, একি !
কে যেন ব'লে যায়, 'খবরদার !'

সোনার খনি দিয়ে বল কি হবে বাবা ;
থাক্‌লে ধড়ে প্রাণ, অনেকখানি পাবা ;
কেন এ কাটাকাটি, পরাণ বধাবধি ?
কেন এ খোঁচাখুঁচি, রক্তে নদানদী ?
অনেক দেশ আছে ;—প্রাণটা যদি বাঁচে,
খুঁচিয়ে কেন কর সেটাকে বা'র ?

শ্বশুর, শালী, শালা, শাশুড়ী, মাগ, ছেলে,
বহুত মিলে যাবে, প্রাণটা বেঁচে গেলে ;
পালিয়ে এস চ'লে ও কচু দেশ ফেলে,
দুঃখ যাবে ক'ছিলিম তামাক খেলে,
চেহারা যাবে ফিরে, বেরোবে কালশিরে,
ভুঁড়িটে যাবে বেড়ে, চমৎকার !

মৌতাত

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালী

হরি বল্ রে মন আমার,
নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অবতার !
এমন, বেয়াড়া মৌতাতের মাত্রা চড়িয়ে দিলে কে ?
এখন দশ বছরের ডেঁপো ছেলে চস্‌মা ধ'রেছে ;
আর টেড়ি নইলে চুলের গোড়ায়
যায় না মলয় হাওয়া,
আর, রমজান চাচার হোটেল ভিন্ন
হয় না যাদুর খাওয়া।
হরি বল্ রে ইত্যাদি।

চব্বিশ ঘণ্টা চুরুট ভিন্ন প্রাণ করে আইঢাই,
আর, এক পেয়ালা গরম চা তো ভোরে উঠেই চাই ;
সাহেবের, ঘুষি ভিন্ন বিফল নাসা, চাকরী ভিন্ন প্রাণ ;
উপহারশূন্য সাপ্তাহিক আর প্রচারশূন্য দান।
হরি বল্ রে ইত্যাদি।

একটু, চুট্‌কী ভিন্ন যায় না সময়, মদ নইলে বিরহ ;
Football ভিন্ন হাড় পাকে না, হয় না কষ্টসহ ;
গজটেক, কালো ফিতে নৈলে, পায় না
পোড়ার চোখে কান্না ;
একটু পলাণ্ডুর সদ্‌গন্ধ ভিন্ন, হয় না মাংস রান্না ।
হরি বল্ রে ইত্যাদি ।

মাসিকপত্র আর কাটে না ছোট গল্প ছাড়া ;
আর সাপ্তাহিকটে ভাল চলে গাল দিলে বেয়াড়া ;
একটু, সাহেব ঘেঁসা না হ'লে,
আর হয় না পদোন্নতি ;
সত্যাসত্য, দেখ্‌লে এখন চলে না ওকালতি ।
হরি বল্ রে ইত্যাদি ।

আদালতের কার্য্যে কেবল আমলাদের দাও খোঁসা
আর, ভাল কাপড় গয়না ভিন্ন, যায় না গিন্নীর গোঁসা ;
একবার বিলেত ঘুরে না এলে ভাই ঘোচে না গোজন্ম,
আর গিন্নীর ঝাঁটা নইলে শক্ত হয় না পৃষ্ঠের চর্ম্ম ।
হরি বল্ রে ইত্যাদি ।

একটু, এটা ওটা সেটা ছাড়া, জমে না যে মজা,
একটী, সেবাদাসী নৈলে আর তো হয় না কৃষ্ণভজা ;
নাটক দেখ্‌তে নিষেধ ক'র্‌লেই বাপ্‌টা হ'য়ে যান্ বদ্ ;
এখন জ্বর ছাড়ে না বিনে একটু টাট্‌কা Chicken broth.
হরি বল্ রে ইত্যাদি ।

বিজ্ঞাপনের চটক ভিন্ন ঔষধ কাটে কার ?
আর "এণ্ড কোম্পানী" নাম না দিলে
দোকান চলাই ভার ;
এখন, ফল ফুল অলি চাঁদ মলয়া ভিন্ন হয় না পদ্য ;
দেখো, কোনও ব্যাপারে যশঃ পাবে না
বিনে একটু মদ্য ।
হরি বল্ রে ইত্যাদি ।

ভাল হে চৈতন্য গোসাঞী, জিজ্ঞাসি এক কথা,
আবার, কৃষ্ণ-অবতারে প্রভু, গরু পাবেন কোথা ?
আর, গৌর-অবতারে গোসাঞী, কিসে ছাইবেন খোল ?
মৌতাতী এই কান্তের মনে সেই বেধেছে গোল !
হরি বল্ রে ইত্যাদি ।

খিচুড়ী

খাম্বাজ—কাওয়ালী। "মাতঃ শৈলসুতা"—সুর

ভারি সুনাম ক'রেছে নিখিরাম !
শোন বলি গুণ-গ্রাম ;
খবরের কাগজে ক'রে ধর্ম্মমীমাংসা,
(যত) মাসিকে ও সাপ্তাহিকে পেলে প্রশংসা ;
না যায় অন্ন পেটে, শুধু শাস্ত্র ঘেঁটে,
কেবল, পুরাতত্ত্বে আছেন মত্ত হ'য়ে অবিরাম ।

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ে ছিলেন নিযুক্ত ;
কি প্রশস্ত ধর্ম্মপথ ক'রেছেন মুক্ত !
তত্ত্ব-সুধার সিন্ধু, ব্রাহ্ম, মুসলমান, হিন্দু,
(এবার) সবারি পিপাসা গেল সিদ্ধ মনস্কাম ।

তিনি বলেন, হরি বল চৈতন্যের মত ;
(কিন্তু) মতি রেখো প্রভু যীশুখ্রীষ্টের পদ,
বুদ্ধের পথও মন্দ নয়, নানক যে সব কথা কয়,
তার, এক একটী কথার যে ভাই ভারি ভারি দাম !

ব্রাহ্মমতে আকাশশূন্য ব্রহ্মেতে মজ,
(কিন্তু) কালী নামের নাই তুলনা, মায়েরে ভজ ;
(ও যা) বলেন মহম্মদ, ভারি, বেজায় তার কিস্মত,
'খোদাতালা আল্লা' ব'লে কর ভাই সেলাম।

(ভজ) ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, মহেন্দ্র আর অরুণ,
(ভজ) বিশ্বকর্ম্মা, গণপতি, বায়ু, যম, বরুণ ;
(ভজ) দেবদেবীদের যান, ইন্দুর, গরুড়, হনুমান্,
(কর) ময়ুর, ষণ্ড, সিংহ, মহিষ, পেঁচারে প্রণাম।

(ভজ) ঋষ্যশৃঙ্গ, অষ্টাবক্র, মরীচি, ক্রতু,
(ভজ) পুলহ, পৌলস্ত, অত্রি, অঙ্গিরা, যতু,
(পূজ) বিশ্বামিত্রে, গৌতম, অনিরুদ্ধে,
(ভজ) শ্রীদাম, সুদাম, গুহক, নন্দী, ভৃঙ্গী, গুণধাম !

(চল) গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, কামাখ্যা, কালীঘাট,
(চল) শ্রীক্ষেত্র, নৈহাটী, শ্রীধাম নবদ্বীপ শ্রীপাট,
যখন যাবে হরিদ্বার, সেই রাস্তা হ'য়ে পার,
মক্কা থেকে 'হজ' ক'রে ভাই, ফিরো নিজগ্রাম।

মাঝে মাঝে চার্চ্চে যেয়ো বগলে বাইবেল ;
(একটা) সময় ক'রে কোরাণ সরিফ্ প'ড়ো, খুলে দেল্,
কভু গীতাটাও দেখো, আবার শিয়রে রেখো
শাস্ত্রী ম'শার ব্রাহ্মধর্ম্ম-তত্ত্ব দু'একখান।

অহিংসা পরমধর্ম্ম, খেয়ো নিরামিষ ;
আবার গোপনে রমজানের কাছে নিয়ো দু'এক ডিস্ ;
হরিনামের মালা, হাতে ফিরিয়ো দু'বেলা,
সন্ধ্যা ক'রো, নামাজ দিয়ো, কেউ হবে না বাম।

ক'রো, বাইশ রোজা, একাদশী, হইয়ে শুচি,
খেয়ো শুক্‌তুনী ও ফাউলকারি, বিস্কুট ও লুচি ;
চাই, টিকিটে মজবুত, যেন ফোঁটায় থাকে যুত,
ক'রো, ইদ, মহরম, চড়ক, আর দোল, হইয়ে নিষ্কাম।

হুইস্কিতে তিলতুলসী করিয়ে অর্পণ,
'জগৎ তৃপ্ত' ব'লে গিলে ক'রো পিতার তর্পণ ;
ক'রে কৃষ্ণে নিবেদন, ক'র্‌বে বীফষ্টিক্ ভোজন ;
রেখো বদ্‌না, কমোড, কোশাকুশী আদি সরঞ্জাম।

খেয়ো প্রকাশ্যেতে আতপান্ন, গোপনে ফাউল ;
খোদার নামে দরবেশ সেজো, হরিনামে বাউল।
দীন কান্ত বলে ভাল, নিধির বলিহারি যাই !
এই অপূর্ব্ব খিচুড়ী খেয়ে, আমি ত' গেলাম !

পিতার পত্র

মিশ্র বিভাস—কাওয়ালী

বাপা জীবন !
তোমার মংগলাদি না পেয়ে বিশেষ চিন্তাণিত আছি,
হপ্তাবাদে পত্তর ভিৰ্ণ কি প্রকারে বাঁচি ?
মোদের দারিদ্রতার দরুণ বড় কেল্লেশে দিন যায়,
(তাতে) ম'চ্ছ দুধের প্রেসঙ্গ এবার নাইক এ দেশটায়।

(আবার) আধ কাঠা ধানও এবার পেলাম নাকো ভুঁয়ে,
তাতে খাজনা খরচার কড়া ত'শিল কল্লে ছিধর ভুঞে।
আমার, পরণের বিস্তর ছির্ণ, গ্রেহ পারি নি ছাইতে ;
তাতে দিন রাত্তির গোঁয়াই তোমার পত্তরের পথ চাইতে।
তোমার গম্ভধারিণী কান্দে কি হৈল বলিয়ে,
(বাবা) মা বাপকে কেল্লেশ কি দেয়, সুবুদ্ধি হইয়ে ?
তুমি কত নেখাপড়া জান, আমরা ত মুরুক্ষু ;
আর তুমি ভির্ণ বের্দ্ধ বাপের কে বুঝিবে দুস্কু !
তোমার কেতাব, জুতো, ইষ্টিসিন, আর এন্‌গেলাপের মূল্য,
নাগে তিরিশ টাকা, শুনেই অত্যান্তিক মাথা ঘুর্‌ল।
আমার গায়ের বালাপোস, আর তোমার মায়ের তাগা,
পরশু, বাঁধা থুয়ে, কায়কেল্লেশে পাঠিয়েছি পাঁচ টাকা।
বাপা, অত্র পত্র প্রাপ্ত মাত্র পত্রের উত্তর দিও,
আর, যত্র, তত্র থাকি সত্তর তত্তবাত্রা নিও।
(তোমায়) বিদেশে রাখিয়ে বাপা সসঙ্কত থাকি,
(আর) গোবিন্দ চরণ ভরসা তাঁরেই কেবল ডাকি !
এন্‌গেলাপে কি প্রিয়োজন ? পোষ্টকার্টেই হবে,
সদা মংগল বাত্রা দিবে, আর, সাবধানেতে রবে।
কবে চাঁদমুখ দেখ্‌ব ব'লে দিয়ে আছি ধন্না,
নিয়ত আসিব্বাদক বিষ্ণু প্রেসাদ শন্মা।

পুত্রের উত্তর

আরে ছি ছি ! আমি লাজে মরি, ঘট্‌ল একি দায় ;
বহুদিনের গুমর আজ্‌কে ছুটে গেছে, হায় রে হায় !

কোন্ ভাষায় লিখেছ চিঠি,
সাপ, কি ব্যাঙ্, কি গিরগিটি, গো, ধ'রে খেতে চায় ;
তোমায় লেখাপড়া শিখিয়েছিল কোন্ গুরুমশায় ?

তোমার মতন মুক্‌খু বাবা,
গৈগেঁয়ে প্রকাণ্ড হাবা ! তার কাণ্ডজ্ঞান কোথায় ?
যেমন আক্কেল, তেমনি চিঠি, সোণা সোহাগায়।

যেমন সে আঁখরের ছিরি,
তেমনি মুসবিদার মুন্সিগিরি, গো, দুখে হাসি পায় ;
তোমায় বাপ ব'লে পরিচয় দিতে, মরি যে লজ্জায় !

বিদ্যেসাগর, মদনমোহন,
তাঁদের, শ্রাদ্ধ আর সপিণ্ডীকরণ যে, ক'রেছ বেজায়,
রেফে কেঁপে উঠ্‌ছে যে প্রাণ, কাঁটা দিচ্ছে গায় !

ব্যাকরণের দফা ইতি ;—
তুমি না ক'রেছ পণ্ডিতি গো, পোঁড়োর পাঠশালায় ?
এমন কি আর আজগুবি কাণ্ড, আছে দুনিয়ায় ?

নিজের নামটা হয় না শুদ্ধ,—
বাণী কি বেজায় বিরুদ্ধ গো, হ'য়েছেন তোমায় ;
তাই, লিখ্‌তে বস্‌লে কাগজ পেনে, যুদ্ধ বেধে যায় !

তোমার বড় পয়সার খাঁক্‌তি,
তাই পঞ্চসংখ্যক রৌপ্যচাক্তি পৌঁছেচে হেথায় ;
আর সেই দিনই তা' ফুরিয়ে গেছে, বিলিতি বিনামায়।

এই বিংশ শতাব্দীতে,
ছেলের পড়ার কেতাব দিতে, যে চিতে ব্যথা পায়,
তার জীবনে সভ্যজগতের কিবা আসে যায় ?

তোমার, চিঠির জ্বালায় জ্ব'লে মরি ;
একটা কথা, পায়ে ধরি, গো, পাইনে মুখ হেথায় ;
তোমার, বৌমার কাছে একটু একটু পড়্‌লে ভাল হয় !

আরে, বানানের ভুল সেরে যাবে,
এবার ত দুরন্ত হবে, কও ক্ষতি কিবা তায় ?
সে যে, রাখাল ভাল, বড় বড় গরু সে চরায় !

কান্ত বলে, এ মহীতে
আর কি পারে ভার সহিতে ? কখন্ বা ব'সে যায় !
কি বিষম বিলিতি হাওয়া, এল এ দেশটায় !

পুরাতত্ত্ববিৎ

রাজা অশোকের ক'টা ছিল হাতী,
টোডরমল্লের ক'টা ছিল নাতী,
কালাপাহাড়ের ক'টা ছিল ছাতি,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

আকবর সাহা কাছা দিত কি না,
নুরজাহানের ক'টা ছিল বীণা,
মন্থরা ছিলেন ক্ষীণা কিংবা পীনা,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

দণ্ডক কাননে ছিল ক'টা গাছ,
কংসের পুকুরে ছিল কি কি মাছ,
কি বয়সে মরে মুনি ভরদ্বাজ,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

(মহম্মদ) গজনী খেতেন কি কি তরকারী,
সেটা জেনে রাখা কত দরকারী,
দু'শ মাথা ছিল এক চরখারই,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

ব্রজ-গোপীগণ গণিয়া বিষাদ,
রুটি খেত, কিংবা খেত ডা'ল ভাত,
প্রত্যহ ক'ফোঁটা হ'ত অশ্রুপাত,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

ক' আঙ্গুল ছিল চাণক্যের টিকি,
দ্রাবিড়েতে ছিল ক'টা টিক্‌টিকি,
গৌতম-সূত্রে রেসম-সূত্রে প্রভেদ কি কি,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

কৃষ্ণের বাঁশীতে ছিল ক'টা ছ্যাঁদা,
দিলীপের বাগানে ছিল কি না গ্যাঁদা,
কোন্ মুখো হ'য়ে হয় লক্ষ্য বেঁধা,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

বাদসা হুমায়ুন কাট্‌তো কি না টেড়ি,
Alexander খেতেন কি না Sherry,
মীরাবাই, কানে প'র্‌ত কি না ঢেঁড়ি,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

পেয়েছি একটা তাম্রশাসন,
ক্রতুর ক'খানা ছিল কুশাসন,
কবে হয় কুশের অন্নপ্রাশন,
সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

এ মাথাটা ছিল বড়ই উর্ব্বর,
বুঝিল না যত অসভ্য বর্ব্বর!
এটা, আঁধার প্রত্ন-তত্ত্বের গহ্বর!
ইতিহাসামৃত-পায়ীর, আমি পানীয় ক'রেছি বাহির।

তামাক

ভৈরবী—একতালা

তোমাতে যখন, মজে আমার মন,
তখনি ভুবন হয় সুধাময়;
কলির জীব তরা'তে, আবির্ভাব ধরাতে,
এ পোড়া বরাতে, টিকে গেলে হয়।

তুমি নিত্যবস্তু, সদা বর্ত্তমান,
তুমি চিৎ, জীবের চৈতন্য-নিদান,
সদানন্দ, কর সদানন্দ দান,
(তুমি) প্রত্যক্ষ দেবতা সকল শাস্ত্রে কয়।

অম্বুরী, কি আলা, কড়া, মিঠে-কড়া,
সিগার, নস্য, সুর্ত্তি, নানারূপে গড়া,
রুচিভেদে সেবা, যে মূর্ত্তি চায় যেবা,
সেইরূপে তারে দাও পদাশ্রয়।

গড়্‌গড়ি, কি কর্‌সী, ডাবায় পত্রঠোসে,
হাতে, কিংবা বস্ত্র-আবরণে, ক'সে,
যখন লাগায় টান, সাধকের প্রাণ,
ভোলে সংসারজ্বালা, কত স্ফূর্তি হয় !

রাজ-দরবারে, কাছারী মজলিসে,
সভা-সমিতিতে, বৈঠকে, সালিসে,
গল্পে, এয়ারকিতে, মঠে ও মস্‌জিদে,
তোমার সত্তা ভিন্ন সকল বাতিল হয়।

এক ছিলিম অন্ততঃ, ভোরে উঠেই চাই,
নইলে হয় না কোষ্ঠ, কত কষ্ট পাই,
আর ভোজনের পরে, ঘণ্টা খানেক ধ'রে,
মাপ্‌ করুন, মৌতাতি, না টান্‌লেই যে নয় !

আর বুদ্ধির গোড়ায়, তোমার ধোঁয়া না পৌঁছিলে,
বেরোয় নাক' মুসোবিদা, কি মুস্কিল এ !
Idiom না জাগে, ফাঁকা ফাঁকা লাগে,
হেঁয়ালী Problemএর উদ্ধার শক্ত হয়।

কান্ত বলে, প্রমাণ লও না হাতে হাতে,
তামাক দিতে কসুর ক'র্‌লে চাকরটাতে ;
তাইতে হ'ল মাটি, নইলে বুঝ্‌লে খাঁটি,
(এই) গানটা হ'য়ে উঠ্‌ত, যেমন হ'তে হয়।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত

মনোহরসাই—ঝাঁপতাল

স্বামী—

"চাহিয়া দেখ, এনেছি আজ, জড়োয়া মতিমালা ,
আর সতের ভরি, সোণার এই, মকরমুখো বালা ;
তারের কাণ, পঁচিশ ভরি, হীরের দু'টি দুল গো !"

স্ত্রী—

"আহাহা ! কেবা ভাগ্যবতী, আমার সমতুল গো !"

"এই সোণার সিঁথি, ঝালরে মতি, কপিপাতা অনন্ত এ ;
আর হীরের চুড়ি, একুশ ভরি, হয় কিনা পছন্দ এ ?
খোঁপার শোভা, সোণার ফুল এ, সেজেছে দু'টি মীনে !"

স্ত্রী—

"(আহা !) পান সেজে দি, মসলা দিয়ে,
ফেলেছ মোরে কিনে !"

স্বামী—

"কেমন হ'ল পয়লা কাঁঠি, কাটা-বাজু, এ চন্দ্রহার ?
(আর) হীরের সাতলহরী মালা, ঝ'ল্কে নাশে অন্ধকার !
জরির বডি, পার্শী সাড়ী, বড্ড বেশী দামী এ !"

স্ত্রী—

"(আহা !) মুছিয়ে দেই বদনখানি, বড্ড গেছ ঘামিয়ে।"

স্বামী—

"এ সব, এনেছি, বড় ব'য়ের তরে, তোমার তরে আনিনি !
ও কি ও ? আরে, কাঁদ কেন ? ছি ! রাগ ক'রো না মানিনি !
তোমার সব গহনা আছে, বড় ব'য়েরি নাই গো !"

স্ত্রী—

"হায় কি হ'ল ! ধর গো ধর, পড়িয়া বুঝি যাই গো !"

বাঙ্গালের শ্যামা-সঙ্গীত

মিশ্র-বিভাস—আড়-কাওয়ালী

তারা নাম কোর্‌তে কোর্‌তে জিব্বাডা আমার,
অ্যাক্কেকালে গ্যাছে আরাইয়্যা ;
গুরু যে কি মাথা কৈয়া দিল কাণে,
ফেল্‌চি জন্মের মত হারাইয়া।
বৈস্যা বৈস্যা ক্যাবোল কর্‌ছি তারা নাম,
কি দোষ পাইয়্যা তারা হৈয়্যা বস্‌চ বাম ?
শোন কের্‌পামই, আমি যাইমু কৈ,
নিবি যদি পাও ছারাইয়্যা।
তারা বৈলা যারা পাও ধইর্‌য়া থাকে,
তারা তারা কইয়্যা, চক্ষু মুইছ্যা ডাকে,
দ্যাও দ্যাশেখানে, তারাইয়্যা।
ভাল মতে পরক্‌ কইর্‌য়া দ্যাখ্‌লাম আমি,
বৈক্ষদ্যাশে পাথর বাঁইন্ধ্যা বস্‌চ তুমি ;
এত কাঁদ্‌বার লাগ্‌চি, মাথা ভাঙ্গবার লাগ্‌চি,
দ্যাখ্‌বার লাগ্‌চ তুমি দারাইয়্যা !

বাঙ্গালের বৈরাগ্য

মিশ্র-গৌরী—কাওয়ালী

চাইরদিক্‌থনে, পাগ্‌লা, তরে ঘিরয়্যা ধোর্‌চে পাপে ;
অ্যাহন মইষের সিঙ্গে গুত্তা মার্‌বো, বাচাইবো কোন্‌ বাপে ?
(তোর) হইয়্যা গ্যাচে নিঃশ্বাস বন্দ ;
মুখ ফিরাইচেন কৃষ্টচন্দ্র ;
(আর) তরে কি বাচাইয়্যা তুল্‌বো, হরিনামের ছাপে ?

(তুই) রাজা হৈয়্যা বোস্‌চস্ তক্তে,
নাইয়্যা উঠ্‌চস্ মা'নুষের রক্তে,
(আর) থরথরাইয়্যা কাইপ্যা উঠ্‌চে, পিরথিমি তর্ দাপে
(ক') আজ ক্যান্ পাগ্‌লা ছ্যাহে আগুন ?
পুর‍্যা হইচস্ পোরা বাইগুন ?
(ঐ) ঘিরা বোস্‌চে শিয়াল সগুণ,
কোন্ বা ছ্যাব্‌তার শাপে ?

বুড়ো বাঙ্গাল

[তাহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর প্রতি]

মিশ্র-সিন্ধু—ঝাঁপতাল

বাজার হুদ্দা কিন্যা আইন্যা, ঢাইল্যা দিচি পায় ;
তোমার লাগে কেম্‌তে পারুম, হৈয়্যা উঠ্‌চে দায় ।
আর্‌সি দিচি, কাহই দিচি, গাও মাজনের হাপান দিচি,
চুল বান্দনের ফিত্যা দিচি, আর কি ছ্যাওন চাও ?
বেলোয়ারী চুরি দিচি, পাছা-পাইর‍্যা কাপর দিচি,
পিরান দিচি মজা কৈর‍্যা দিব্যার লাগ্‌চ গায় !
উলের জুতা দিচি আইন্যা, কিসের লাইগ্যা মন্‌ডা পাইন্যা ?
ওজন কৈর‍্যা ব্যাবাক দিচি, পরাণ দিচি ফায় !
বুরা বুরা কৈয়্যা ক্যাবল, খ্যাপাইয়া ক্যান্ কোর্‌চ পাগল ?
যহন বিয়্যা কোর্‌চ, ফেল্‌বো ক্যাম্‌তে ?
কৈয়্যা ছ্যাও আমায় ?

বিয়েপাগ্‌লা বুড়ো ও তাহার বাঙ্গাল চাকর

বিভাস—একতালা

কর্ত্তা। আমার, এমন কি বয়েসটা বেশী ?
সত্য হ'লে কোষ্ঠী, এই যে আস্‌ছে জ্যোষ্ঠী,
এই মাসে পূরিবে আশী।
আরে না না! আমার বিয়ে কর্‌বার কাল
যায়নিকো এখনো ;—আরে নন্দলাল !
কি বলিস ?

চাকর। করতা অ্যাহনো ছাওয়াল
হইবো, বিয়্যা করেন ;—তামুক লইয়্যা আসি।

কর্ত্তা। আরে দেখ্‌না আমার সংসারো অচল,
ছেলে পিলে মানুষ কে করে তাই বল ;
আমি, চুলে কলপ দেবো, দাঁত বাঁধিয়ে নেবো ;
আর এম্‌নি ক'রে হাসবো সুধা-মাখা-হাসি। (প্রদর্শন)
আমার, চামড়া গেছে ঝুলে, চোক গেছে কোটরে,
কোমর গেছে বেঁকে, বেড়াই লাঠি ধ'রে ;—
তা',—শৃঙ্গার-তিলক কিছু নেব তোয়ের ক'রে ;

চাকর। আর যৈবন ফিরয়্যা পাইবেন, হইবেন মোট্টা-খাসী।

কর্ত্তা। কচি-মুখখানিতে বল্‌বে প্রেমের বুলি,
গয়না পেলেই আমার বয়স যাবে ভুলি' ;
ক্ষীর-নবনী দিব চাঁদ-মুখেতে তুলি' ;—

চাকর। (আর), চরণ হ্যাবা ক'র্‌বো হৈয়্যা হ্যাবা-দাসী।

কর্ত্তা। আর, কথায় কথায় যদি ক'রে বসে মান,
পায়ের উপর প'ড়ে বল্‌তো 'ছুটো খান' ;—
তাতেও না ভাঙ্গিলে, ত্যজিব এ প্রাণ ;—

চাকর। করতা, আমি আপনার গলায় দিয়্যা দিমু ফাসী।

ঔদরিক

মনোহরসাই—গড়-খেম্‌টা

যদি, কুমড়োর মত, চালে ধ'রে র'ত,
পান্‌তোয়া শত শত ;
আর, স'রষের মত, হ'ত মিহিদানা,
বুঁদিয়া বুটের মত !
(প্রতি বিঘা বিশ মণ ক'রে ফ'ল্‌ত গো) ;
(আমি তুলে রাখিতাম) ; (বুঁদে মিহিদানা গোলা বেঁধে
আমি তুলে রাখিতাম) ;
(গোলা বেঁধে আমি তুলে রাখিতাম, বেচ্‌তাম না হে) ;
(গোলায় চাবি দিয়ে চাবি কাছে রাখিতাম, বেচ্‌তাম না হে)।
যদি তালের মতন হ'ত ছ্যানাবড়া,
ধানের মত চ'সি ;
(আমি বুনে যে দিতাম) ; (ধানের মত ছড়িয়ে
ছড়িয়ে বুনে যে দিতাম) ;
(চ'সি এক কাঠা দিলে, দশ মণ হ'ত বুনে যে দিতাম)।
আর, তরমুজ যদি, রসগোল্লা হ'ত,
দেখে প্রাণ হত খুসি !
(আমি পাহারা দিতাম) ; (কুঁড়ে বেঁধে আমি পাহারা দিতাম) ;
(ক্ষেতে কুঁড়ে বেঁধে আমি পাহারা দিতাম) ;
(তামাক খেতাম আর পাহারা দিতাম) ; (ব'সে ব'সে
তামাক খেতাম আর পাহারা দিতাম) ; (সারা রাত
তামাক খেতাম আর পাহারা দিতাম) ; (খেঁক্‌শিয়াল
আর চোর তাড়াতাম, পাহারা দিতাম)।

যেমন, সরোবর মাঝে, কমলের বনে,
কত শত পদ্ম-পাতা,
তেমনি, ক্ষীর-সরসীতে, শত শত লুচি,
যদি রেখে দিত ধাতা !
(আমি নেমে যে যেতাম) ; (ক্ষীর-সরোবর-ঘন-জলে আমি
নেমে যে যেতাম) ; (গামছা প'রে নেমে যে যেতাম) ;
(একটু চিনি যে নিতাম) ; (সেই চিনি ফেলে দিয়ে
ক্ষীর লুচি আমি মেখে যে খেতাম) ; (আহা মেখে যে খেতাম !)
যদি, বিলিতি কুম্‌ড়ো হ'ত লেডিকিনি,
পটোলের মত পুলি ;
(আর) পায়েসের গঙ্গা বয়ে যেত, পান
ক'র্ত্তাম দু-হাতে তুলি' ।
(আমি ডুবে যে যেতাম) ; (সেই সুধা-তরঙ্গে ডুবে যে যেতাম) ;
(আর, বেশী কি বল্‌ব, গিন্নীর কথা ভুলে, ডুবে যে যেতাম) ;
(আর উঠ্‌তাম না হে) ; (গিন্নী ডেকে ডেকে কেঁদে মর্‌তো,
তবুতো উঠ্‌তাম না হে) ; (গিন্নী হাতে ধ'রে ক'র্‌তো টানাটানি,
তবু উঠ্‌তাম না হে) ।
সকলি ত' হবে বিজ্ঞানের বলে,
নাহি অসম্ভব কর্ম্ম ;
শুধু, এই খেদ, কান্ত আগে ম'রে যাবে,
(আর) হবে না মানব জন্ম ।
(আর খেতে পাবে না) ; (কান্ত আর খেতে পাবে না) ;
(মানব জন্ম আর হবে না,—
খেতে পাবে না) ; (হয়তো, শিয়াল কি কুক্কুর হবে,
আর খেতে পাবে না) ; (আর সবাই খাবে গো তাকিয়ে
দেখ্‌বে, খেতে পাবে না) ; (ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ ক'রে তাকিয়ে
রইবে, খেতে পাবে না) ; (সবাই তাড়া হুড়ো ক'রে
খেদিয়ে দেবে গো, খেতে পাবে না) ।

অমৃত

সার্থকতা

মহাবীর শিখ এক পথ বহি' যায়,
পথ-পার্শ্বে কুষ্ঠরোগী পড়িয়া ধরায় ;
বেদনায় হতভাগ্য করিছে চীৎকার,
ক্ষত স্থান বহি' তার পড়ে রক্তধার ।
দেখিয়া বীরের মনে দয়া উপজিল,
শিরস্ত্রাণ খুলি' তার ক্ষত বাঁধি' দিল ;
শিরস্ত্রাণ কহে, "মাথে ছিলাম নগণ্য,
কুষ্ঠীর চরণে প'ড়ে হইলাম ধন্য ।"

বিনয়

বিজ্ঞ দার্শনিক এক আইল নগরে,
ছুটিল নগরবাসী জ্ঞান-লাভ তরে ;
সুন্দর-গম্ভীর-মূর্ত্তি, শান্ত-দরশন,
হেরি' সবে ভক্তি ভরে বন্দিল চরণ ।
সবে কহে, "শুনি, তুমি জ্ঞানী অতিশয়,
দু' একটি তত্ত্ব-কথা কহ মহাশয় ।"
দার্শনিক বলে, "ভাই, কেন বল জ্ঞানী ?
'কিছু যে জানিনা', আমি এইমাত্র জানি ।"

একতা

বর্ণমালা কহে, "দেখ, সীসের অক্ষরে,
আমাদের রেখে দেয় ভিন্ন ভিন্ন ঘরে ।

শব্দের আকারে যবে মোদের সাজায়,
অর্থযুক্ত হই ব'লে শক্তি বেড়ে যায় ;
বহু শব্দযোগে, ধরি বাক্যের আকার,
আরো বৃদ্ধি পায় শক্তি, সন্দেহ কি তার ?
বাক্যে বাক্যে যোগ করি' সাজায় যখন,
গ্রন্থরূপে কত জ্ঞান করি বিতরণ।"

পরোপকার

নদী কভু পান নাহি করে নিজ জল,
তরুগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল,
গাভী কভু নাহি করে নিজ দুগ্ধ পান,
কাষ্ঠ, দগ্ধ হ'য়ে, করে পরে অন্নদান,
স্বর্ণ করে নিজ রূপে অপরে শোভিত,
বংশী করে নিজ স্বরে অপরে মোহিত,
শস্য জন্মাইয়া, নাহি খায় জলধরে,
সাধুর ঐশ্বর্য্য সুধু পরহিত-তরে।

বংশগৌরব

নীচবংশ ব'লে, ঘৃণা ক'রনা কখন,
তার মধ্যে জন্মে কত অমূল্য রতন ;
কর্দ্দমাক্ত পুকুরের অপেয় যে জল,
তার মাঝে ফুটে থাকে সুরভি কমল ;
উচ্চ বংশ দেখি, হেন ধারণা না হয়,—
শান্ত, ধীর, সুবিদ্বান্ জনমে নিশ্চয় ;
বনিয়াদি বটবৃক্ষ, কত নাম তার,
অখাদ্য তাহার ফল, কাকের আহার !

বিহ্বলতা

তুফানে পড়িয়া মাঝি হাল যদি ছাড়ে,
তার কাছে নদীর তরঙ্গ আরো বাড়ে;
নিরাশ হইয়া রোগী ঔষধ না খায়,
দিনে দিনে রোগ তার আরো বৃদ্ধি পায়;
সভাস্থলে, ভীত হ'লে দেখি গুণি-গণ,
বক্তার না হয় কভু বাক্য-নিঃসরণ;
গিরিশিরে উঠে', যদি ভয়ে মাথা ঘোরে,
নিশ্চয় শিখর হ'তে নীচে যাবে প'ড়ে।

অসারতা

আঘাত করিলে কাংস্যে, যত শব্দ হয়,
স্বর্ণে তার শতাংশের একাংশও নয়;
প্রচুর পল্লব পত্র যে বৃক্ষে জনমে,
বিধির বিধানে তার ফল যায় ক'মে
মেদ, মাংস বেড়ে', যার দেহ স্থূল হয়,
শ্রমসাধ্য কর্ম্মে তার ধ্রুব পরাজয়;
বাহিরে দেখিবে যার বৃথা আড়ম্বর,
অন্তঃসার-শূন্য সেই গুণ-হীন নর।

সাধুপ্রকৃতি

যত জল শুষে লয় প্রখর তপন,
প্রতিবিন্দু বৃষ্টিরূপে করে প্রত্যর্পণ;
বায়ু, তেজঃ, ক্ষিতি হ'তে বৃক্ষ যাহা পায়,
ফল-পত্র-কাণ্ডরূপে ফিরে দিয়ে যায়;

গাভী যে তৃণটি খায়, করে জল পান,
তার সার, দুগ্ধরূপে করে প্রতিদান ;
পরদ্রব্য সাধু যদি করেন গ্রহণ,
জীবের মঙ্গল হেতু করেন অর্পণ !

স্বার্থাদর্শ

নর কহে, "ধূলিকণা, তোর জন্ম মিছে,
চিরকাল প'ড়ে র'লি চরণের নীচে ;"
ধূলিকণা কহে, "ভাই, কেন কর ঘৃণা ?
তোমার দেহের আমি পরিণাম কি না ?"
মেঘ বলে, "সিন্ধু, তব জনম বিফল,
পিপাসায় দিতে নার এক বিন্দু জল ;"
সিন্ধু কহে, "পিতৃনিন্দা কর কোন্ মুখে !
তুমিও অপেয় হবে পড়িলে এ বুকে।"

উপযুক্ত মাত্রা

বায়ু কহে, "দীপ, তব আমিই সম্বল ;"
দীপ বলে, "যতক্ষণ না হও প্রবল।"
বৃষ্টি বলে, "শস্য, আমি তোমার সহায় ;"
শস্য বলে, "অতিরিক্ত হ'লে, প্রাণ যায়।"
বংশী কহে, "কর্ণ, তোমা পরিতৃপ্ত করি ;"
কর্ণ কহে, "অতি তীক্ষ্ণ-স্বরে, প্রাণে মরি।"
বিষ কহে, "রোগি, আমি তোমার ঔষধি ;"
রোগী কহে, "উচিত মাত্রায় রহ যদি !"

চিত্রিত মানব

অর্থ আছে, কপর্দ্দক নাহি করে ব্যয় ;
বিদ্যা আছে, কারো সনে কথা নাহি কয় ;
বুদ্ধি আছে, ব'সে থাকে কাজ নাহি করে ;
রূপ আছে, বদ্ধ থাকে গৃহের ভিতরে ;
শক্তি আছে, নাহি করে পর-উপকার,
তেজঃ আছে, দাঁড়াইয়া দেখে অবিচার ;
সে নর চিত্রিত এক ছবির মতন,
গতি নাই, বাক্য নাই, জড়, অচেতন ।

বাহ্য-বন্ধু বা গুপ্ত-শত্রু

ক্ষীণ বন্য-লতা এক, অতি ক্ষুদ্র-কায়,
বিশাল বটের তলে, ভূমিতে লুটায় ;
বট বলে, "ছায়াময় বাহু প্রসারিয়া,
আশ্রয় দিয়েছি তোমা, করুণা করিয়া ;
নতুবা তপন-তাপে শুষ্ক হ'ত দেহ ;"
লতা বলে, "ফিরে লহ অযাচিত স্নেহ,
তোমার করুণা মোর হইয়াছে কাল,
রৌদ্র বিনা হ'য়ে আছি বিশীর্ণ কঙ্কাল ।"

অধমাধম

রাখে না নিজের তরে, সব দান করে,
'উত্তম' বলিয়া তার খ্যাতি চরাচরে ;
কিছু রাখে নিজ তরে, কিছু করে দান,
'মধ্যম' সে জন, তারো প্রচুর সম্মান ;

দান নাই, সব যেই নিজ তরে রাখে,
'অধম' সে জন, সবে ঘৃণা করে তাকে।
নিজে নাহি ভোগ করে, না দেয় অপরে,
বল দেখি, সেই জীব কোন্ সংজ্ঞা ধরে ?

ঘৃণিতের প্রত্যুত্তর

অট্টালিকা কহে, জীর্ণ কুটীরেরে ডাকি',
"বিপদ ঘটালি, কুঁড়ে, মোর কাছে থাকি';
হঠাৎ আগুন লেগে গেলে তোর গায়,
আমারো জানালা কড়ি, সব পুড়ে যায়।"
কুটীর কহিছে, "ভায়া, আমারো যে ভয়;
কাছে আছ, যদি কভু ভূমিকম্প হয়,
তুমি চূর্ণ হবে, আমি গরীব বেচারী,
চাপা প'ড়ে মারা যাব, ভয় দু'জনারি।"

হিংসার ফল

পাখীরা আকাশে উড়ে, দেখিয়া, হিংসায়,
পিপীলিকা, বিধাতার কাছে পাখা চায়;
বিধাতা দিলেন পাখা, দেখ তার ফল,—
আগুনে পুড়িয়া মরে পিপীলিকা-দল।
মানবের গীত শুনি', হিংসা উপজিল,
মশক, বিধির কাছে সুকণ্ঠ মাগিল;
গীত-শক্তি দিল বিধি; দেখ তার ফল,—
নর-করাঘাতে মরে মশক সকল।

স্বাধীনতার সুখ

বাবুই পাখীরে ডাকি', বলিছে চড়াই,—
"কুঁড়ে ঘরে থেকে কর শিল্পের বড়াই ;
আমি থাকি মহাসুখে অট্টালিকা'পরে,
তুমি কত কষ্ট পাও রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ে।"
বাবুই হাসিয়া কহে, "সন্দেহ কি তায় ?
কষ্ট পাই, তবু থাকি নিজের বাসায় ;
পাকা হোক, তবু ভাই, পরের ও বাসা ;
নিজ হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর, খাসা।"

ক্রোধ ও লোভ

ক্রোধ বলে, "লোভ ভাই, তুমি বড় খল,
তোমার কুহকে পড়ি' নিষ্ঠুরের দল,
পরের মাথায় করি' লগুড় প্রহার,
পলায়ন করে, সব লুঠে নিয়ে তার।"
লোভ কহে, "যা' বলিলে করি তা' স্বীকার.
কিন্তু, তুমি পূর্ণরূপে স্কন্ধে চাপ যার,
সে শুধু অন্যেরে মারি ক্ষান্ত নাহি হয়,
নিজের মাথায় শেষে প্রহরে নিশ্চয়।"

কৃতজ্ঞতা

নৌকা ডুবে গেল ঝড়ে ; দেখি' তীর হ'তে
ভীত, অবসন্ন মাঝি ভেসে যায় স্রোতে,
ঝাঁপায়ে সাহসী যুবা তরঙ্গে পড়িল,
অতি কষ্টে বিপন্নেরে উদ্ধার করিল।

মাঝি বলে, "প্রাণ দিলে, কি দিব তোমারে ?
চল, ভৃত্য হ'য়ে রব, তোমার দুয়ারে !"
রাত্রি-যোগে যুবকের চুরি করি' সব,
মাঝি-ভৃত্য পলাতক ;—যুবক নীরব !

গর্ব্বের পরিচয়

গিরি কহে, "সিন্ধু, তব বিশাল শরীর,
আমার চরণে কেন লুটাইছ শির ?
এ অভয়-পদে যদি লয়েছ শরণ,
কি প্রার্থনা, কহ আমি করিব পূরণ।"
সাগর হাসিয়া কহে, "আমি রত্নাকর,
আমার অভাব কিছু নাই, গিরিবর ;
তব পিতৃ-পিতামহ ডুবেছে এ নীরে,
সেই বার্ত্তা দিতে আমি আসি ঘুরে ফিরে।"

মাতৃস্নেহ

হুঙ্কারিয়া কহে বজ্র, কঠোর গর্জ্জন,
"চূর্ণ করি গিরিকুল, দগ্ধ করি বন ;
মুহূর্ত্তে সংহার আমি করি জীব-গণে ;
মম সম শক্তিশালী কে আছে ভুবনে ?"
শুনিয়া ধরণী, দুখে কহে, "দুষ্ট ছেলে !
এত শক্তিগর্ব্ব তুমি কোথা হ'তে পেলে ?
তুমি অতি উচ্ছৃঙ্খল, দাম্ভিক সন্তান,
তথাপি মায়ের বুকে এস, আছে স্থান।"

অদৃষ্টের পরিহাস

দীন, বৃদ্ধ পঙ্গু এক ভিক্ষা করি' খায়,
একদিন বিধাতার কাছে অশ্ব চায়।
দৈবযোগে এক পান্থ যান সেই পথে,
রুগ্ন অশ্বশিশু ল'য়ে পড়েন বিপদে ;
যুক্তি করি, সাবধানে বাঁধি ল'য়ে তারে,
তুলে দেন বাহক পঙ্গুর পিঠে ঘাড়ে।
পঙ্গু বলে, "বিধি মোরে দিল বটে ঘোড়া,
উল্টা করিয়া দিল ;—কপাল যে পোড়া।"

ভাল মন্দ

এক কূল ভাঙ্গে নদী, অন্য কূল গড়ে ;
দূষিত বায়ুরে লয় উড়াইয়া ঝড়ে ;
তীব্র কালকূটে হয় শুদ্ধ রসায়ন ;
কাক করে কোকিলের সন্তান পালন ;
দংশে বটে, মধুচক্র গড়ে মধুকর ;
বজ্র হানে যদি, বারি ঢালে জলধর ;
সুখ দুখ-ভাল-মন্দ-জড়িত সংসার ;
অবিমিশ্র কিছু নাই সৃষ্ট বিধাতার।

মনোরাজ্যে জড়ের নিয়ম

পাপের টানেতে যদি, কোন(ও) উচ্চমতি,
ক্রমে নিম্নদিকে পায় অব্যাহত-গতি,
জড় জগতের চির-প্রথা-অনুসারে,
অধঃপতনের বেগ ক্রমে তার বাড়ে।

একবার নীচে যদি প'ড়ে যায় মন,
তারে ক্রমে ঊর্দ্ধে তোলা কঠিন কেমন,
জড় জগতের চির-প্রসিদ্ধ প্রথায়,
ঊর্দ্ধমুখে তার গতি শত বাধা পায়।

আপেক্ষিক তুলনা

সত্যের সমান বল নাহি ত্রিভুবনে ;
সৎকার্য্য দানের তুল্য না হেরি নয়নে
ঈশ-সেবা-সম নাই চিত্তের শোধক ;
পরপীড়া তুল্য নাই সদগতি-রোধক।
পর-উপকার-সম পুণ্য নাহি আর ;
পক্ষপাত-তুল্য আর নাহি অবিচার।
স্বাস্থ্য-হীনতার সম দুঃখ কিছু নাই ;
অবাধ্য পুত্রের সম নাহিক বালাই।

অতি পরিচয়ের দোষ

সদা যেই বাস করে চন্দনের বনে,
চন্দনেরে সেজন ইন্ধন-তুল্য গণে।
যাহার বসতি পূত-ভাগীরথী-তীরে,
তার কাছে ভেদ নাই কূপ-গঙ্গা নীরে।
সুগন্ধি উদ্যানে যেই সদা করে বাস,
তার কাছে লোপ পায় পুষ্পের সুবাস।
গিরিশোভা নাহি হেরে গিরি-অধিবাসী ;
অতি-পরিচয়, সম্মানীর মান-নাশী।

পরিহাসের প্রতিফল

পরিহাস-ভরে নর কহে, "রে জোনাকি !
তিমির-বিনাশে চেষ্টা করিছিস্ নাকি ?
কি আশ্চর্য্য ! ভাগ্যে ওই আলোটুকু আছে,
তাই তোরে দেখা যায় অন্ধকার মাঝে ;
তোর পক্ষে, ক্ষুদ্রজীব, এই তো প্রচুর ;
তুই কি করিবি কীট, অন্ধকার দূর ?"
জোনাকী বলিছে, "ভায়া, কিসের বড়াই ?
তোমার দেহে তো আলো একটুও নাই !"

উচ্চ নীচ

উড়িয়া মেঘের দেশে চিল কহে ডাকি,—
"কি কর, চাতক ভায়া, ধূলি-মাঝে থাকি ?
কোথায় উঠেছি, চেয়ে দেখ একবার,
এখানে আসিতে পার সাধ্য কি তোমার ?"
চাতক কহিছে, "তবু নীচদৃষ্টি তব ;
সদা ভাব 'কার কিবা ছোঁ মারিয়া লব।'
মেঘবারি ভিন্ন, অন্য জল নাহি খাই,
তাই, আমি নীচে থেকে উর্দ্ধমুখে চাই।"

দাম্ভিকের শিক্ষালাভ

সিংহ বলে, "কালোমেঘ, এস দেখি কাছে,
যুদ্ধ ক'রে দেখি, কার কত বল আছে !
ক্রমাগত দূরে থেকে কর ডাকাডাকি,
সম্মুখসমরে, ভায়া, ভয় পাও নাকি ?"

মেঘ বলে, "মৃত্যু ডেকে আনিস্ নির্ব্বোধ !
আমার শকতি কেবা করে প্রতিরোধ ?"
অদূরে পড়িল বজ্র, সিংহ মূর্চ্ছা যায় ;
মূর্চ্ছাভঙ্গে, সভয়ে, মেঘের পানে চায় ।

শিক্ষা ও প্রবৃত্তি

আগুন লাগিয়া গেল ব্রাহ্মণের বাড়ী ;
সর্ব্বস্ব পুড়িয়া যায়, দেখি', তাড়াতাড়ি,—
প্রবেশিল বিদ্যানিধি নিজপাঠাগারে,
যত্নের পাণিনিখানি ছিল একধারে,—
বাঁচাইল ব্যাকরণ ; গেল আর সব ;
হেনকালে শুনা গেল 'হায় হায়' রব ;
বিপ্র বলে, "পুড়ে গেল বেদান্তের টীকা ;"
ব্রাহ্মণী কাঁদিছে, "গেল, হাঁড়ি আর সিকা ।"

তুলনায় সুখদুঃখ

বসিয়া নদীর তীরে, চাহি' নদীপানে,
কাঁদিতেছে এক নারী অবসন্ন প্রাণে ;
পথিক জিজ্ঞাসে তারে শোকের কারণ,
নারী কহে, "ডুবে গেছে সন্তান-রতন ।"
পান্থ বলে, "এক ছেলে গেছে কাঁদ তাই ?
আমার দুঃখের বার্ত্তা তোমারে শুনাই,—
আট পুত্র চারি কন্যা, ডুবেছে এ নীরে ;
আমারে দেখিয়া, মাগো, বাড়ী যাও ফিরে ।"

দ্বাদশ দান

অন্নহীনে অন্নদান, বস্ত্র বস্ত্রহীনে,
তৃষাতুরে জলদান, ধর্ম্ম ধর্ম্ম-দীনে,
মূর্খজনে বিদ্যাদান, বিপন্নে আশ্রয়,
রোগীরে ঔষধদান, ভয়ার্ত্তে অভয়,
গৃহহীনে গৃহদান, অন্ধেরে নয়ন,
পীড়িতে আরোগ্যদান, শোকার্ত্তে সান্ত্বন ;—
স্বার্থ-শূন্য হয় যদি এ দ্বাদশ দান,
স্বর্গের দেবতা নহে দাতার সমান।

আশ্রিত-সৎকার

সহস্র আশ্রিত-লতা কহে অশ্বত্থেরে,
"বড় ব্যথা পাই, তরু, তব কষ্ট হেরে ;
আমরা দুর্ব্বল-লতা তব গলগ্রহ,
মোদের রক্ষিতে তুমি কি যাতনা সহ !
রোদ, বৃষ্টি, ঝড় লও নিজের মাথায়,
ব্যথা যেন নাহি লাগে আমাদের গায়।"
অশ্বত্থ কহিছে, "এই আশ্রিত-সৎকার,
এর সুখে, ক্লেশ-বোধ হয় না আমার।"

উদার প্রতিশোধ

প্রভু ভৃত্য দুইজনে নৌকা বাহি' যায়,
প্রবল বাতাসে তরী হ'ল মগ্ন-প্রায় ;
ভার কমাইয়া, তরী রক্ষা করিবারে,
ভৃত্যে ফেলে দিল প্রভু তরঙ্গ-মাঝারে ;

অমনি ডুবিল নৌকা, প্রভু পড়ে জলে,
"ভয় নাই, আমি আছি", ভৃত্য ডেকে বলে ;
সাঁতার না জানে প্রভু, ক্ষুব্ধ মহাত্রাসে,
পৃষ্ঠে বহি', ভৃত্য তারে তীরে নিয়ে আসে।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ

গঙ্গা-সাগরের স্নানে পুণ্য বাঞ্ছা করি',
মহামূল্য হীরকের অলঙ্কার পরি',
নামিলেন শেঠপত্নী সাগরের জলে,
অকস্মাৎ অলঙ্কার প'ড়ে গেল তলে ;
কাঁদি শেঠপত্নী কহে, "তুমি রত্নাকর,
ভূষণ ফিরায়ে দেহ, করুণাসাগর !"
সিন্ধু কহে, "সিন্ধু-পোতে উঠি তব স্বামী
দূরে যাক্, লক্ষগুণ ফিরে দিব আমি !"

অটল

এ সংসার, মায়াজাল করিয়া বিস্তার,
সাধুর ঘটাতে চায় চিত্তের বিকার ;
সাধু কিন্তু নাহি ভোলে সংসার মায়ায়,
প্রকৃত পুণ্যের পথে সোজা চ'লে যায়।
মরু যথা, মরীচিকা-মায়া বিস্তারিয়া,
দিতে চায় উষ্ট্রের বিভ্রম জন্মাইয়া ;
উষ্ট্র কিন্তু সে মায়ায় ভোলে না কখন,
প্রকৃত জলের দিকে করে সে গমন।

কথার মূল্য

নিতান্ত দরিদ্র এক চাষীর নন্দন,
উত্তরাধিকার-স্বত্বে পায় বহু ধন ;
সে সংবাদ নিয়ে এল ব্যবহারজীবী,
বলে "চাষী, এত পেলি, আমারে কি দিবি ?"
চাষী বলে, "অৰ্দ্ধভাগ দিব সুনিশ্চয় ।"
গণনায় অৰ্দ্ধ অংশে কোটি মুদ্রা হয়,
সবে বলে, "কি দলিল ? কেন দিতে যাস্ ?"
চাষী বলে, "কথা দিয়ে ফেলিয়াছি,—বাস্ !"

অসাধুর সঙ্গ

সরল হৃদয় এক সাধু অকপট
হেরিয়া, করিল মৈত্রী, এক ধূর্ত্ত শঠ ;
যুক্তি দিয়া, সাধুরে বিদেশে ল'য়ে যায়,
অতিথি হইল এক ধনীর বাসায় ।
নিশায় করিয়া চুরি সেই দুষ্ট শঠ,
বহু অর্থ ল'য়ে দিল গোপনে চম্পট ।
গৃহস্বামী প্রাতে উঠি', সাধুরে ধরিল,
চোর বলি' বাঁধি, কত প্রহার করিল ।

পরিণতি

নির্ভীক, স্বাধীন-চেতা, এক চিত্রকর,
আঁকিল শ্মশান-ভূমি, অতি ভয়ঙ্কর ;
একটি কপাল, আর অস্থি এক খানি,
এক স্থানে দেখায়েছে, তুলি দিয়া টানি' ;

হেরিয়া দেশের রাজা বলে, "চমৎকার !
কিন্তু এটা কার অস্থি ? কপাল বা কার ?"
চিত্রকর বলে, "অস্থি মম কুক্কুরের,
কপাল, পিতার তব, হে মস্ত কুবের !"

ক্ষমা

দশবিঘা ভুঁয়ে ছিল আশি মণ ধান,
সারা বৎসরের আশা, কৃষকের প্রাণ,
খেয়ে গেছে প্রতিবাসী গোয়ালার গরু !
ক্ষেতগুলি প'ড়ে আছে, শ্মশান, কি মরু !
ক্ষেতের মালিক আর গরুর মালিক,
কেহই ছিল না বাড়ী ; চাষা বলে, "ঠিক,—
আহার পাইয়া পথে, পরম-সন্তোষ,
গরু তো বোঝেনা কিছু, ওদের কি দোষ ?"

দক্ষা

মাতৃশ্রাদ্ধে নিজহাতে কাঙ্গাল-বিদায়
করিছেন মহারাজ, প্রাচীন প্রথায়।
লইয়া দু'আনা, আর চাল অর্দ্ধসের,
ঘুরিয়া দুখিনী এক আসিয়াছে ফের।
দ্বারী ধ'রে ল'য়ে যায় রাজার সম্মুখে,
রাজা বলে, "এসেছিস্ ঘুরে কোন্ মুখে ?"
দীনা কেঁদে বলে, "পাঁচ শিশু, রুগ্ন স্বামী।"
রাজা বলে, "লক্ষ মুদ্রা তোরে দিব আমি।"

রূপ ও গুণ

প্রজাপতি বলে, "যূথি, তুই শুধু সাদা,
কেমনে বুঝিবি মোর রূপের মর্য্যাদা ?
নানা বর্ণে মোর পাখা, কেমন রঞ্জিত !
রূপ হ'তে বিধি তোরে করেছে বঞ্চিত।"
যূথি বলে, "কিন্তু ভাই, রূপ কিছু নয়,
গুণের আদর দেখ চিরস্থায়ী হয়।
চিরদিন দিয়ে থাকি মধুর সৌরভ ;
বংশক্রমে আছে মোর গুণের গৌরব !"

উপযুক্ত কাল

শৈশবে সদুপদেশ যাহার না রোচে,
জীবনে তাহার কভু মূর্খতা না ঘোচে ;
চৈত্র মাসে চাষ দিয়া না বোনে বৈশাখে,
কবে সেই হৈমন্তিক ধান্য পেয়ে থাকে ?
সময় ছাড়িয়া দিয়া, করে পণ্ডশ্রম,
ফল চাহে, সেও অতি নির্ব্বোধ, অধম ;
খেয়া তরী চ'লে গেলে, বসে এসে তীরে,—
কিসে পার হবে, তরী না আসিলে ফিরে ?

প্রাণীহিংসা ও পরপীড়া

সন্ন্যাসীরে দেখি, এক রাজপুত্র কহে,
"আহারের ক্লেশ তব হেরি প্রাণ দহে ;
মৎস্য, মাংস, দধি, দুগ্ধ, খাদ্যের প্রধান ;
তোমার কপালে কেন শাকান্ন বিধান ?"

সন্ন্যাসী বলিছে, "জীবহিংসা নাহি করি,
এ কারণ মৎস্য-মাংস-আদি পরিহরি ;
গোবৎসে বঞ্চিয়া যারা দধি দুগ্ধ খায়,
স্বার্থতরে পর-পীড়া তাহারা ঘটায় ।"

কাচের শিশি ও মেটে সরা

শিশি বলে, "মেটে সরা, তুই শুধু মাটি,
নির্ম্মল আমার দেহ, স্বচ্ছ, পরিপাটি ;
অনাদরে গৃহকোণে ফেলে রাখে তোরে,
আমারে তুলিয়া রাখে কত যত্ন ক'রে !"
মেটে সরা কহে, "ভায়া, গর্ব্ব কর দূর,
হাত থেকে প'ড়ে গেলে দুজনাই চুর ;
আরো এক কথা ভাই, জেনে রেখ খাঁটি,
আমি মাটি, তোমারও বুনিয়াদ মাটি !"

প্রকৃত বন্ধু

লেখনী বলিছে, দুখে ডাকি, ছুরিকারে,
"কি দোষ করেছি ? তুমি কাট যে আমারে ?
সহজে দুর্ব্বল আমি তব তুলনায়,
সবল দুর্ব্বলে মারে, শোভা নাহি পায় ।"
ছুরি হেসে কহে, "ভাই, এ কেমন ভ্রম ?
জীবের মঙ্গল হেতু তোমার জনম ;
কার্য্য-উপযোগী করি, কাটিয়া তোমায়,
নতুবা জীবন তব বিফলে যে যায় ।"

স্রষ্টার কৌশল

গিরিশিরে বৃষ্টি পড়ি', জন্মায় তুষার,
নিদাঘে গলিয়া, জল হয় পুনর্ব্বার ;
প্রথমে নির্ঝর, পরে বেগবতী নদী,
সিন্ধুবক্ষে জলরাশি ঢালে নিরবধি ;
সিন্ধুবারি বাষ্প হ'য়ে তপনের করে,
নির্ম্মাণ করিছে শূন্যে জলধর-স্তরে ;
সেই মেঘ গিরিশিরে পুনঃ ঢালে জল,
ঘুরে ফিরে তাই হয় ;—বিধির কৌশল ।

পরার্থে আত্মত্যাগ

শির কহে, "ছত্র ভাই, মোর রক্ষা তরে,
নিজে দগ্ধ হও তীব্র তপনের করে ;"
ছত্র বলে, "পরার্থেতে আত্মত্যাগ সম
নাহি সুখ এসংসারে, নাহিক ধরম ।"
চরণ কহিছে দুখে ডাকি' পাদুকারে,
"নিজে ক্ষত হ'য়ে, বন্ধু, বাঁচাও আমারে ;"
পাদুকা কহিছে, "দেখ, রক্ষিতে তোমায়,
নিজে ছিন্ন হই, কিন্তু কি আনন্দ তায় ।"

করুণাময়

সংসারের দুঃখ, ব্যথা, বিপদের পাশে,
কাহার আদেশে সুখ-শান্তি পরকাশে ?
তীরে তপ্ত বালি যেন প্রচণ্ড অনল,
পাশে বহাইল কেবা প্রবাহ শীতল ?
সিন্ধুমাঝে দিক্‌হারা নাবিকের তরে,
কে রেখেছে ধ্রুবতারা বসায়ে উত্তরে ?
ভূমিষ্ঠ হবার আগে স্তন্যপ সন্তান,
কে করেছে মাতৃস্তনে দুগ্ধের বিধান ?

আনন্দময়ী

গিরি-মহিষী মেনকা

মধুকানের সুর—ঠেস্ কাওয়াল

ধন্য মানি মেনকাকে ;
ত্রিজগজ্জননী যারে
মা জেনে, মা ব'লে ডাকে ।

ত্রিভুবন যার কোলে দোলে,
রাণী তারে করে কোলে,
চরাচর যার চরণ চুমে,
(রাণী) তার শিরে চুম্বে সোহাগে

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর যার
চরণ-ধুলো চায় ;
(রাণী) মেয়ে ব'লে আশিষ-ছলে
দেয় চরণ তার মাথায় ।

সুধাতুল্য প্রসাদ যাহার,
সুখে জগৎ করে আহার,
রাণী আহার যোগায় তাহার,
নিজ উচ্ছিষ্ট খাওয়ায় তাকে ।

যার চরণে প্রণাম ক'রে
সিদ্ধ সর্ব্ব কাম ;
(সেই) নিখিলের নমস্যা করেন
রাণীরে প্রণাম।

স্থাবর, জঙ্গম যার অধীনে
রাণী দেয় তায় পুতুল কিনে ;
স্নেহাত্মিকা ভক্তি বিনে,
এমন ক'রে কে পায় মাকে ?

যারে ছেড়ে তিলার্দ্ধ, মা
বাঁচে জীব-কুল ;
মা ছেড়ে সে যাবে ব'লে,
কাঁদিয়া আকুল।

যার নামে ভবের মায়া কাটে,
সে বিকিয়ে গেল মায়ার হাটে,—
ভেবে দেখ্‌লে আজব বটে,
মা বা কে, মেয়ে বা কে।

যার চরণে জ্ঞানের রাণী
বাণী লন দীক্ষা,
মেনকা সন্তান-জ্ঞানে,
তারে দেয় শিক্ষা।

যে মা ত্রিভুবনের ভূষণ,
রাণী তারে দেয় আভরণ,
কান্ত কয়, যার যেমন সাধন,
তার তেম্‌নি সিদ্ধি মিলে থাকে।

গৌরীর আগমন-সংবাদ

. মধুকানের সুর—ঠেস্ কাওয়ালী

(প্রতিবাসিনীর উক্তি)

গা তোল, গা তোল, গিরিরাণি !
এনেছি, মা, শুভবাণী,
দেখে এলাম পথে তোর ঈশানী ।

রূপে কানন আলো ক'রে
ছেলে দু'টি কোলে ধ'রে,
কিশোরী কেশরি-'পরে,
কোটি চন্দ্র নিন্দি পা দু'খানি ।

শঙ্খ-সিন্দূরে শুধু শোভে শ্রীঅঙ্গ,
অলঙ্কারে কাজ কি,—সে যে আলোক-তরঙ্গ ।

রোদে কষ্ট হবে ব'লে,
মাথার উপর জলদ চলে,
শাখীরা সব শির দোলায়ে,
ক'চ্ছে বাতাস, পল্লব কাছে আনি' ।

পথের পাশে থরে থরে উঠ্‌ছে ফুটে ফুল,
(মায়ের) আগমনী-মঙ্গল-গানে,
আকুল কোকিল-কুল ।

যত সুমিষ্ট ফল ছিল গাছে,
পড়্‌ছে এসে পায়ের কাছে ;
"মা, মা" ব'লে চরণতলে,
লুটছে যত মুনি, ঋষি, জ্ঞানী ।

ছুটে এলাম, রাণী মা গো, সুসংবাদ দিতে,
মুছ নয়ন ধারা, ধৈরয ধর, মা, চিতে।

কান্ত বলে, সুসংবাদে
বিবশা মেনকা কাঁদে ;
আনন্দের সেই পূত নীরে
ধুয়ে যায় গো প্রাণের যত গ্লানি।

নগর-সজ্জা

কীর্তন ভাঙ্গা সুর—জলদ একতালা

(হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ-ভেদে পাঠ্য ও গেয়)

কনকোজ্জ্বল-জলদ-চুম্বি—
মণি-মন্দির মাঝেরে,
বীণ-মুরজে, পর-মঙ্গল
মধুর বাদ্য বাজেরে।

পেলব নব পল্লব-দলে,
পূর্ণ কুম্ভ পাবন জলে,
কদলীতরু-তোরণতলে
কুসুম-মাল্য সাজেরে।

গ্রথিত লক্ষ কুশল-কেতু,
গঠিত ইন্দ্রচাপ-সেতু ;
লজ্জিত শশী, লক্ষ দীপ
সজ্জিত প্রতি সাঁঝেরে।

মাতৃ-দরশ-হরষ-গান,
আকুল শত সরস প্রাণ,
"মঙ্গলময়ি ! জগৎ-জননি !
আয় মা !" বলি' নাচেরে !

কহিছে কান্ত মধুপিয়াসী,
সার্থক গিরিনগর-বাসী ;
জয়, জয়, গিরি-মহিষী জয় !
জয়, জয়, গিরিরাজেরে !

নগর-বর্ণন

কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর—জলদ একতালা

(হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ-ভেদে পাঠ্য ও গেয়)

প্লাবিত গিরিরাজ-নগর,
কি পুলক মকরন্দে ;
জলদ টুটিল, জলজ ফুটিল,
ভ্রমর ছুটিল গন্ধে ।

ঝর ঝর ঝরে শত নির্ঝর
শীতল-জল-বাহী ;
পরভৃত-কুল আকুল, মুখে
জননী-গুণ গাহি' ।

বহিল স্নিগ্ধ মলয় মন্দ,
সিঞ্চি' অমৃত দেহে ;
বিগত সকল রোগ, শোক,
হরষিত প্রতি গেহে ।

দীন-ভবন, তূর্ণ হইল
পূর্ণ, রজত-হেমে ;
দ্বেষ-রহিত চিত্ত হইল
পূর্ণ, জগৎ-প্রেমে ।

ভোজন, কত পান, দান,
গীত, বাদ্য, নৃত্য ;
মুখরিত অবিরাম নগর,—
উৎসব নব, নিত্য ।

বঞ্চিত সুখে, কান্ত অধম,
প্রান্তর-তল-বাসী ;
(কবে) সিদ্ধি-শরৎ উদিবে, মিলিবে
চরণ, কলুষ-নাশী ।

গৌরীর নগর-প্রবেশ

বসন্ত—জলদ একতালা

কে দেখ্‌বি ছুটে আয়,
আজ, গিরি-ভবন আনন্দের তরঙ্গে ভেসে যায় !

ঐ "মা এল, মা এল" ব'লে,
কেমন ব্যগ্র কোলাহলে,
উঠি-পড়ি ক'রে সবাই আগে দেখ্‌তে চায়।

নিষ্কলঙ্ক চাঁদের মেলা
শ্রীপদনখে ক'চ্ছে খেলা,
(একবার) ঐ চরণে নয়ন দিয়ে সাধ্য কার ফিরায় ?

কি উন্মুক্ত শোভার সদন,
ফুল্ল অমল কমল বদন,
সিদ্ধি, শৌর্য্য, সোণার ছেলে অভয় কোলে ভায়।

কান্ত কয়, ভাই নগরবাসি !
তোদের সপ্তমীতে পৌর্ণমাসী,
দশমীতে অমাবস্যা, তোদের পঞ্জিকায়।

উমাকর্ত্তৃক রাণীর পদ-বন্দনা

মিশ্র বিভাস—কাওয়ালী

(রাণীর উক্তি)

আয়, মা, কোলে আয়,
অঞ্চলের নিধি, আয় ;
সারা বরষ পরে, মনে
প'ড়েছে কি দুখিনী মায় ?

যে দিন থেকে হই, মা, আমি উমাহান,
(আমি) জাগরণে যাপি নিশা, কাঁদিয়া কাটাই দিন,
অনশনে জীবন্মৃত তনুক্ষীণ,
(শুধু) আরো একবার দেখে মরি,
(আমার) প্রাণ থাকে, মা, সেই আশায়।

মা ব'লে ডাকিতে আর, মা, আছে কে ?
(আর) তোমার মতন মেয়ে ছেড়ে,
আমার মতন বাঁচে কে ?
কোন্ বিধি এ নিঠুর বিধান ক'রেছে ?
আমার সম্বৎসরের পোষা আশা
তিন দিনে ফুরায়ে যায়।

আমি একাদশী হ'তে দিন গণি গো,
আমায় অন্ধ ক'রে যাও, মা, আমার
ছু'নয়নের মণি গো ;
তুমি তিন দিনের তড়িৎ, ত্রিনয়নি গো !
কান্ত বলে, চতুর্থীতে
ঈশানী অশনি-প্রায় !

রাণীর খেদ

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা

সবই যায় তোর সাথে ধুয়ে-মুছে,
শুধু স্মৃতিটুকু রহে, মা ;
আগে ভাবিতাম সহিবে না, হায়,
মার প্রাণে এত সহে, মা !

লোকে কি বলিবে পাগল ভিন্ন ?
আমি খুঁজি তোর চরণ-চিহ্ন।
ধন্য এ আঙ্গিনা, বুকে ক'রে, ওই
রাঙ্গা-পদ-ধূলি বহে, মা।

তিন নয়নের হরিদ্রা-কাজল
মুছে, তুলে রাখি দুকূল-অঞ্চল,
দিনান্তে নির্জ্জনে দেখি, আর কাঁদি,
তারা কত কথা কহে, মা।

সারাটি বরষ হইয়া বিকল
এক হাতে মুছি নয়নের জল,
অন্য হাতে করি সংসারের কাজ,
তোর স্মৃতি কেন দহে, মা ?

বল্ মা কল্যাণী ! ও আনন্দময়ি !
(আমি) তোরে পেয়ে কেন নিরানন্দে রই ?
কান্ত বলে, রাণি, আনন্দের দিনে,
আঁখিজল ভাল নহে, মা।

কার্ত্তিক ও গণেশের আদর

কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর

(রাণীর উক্তি)

আয় গুহ, গণপতি, কোলে আয় !
দুই কোলে যে দু'ভাই নিব,
সে বল কি আর আছে গায় ?

দূরের পথে আস্‌তে বদন শুকিয়েছে ;
(যেন) দু'টি রাকাফুল্লশশী
মেঘের পাশে লুকিয়েছে ;
তাতে পাহাড়ে পথ, সিংহে আসা,
এ কষ্ট কি দেখা যায় ?

আমি তো, মা, বছর বছর রথ পাঠাই ;
কি ভেবে যে জামাই ভোলা
ফিরিয়ে দেয়, মা, ভাবি তাই ;
আহা, এমন মেয়ে, এমন ছেলে,
এম্‌নি ক'রে কেউ পাঠায় ?

ঐ ননীর গালে দু'টি চুমো খেতে দাও ;
এখন মায়ের সাথে, আমার হাতে
পেট ভ'রে ক্ষীর-ননী খাও ;
ওরে কৈলাসে যে খাবার কষ্ট,
তাই ভেবে মোর কান্না পায়।

গণেশ রে, তোর সরস্বতী কণ্ঠে থাক্‌,
কুমার রে, তোর বাহুর বলে
অসুর-শত্রু শঙ্কা পাক ;
কান্ত বলে, চিরজীবী
শিব হবে, মা, তোর কথায়।

বেহাগ—একতালা

(রাণীর উক্তি)

ঐ, উমা, তোর পোষা শুক তোরে
"মা, মা" ব'লে ডাকে ;
মূক হ'য়ে ছিল, নিজ হাতে কিছু
খেতে দে, মা, পাখীটাকে।

ঐ যে, মা, তোর পোষা শিখীগুলি
নাচিছে হরষে পেখমটি তুলি' !
তুই চ'লে গেলে, খেলে না কলাপ,
নাচিয়া দেখাবে কাকে ?

ঐ, উমা, তোর হরিণ, হংস
নিয়েছিল মোর দুখের অংশ,
(আজ) চরণের পাশে, ঘুরে ঘুরে আসে,
(তোর) মুখ-পানে চেয়ে থাকে।

নব পল্লবে সাজে তরু-লতা,
কোথায় পেয়েছে এত সজীবতা ?
থরে থরে ফুল, থোকা থোকা ফল,
অবনত প্রতি শাখে।

পশু, পাখী, তরু আনন্দে মেতেছে,
নূতন করিয়া সংসার পেতেছে,
জ্ঞান নাই, তবু তোর কথা ওরা
কি করিয়া মনে রাখে ?

এ কাঙ্গাল কান্ত বলে, গিরিরাণি !
যে দেখেছে মার চরণ দু'খানি,
বিকায়েছে পায়, ভুলিবে কি তায় ?
আর ভোলা যায় মাকে ?

(রাণীর উক্তি)

পিলু—একতালা

সেই তমালের ডালে, মাধবী লতারে
গেছিলি, মা, তুলে দিয়ে ;
সেই স্নুলগনে, যেন দু'জনার
হ'য়েছিল, উমা, বিয়ে ।

ঐ সে মাধবী, ঐ সে তমাল,
জড়ায়ে, ঘুমায়ে ছিল এত কাল,
প্রতিপদ হ'তে পল্লবে, ফুলে,
কে রেখেছে সাজাইয়ে ।

তোর নিজহাতে রোয়া চামেলী, বকুল,
এত ছোট, তবু দিতেছে, মা, ফুল ;
ঐ তোর চাঁপা, ঐ সে যূথিকা
ফুল-ডালি মাথে নিয়ে ।

ফল, ফুল, কিছু ছিল না উদ্যানে,
মনে হ'ত যেন মগ্ন তোর ধ্যানে ;—
তোর আগমনে, নব জাগরণে
দিয়েছে, মা, জাগাইয়ে ।

কান্ত বলে, রাণি, জেনে রাখ খাঁটি,—
বিশ্বের জীবন-মরণের কাঠি
ওরি হাতে থাকে,—কভু মেরে রাখে,
কভু তোলে বাঁচাইয়ে।

রাণীর স্বপ্ন-কথা

মিশ্র বিভাস—একতালা

স্বপ্নে পেতাম দেখা, হা কপালের লেখা!
এ মুরতি, গৌরী, সে মুরতি নয়;
এ যে কি শান্ত, সুন্দর বিশ্ব-মনোহর,
এ রূপে, সে রূপে, তুলনা কি হয়?

আকারে, আচারে, সব রকমে তুই,
(শুধু) বদন দেখে বুঝ্‌তাম, আমার উমা তুই;—
এ রূপ দেখে জগৎ দাঁড়ায় মুগ্ধ হ'য়ে,
সে রূপ দেখে পায়, মা, নিদারুণ ভয়!

কভু দেখি, মা, তোর ঘোর রণবেশ,
দেহ কৃষ্ণবর্ণ, আলুথালু কেশ,
প্রলয়াগ্নি নাচে, ত্রিনয়ন-মাঝে,
বিধ্বস্ত মহেশ পদতলে রয়!

কভু দেখি, মা, তুই কেশরি-উপরে,
দশ হাতে অস্ত্র, দৈত্য পদে প'ড়ে;
রাঙ্গা পায়ে জবা, কি কব সে শোভা!
শূন্যে দেবগণ বলে, "জয় জয়!"

কান্ত বলে, রাণি, সর্ব্বরূপা তারা,
কন্যাস্নেহে তুমি তত্ত্বজ্ঞান-হারা ;
মেলি' জ্ঞান-আঁখি, ঠিক দেখ দেখি
অনন্ত রূপিণীর রূপ বিশ্বময় !

নগর-সংবাদ

১

মিশ্র বিভাস—একতালা

(রাণীর উক্তি)

শরদাগমনে নগরবাসিজনে
প্রতিদিন এসে বসে দলে দলে ;
নাই অন্য বারতা, শুধু, মা, তোর কথা,
পূর্ণ গিরি-ভবন, হর্ষ-কোলাহলে !

কেউ বা বলে, "আমার চিররুগ্ন ছেলে
মা আস্‌ছেন সংবাদে নূতন জীবন পেলে ;
দিব্য কান্তি তার, কি দয়া উমার !
ব্যাধিমুক্ত হ'ল মায়ের নামের বলে !"

কেউ বলে, "ভাই, আমার সারা বরষ-ভ'রে
বাগানের গাছগুলি গিয়েছিল ম'রে ;
মায়ের আস্‌বার কথা বোঝে কেমন ক'রে
(তারা) সজীব হ'য়ে সাজ্‌ল পল্লবে, ফুলে, ফলে !"

কেউ বলে, "মা এলে প'ড়্‌ব শ্রীচরণে,
ব'ল্‌ব যেতে হবে এ দীনের ভবনে ;
নিয়ে গিয়ে মায়, জবা দিব পায়,
দেখ্‌ব মায়ের চিত্ত গলে কি না গলে !"

কুম্ভকারের দণ্ড, ছুতোরের বাটাল,
তন্তুবায়ের মাকু, চাষীর লাঙ্গল-হাল
ছোঁয়াবে চরণে, পদরজের গুণে
ব্যবসায়ে নাকি কেবল সোণা ফলে ।

কান্ত বলে, সুধার চির-প্রস্রবণ
চরণের গুণ কররে শ্রবণ ;
কররে মনন, কররে কীর্ত্তন,
অনন্ত আনন্দ পাবে করতলে ।

নগর-সংবাদ

২

(রাণীর উক্তি)

সুরট মল্লার—একতালা

সব রোগী উঠেছে, সব ব্যাধি টুটেছে,
এ গিরি-নগরে রোগদুঃখ নাই
মা, তুই আস্‌বি শুনে, তোর মহিমার গুণে,
দূর হ'য়ে গেছে সমস্ত বালাই ।

ঘরে ঘরে শুধু আনন্দ-উৎসব,
সাম-গান আর চণ্ডী-পাঠের রব,
হোম, যজ্ঞ, তপ, পূজা, স্তব, জপ,
শুধু হর্ষ যেথা যাই !

যত মতভেদ ভুলি' পুরজন
প্রেমে কোল দিয়ে আনন্দে মগন ;
ঘুচেছে বিষাদ, বিদ্বেষ বিবাদ,
বিশ্ব প্রেমে যেন সবে 'ভাই, ভাই' ।

পথে পথে দধি-দুধের পসরা,
মৃগনাভি গুলে পথে দেয়, মা, ছড়া ;
যত ধনবান্ করিতেছে দান—
মণি, মুক্তা, যত চাই ।

আমার মেয়ে তুমি, ওদের কে হও, তারা ?
ওরা কেন তোমার নামে আত্মহারা ?
কান্ত বলে, গৌরী ত্রিজগজ্জননী,
তোমারই কেনা মা, মনে ভাব তাই ?

মহাষ্টমীর উষা

(রাণীর উক্তি)

ঝিঁঝিট—একতালা

এক দিন বুঝি গেল, মা গৌরি,
মনে হ'তে প্রাণ কাঁপে ;
গণা দিন যায় ফুরাইয়ে, হায় !
কোন্ বিধাতার শাপে !

বছরের কথা, তিন দিনে তোরে
এক মুখে, উমা, বলিব কি ক'রে ?
সব কথা মোর থাকে বুক ভ'রে,
(তুই) গেলে মরি পরিতাপে।

কত কব, কত থাওয়াব-পরাব,
স্নেহ দিয়ে তোরে কঠিন জড়াব ;
দেখিতে দেখিতে নবমীর রাতি
মোর বুকে এসে চাপে।

কবে কোথা সুখী তনয়ার মাতা ?
তার সুখ শুধু দুখ দিয়ে গাঁথা ;
আমারি বিশেষ,—তিন দিনে শেষ,
কিবা নিদারুণ পাপে !

কান্ত বলে, যার চরণ-স্মরণে
সিদ্ধি করতলে, কৈবল্য চরণে,
তিন দিন সেই বাঁধা থাকে, তবু
বৃথা রাণী কাঁদে, ভাবে।

কৈলাসের দুঃখ-বর্ণন

(রাণীর উক্তি)

সাহানা—ঝাঁপতাল

শুন্‌তে পাই, মা, হরের ঘরে
অন্ন নাই, সে ভিক্ষা করে,
সারা রাত শ্মশানে থাকে,
ভস্ম মাখে, অজিন পরে।

যোগ করে, আর চাহে সিদ্ধি,
চায় না অন্য সুখ-সমৃদ্ধি,
হাড়ের মালা কণ্ঠে দোলায়,
সাপ রাখে, মা, জটা ভ'রে।

ওমা, উমা, তোর কি সাজা!
শিব নাকি সব ভূতের রাজা?
নিত্য নাকি যোগ শিখায়, মা,
যোগিনী সাজায়ে তোরে?

অশন-শূন্য শিবের গেহ,
ভূষণ-শূন্য সোণার দেহ,
(তাতে) সতীনের ঘর, কথা শুনে
সারা বরষ অশ্রু ঝরে।

কান্ত কয়, গিরি-মহিষি!
হর-গৌরী মেশামিশি,
ওরা যে পুরুষ-প্রকৃতি,—
কন্যা দিলে যোগ্য বরে।

রাণীর অনুশোচনা

মিশ্র বিভাস—একতালা

'গিরি, গৌরী আমার এসেছিল'—সুর

তখন ব্যাখ্যা ক'র্‌লে নারদ কত ;
স্তোকবাক্যে লোভ বাড়িয়ে দিয়ে, ব'ল্লে,
"জামাই হবে মনের মত!"

নারদ ব'ল্লে, "মহেশ রূপে, গুণে অতুল,
কোনও অভাব নাই, সংসারে সব প্রতুল।"
তখন যদি ব'ল্‌ত, নাই তার জাতি-কুল,—
গিরির পায়ে ধ'রে করিতাম বিরত।

নারদ ব'ল্লে, "রাণি, সিদ্ধি তার জীবন,
অরুণাগ্নি-শশী শিবের ত্রিনয়ন ;
তত্ত্বকথায় হর সদা পঞ্চানন,
বিশ্বহিত-চিন্তা করেন নিয়ত।"

কত বিনয় ক'রে দেখ্‌তে চাইলাম কোষ্ঠী,
নারদ হেসে ব'ল্লে, "বর দিয়েছেন ষষ্ঠী,—
চিরজীবী হর,—অক্ষয়, অমর ;
মেয়ের শঙ্খ-সিঁদুর চির-অনাহত !"

ভাল বরে দিতে মিল্‌ল এসে কাল,
নারদ ঘটক হ'য়েই ঘটালে জঞ্জাল ;
আবার ভেবে দেখি আমারি কপাল,
(নইলে) আমি কেন তখন হ'লাম, মা, সম্মত !

কান্ত বলে, নারদ মিথ্যা ত বলেনি,
যত ব'লে গেছে, কোন্ কথা ফলেনি ?
তোমার বুঝ্‌তে ভুল, পাওনি কথার মূল,
বুঝ্‌তে পাল্লে, মা, তোর কি আনন্দ হ'ত !

গৌরীর প্রত্যুত্তর

বেহাগ—আড়াঠেকা

কার কাছে শুনেছ, মা গো,
কৈলাসের দুখের কাহিনী ?
সব দেবতার মাথার মুকুট,
ও মা, তোমার জামাই যিনি।

সে যে উচ্চ হ'তে উচ্চ,
ভৌতিক সম্পদ্ করি' তুচ্ছ,
ব্রহ্মানন্দ-রস-পানে
বিভোর দিন-যামিনী।

যোগ না জেনে জীবরা ভোগে,
স্থির আনন্দ আছে যোগে,
তাই মহাযোগী সেজে নিজে,
আমারে সাজান যোগিনী।

নেত্রানলে ভস্ম কাম ;
বামদেব বিত্তে বাম,
(তাই) ভৌতিক ভূষা দেন না মোরে,
নিজে অজিন পরেন তিনি

ত্রিজগৎ পবিত্র করে,
এমনি সতিন ঘরে,
জটার মাঝে রাখেন ভোলা,
পুণ্য-তোয়া মন্দাকিনী !

খাবার কষ্ট কে ব'লেছে ?
কোথায় অমন ফল ফ'লেছে ?
কান্ত বলে, কৈলাসের বেল
দেখিস্ খেয়ে, মিষ্টি—চিনি।

২

সুরট মল্লার—একতালা

এই বিশ্বের ঈশ্বর যিনি, ভিক্ষা করেন তিনি,
চিন্তা ক'রে কিছু বোঝ, মা, এর ভাব ?
যাঁর ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়, কটাক্ষে প্রলয়,
তিনি ভিক্ষা করেন, এতই তাঁর অভাব ?

বিশ্ব-অধীশ্বরের ভিক্ষা করা মিছে,
লোক-শিক্ষা-হেতু ভিক্ষা করেন নিজে,
নরের অহঙ্কার চূর্ণ করিবার
এই ত' সহজ পন্থা, জীবের পরম লাভ।

তোর জামাই যান ভিক্ষায়, যে যেথা যা পায়,
মাথায় ক'রে এনে পায়ে দিয়ে যায় ;
এই ত' তাদের সব, পূজা, জপ, তপ ;
কত তুষ্ট ভোলা এমনি তাঁর স্বভাব।

একমুঠো চাল দিয়ে, কৈলাসবাসি-জনে,
তোর জামাইয়ের বরে, পূর্ণ ধান্যে-ধনে,
আম দিয়ে পায় মণি, বেলে হীরার খনি,
বিল্ব-পত্র দিয়ে পায়, মা, সোনার চাপ।

সময় বুঝিয়া জিজ্ঞাসিলে, ভোলা
বলেন, "জ্ঞানীর পক্ষে যোগের পন্থা খোলা ;
মুষ্টি-ভিক্ষাদান সাধারণ বিধান।"
কান্ত বলে, দেখ্, মা, দানের কি প্রভাব !

৩

মিশ্র বিভাস—একতালা
'গিরি, গৌরী আমার এসেছিল'—সুর

সেথা সর্ব্বসত্ত্বা বিদ্যমান ;
অভাব কেমন ক'রে থাকবে, মা, তার ঘরে ?
ভাবের রাজ্যে ভাবের আদান, আর প্রদান।

যার বিভূতির কণা পেয়ে এ সংসার
এত সুন্দর ব'লে করে অহঙ্কার,
বিশ্বের নয়নমণি, সকল শোভার খনি,
(সে যে) জ্যোতির্ম্ময়, নিখিল-সৌন্দর্য্যের নিধান।

তার কেমনে, মা গো. থাকে জাতিকুল,
অজনক, অনাদি, অনন্ত, অমূল,
যার আদেশে গ্রহ চলে অহরহঃ,
তার জন্ম-কোষ্ঠী কে করে নির্ম্মাণ ?

ব্রহ্মা-নারদাদি সদা যুক্ত করে,
(মা তোর) ভিক্ষুক জামাতার কৃপাভিক্ষা করে,
এমন জামাই ভবে, কার মিলেছে কবে ?
সর্ব্বলোকে যার সর্ব্বোচ্চ সম্মান।

কান্ত বলে, তারা, রাণী আত্মহারা,
তোমায় পেয়ে কন্যাজ্ঞানে মাতোয়ারা ;
সেবে কন্যাবোধে, ওর মুক্তি কে রোধে ?
(এই) অধমটাকে পায়ে দিবি কি না স্থান ?

নাগরিকগণের মহাষ্টমীপূজার উদ্যোগ

(রাণীর উক্তি)

ভৈরবী—ঝাপতাল

থাকিতে, মা, মহাষ্টমী, শ্রীচরণ পুজিবারে,
দলে দলে পুরবাসী দাঁড়ায়েছে সিংহদ্বারে।

যাহার যেমন শক্তি,—
দীনের সম্বল ভক্তি,
ধনীরা পুজিবে, মা গো, বহুমূল্য উপচারে।

ক'চ্ছে সবে তাড়াতাড়ি,
নিয়ে যাবে বাড়ী বাড়ী,
গেলে, মা, অষ্টমী ছাড়ি', দুখ পাবে তোর ব্যবহারে।

কিন্তু একটা কথা ভাবি,
সব বাড়ী কি ক'রে যাবি ?
অত সময় কোথায় পাবি ? অষ্টমী ত' ছাড়ে ছাড়ে !

যা হয়, উমা, কর্ গো ত্বরা,
সবাইকে চাই তুষ্ট করা,
যার বাড়ী না যাবি, গৌরি ! সেই দোষী ক'র্‌বে আমারে।

আর দু'দিনও নাই, মা, আমার,
সেই নবমী এল আবার,
আঁখির আড়াল ক'ত্তে নারি, মায়ের মন কি বুঝিস্ নারে ?

এমনি ত' তোর স্বভাব, তারা !
'মা' ব'ল্লে হ'স্ আত্মহারা,
একটা জবা পায়ে দিলে, কোলে তুলে নিস্, মা, তারে !

হোক্ না কামার, কুমোর, তাঁতি,
আর কোনও অস্পৃশ্য জাতি,—
কান্ত বলে, 'মা' ডাক শুনে, চুপ ক'রে মা রইতে নারে ।

নাগরিকগণের মহাষ্টমীপূজা

ভৈরবী—কাওয়ালী

লক্ষ রূপে লক্ষ পূজা
গ্রহণ করি' ঘরে ঘরে,
লক্ষ বাঞ্ছা পূর্ণ করেন
তারিণী, অমোঘ বরে ।

যিনি কাল-সীমন্তিনী,
আজ্ঞা না করিলে তিনি,
সাধ্য কি অষ্টমী তিথি
এক অণুপল নড়ে ।

বন্ধ্যার সন্তান হবে,
বোবা ছেলে কথা কবে,
রোগশোক নাহি রবে
নবাগত সম্বৎসরে।

অন্ধ-নেত্র স্পর্শে মাতা
খুলে দেন তার আঁখির পাতা,
শ্রবণ-শক্তি পেল বধির
রজঃ দিয়ে শ্রবণ-বিবরে।

কল্পলতা হ'লেন এসে
ছোট-বড়-নির্ব্বিশেষে,
তাই তারে দেন মুক্ত করে,
যে যা চেয়ে পায়ে ধরে।

চতুর্দ্দিকে বাজে ঢাক,
কত কাঁসর, ঘণ্টা, শাঁখ,
"জয় শারদে, ব্রহ্মময়ি!"
কি উৎসব গিরি-নগরে!

কত পায়স, পুলি, পিঠে,
কত মণ্ডা, মেঠাই মিঠে,
দধি, দুধ, মাখন, নবনী,
ভোগ দিয়েছে ক্ষীরে, সরে।

মায়ের শুধু কৃপা-দৃষ্টি,
ভক্তদলে মণ্ডাবৃষ্টি,
প্রসাদ পাচ্ছে কি আনন্দে,
যার যত উদরে ধরে।

ফেরে না প্রসাদ না পেয়ে,
তৃপ্ত হয় না প্রসাদ খেয়ে,
খেয়ে বলে, "আরো খাবো,"
খেয়ে কারো পেট না ভরে।

কি আনন্দ, কি উল্লাসে,
মায়ের ভক্ত নাচে, হাসে ;
বলে, "এবার বাবা এলে,
রাখ্‌ব তোরে জোর-জবরে।"

কান্ত কয়, আনন্দময়ি,
আমি কি তোর ছেলে নই ?
(বড়) দুঃখে আছি, ঐ আনন্দের
এক কণিকা দে, মা, মোরে।

রাণীর আনন্দ

ভৈরবী—ঝাঁপতাল

ও মা উমা, এ আনন্দ কোথা রাখি বল্‌।
নগরে উঠেছে কি আনন্দ কোলাহল !

সবাই বলে "ও রাণীমা ! নাইক উমার গুণের সীমা,
(ও যে) পায়ের ধুলো দিয়ে, হেসে, নাশে অমঙ্গল।

ও নয়, মা, সামান্য মেয়ে, (তুই) ধন্য হলি ওরে পেয়ে,
(ও) যে-ঘরে যায়, ধনে-জনে সেই ঘরই উজল !

লক্ষ লক্ষ মূর্ত্তি ধ'রে আবির্ভূতা লক্ষ ঘরে,
(ও যে) 'শক্তিরূপা ব্রহ্মময়ী', ব'ল্‌ছে ভক্তদল !

জন্ম-অন্ধ ছিল ক'জন, 'মা, মা' ব'লে ক'ল্লে ভজন,
উমা হাত বুলিয়ে নয়ন দিল ;—দেখ্‌বি যদি চল্‌ ।"

ও মা গৌরি ! এ কি কাণ্ড, পাগল কল্লি এ ব্রহ্মাণ্ড,
আমার শুধু চক্ষে ঠুলি, এমনি কর্ম্ম-ফল !

না, না, উমা, দিস্‌নে নয়ন, ভাঙ্গিস্‌নে, মা, সুখের স্বপন,
তুই আদ্যাশক্তি, ভাব্‌তে আমার চক্ষে আসে জল ।

স্বপ্ন যদি হয়, মা, তারা, করিস্‌নে, মা, স্বপ্ন-হারা,
আমি কন্যাহারা হ'তে নারি, (আমার) এক মেয়ে সম্বল ।

কান্ত কয়, ঐ সোণার স্বপন পেলে, কে আর চায় জাগরণ ;
যদি নয়ন মুদে পাই, মা, তোরে, তাকিয়ে কিবা ফল ?

বিজয়া

নবমীর সন্ধ্যা

১

ঝিঁঝিট—একতালা

তুমি মোর কামনা, তুমি আরাধনা,
অন্য বাঞ্ছা নাহি করি, মা।
তুমি পূজা-ধ্যান, তুমি চিন্তা-জ্ঞান,
তুমি প্রাণের অধীশ্বরী, মা।

মীনের জীবন যেমন সুগভীর জলে,
বায়ুজীবীর জীবন সমীর-মণ্ডলে,
তেমনি তোমার মাঝে, জীবন ডুবে আছে,
তোমাতেই বাঁচি, মরি, মা।

ফল-শূন্য তরু যেমন শোভাহীন,
পুষ্পহীন উদ্যান যেমন বিমলিন,
তেমনি তোমা বিনা, রাজরাণী দীনা,
(শুধু) আসার আশে প্রাণ ধরি, মা।

বুক ফেটে যাবে, উমা, যখন যাবি,
আর তোরে আন্‌ব না, কভু মনে ভাবি,
তোরে হ'য়ে হারা, এতই কষ্ট, তারা,
তবু ঐ মায়ায় পড়ি, মা।

না মিটিল ক্ষুধা, না মিটিল তৃষা,
ঘনাইল কাল নবমীর নিশা,
এই দুখ-পারাবার, কিসে হব পার ?
চাহে কান্ত, পদতরী, মা।

২

বেহাগ—একতালা

দেখিয়া পিয়াস না মিটিতে, উমা,
বছরের মতন হও অদর্শন ;
'মা' ডাক শুনিয়া, না জুড়াতে হিয়া,
নিস্তব্ধ হয়, মা, অভাগীর ভবন।

কোলে নিয়ে আমার না জুড়াতে বুক,
কেড়ে নিয়ে যায়, মা, বিধাতা বিমুখ,
(আমার) বছরের আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়ে,
পাষাণ হ'য়ে, কর কৈলাসে গমন।

তোমার আগমনে চাঁদ হাতে পাই,
সুখের সাথে শঙ্কা, কখন্ বা হারাই !
(এই) আকাশ হ'তে খসি', কখন্ কৈলাস-শশী
কৈলাসের আকাশে সমুদিত হন।

কোন্ বার এসে আমায় কর্‌বি শঙ্কাশূন্য ?
এত ভাগ্য কোথায় ? কি ক'রেছি পুণ্য ?
তোর আগমনানন্দে বিরহের আতঙ্ক
জড়িয়ে থাকে, তাইতে পাইনে আস্বাদন।

কত কি খাওয়াব, সব ভুলে যাই,
বড় ব্যাকুল হিয়া, স্মৃতি ভাল নাই,
গৌরি ! তোমায় পূজে প্রফুল্ল সবাই,
আমার পক্ষে বিধান অশ্রু-বরিষণ।

ঐ অস্ত গেল অকরুণ রবি,
নবমীর শশী, পাষাণের ছবি
ঐ দেখা যায়,—আয় কোলে আয় ;
কান্ত বলে, মা, আর করিস্‌নে রোদন।

নবমী-নিশীথ

খাম্বাজ—একতালা

নবমী-নিশায় নগর নীরব,
আনন্দ-সঙ্গীত থেমে গেছে সব,
একটি পতাকা উড়ে না আকাশে,
বাজে না মঙ্গল-শঙ্খ।

কঠোর-কর্ত্তব্য-পালন-নিরত
নবমী-শশীর কি বিষাদ-ব্রত !
ক্লিষ্ট, মলিন, অবসন্ন কত !
সুগভীর কি কলঙ্ক !

বিষাদ-তিমির মাথায় করিয়া,
মৌনী তরুগণ আছে দাঁড়াইয়া,
নাচে না ময়ূরী, মূক শ্যামা, শুক,
নিশাকাশে উড়ে কঙ্ক।

স্তব্ধ বিহগ গিয়েছে কুলায়,
শুষ্ক কুসুম লুঠিছে ধুলায়,
ঊষা-পরকাশে মা যাবে কৈলাসে,
প্রাণে প্রাণে কি আতঙ্ক!

আনন্দময়ী মা নিরানন্দ ক'রে,
যাবেন ভাবিতে গলিতাশ্রু ঝরে,
কান্ত বলে, জাগে মায়ের প্রসঙ্গে,
নগরবাসী—অসংখ্য।

২

পিলু—যৎ

তুই তো মা আমারি মেয়ে,
জন্ম নিলি এই জঠরে,
(তবু) মনে হয়, কেউ ন্যাসের মত
রেখেছে তিন দিনের তরে।

সেই তিনটি দিন যেই ফুরাবে,
যার জিনিষ সে নিয়ে যাবে,
(আমি) কাকের মত, কোকিল-শিশু
পালন করি নিজের ঘরে।

তুই ছাড়া নাই উপলক্ষ,
(আর) কিছু নাই জুড়াতে বক্ষ,
তুই এসে ডাক্‌বি 'মা' ব'লে,
এই আশে, মা, যাই না ম'রে ।

চির দিনের নিয়ম আছে,
মেয়ে যায়, মা, স্বামীর কাছে,
কোন্ মা মেয়ে বেঁধে রাখে ?
স্বামীর ঘর তো সবাই করে ।

(কিন্তু) মা পাবে তিনটে দিন খালি,
এইটে তুই নূতন দেখালি ;
(ও মা) এমন অটল, নিঠুর বিধান
নাইক কোথাও চরাচরে ।

আমার মনের দুঃখে আসে কথা,
পাস্‌নে, উমা, প্রাণে ব্যথা ;
কান্ত বলে, রাণীর খেদে
জগন্মাতার অশ্রু ঝরে

৩

ললিত—আড়াঠেকা

আজি নিশা অবসানে, উমা মোর কৈলাসে যাবে ;
নরনারী, পশুপাখী, তরুলতা মা হারাবে ।

কে খণ্ডায়ে বিধির বিধি,
কাল রাখিবে উমা-নিধি ?
কাল প্রাতঃকালে, কালের মত,
মহাকাল এসে দাঁড়াবে !

সে, সকল কথা শুনতে পারে,
উমায় রাখা শুনবে না রে,
পাষাণ গলে, শিব টলে না—
এমনি কঠিন প্রাণ।

'আশুতোষ' নাম কে রেখেছে ?
এমন নিঠুর কে দেখেছে ?
শুনতে পাই, সে সংহার-কর্ত্তা,
তার কাছে কে দয়া পাবে ?

কত না তপস্যা করি',
পূজেছিলাম মহেশ্বরী ;
তারি ফলে, উমা কোলে
দিয়েছেন বিধি।

হাররে, কেমন কপট দাতা,
দেওয়া কেবল ছুতোনাতা ;
কান্ত বলে, এত কষ্ট !—
মেয়ে ভবে কে আর চাবে ?

নবমী-নিশার শেষ যাম

১

বেহাগ—আড়াঠেকা

নীরব অবনী, রাণীর উমা কোলে ;
একান্ত বিবশা, ভাসে নয়নজলে ।

কাল হবে যে গৌরীহারা,
কেঁদে কেঁদে হ'ল সারা,
অভাগিনী রাণীর হুখে পাষাণ যায় গ'লে ।

রাণী ক্ষণে চাহে পূর্ব্বাকাশে,
থর থর কাঁপে ত্রাসে,
ক্ষণে চাহে মায়াময়ীর মুখকমলে ।

ক্ষণে চেপে ধরে বুকে,
ক্ষণে চুমে ফুল্ল মুখে,
"জাগো রে হুখিনীর বাছা, জাগো !" ব'লে

নয়নে পলক পড়ে,
ক্ষীণ দেহ-লতা নড়ে,
তাহে অশ্রু,—দৃষ্টিবাধা পলে পলে ।

"কাল উড়ে যাবে প্রাণের পাখী,
ভলে ক'রে দেখে রাখি,"
ব'লে, রাণী কেঁদে লুঠে ধরাতলে ।

প্রভাতে উদিলে রবি,
ধুয়ে মুছে যাবে সবই,
সুখ, শান্তি মায়ের সাথে যাবে চ'লে ।

বিবশা, লুটায়ে ধরা,
বলে, "জাগ্, মা, দুখ-পাশরা !
'মা' ব'লে ডাক্, সব ফুরাবে প্রভাত হ'লে ।

রাত পোহায়, মা, নয়ন মেল,
'মা' 'মা' বল, সময় গেল ;
শুনে রাখি, শুন্‌বো না তো, এ দুখে ম'লে ।"

কান্ত বলে, সব শিয়রে,
যে জাগ্রৎ চিরতরে,
সেই মা ঘুমায় মায়ের বুকে, কি লীলার ছলে !

২

বারোয়া—ঠুংরি

আজি নিশা হ'য়ো না প্রভাত ;
পীড়িত মরমে আর দিও না আঘাত ।

একবার বোঝ ব্যথা, একবার রাখ কথা,
নিতান্ত শোকার্ত্ত, কর কৃপাদৃষ্টি-পাত ।

পরিশ্রান্ত-কলেবর হে কাল ! বিশ্রাম কর,
ক্ষণমাত্র, বেশি নহে, আজিকার রাত ;

আমি তো জানি হে সব, অব্যাহত চক্র তব,
আজিকার মত, গতি মন্দ কর, নাথ !

উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি মলিন হ'য়ো না আজি,
ধ্রুব হও, দীপ যথা নিষ্কম্প, নিবাত ;

তোমরা পশ্চিমাকাশে, ঢলিলে তো উষা আসে,
তোমরা মলিন হ'লে, শিরে বজ্রাঘাত !

চিরনিষ্ঠুরের ছবি, দশমী-প্রভাত-রবি !
তুইও কি উদিত হবি ? বিধির জল্লাদ !

কান্ত বলে, রাজমহিষি ! পায় না যারে যোগিঋষি,
তিন দিন সে তোমার বুকে, তবু অশ্রুপাত ?

৩

জাগ রে দাসদাসি !
জাগ রে প্রতিবাসি !
দেখ্ রে কাছে আসি'
ফেটে যে গেল বুক ।

আয় রে আয় কাছে,
আর কি রাত্রি আছে !
রাজমহিষী হ'য়ে
দেখে যা কত সুখ !

যাহারে পাব ব'লে
বছরে ঘুম নাই,
যাহারে বুকে পেলে,
নিখিল ভুলে যাই,

যে চ'লে যাবে ভয়ে,
মরণ আগে চাই !
বিধাতা নেবে তারে,
চাবে না মার মুখ।

সয়েছি কত বার
নূতন এই নয়,
আমার এ সহা-দুখ,
তথাপি নাহি সয় ;

প্রতি শরতে যেন
ক্ষত নূতন হয়,
মায়ের প্রাণ ল'য়ে
বিধির এ কৌতুক।

জাগ রে শুক, সারি,
হংসি, শিখি, ধেনু !
মাথায় নে রে তোরা,
মায়ের পদ-রেণু ;

ঘরষ প'ড়ে আছে,
কে মরে, কেবা বাঁচে,
বিদায় নিয়ে রাখ্,
চেপে মনের দুখ।

কান্ত বলে, উমা
উজল রাকা-শশী,
হাসিছে হিমগিরি—
ভবনাকাশে বসি ;

চকিতে দশমীতে,
নয়ন পালটিতে,
পূর্ণগ্রাস করে
সে রাহু পঞ্চমুখ।

৪

[জগদম্বার জাগরণ]

(রাণীর উক্তি)

কীর্তনের সুর—কাওয়ালী

যামিনী হইল ভোর,
বুকের শোণিতে মোর
লোহিত হইবে উষাকাশ গো।

আমারি জীবন ল'য়ে,
কৈলাস সজীব হ'য়ে,
তোমা পেয়ে, করিবে উল্লাস গো।

আমারি নয়ন-বারি
পূরিয়া কলসী, ঝারি,
সপল্লব, যাত্রার মঙ্গল গো ;—

দুয়ারে রাখিবে সবে,
আঙ্গিনাতে তুমি যবে
বাড়াইবে চরণকমল গো।

সচ্ছিদ্র মরম মম
বরণের ডালা সম,
তাই দিয়ে তোমারে বরিবে গো ;

প্রজ্বলিত পঞ্চপ্রাণ,
পঞ্চপ্রদীপ সমান,
যাত্রাকালে দক্ষিণে ধরিবে গো।

আমারই রোদনধ্বনি
শুনিবি, মা, ত্রিনয়নি !
যাত্রার মঙ্গল-বাদ্য রূপে গো ;

তৃষিত নয়ন মোর,
পথের প্রহরী তোর,
সাথে সাথে যাবে চুপে চুপে গো।

উমা, তুই মহামায়া,
অনাদি কালের জায়া,
রাখ্ আজ নিশারে ধরিয়া গো ;

জননীর অনুরোধ ;
কর্ কালচক্ররোধ,
কাঁদে কান্ত, চরণে পড়িয়া গো।

দশমীর প্রভাত

কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর—জলদ একতালা

(হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণভেদে পাঠ্য ও গেয়)

চির-অকরুণ, তরুণ অরুণ
দরশন দিল ধীরে ;
লোহিত, নব রাগ উদিল,
পূর্ব্ব-গগন তীরে।

হিমগিরি-অধিরাজ-নগর
ভিত্তি উপল-ন্যস্ত ;
গগনে সূর্য্য, ভবনে শম্ভু,—
কম্পিত, অতি ত্রস্ত।

শক্তিহীন, দুর্ব্বল হর,
শক্তি-মাত্র চাহে ;
গৌরী-গত-প্রাণ নগর
মরিছে হৃদয় দাহে।

রজতাচল, শশিশেখর,
শঙ্কর, শিব, শান্ত ;
কাল-সদৃশ ভাবি, ভীত
গিরি-পুরজন, ভ্রান্ত।

ক্ষণ-ভঙ্গুর-বিষয়-বিমুখ,
পরম-পুরুষ, সিদ্ধ ;
বিজিতেন্দ্রিয়, আশুতোষ,
চির অকলুষ-বিদ্ধ ;

জ্যোতির্ম্ময়, সেই অনঘ,
সর্ব্বদেব পূজ্য ;
(যেন) উদিল নগরে, চিরনির্দ্দয়,
'অপর দশমী-সূর্য্য !'

নয়ন সলিলে চরণ ধৌত
করিল অচল-রাণী ;
কান্ত বলিছে, হর-পার্ব্বতী
ত্বরিতে মিলাও আনি' ।

শঙ্করের প্রতি মেনকা

রামকেলী—কাওয়ালী

তুমি, 'আশুতোষ' নাম যদি রাখ,
শঙ্কর, ভিক্ষা মাগি চরণে,—
প্রাণরূপা, হিমগিরি-ভবনে
রেখে যাও হে, জীবন-ধনে ।

'সংহার-কারী' নাম যদি,
ওহে ত্রিপুরান্তক, এ মিনতি,—
শূল ধরি' তব, হানি' এ মরমে,
গৌরীরে ল'য়ে যাও নিজ ভবনে

'শ্মশানচারী' যদি হে তুমি,
হিমগিরিপুর, করি' শবের ভূমি,
তিষ্ঠ গিরিপুরে, গৌরীরে ল'য়ে সুখে,
এ গিরি-মহিষী শব-আসনে।

'মৃত্যুঞ্জয়' যদি নাম তব,
নিবার মরণভয়, শম্ভু, ভব !
নাম যদি 'হর', কান্তের দুঃখ হর,
শিব, করুণা কর, আর্ত্তজনে।

শঙ্করের প্রত্যুত্তর

১

পিলু—খড়খেমটা

মা, তুমি ভাব্‌ছ মনে,
"এত কাঁদি, শিব টলে না ;"
চেননি নিজের মেয়ে,
ও যে কে, তা কেউ বলে না।

তিন দিন বন্ধ ক'রে,
রাখ, মা নিজের ঘরে,
জগতের কাজ ভেসে যায়,
আমার কাজের ফল ফলে না।

তোমারে ভালবেসে,
ও হেথা থাকে এসে ;
একাকী শিব কিছু নয়,
আমায় দিয়ে কাজ চলে না।

ব'লব কি আমার কষ্ট,
বাড়ীঘর সবই নষ্ট,—
শক্তিহীন হ'য়ে, আমার
ঘরে সাঁঝের দীপ জ্বলে না।

কান্ত কয়, তত্ত্ব-কথা
ছড়ান্ শিব যথা তথা ;
জননীর স্নেহের কাছে,
ওসব কথায় ডাল গলে না।

২

হাম্বীর—কাওয়ালী

ঐ দুঃখহরণ রাঙ্গাচরণযুগল,
পাই যে মা,—কোটি-কল্প-তপস্যার ফল।

তুমিও যে কন্যা-জ্ঞানে,
মগন উহারি ধ্যানে ;
আমি, তোমারি সতীর্থ, নহি জামাতা কেবল।

বিশ্ব-সংসারের কাজে,
বিহরে সংসার-মাঝে,
শক্তিহীন বিশ্বচক্র অবশ, বিকল ;

জননি, তোমার ঘরে
স্নেহে গেছে বাঁধা প'ড়ে,
রহিতে কি পারে, এর বেশী এক পল ?

আমি উপলক্ষ মাত্র,
শুধু ওর অনুযাত্র,
আমি ওরে নিয়ে যাই, কে বলে, মা, বল্‌

অনুরোধ করা মিছে ;
না বুঝে কাঁদ, মা, নিজে,
যাত্রার সময় গেল, মোছ আঁখি-জল।

কান্ত বলে, অদর্শনে
পূর্ণরূপ আসে মনে,
বিরহে তন্ময়ীধরা হেরে সিদ্ধ-দল !

রাণীর অভিমান

(শঙ্করের প্রতি)

ভৈরবী—কাওয়ালী

অত বুঝিতে না চাই, বুঝে কাজ কি আমার ?
রাখিবে না—নিয়ে যাবে, বুঝিয়াছি সার।

ধ'রেছ কি রুদ্র-বেশ !
পাব না যে কৃপা-লেশ,
বুঝিয়া, বেঁধেছি বুক, দুখ নাহি আর ।

মার বুকে থাকে ছেলে,
তারে দূরে ঠেলে ফেলে,
ছেলে নেবে, কাল ছাড়া সাধ্য আছে কার ?

কালের সহজ ধর্ম্ম,
ছিঁড়িয়া পীড়িত মর্ম্ম,
নিয়ে যায়, প'ড়ে থাক ব্যর্থ হাহাকার !

বিশ্ব-প্রয়োজনে যাবে,
মা কেবল মিছে ভাবে ;
মাতৃ-স্নেহ লুপ্ত হবে, দৃষ্টান্তে উমার ।

কান্ত বলে, একি কষ্ট,
হোক্ অন্য কাজ নষ্ট ;
মায়ের স্নেহের জয় হোক্ না, এবার !

যুগল-রূপ

কীর্ত্তনের সুর—কাওয়ালী

মাণিকের চতুর্দ্দোলে, যুগল মাণিক দোলে,
ভুবনমোহন রূপ ধরিয়া ;
শূন্যে দেব-দেবীগণ করে পুষ্প বরিষণ,
"জয় হর-গৌরী !" ধ্বনি করিয়া ।

সিত-সরোরুহ-পাশে, হেম-কমলিনী হাসে,
(আছে) ভকতভ্রমর পদে পড়িয়া ;
রজত কনকাচল, করিতেছে ঝলমল,
মন্দাকিনী-ধারা যায় ঝরিয়া ।

হেরি সে মোহন ছবি, স্থির দশমীর রবি,
শূন্যে পাখী যেতে নারে সরিয়া ;
নিঝর হইল স্তব্ধ, তটিনীর নাহি শব্দ ;
স্রোত আর ঢেউ গেল মরিয়া ।

সমীর হইল ধীর, তরু না দোলায় শির,
স্পন্দহীন পশু ভূমে পড়িয়া ;
দিক্‌পাল-বধূগণ, নাগকন্যা অগণন,
আসিয়াছে দিতে দোঁহে বরিয়া ।

চেয়ে আছে ত্রিভুবন, ভাব-সিন্ধু-নিমগন,
কে নিয়েছে অন্য জ্ঞান হরিয়া ;
স্পন্দহীন দেহ-প্রাণ রূপসুধা করে পান,
তৃষিত নয়ন-মন ভরিয়া ।

ভূলিয়া মরম-দুখ, রাণী হেরে দোঁহা-মুখ
গলদশ্রু গণ্ডে পড়ে গড়িয়া ;
ও মুরতি মকরন্দ, পান না করিলে অন্ধ,
কেমনে যাইবে কান্ত তরিয়া ?

রাণীর প্রার্থনা

কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর—জলদ একতালা

আমি কেমনে পাশরে থাকি ;
তোরা কি দেখালি, উমা, মধুর মুরতি,
ফিরিতে না চাহে আঁখি

নিখিল ভুবন মুগ্ধ হইয়া,
চরণে বিকাতে চায় ;
পায়ে ধরি, উমা, সঙ্গে করিয়া,
নিয়ে যা অভাগী মায় ।

তুই চ'লে গেলে, এ ভবনে আর
কারে দেখে প্রাণ রবে ?
কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিবার তরে,
কেন ফেলে যাবি তবে ?

গিরিরাজ-পায় লইয়া বিদায়,
এখনি আসিব আমি ;
অনুমতি কর্, বিপুল নগর
হবে তোর অনুগামী ।

বেশি দিন আর, নাই, মা, আমার,
তোমা ছাড়া হ'তে নারি ;
কাঁদিয়া কাঁদিয়া, আয়ু শেষ হ'ল,
আর না কাঁদিতে পারি ।

কৈলাসের সেই আনন্দ-বাজারে,
সাথে নে, মা, দুখিনীরে ;
ও মুখ দেখিব, 'মা' ডাক শুনিব,
আসিতে চাব না ফিরে ।

কামনা-সাগর-তীরে ব'সে শুধু
কাঁদে, আর বেলা নাই ;—
অনুমতি দে, মা, কান্ত অধমে
সাথে ক'রে নিয়ে যাই ।

যাত্রা

আলেয়া—একতালা

সবে সাজাইল আঙ্গিনায়,
ঋষি-নির্ব্বাচিত যাত্রার মঙ্গল,
শুক্ল ধান্য, আর নব দুর্ব্বাদল,
দীপ সুশোভন, রজত, কাঞ্চন,
পুষ্প, দধি, মধু তায় ।

গঙ্গোদকপূর্ণ হেম-কুম্ভ শত,
পল্লবে, চন্দনে, সাজিয়াছে কত,
দিব্য স্ত্রী, ব্রাহ্মণ ; কেতু অগণন
উড়িছে দক্ষিণা বায় ।

দ্বারের বাহিরে শত ধেনু, বৎস,
সিন্দূর-প্রলিপ্ত নানাজাতি মৎস্য,
বৃষ, অশ্ব, করী, রাখে শ্রেণী করি,
তারাও নিস্পন্দ-প্রায়।

বন্দী, চারণেরা রাজার ইঙ্গিতে,
কাঁদাইল সবে, বিদায়-সঙ্গীতে,
কি করুণ বাদ্য ঘোষিল নগরে—
"জননী কৈলাসে যায়!"

জগদ্ধাত্রী, যিনি পালেন অবনী,
রাণী দেন তাঁর বদনে নবনী,
নয়নে কজ্জল, ললাটে সিন্দূর,
যাবক, রাতুল পায়।

"ভবের পথে হবে জীবের মঙ্গল,"
ব'লে, যে মা দেন পথের সম্বল,
তাঁরি পথের সম্বল রাণী দিলেন বেঁধে,
মায়ের লীলা বোঝা দায়

করেন আশীর্ব্বাদ, নয়নের জলে,
"চিরজীবী হোক্ মৃত্যুঞ্জয়," ব'লে,
বাম-পদধূলি, দেন মাথে তুলি';
কান্ত সাথে যেতে চায়

যাত্রা

[illegible]—কাওয়ালী

জগত-কুশল-রাগে, [illegible]
আগে যান স্বয়ম্ভূ শঙ্কর ;
পশ্চাতে নন্দীর কোলে, উমার গণেশ দোলে,
দেবশিশু পরম সুন্দর ।

কেশরি-উপরে বসি', মাঝে যান উমাশশী,
রূপে ঝল মল পথ-ঘাট ;
অঙ্গে গিরিপুর হ'তে লাগি' লাগি' পথে পথে,
কৈলাসে চলিল চাঁদের হাঁট ।

হেরি' মনে হয় হেন, মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড যেন,
অকস্মাৎ শূন্যে মিলাইল ;
হিমালয়-জনপদ, শৃঙ্গ-উৎস-নদী-নদ,
আচম্বিতে তিমিরে ডুবিল ।

শারদ-পূর্ণিমা-নিশা ;— লক্ষ চকোরের তৃষা
মিটায়ে, হাসিতেছিল রাকা ;
জলদ ভীষণকায় ধাইল রাহুর প্রায়,
ফুল্ল শশী প'ড়ে গেল ঢাকা ।

বিশাল শাল্মলী বৃক্ষ, আলো করি' অন্তরীক্ষ,
লক্ষ লক্ষ সুরঞ্জিত ফুলে,—
যেন রে দাঁড়ায়ে ছিল, সে শোভা কে হ'রে নিল,
মুহূর্ত্তে সমস্ত ফুল তুলে' ।

স্বর্গের সুষমা-সম্ম, কোটি কোটি ফুল্ল পদ্ম
ফুটেছিল সরোবর জলে ;
অকস্মাৎ প্রভঞ্জন ক'রে নিল উৎপাটন,
ছিন্ন বৃন্ত প'ড়ে র'ল তলে।

হিমালয় শূন্যপ্রাণ, উৎসব-আনন্দ-গান
অকস্মাৎ কে লইল কেড়ে ?
কান্ত বলে, পুরী স্তব্ধ, নাহি স্পন্দ, নাহি শব্দ,
রাজলক্ষ্মী গেল রাজ্য ছেড়ে।

রাণীর খেদ

(দশমী)

খাম্বাজ—ঠুংরি

(উমা) ছেড়ে গেছে অভাগিনী মায় ;
(আমার) রোদনের অতীত দুখ, কে বুঝিবে হায় !

(কত) কেঁদেছি চরণে ধ'রে, নিল না তো সঙ্গে ক'রে ;
উমাহীন ভবনে কি ফিরে আসা যায় ?

বুঝি গো স'বে না বুকে, মরিব উমার দুখে,
অথবা হইয়া র'ব পাগলিনী-প্রায় !

নবমী-নিশীথ হ'তে ভেসেছিল অশ্রুস্রোতে,
(আজ) গলা ধ'রে কেঁদে, উমা লইল বিদায়।

সজল-বিষণ্ণ-মুখে, বলে, "মা গো, তোর দুখে
বড় ব্যথা পাই মর্ম্মে, বড় কান্না পায় ;

(তুই) বেঁধেছিস্ কি মায়াডোরে, ভুলিতে না পারি তোরে,
(তবু) না গেলে নয়, তাই যেতে হয়, প্রাণ কি যেতে চায় ?

(আমি) আবার আস্‌বো, কাঁদিস্ নে মা, আশায় এ
বুক বাঁধিস্ রে মা !"
ব'লে, উমা নিজ আঁচলে, মোর নয়ন মুছায় ।

কি স্নিগ্ধ-করুণা-মাখা মুখ নিষ্কলঙ্ক রাকা,
এখনো নয়ন-আগে ভাসিয়া বেড়ায় ।

মানস চক্ষে পাই দেখিতে, তাতে তৃপ্তি হয় না চিতে,
(আমি) নয়ন, শ্রুতি, পরশ দিয়ে, পেতে চাই উমায় ।

আকুল হ'য়ে কান্ত ভাবে, কেমন ক'রে বরষ যাবে ?
রাণী আর কি শরৎ পাবে, উমার ভরসায় ?

রাণীর খেদ

(দশমী)

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান

যদি কেঁদে কেঁদে এমন হয়, তারা,
আমি নয়ন-তারা-হারা হ'য়ে
হারাই যদি নয়ন-তারা ;-

(এ তিন) দিনের দেখাও ফুরিয়ে যাবে,
অন্ধ মা তোর, হাত বাড়াবে,
তখন, যেথা থাকিস্ আসিস্ কোলে,
(নইলে) ছুট্‌বে বুকে রক্তধারা।

(আমি) তোর বিরহের দুখ্-পাথারে,
ম'লাম ডুবে দেখ্‌লি না রে!
কান্ত বলে, প্রবোধ মিছে,
কই পাথারের কূল-কিনারা?

রাণীর খেদ

(একাদশীর প্রভাত)

মিশ্র খাম্বাজ—একতালা

কাল, এখনো আমারি কোলে ছিল,
'মা' ব'লে, কেঁদে, কি ব'লেছিল।
আমার, আকুল রোদন, গভীর বেদন
দেখে দয়াময়ী গ'লেছিল।

উমা, কাঁদিয়া বিবশা 'মা' ব'লে গো,
অশ্রু মিশিল কাজলে গো,
আমি, মুছেছি দুকূল-আঁচলে গো।
আর, বুঝি বাঁচিব না, শরত পাব না,
ভেবে মা আমার ট'লেছিল।

আমার, মায়ের গায়ের গন্ধ গো,
এই, আঁচলে রয়েছে বন্ধ গো,
যেন, মন্দার-মকরন্দ গো ;
ঐ, হলুদ-কাজল-লিপ্ত আঁচল,
(উড়ে) মার সাথে চ'লেছিল।

আমার, বরষের স্মৃতি, দুখহরা,
চীর-খণ্ড ওই প'ড়ে ধরা,
হর-গৌরী-পদ-রেণু-ভরা ;—
কান্ত বলে, ঐ কনকের পীঠ
যুগলের পদ-তলে ছিল !

মাতার শোক

(একাদশীর সন্ধ্যা)

মিশ্র খাম্বাজ— কাওয়ালী

(ঐ) মা-হারা হরিণ-শিশু চেয়ে আছে পথপানে,
অশ্রু ঝরিছে শুধু, কাতর দু'নয়ানে।

(ঐ) হংস-সারস-কুল, মলিন মুখে,
বুঝাইতে নারে কি যে বেদনা বুকে,
কি সোহাগে খেতে দিত, অন্ন নয়, সে অমৃত,
সে মা কোথা চ'লে গেছে, বড় ব্যথা দিয়ে প্রাণে।

(ঐ) শুক, শ্যামা এ ক'দিন "মা" "মা" ব'লে,
প'ড়েছে উমার বুকে, সোহাগে গ'লে ;
চ'লে গেছে নয়ন-তারা, আহার ছেড়েচে তারা,
(যেন) জিজ্ঞাসে নীরব ভাষে, "মা গিয়েছে কোন্ খানে ?"

নয়নের মণি, সে যে সকলের প্রাণ,
চ'লে গেছে, প'ড়ে আছে নীরব শ্মশান ;—
কেমনে পাইব আর, মা আমার, মা আমার !
কান্ত বলে, প্রাণ দে মা, পুনঃ দরশন-দানে ।

বিশ্রাম

কৌতুক

একটি জিনিষ এলনা ভাই দেখে গণ্ডগোল

পূজো এল, তারি সঙ্গে সবই এল আবার,
পেঁচা, ময়ুর, সিংহ, ইঁদুর, ষাঁড়টা এল বাবার।
হাতীমুখো গণেশ এল, টেড়িকাটা কুমার ;
লক্ষ্মী সরস্বতী এল ডাইনে বাঁয়ে উমার।
দশহাতে দশ অস্ত্র এল, সাপ এল আর অসুর,
(মালাকার আর কুমোর ভায়ার ওস্তাদির নাই কসুর),
পুষ্পবিল্বপত্র এল, কাঁসর, ঘণ্টা, শাঁখ,
ঢোল এল আর সানাই এল, মস্ত মস্ত ঢাক।
ধুপ-ধুনো নৈবেদ্য এল, এল হুলুধ্বনি,
গরীব লোকের এল পাঁঠা, মোষ আনলেন ধনী।
লোকারণ্য সঙ্গে নিয়ে এল হট্টরোল,
কেবল একটি জিনিষ এল না ভাই দেখে গণ্ডগোল।

অশুদ্ধ চণ্ডীপাঠ এল, এল মূর্খ পূজক,
পুরুত সঙ্গে টিকি এল, বিশুদ্ধাচার সূচক।
রেশ্‌মী নামাবলী এল নিষ্ঠাবত্তার সাক্ষী,
"ইদং ধুপ" এবম্প্রকার এল শুদ্ধ বাক্যি।
কলসী, বাটি, থালা এল, পুরোহিতের প্রাপ্য,
যজমানের বাপান্ত এল, ছিল যেটা যাপ্য।
ধোলাই-করা পৈতা এল, গঙ্গামাটির কৌটা,
'কারণ' ক'স্তে whisky এল, আর ক' বোতল সোডা।
ব্রাহ্মণদের ফলার এল, বিধবাদের উপোস,
পকেট্ কাটার কাঁচি এল, বদ্‌মাইসের মুখোস্।

শাক্তের এল বাঁয়া তব্‌লা, বৈরাগীদের খোল,
কেবল একটি জিনিষ এল না ভাই দেখে গণ্ডগোল ।

কর্ত্তার এল আকাশভাঙ্গা জলের মত খরচ,
(কতক প্রজার খরচা আদায়, কতক খতে করজ),
আর এল ডসনের জুতো, ল্যাভেণ্ডার আর আতর,
ঢাকাই ফরাসডাঙ্গা ধুতি শান্তিপুরে চাদর ।
Green Seal, lemonade, ginger এল ডজন কুড়ি,
Cake, biscuit, Burma cigar এল দু'দশ ঝুড়ি ।
তারি সঙ্গে এল বাবুর বাবুর্চ্চি 'রমজান',
আগে চ'ল্‌ত beef টা বেশী, ইদানীং কম খান ।
প্রাণেতে এয়ারকি এল, বাইরে এল চটক,
তোয়াজ কত্তে মদের এয়ার, এল বিপুল কটক ।
তাদের মুখে এল, 'মাইরি', 'যাদু', 'আ ম'রে যাই' বোল
কেবল একটি জিনিষ এল না ভাই দেখে গণ্ডগোল ।

ছেলেদের সব পোষাক এল চক্‌মকে তার রং,
কারো গায়ে লাগ্‌ল ভাল, কারো জবড়জং ।
খেল্‌না, বাঁশী, চিনের পুতুল, কলের রেলের গাড়ী,
মেয়েদের সব সেমিজ জ্যাকেট, এল পার্শী-সাড়ি ।
সার্ট কোট, আর দু'তিন ডজন এল silk এর মোজাই,
ষ্টীলের বাটি, কাঁচের গেলাস এল বাক্স বোঝাই ।
চুড়ি এল, সাবান এল, এল কুন্তলীন,
কেশরঞ্জন, জবাকুসুম, এল কেরোসিন্ ।
বৃদ্ধের এল চুলের কলপ, যুবার এল অটো,
ছুটিহীন কেরাণীর গিন্নির কাছে এল ফটো ।
প্রাণের প্রেমটা থাক্ বা না থাক্ বাইরে এল 'কোল',
কেবল একটি জিনিষ এল না ভাই দেখে গণ্ডগোল ।

'সাপ্তাহিকের' এল মজার সস্তা উপহার,
সিকি মূল্যের বিজ্ঞাপন এল দশ হাজার।
ষ্টীমার রেলে যাতায়াতের এল অর্দ্ধ ভাড়া,
মরণ এল তাঁদের, গিন্নির গয়না নেন্‌নি যাঁরা।
গয়না, কাপড়, ঔষধ আদির এল heavy bill,
সম্বৎসরের নিকেশ এল, এল তহবিল মিল।
দোকানদারের নূতন চালান, এল বস্তা বস্তা,
(তার) অধিকাংশই বাইরে সোণা, ভিতরে নিরেট দস্তা।
বিরহ আর মিলন এল, এল হাসি কান্না,
বার্ষিক নিতে গুরু এলেন, স্বপাক ভিন্ন খান্ না।
যাত্রা, খেম্‌টা, ঢপ এল, আর এল কবির ঢোল,
কেবল একটি জিনিষ * এল না ভাই দেখে গণ্ডগোল।

* ভক্তি

স্বর্গের খবর

আমাদের, স্বর্গের সহযোগিনী, 'দেবলোক হিতৈষিণী'র,
গত সপ্তাহের ইস্যু প'ড়ে,
জানা গেল খবর মন্দ, কাগজটা বুঝি হয় বন্ধ,
বড় বিপদ দেবের ঘরে ঘরে।
তাঁদের পুরাতন সংবাদদাতা, সুযোগ্য নারদ ভ্রাতা,
মারা গেছেন তিন দিনের জ্বরে,
আর, সম্পাদক গণেশ ঠাকুর, হেঁটে যেতে কৈলাসপুর,
পা ভেঙ্গেছেন হোঁচট্ খেয়ে প'ড়ে।

কার্ত্তিকের বড় ছেলেটি, সার্‌কাসে কাজ করেন যেটি,
লায়েক ছেলে বড় রোজগেরে,
দুঃখের সংবাদ বটে, গিয়েছে তার মাথা ফেটে,
হোরাইজণ্ট্যাল্ বার থেকে প'ড়ে।
আগুনে পুড়েছেন ব্রহ্মা, দালান চাপায় বিশ্বকর্ম্মা
বরুণ সেদিন জলে ডুবে মরে,
আর, যমরাজা মহিষের সিঙ্গে, অচিরে ফুঁকেছেন সিঙ্গে,
পবন ঠাকুর মারা গেছেন ঝড়ে।
ইন্দ্রের বড় বিষম হানি, সব চোখে প'ড়েছে ছানি,
অশ্বিনীকুমার দেছেন অস্ত্র করে,
আর, প'ড়ে প'ড়ে রাত্রি জাগি' সরস্বতী দেবীর নাকি
বড়ই বেজায় মাথা ঘোরে।
কেউ বোঝে না নারীর ব্যথা, অহল্যা আর ইন্দ্রের কথা,
শচীর কাণে দিয়েছে কোন্ চরে!
শুনে বল্লেন, 'উহু উহু', হিষ্টিরিক্ ফিট্ মুহুর্ম্মুহু,
তুলেছেন সব মহাব্যস্ত ক'রে।
ধন্বন্তরী ডাক্তার; দেশে দেশে ডাক তাঁর,
হাত যশে ভুবন ছিল ভ'রে,
বহুদর্শী লোকটা মস্ত, হ'য়ে দুই তিন দাস্ত,
পটোল তুলেছেন চিরতরে।
ভার হয়েছে স্বর্গে টেকা, বিউবনিক প্লেগ দে'ছে দেখা,
আগে এসে মৃত্যুঞ্জয়ে ধরে,
হয়েছে কিছু কঠিন শোকটা, বহুকালের পুরাণো লোকটা,
মারা গেছেন চব্বিশ ঘণ্টার পরে।
পড়েছে কি দুঃখের দশা, সর্পাঘাতে মা মনসা,
ম'রে আছেন নিজের শয়ন ঘরে;

হয়েছে কি সর্ব্বনাশই, বসন্তে শীতলা মাসী,
মারা গেছেন বুধবারের ভোরে।
এদিকে বিপদ ভারি, ডাকাতি কুবেরের বাড়ী,
তদন্তের ভার কার্ত্তিকের উপরে,
ডাকাতির কিনারা হয় না, দিক্‌পালেরা মাইনে পায় না,
কখন যেন তারাও চাকরী ছাড়ে।
অন্নপূর্ণা রাঁধতে গিয়ে, ফেলেছেন হাত পা পুড়িয়ে,
চাল নাকি বেড়েছে লক্ষ্মীর ঘরে,
আর চিত্রগুপ্ত দিতে নিকেশ, হয়েছে তাঁর দফা নিকেশ,
মবলগ টাকায় ঠেকেছেন এবারে।
হ'য়ে গেছে ছারখার, বেড়ে ধুধু পরিষ্কার,
উর্ব্বশীদের পাড়ায় আগুন ধরে,
তার গহনার বাক্স বেজায় ভারি বের কত্তে তাড়াতাড়ি,
সামনের ছ'টো দাঁত ভেঙ্গেছে প'ড়ে।
ধ্রুবলোকের গেছে দম্ভ, মুহুর্মুহু ভূমিকম্প,
বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত উঠ্‌ছে ন'ড়ে,
বিষ্ণু, নিয়ে লক্ষ্মী বাণী, তুলে টিনের ঘর ছ'খানি
বাস কচ্ছেন দালান কোঠা ছেড়ে!
আর গণেশের ঐ মুষিক বেটা, ঘটিয়েছে বড় বিষম লেঠা,
বাণীর রীডিং রুমে রাত্রে প্রবেশ ক'রে,
তাঁর, Comparative Philologyর Manuscriptএর ভেতর বাহির,
কেটে দিয়েছে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে।
আর, ঐ শিবের সর্ব্বনেশে ষাঁড়, এগোয় কে সম্মুখে তার?
ঢুকে নন্দন কাননের ভিতরে,
কুঞ্জ করেছে চুরমার, বংশ নাই আর শাকপাতার,
পারিজাতের দফা দিয়েছে সেরে।

মিউনিসিপাল ইলেক্‌সন্‌

(১)

কালীপ্রসাদ দত্ত, ভারী বিচক্ষণ এম, এ,
ছুটেছেন রোদে, গেছেন বিলক্ষণ ঘেমে।
বপুখানি চৌহারা, (আর) জবরজঙ্গ চেহারা,
ছুট্‌তে ছুট্‌তে কাপড় গেছে নাভির নীচে নেমে।
কাছা গিয়েছে খুলে, পা গিয়েছে ফুলে,
হাঁপ ছাড়বার অবকাশ নাই একটু খানি থেমে।

(২)

উক্তরূপে ছুট্‌তে থাকুন কালীপ্রসাদ দত্ত,
এই ফাঁকে নেয়া যাক তাঁর একটুখানি তত্ত্ব।
তিনি একজন বি, এল, ও আইনটা হাতের তেলো,
(যদিও তাতে আমাদের কি বেশী এল গেল),
কারণ নাই তাঁর পসার, আর বাজার যেমন কসার,
শেষ থাকৃত না দত্তর পো'র লাঞ্ছনা দুর্দ্দশার,
যদি না পেতেন সাহায্য তাঁর দয়াল শ্বশুর মশা'র।

(৩)

এই পরিচয়ের অন্তর্গত যে কালীপ্রসাদ দত্ত,
তিনি চলেছেন—যেন এক ঐরাবত মত্ত,
পায়ে বিলিতি বিনামা, গায়ে বেড়ে একটি জামা,
নিজের উপার্জ্জনের ? না, না ! শ্বশুরের প্রদত্ত।
আর এই দ্রুত গতিশীল জীবের,—নিঃসন্দ,
যদি শুঁকৃতে পেতেন বদন, ধ্রুব পেতেন মদের গন্ধ

(৪)

Municipal electionএর meeting হবে কল্য,
এই আর কি দত্তের পোকে কি এক ভূতে ধর্‌লো।
'ক্যান্‌ভাসিং'এ পটু, ভারী দত্তের বটু,
কারুকে বলেন বাপু সোনা, কারুকে বলেন কটু।
আজ করিমবক্স হাজীর, বাড়ী গিয়ে হাজির,
তার বড় চাচা ছিল নাকি জজের নায়েব নাজির,
আর সে নিজে হচ্ছে সম্বন্ধী হেমাতুল্লা কাজীর।

(৫)

ক'রে গুরুতর ভোজন, কেবল কচ্ছিলেন হাই মোচন,
নল একটা মুখে দিয়ে দীর্ঘ দু'তিন যোজন,
আর পাখা নিয়ে ভুঁড়িটে হাজী কচ্ছিলেন ব্যজন।
ধরা কাঁপাতে কাঁপাতে, আর হাঁপাতে হাঁপাতে,
(হোঁচোট খেয়ে বড্ড ব্যথা লেগেছে বাঁ পা'তে),
প্রবেশিলেন দত্তনন্দন যেন এক "হাবাতে"।

(৬)

হঠাৎ গৃহমধ্যে বুঝে দত্তজীর সত্ত্বা,
চম্‌কে উঠে বলে হাজী, "একি বাবুজী, কত্তা,
আদাব ! ব্যাপারটা কি ? খেপে উঠলেন নাকি ?
পায়ে মণটেক ধুলো, আর এই দুপুরে রোদ,
এমন সময় হাজির স্বয়ং হজরত খোদ।"
দিয়ে প্রতিসেলাম, দত্ত বলেন, "গেলাম,
(হায়) মিউনিসিপালিটির বন্দোবস্তে কতই হোঁচট খেলাম,
বাপ্‌রে কি রাস্তা, একেবারে নাস্তা-
নাবুদ হ'য়ে গেছি এমনি পচা সড়ক,
ঝাঁ ঝাঁ ক'রে ঘুরছে মাথা, উঠেছি যেন চড়ক।"

(৭)

ক্রমে হাঁপ ছেড়ে, আসল কথা পেড়ে,
(আগে) বল্লেন, "হাজি সাহেব, আপনার দাড়িটি বেড়ে,"
আর যদিও পেয়েছি খবর, হাজী বেজাই জবর
কালো, কিন্তু দত্ত তখন দেখেন চসমা দিয়ে,
নিভাজ দুধে আলতা, কালো রংটা কেটে গিয়ে।

(৮)

(তার পর) বেশ ধীরে ধীরে, ওস্তাদি ফিকিরে,
আপন উদ্দেশ্য দিলেন বুঝিয়ে হাজীরে।
অর্থাৎ এই ত কথা মোট, যে ক'রে সবাই জোট,
দত্তজীর কমিসনারীতে দিতে হচ্ছে ভোট।
হাজী একটু বল্লেই, একটু চেষ্টা কল্লেই,
হয়ে যাবে,—এই দশমুদ্রা হাজীর জল খেতে ;
(হাজী) হাস্যমুখে চাক্তি ক'টি নিলেন হাত পেতে।

(৯)

তখন হেসে বলেন হাজী, "বাবু, আমি ত খুব রাজি,
আপনার লাগি ভোট সংগ্রহে বেরোবো আমি আজই,
করবেন নাক' চিন্তে, আমায় পারেননি চিন্‌তে,
আরে খোদাতাল্লা, আপনার সাথে করে পাল্লা ?
দেখ্‌বেন কাল সভাতে কি কাণ্ড করেন আল্লা,
আর দুপুর রোদে বাড়ী বাড়ী কর্‌বেন নাক হল্লা।"

(১০)

যদিও শুনে হাজীর কথা কতকটা কম্‌ল পায়ের ব্যথা,
দত্তনন্দন, হলেন না নিঃসন্দ সর্ব্বথা।
ওখান থেকে উঠে পাড়ার সকল বাড়ী খুঁটে,
পায়ে ধুলো গায়ে ঘর্ম্ম বেড়ান দ্রুত ছুটে।

(১১)

তিলি পুত্র নফরা, আর হাড়ীর নন্দন গোবরা,
পুলিন ঘোষ, আর মিছু তাঁতী, নদেরচাঁদ কুমোর,
জয়চন্দ্র সাহা, আর কলুপুত্র উমোর,
বড়বিশু চামার, আর ঝাড়ুলাল কামার,
আরো কত আছে তত মনে নাইক আমার।

(১২)

বাড়ী বাড়ী গিয়ে, দত্ত প্রবোধিয়ে,
আরো তাদের দেন আপন উদ্দেশ্য বুঝিয়ে,
পরে বলেন, "কাল্‌কে হবে মস্ত একটা সভা,
গিয়ে 'আমরা দত্তজিকে চাই' এই কথাটি কবা ;
তোমাদের পাড়ায় যে সব পথ আছে নেহাৎ বদ,
নূতন করে বাঁধিয়ে দেবো পুরাণ করে রদ।
পুকুর কেটে দেবো আর দিয়ে দেবো কুয়ো,
আর পাইখানাতে থাক্‌বে নাক, একটুখানি —য়ো

(১৩)

পরদিন হ'ল সভা, কি কব তার শোভা,
পুঁথি বাড়ে, পাঠক ম'শার সঙ্গে করি রফা,
নানা রকম মানুষ আর নানা রকম জাতি,
নানা রকম কাপড় চোপড় নানা রকম ছাতি,
নানা রকম মাথা আর নানা রকম কথা,
নানা রকম গণ্ডগোল ; এই সকলের সমষ্টি,
অর্থাৎ যোগফলে, হ'ল সে মহতী সভার সৃষ্টি।

(১৭)

এক কোনে হাজী সাহেব ব'সে তামাক খাচ্ছেন,
আর উৎকণ্ঠিত দত্ত প্রভুর বদন পানে চাচ্ছেন।
অমনি একমুখে সবাই বল্লে, "হাজী সাহেবকে চাই,"
দত্তপুত্রের নাম গন্ধ কারও মুখে নাই।
শুনে ত দত্তজি, ভাবেন প্রাণ ত্যজি;
"মজালেরে ব্যাটা আজি, বিশ্বাসঘাতক, নচ্ছার।
আর নয়—কি সর্ব্বনাশ! পালাই শীগ্‌গির পথ ছাড়!"

(১৫)

হাজী বলেন, "কোথা যান্, আরে শুহুন দত্ত মশাই,
আপনার মত বুদ্ধিমানের এমনিতর দশাই।"
দত্ত বলেন, "হাজি, তুমি অতি পাজি,
টাকা দশটা না দিলে প্রাণটা যাবে আজই।"
ঘুষোঘুষির আকার দেখে প'ড়ে মাঝামাঝি,
সবাই দেয় থামিয়ে, দত্তকে দেয় নামিয়ে,
সিঁড়ি দিয়ে এই মাত্র খবর পেলাম আমি এ!

কেরাণী-জীবন

টাকাটি ভাঙ্গালে, দু'দণ্ডের বেশী
পয়সা বাক্সে থাকে না;
মাসের দোসরা, মুদি ও কাপুড়ে
আধ্‌লাটি বাকি রাখে না।
সপ্তাহ গত না হ'তেই, যায়
মাইনেটি সোজা উড়িয়া;
আর চিৎ হাত কেহ উপুড় করে না,
মরি যদি মাথা খুঁড়িয়া।

আর ক'টা দিন মাসের যা থাকে
চালাইতে হয় বাকিতে ;
ছুনিয়ার মধু-জ্রকুটি দেখিয়া
জল আসে পোড়া আঁখিতে।
এ মাসে গোয়ালা শোধ হ'ল নাকো
দিব এই মাস কাবারে,
গোয়ালা বলিছে, "তা কি হয়, বাবু?
অত দেরী, ওরে বাবারে।"

কলু বলে, "বাবু, তেলের দামটা
চুকাইয়া দিলে হয় না?"
স্যাকরা বলিছে, "টাকা নাই, তবে
কেন মাগ্ চায় গয়না?"
ঊর্দ্ধ-সপ্তপুরুষের মুখে
দিয়া নানাবিধ খাদ্য,
সেই ক'রে যায় পিতৃলোকের
বিবিধ মাসিক শ্রাদ্ধ।

জ্যেষ্ঠপুত্র বাকী ক'রে কার
মেঠাই খেয়েছে লুকিয়ে ;
ওঠে না সে তার সাড়ে তের আনা
তখনি না দিলে চুকিয়ে।
আজকে নেহাৎ নাচার ভায়া হে
হস্ত নেহাৎ রিক্ত ;
সে বলে, "মেঠাই খেতে বেশ লাগে
দাম দেওয়াটাই তিক্ত।"

খোকার জ্বর, সে বার্লি খায় না,
ওষুধ খায় না খুকীটে,
মারিয়া ধরিয়া খাওয়াইতে হবে
আমারি ঘাড়ে সে ঝুঁকিটে।
খেটে খুটে এসে মনে মনে ভাবি
আজ্‌কে বড্ড রাগ্‌বো ;
রেতে দু'টো খেয়ে চক্ষু মুদেছি,
খোকা বলে "বাবা —বো"।

এটা ঘুমাইলে ওটা জেগে বসে,
অকারণে জোড়ে কান্না ;
তবু তাহাদের শাসনের হেতু
গিন্নি খুঁজিয়া পান্ না।
বড় ছেলেটা ত প্রায়শঃ আসেন
ইস্কুল থেকে পালিয়ে ;
টেরিও কাটেন, সিগারেটও খান
বাপের হাড়টি জ্বালিয়ে।

ষষ্ঠ শ্রেণীতে পেয়েছেন তিনি
কায়েমী মৌরসী পাট্টা ;
আমার শাসন, শিক্ষকের গালি,
সকলই তাঁহার ঠাট্টা।
নেহাৎ নাচার হইয়া, চড়টা
দিলে, কি কানটা মলিলে ;
"আহা কি নিঠুর" বলিয়া গিন্নি
ভাসেন নয়ন সলিলে।

মাতৃস্নেহের মাত্রা যেদিন
বেড়ে উঠে অতিরিক্ত ;
আঁখিজলে আমি ভিজি বা না ভিজি
উপাধান হয় সিক্ত ।
হঠাৎ যেদিন অভিমান উঠে
রোষের মূর্ত্তি ধরিয়া,
ভীম ঊর্ম্মিমালে উথলে
নয়ন-সলিল দরিয়া ।

বিদ্যুৎবেগে মুখের সাম্‌নে
নাড়িয়া কোমল হস্ত,
বলেন "আ মরি বিদ্যায় তুমি
নিজেও পণ্ডিত মস্ত !
তোমারি ত ছেলে, গাধার পুত্র
বৃহস্পতি হবে না কি গো,
তোমার বাপ্‌কে ফাঁকি দিয়েছিলে
ও দেয় তোমারে ফাঁকি গো ।"

বাসার ভাড়াটি দুমাসের বাকি,
জমিদার অসহিষ্ণু ;
তাগাদা করিছে দুবেলা, বলিনে
গঙ্গা, রাম কি বিষ্ণু ।
সন্ধ্যায় ফিরি কাছারী হইতে
খুলি কাছারীর পোষাক ;
বাইরে আসিয়ে দেখি ব'সে আছে
চুনি লাল দেব বসাক ।

তামাকটি সেজে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ
টানি আর জুড়ি গল্প,
দিবসের সেই শুভ মুহূর্ত্তে
বেচে থাক কোটি কল্প।
কাছারীতে খাই সাহেবের গালি
বাড়ীতে গিন্নি খাপ্পা ;
(এই) উভয় সঙ্কট মাঝে আছে এক
পরম বন্ধু ডাব্বা।

অন্দর হ'তে মেয়ে এনে দেয়
তেল নুন মুড়ি লঙ্কা ;
বলি, "দেব্ ভায়া, কলেরার দিনে
লুচি খেতে হয় শঙ্কা।
নইলে আমার ঘরে করা লুচি
রোজ হয় জলখাবার,
হিসেবী গিন্নি খাইয়ে খাইয়ে
ক'রে দিলে সব কাবার।

খাবার কষ্ট বুঝ্‌লে ভায়া হে,
সহ্য হয় না মোটেই,
(আর) নেহাৎ পক্ষে রোজ দু'টো টাকা
উপরি,—বুঝ্‌লে ? জোটেই।"
"দেব্ বাবুদের পান এনে দাও
যাও ত লক্ষ্মী ভেতরে ;"
বলিয়া মেয়েকে পাঠাই, গিন্নি
বলেন, "পাঠালে কে তোরে ?

সাত দিন হ'ল এনে দিয়েছিল
এক পয়সার শুপুরি,
বাইরে বসিয়া নবাবী হচ্ছে
রোজ দু'টো টাকা উপুরি।
বল্‌গে মায়ের হাত জোড়া আছে
পান ত দেবার যো নেই ;"
শুনতে পেয়েও কিছু শুনিনে
চেপে রাখি মনে মনেই।

দূরদেশাগত বাল্যবন্ধু
যদি কেহ আসে বাসাতে ;
কিছু না শুনিয়া সে অমৃতবাণী
পারে না সে কভু পাশাতে।
উচ্চকণ্ঠে বলেন গিন্নি
"মরণ আর কি আমার ;
ধানের গোলা যে দিয়েছ বাড়ীতে,
প্রচুর জোত ও খামার।

যত রাজ্যের ভবঘুরে এসে
জোটে গো তোমার বাসায় ;
অন্নসত্র খুলে ব'সে আছি
স্বর্গে যাবার আশায়।"
শুনে ত বন্ধু এক বেলা থেকে
ও বেলা থাকিতে চান্‌না ;
"ষাঁড়ের মতন চেঁচিও না" যেই
বলেছি, অমনি কান্না।

"মা গো বাবা গো দেখে যাও" ব'লে
সটান মেজেতে লম্বা ;
সে রেতের মত হয়ে গেল ঐ
আহার অষ্টরম্ভা।
মেজাজ বিগড়ে না গেলে অবশ্য
তিনিই হু'বেলা রাঁধেন ;
(আর) "রাঁধ্‌তে রাঁধ্‌তে হাড় জ্বলে গেল"
ব'লে মাঝে মাঝে কাঁদেন।

"তোমাদের তবু মাঝে মাঝে আছে
পরবে পরবে ছুটিটে ;
আমার কামাই এক বেলা নাই
কারো ভাত কারো রুটিটে।"

* * *

যদি বা অনেক সাধ্য সাধনে
ঘুমায় সখের সেনানী ;
সুরু হয় সেই করুণ-কঠোর,
গিন্নীর ভ্যান্‌ভ্যানানি।

যদিও সংসার থেকে নিতে হয়
সুখ ও হুঃখের বখ্‌রা ;
তবু, হা কপাল, ঘুমাইয়া পড়ি
জবাব দিলেই ঝগ্‌ড়া।
জেগে দেখি, আমি ঘুমিয়ে রয়েছি,
এত কলরবে জাগিনি ;
এখনো বাজিছে জলতরঙ্গ
নাসিকায়,—খট্‌ রাগিণী।

"কত দিন হ'ল দিতে চেয়েছিলে
একটা ইহুদী মাকড়ী ;
কতই বা দাম, তাও তো হ'ল না
হায় রে সখের চাকরী !"

*　　*　　*

ছেলেগুলো সব স্বনামধন্য
"মুণ্ কে রঘুর বাচ্চা,"
ডাল ভাত লুচি রুটি তরকারি
যত দাও তাই, "আচ্ছা"।

দিনে রেতে হয় ভোজন তাঁদের
গড়ে অন্ততঃ চারবার ;
এই কারবারে জেরবার ক'রে
ফিকির ক'রেছে মারবার।
হাতে পায়ে কিছু ছোট বড়, কিন্তু
উদর-গহ্বরে সমতা ;
গরীব নাচার বাবা ব'লে, নাই
ভোজনের বেলা মমতা।

পুত্রগণের ঔদরিকতা
পিতার জীবনচরিতে
যদিও একটু কেমন দেখায়,
লিখিতে কিম্বা পড়িতে।
কিন্তু তোমরা এতটা পড়িয়া
বুঝিতে পারনি পাঠক,
(যে)　এখন আমার থাকিবার স্থান
সটান পাগ্‌লা ফাটক ?

শ্বশুর কিম্বা ভগিনীর পতি
কেহ নাই মোর আপিসে ;
নিজের কিম্বা পিতার শ্যালক,
না খুড়ো, না জ্যাঠা, না পিসে।
সুতরাং আর motion দিবে কে ?
inertiaর law জানো ?
(আর) নিজেরো একটু tact থাকা চাই
কর্ত্তৃনিচয় ভজানো।

নতুবা যেখানে আছ, র'য়ে গেলে,—
পাহাড় কিম্বা বৃক্ষ ;
চরণের নীচে সব মাটি, আর
উপরে অন্তরীক্ষ।
এত গিরি তুমি চূর্ণ করেছ,
"কেরাণীগিরি"টে রাখিবে ?
হে বিধি, তোমার শক্তির সুযশে,
কলঙ্কের কালী মাখিবে ?

আমাদের দেশ

বুকের পাশে বাহু গুটিয়ে ঝাঁকড়া চুলটি নেড়ে,
কড়মড়িয়ে দন্তপাতি আর মালকোচ্ছা মেরে ;
কিষণ সিং তো মাল্লে তিনটে তের গজি লম্ফ,
ব্যাপার শক্ত দেখে হ'ল সবারি হৃৎকম্প।
কিষণ বলে, "কাহ্নাইয়ারে, কুস্তি লড়ি আও" ;
কানাই বলে, "হেরে যাব", সবাই বলে, "যাও"

তারপর কানাই যখন সিংহের চুলের মুঠো ধ'রে,
ধপাস্ ক'রে ফেলে, বস্‌লো বুকের উপর চ'ড়ে ;
সিংহ বলে, "বাত শুন্‌রে, জল্‌দি ছোড়্‌দে ভাই ;
আগাড়ি হাম বোলা ঘরমে ভাগ যাবে কানাই।"
কানাই বলে, "সিপাই দাদা জপ ইষ্ট নাম,"
সিংহ বলে, "কভি সেকোগে নেই—ছোড়্‌দে রাম।"

"গবাদি ও কুক্কুটমাংস-দর্শন-স্পর্শন-ঘ্রাণ-
পাচন-ভোজন-নিবারণী" সভায়, নিষ্ঠাবান্
যত আর্কফলা জুটে একদিন তুল্লেন বেজায় তর্ক,
কি কি দোষে শাস্ত্রদুষ্ট বন্য-কুক্কুটবর্গ।
আর তারি সঙ্গে সুপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উঠ্‌লো ঠেলে,
পোড়াবে কি পুতে রাখ্‌বে পাঁচবছরের ছেলে।
স্মৃতি-কিরীটোজ্জ্বল মাণিক্যোপাধিক জনৈক স্মার্ত্ত,
সিদ্ধান্তরূপ সমরক্ষেত্রে গাণ্ডীবধারী পার্থ,
বীরদর্পে সভা কাঁপিয়ে হইলেন সভাস্থ,
কিন্তু ঘনরাম শর্ম্মার শিষ্যের কাছে বিচারে পরাস্ত।
হাসির আধিক্য দেখে মাণিক্য তাতেই দিলেন যোগ,
"আমার সঙ্গে শিশুর বিচার—হা হা কর্ম্মভোগ!"

নিবারণ চন্দ্র মাইতি Public Speechএ ধুরন্ধর,
মর্ত্ত্য-স্বর্গে মানব-দেবের মধ্যে পুরন্দর,
"এম্-এ, বি-এল্, এ ডবল এস্" উপাধি মণ্ডিত,
হাল আইনের সিডিসনের ধারাতে দণ্ডিত।
একদা এক রাজনৈতিক সভার মধ্যস্থলে
দাঁড়ালেন, বক্তৃতার বিষয় "যৌবন কারে বলে"।
"Gentelman and Friends" ব'লে অমনি গেল আট্‌কে,
বক্তাকে কেউ দিলে যেন হঠাৎ ফাঁসী কাঠে লট্‌কে।

'Hear Hear' cheers, clapping উঠ্‌লো হাসির রোল,
চতুর্দ্দিকে প'ড়ে গেল সে বক্তৃতার ঢোল।
বাড়ী গিয়ে গিন্নীর কাছে বলেন মাইতি হেসে,
আজকের যেমন brilliant success এমন হয়নি এদেশে

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায়*

কোনও কথা ভায়া, মুখের উপর সাহস হয় না বলিতে,
সম্ভ্রম রেখে চলা ভারি দায়, এই হতভাগা কলিতে।
সহিতে না পেরে দু'একটা কথা, কদাচিৎ লিখি কাগজে,
নলিন নয়ন বুলায়ে তাও তো পড়না, শুনেই রাগো যে।
যে কথাটা ভায়া, আমরা বলিলে মুখ খিঁচে বল, 'তিক্ত',
সে কথাটি যদি এদেশের কোনও হোম্‌রা চোম্‌রা লিখ্‌ত,
মিষ্টতা তার বেড়ে যেত কত, আস্বাদ হ'ত মধুর,
কজন তোমরা হিতকথা শোন রাম, শ্যাম, হরি, যদুর ?
কি কি পড়া আছে ন্যায়বাগীশের খবর নিলে না মোটে,
ছেঁড়া চটি পায়, নামাবলী গায়, টিকি দেখে গেলে চ'টে।

সে যে তোমা হ'তে কত মিতাচারী, সংযমী সে যে কতটা,
সে যে তোমা হ'তে তত বোকা নয়, তুমি মনে কর যতটা ;
বিলাসিতা তারে মজায়নি, কত সামান্য অভাব,
একটি পয়সা দাও না তাহারে, তুমি তো মস্ত নবাব !
কথাটি বলিলে খেঁকী মেরে ওঠ, যেন এক ক্ষেপাকুকুর,
"দোসরা যায়গা দেখে নাও, হেথা কিছু হবেনা ঠাকুর।"

* সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

সে যে বলে গেল কি সব হেতুতে হিন্দুর ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ,
কোনও অপরাধ করেনি তো তারা হিঁদুর পুরাণো 'কেষ্ট'।
ভাল বলিলেই কিছু দিতে হয়, অতএব সব প্রলাপ,
ঐ মধুময় ধমকানি খেয়ে পাছে হয় তার জোলাপ,
থত-মত খেয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে পলাইয়া বাঁচে ব্রাহ্মণ ;
পথে গিয়েভাবে, "এতবড় নাম, রায় বাহাদুর রাম-মো'ন" !

ভারতের ভবিষ্যৎ সমস্যা

সম্পাদক ভায়া !

সব 'ভূত'গুলো যদি নিজের মতন ঠিক দেখি,
তবে হয় শাস্ত্রমেনে চলা,
আমি অহিফেনসেবী, 'দুনিয়ায় সব নেশাখোর',
বলিলেও টিপে ধরে গলা।
অহিফেনাভাবে যদি আমার স্বভাব নষ্ট হয়,
লই তব গোচর্ম্ম পাদুকা,
তবে আমি চোর, আর তোমাকেও যদি তাই বলি,
তুমি পৃষ্ঠে বসাইবে দু'ঘা।

সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি সুতরাং হয় না সুবিধে,
নিজের বিপদ তাতে বাড়ে,
আমি চোর, তুমি চোর, রাম, শ্যাম, যদু, হরি চোর,
বলিলে কি তারা মোরে ছাড়ে ?
ভেবে দেখ, সম্পাদক, (তোমরা তো বহুদর্শী খুব)
নিজে দোষী, নাহি কোনও জ্বালা,
"সেই দোষ অপরেও বর্ত্তমান" বলা মাত্র, দাদা,
প্রত্যুত্তরে কি পাইব ?— "—" !

সুতরাং চক্ষু মুদে বা খুসীতে অহিফেন খাই,
দুনিয়ায় যা হইতেছে হোক্ ;
রাজ্যের খবর দিয়ে তোমরাই শান্তি ভঙ্গ কর,
তোমরাই অনিষ্টকারী লোক ।
ভারতের বর্ত্তমান, গোলমেলে রকম হেঁয়ালী,
জটিল ও দুর্ব্বোধ্য, স্বীকার্য্য ;
একথাও ঠিক বটে, দু'চারটে চোরামা'র শুধু,
বাধা দেয় ভবিষ্যের কার্য্য ।

ও পথটা ভাল নয়, এ ত ভায়া সকলেই জানে,
ওটা নষ্টবুদ্ধির লক্ষণ,
যেটুকু লাভের গুড়, ক্ষেপা দল ওটা থেকে চায়,
পিপীড়ায় করে তা' ভক্ষণ ।
স্থির ধীর চিত্তে যারা, দেশের কল্যাণ বাঞ্ছা করে,
উষ্ণ নয়, মাথা খুব ঠাণ্ডা,
তারা বলিতেছে 'ওই চোরা মার করিবে প্রসব,
তুরঙ্গের বড় বড় আণ্ডা ।'

এটা বেশ স্পষ্ট কথা, ক্ষেপাদল চেনে নাই পথ,
খামখা করিছে জীবক্ষয়,
শীতল মস্তিষ্ক ভেদি' দেখা দিল যে সব প্রবন্ধ,
সকলেই এক কথা কয় ।
কিন্তু ভায়া পথ কোথা, একথা বলেনা পণ্ডিতেরা,
কোন্ পথে গেলে ভাল হবে,
প্রবন্ধ জন্মার পূর্ব্বে সমস্যা যেমন শক্ত ছিল,
তেমনি রহিয়া গেছে ভবে ।

আফিম প্রসাদে আমি, সদ্‌গুরু কমলাকান্ত দেবে,
হৃদে আমি করিয়া বরণ,
এ পথের পাইয়াছি সম্যক্ ও সুস্পষ্ট সন্ধান,
ঘুচে গেছে অন্ধ আবরণ।
তবে কিনা, সে পথটা তোমরা ভাবছি খুব সোজা,
সরল রেখার মত প্রায়,
পরিষ্কার, সমতল, সুপ্রশস্ত, নিরাপদ খুব,
চোখ বুজে চ'লে যাওয়া যায়।

ওই খানে এতটুকু মতদ্বৈধ হবে মোর সনে,
পথ ঠিক ও রকম নহে,
পুরাতন-জটিলত্ব-পূর্ণ এই ভারতবরষ,
পথ সোজা, কোন্ মূর্খ কহে?
দণ্ডক-খাণ্ডব-আদি-মহারণ্য পরিপূর্ণ স্থান,
হেথাকার সমস্যা কি সোজা?
সে অরণ্যে ব'সে ব'সে মুনিরা যা' লিখে গেছে, তাহা,
চট্ ক'রে যায় বুঝি বোঝা?

এ দেশের পথঘাট চিরদিন জটিল দুর্গম,
বিদেশীরা সব পথহারা,
এসে এ গহন মাঝে, একেবারে পথ ভু'লে যায়,
দেশে আর নাহি ফিরে তারা।
গুরুর দপ্তর খুলে পড়িলাম পুরাণ, সংহিতা,
যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, মনু,
বাদার্থ, অমরকোষ, কাশীখণ্ড, চৈতন্যমঙ্গল,
'হুতোম' ও 'লয়লা মজনু'।

খুঁজে খুঁজে হয়রান, ভারতের পথ-বিবরণ,
বলে নাই কোনও গ্রন্থকার,
তীব্রজ্ঞানালোকপূর্ণ গ্রন্থগুলি পড়িতে পড়িতে,
দেখিতে লাগিনু অন্ধকার।
এমন সময়ে গুরু আবির্ভূত, অহিফেন ধূমে,
আবরিয়া বিগ্রহ উজ্জ্বল,
শিশুশিক্ষা খুলে দেয়, দ্বিতীয় ভাগের য'ফলাতে,
ভাষা তাঁর সুস্পষ্ট, সরল।

"পাঠ্য পুঁথি পাঠ কর, জাড্য দোষ দূর কর" ভায়া,
"আঢ্য লোক সুখে থাকে" আর,
এই তো আসল পথ—নব্যশিক্ষিতের মাথা হ'তে,
মদনের মাথা পরিষ্কার।
ভারত মঙ্গল হেতু পথবার্ত্তা দিলাম কহিয়া,
হোক্ সর্ব্বজীবের মঙ্গল,
অহিফেন ফুরায়েছে পাঠাইও, প্রিয় সম্পাদক,
কালিকার নাহিক সম্বল।

সরকারী ওকালতীর আকর্ষণ

(অনুষ্টুভ্ ছন্দঃ)

একদা সান্ধ্য বাতাস সেবনার্থে নদীতটে,
চিন্তাকুল মনে পাদচারণা করিতেছিনু।
সহসা উকিলশ্রেণী মধ্যে এক ধুরন্ধর,
ত্রস্তভাবে ত্বরা আসি করিলা উপবেশন।
সিগারেট মুখে তাঁর, চসমা লোচনদ্বয়ে,
বদনে মদিরা গন্ধ, মস্তকে টেড়ি সুন্দর।

কহিলা, "রাখহে ভায়া স্থানীয় বারতা কিছু ?
অথবা মারিয়া আড্ডা বৃথা যাপিছ জীবন ?"
"আমিতো জানিনে দাদা, সম্বাদ কিছু নূতন,"
কহিলাম মহা লাজে, মাথাটা চুলকাইয়া।
"তাইতো" বলিলা বন্ধু, "ভারি যে গোল বাধিল,
দেবেন্দ্র বাবুর* স্থানে, বহাল হইবে ক'টা ?
দরখাস্ত দিয়াছেন জগৎ বাবু, নিরঞ্জন,
বিনোদ চৌধুরী, আর ভট্টাচার্য্য কুলোদ্ভব
মুকুন্দ প্রেরিলা আর্জ্জি, শ্রীগোপাল চুপে চুপে।
রায়োপাধিক সম্ভ্রান্ত নামে পুরন্দর স্মৃত,
হরিশাভয় মৈত্রেয়, ইত্যাদি কত বা কব !
সবারি ভরসা হচ্ছে, কেল্লা করিব হে ফতে,
অরাতি বদনে ভায়া, চূণ কালী দিয়া সুখে।।
সকলেই মনে ক'চ্ছে কে কা'কে ছাড়িয়া উঠে,
অদৃষ্ট গগনে কার সাফল্য-রবি ভাতিবে।
সন্দেহ নাহি কাহারো, সম্বন্ধে স্বোপযোগিতা,
প্রকাশ করিতে তাহা, চেষ্টার নাহিক ত্রুটি।
প্রতিদ্বন্দ্বীর কুৎসাতে, নাহি লজ্জা কিম্বা ঘৃণা,
যে কোনো রকমে হোক্ না, কার্য্য-সিদ্ধি হ'লে হ'ল।
কৃষ্ণ বাবু জরা বৃদ্ধ, ষাটি বর্ষ বয়ঃক্রম,
'বানপ্রস্থ' করা হচ্ছে, ব্যবস্থা তাঁর এক্ষণে।
পক্ষান্তরে বৃহদ্দাবী করিতে আমি সক্ষম,
করিয়াছি ঐ স্থানে দ্বাত্রিংশবার একটিনি।
বিশেষত কথা হচ্ছে, এনেছি আমি যে চিঠি
সম্প্রতি করিতেছেন হাইকোর্টে জজীয়তি,
স্বনামপুরুষোধন্য, শশিমাধব ঘোষজা,

* ভূতপূর্ব্ব স্বর্গীয় সরকারী উকিল।

তাঁহারি শ্যালকশ্রেষ্ঠ নামে মৃগেন্দ্রমোহন,
মৃগেন্দ্র পিসতুত ভ্রাতা কুলীনব্যাঘ্র যাদব,
তাঁহার শ্যালিকা পুত্র, বেচারাম সুপণ্ডিত,
কেনারাম সুসম্ভ্রান্ত, বেচারামের ভায়রা,
কটকে করিতেছেন কেরাণীগিরি চাকুরী,
তাঁর পত্নী মহাহ্লাদে, চম্পকাঙ্গুলি চালনে,
'সোপারোস' দিয়েছেন, বল তো আর চাহি কি ?"
এবম্বিধ প্রকারেতে—প্রকাশ্যে করি' বক্তৃতা,
বহু অর্থব্যয়ে ভায়া, করিতেছে ছুটাছুটি।
কেহ বা ঘুরিছে নিত্য, সন্ধ্যা-প্রভাত-যামিনী,
মাজিষ্ট্রেট কুঠী, আর জজসাহেব কামরা।
গোবেচারী মহা খেদে ভূতলে জানু পাতিয়া,
জিজ্ঞাসে প্রথমে, "হ্যাঃ হ্যাঃ আচ্ছা হায়, তবিয়ৎ হুজুর ?"
আপন স্বার্থটা হচ্ছে, এবম্বিধ মনোহর,
সেটার সিদ্ধি উদ্দেশ্যে অকার্য্য নাই ভূতলে।
শাস্ত্রসিদ্ধ নহে দাদা, বিশ্বাস-স্থাপনা নৃপে,
তোয়াজে কুর্ণিসে তারা, পোষ মানে কি কক্ষণো ?
মুখে শিষ্ট, মনে ভারি বেজায় বাবু দেখিলে,
হাড়ে হাড়ে চ'টে থাকে, বলে গাধা মনে মনে।
বিনামা পড়িলে পৃষ্ঠে, স্পর্শবোধ বিবর্জ্জিত,
কসিয়া মারিছে লাথি, যাচ্ছে পৃষ্ঠ জুড়াইয়া।
হিতোপদেশ শাস্ত্রের ক'জনা মানিয়া চলে ?
অথবা বুঝিয়া কেবা, নিবৃত্ত হইছে কবে ?
"গুপ্তজা* নিকটে যাবে দীন ভৃত্য বশম্বদ,
একখানি পত্র দাসে, দিতে হচ্ছে দয়া ক'রে।"

* মিঃ ডি. এল. গুপ্ত, ভূতপূর্ব্ব Legal Remembrancr.

বলিয়া চরণে ধন্না দিলেন আর্য্য গৌরব,
এনেছেন বৃহৎ ডালা, পক্বরম্ভা সমন্বিত।
সাহেব কহিছে, "আরে এ যে ভারি বিপদ হ'ল,
ক'জনাকে দিবো পত্র ? ক'জনা কার্য্য পাইবে ?"
তথাপি ছাড়েনা বাবু চরণে পড়িয়া রহে,
'ধর্ম্মাবতার, এ দীনে করুণা করিতে হবে !'
স্বইচ্ছার বিরুদ্ধেতে, লেখনী ধরিলা প্রভু,
মনেতে করিলা, "বাঁচি এ আপচ্চুকিয়া গেলে।"
শ্রীমদ্‌গুপ্তপদাম্ভোজে রাখিয়া অচলা মতি,
রিকমেণ্ডেসনে সার্টিফিকেটে পূর্ণ-দপ্তর,
চলিলেন পদপ্রার্থী, কার্য্যোদ্ধার মহাব্রতে,
সুলগ্নে করিয়া যাত্রা দেখিয়া নব পঞ্জিকা।
গিন্নিকে কহিলা হাসি', "আর কি ভাবনা প্রিয়ে !
শ্রীঅঙ্গ করিয়া দিচ্ছি, কলধৌত-বিমণ্ডিত।
'গারজীটার' সাহেব 'ডী' এবং শশিমাধবে
ধরিয়া, তৎপ্রসাদেতে চাকুরী পাইব ধ্রুব।
টি. চৌধুরীর সাহায্যে কার্য্যটা লইতে হবে,
হরেন্দ্রনাথ সেনের কর্ত্তব্য পাদলেহন।"
গগনে রচিয়া পুষ্প, স্বপনে হইয়া নৃপ,
সহর্ষে চলিলা বাবু ব্যাজ না করিয়া পথে,
কেহ বা প্রেরিলা ভ্রাতা, গা ঢাকা রহিয়া নিজে,
'তার যে ক্যাণ্ডিডেচার, সেটা সুধু জনশ্রুতি,'
একথা বলিয়া, ভাবে, লোকে করিল প্রত্যয়,
স্বার্থদাস হ'লে বিদ্বান, বনে নীরেট গর্দ্দভ।
জগৎ রায় কহে গুপ্তে, "নাবালক নিরঞ্জন,
কদাপি নাহি তাহার এ কার্য্যে বহুদর্শিতা,
বিশেষত কথা হচ্ছে, সাহেব ভালবাসেনা,

মধ্যে মধ্যে মহা গণ্ডগোল যে বাধিয়া উঠে।
শ্রীগোপাল মসীকৃষ্ণ, ভারি দুর্ব্বল ও কৃশ,
পাকা হস্ত নহে তাঁর, বিগিনারশ্চ বালক।
বিনোদ চৌধুরী বৃদ্ধ, বসুধৈব কুটুম্বকম্,
হট্টগোলে ডুবে আছে, মরিতে অবকাশ কৈ ?
বিশেষ ইংরিজী ভাষা পারেনা বলিতে দ্রুত,
দু'কথা বলিতে 'ব্যা, ব্যা' করে সে দু'সহস্রটি।
মুকুন্দ সর্ব্বদা তার 'কাশিকা' লইয়া রহে,
তাহার উপরে বিপ্র দ্বিতীয়পক্ষ বিব্রত।
হরিশের কথা বেশী বলাটা নিষ্প্রয়োজন,
আছে সে মদ মাৎসর্য্যে, সর্ব্বদার তরে ডুবি।
অভয়ের কথা হচ্ছে, আছে তো উপযোগিতা,
মধ্যে মধ্যে প'ড়ে থাকে 'লাম্বেগো' কোমরে হ'য়ে।
অধিকন্তু সদা আছে, প্রত্নতত্ত্বের সাধনে,
প্রবন্ধ লেখনে ভায়া, কাটিছে দিন-যামিনী।"
কহে, নিরঞ্জন ভ্রাতা, দিগম্বর মহোদয়,
ক্রোধে আর্কফলা দোলে, আঁখিদ্বয় সুরক্তিম,
"হীন শূদ্র জগৎ রায় কেমনে কার্য্য পাইবে,
থাকিতে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ সদ্বিপ্রাখ্যয় কেশরী ?
বিশেষত জগৎ বাবু চাষা সঙ্গে দিবানিশি,
পড়িয়া কফি উদ্যানে, থাকেন মাখি কর্দ্দম।"
এ প্রকারে মহাদ্বন্দ্ব করিয়া গুপ্ত সন্নিধি,
লভিয়া লুব্ধ আশ্বাস, হইলা পুনরাগত।
কেহ বলে, "অহে ভায়া, কন্যা বিবাহ মানসে,
সম্বন্ধ নির্ণয়োদ্দেশে, চট্টগ্রাম গিয়াছিনু।"
কেহবা কহিলা, "শ্যালী পীড়িতা, বারতা শুনি,
গিয়াছিনু ভুয়াগঞ্জ, কদলীপুর সন্নিধি।"

কিন্তু হায়, অদৃষ্টের কি তীব্র পরিহাস এ,
প্রদগ্ধ কটু আহার করিয়া ফিরিলা সবে।
পরাস্ত মানিয়া গেলা বৃদ্ধের* নিকটে যুবা,
এত যে রিকমেণ্ডেসন্, চুলাতে গেল সর্ব্বথা।
ঘুচিয়া গিয়াছে দাদা স্বপনের নৃপত্বটা,
অবশেষে বিছানাতে —বারি কেবল।"
হাসিয়া বলিলা বন্ধু, "দেখগে বারমণ্ডপে,
প্রত্যেকে করিয়া আছে, সুগোল কি প্রকাণ্ড 'হা'।"

* বৃদ্ধ কৃষ্ণবাবু অযাচিতভাবে ঐ চাকরি পাইলেন।

PHYSIOGNOMY

(১)

কুন্তলহীন চাঁদির উপরে,
পড়িয়া solar rays,
Convex mirrorএর মত, যদি
দেয় অপূর্ব্ব glaze,
আর, কেন্দ্রস্থানে রহে যদি তার
পুষ্ট টিকির গুচ্ছ,
জানিবে, তাহার তর্ক শাস্ত্রে,
আসন অতীব উচ্চ।

(২)

নাতিলম্বিত কোঁকড়ান কেশ,
প্রচুর ও সুবিন্যস্ত,

দিনে রেতে প্রায় দ্বাদশ ঘণ্টা
চুলটি নিয়েই ব্যস্ত,
ছোট কথা কয়, কম হাসে, আর
নিরীহের মত থাকে,
অন্য দেশে না হোক্, বঙ্গ-
কবি ব'লে জেনো তাকে।

(৩)

সেই কোঁকড়া কেশভার, হ'লে
তৈলবিহীন কটা,
কাঠের চিরুনি গোঁজা তায়, খায়
ডাল রুটি ও পরটা,
চুপ্‌টি করিয়া বসিয়া থাকে সে,
দুয়ারে নাগরা-প্রিয়,
'হনুমান সিংহ'—হাতুয়া রাজার
দারোয়ান, জেনে নিয়ো।

(৪)

বাড়ীর ভিতরে দৃষ্টিটা কম,
বাইরে ফরাস খাসা,
বাজারেতে ধার, চিন্তাবিহীন,
চলে খুব তাস-পাশা,
বোল চেলে পটু, মনে যাহা থাক্,
হাসিটি দেখায় বাইরে,
পেটের কথাটি বলে না; আইন-
ব্যবসায়ী, জেনো ভাইরে!

(৫)

অতি সংগোপনে, সন্ধ্যায় প্রভাতে
কলাপ লাগায় চুলে,
নির্জ্জনে বসি' রোজ সাফ্‌ করে
লাগান দন্ত খুলে,
বিরল-কুন্তল শির, তাতে টেড়ি,
রসিক, এয়ার অতি,
কোষ্ঠি না দেখে, ব'লে দেওয়া যায়,
'দ্বিতীয় পক্ষের পতি'।

(৬)

তুলসীর মোটা মালাটি গলায়,
কামানো মাথায় টিকি,
'হরিনাম' ছাপ সমস্ত শরীরে
করিতেছে ঝিকিমিকি,
"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" মুখে কন,
বিশ্বের অহিত মনে,
মাছ-মাংস-খাওয়া পরম বৈষ্ণব,
ঠিক বলে দিনু, গণে।

পরিণয়-মঙ্গল

১

বৎসে !

এ নিখিল রচনার প্রথম প্রভাতে,
করুণ-নয়ন-কোণে হেরিলেন রাজ-
অধিরাজ, মঙ্গল-চরণ-চুম্বী, মুক্ত-
অনাহত শক্তির বিকাশ, সুবিমল-
শান্ত-জ্যোতিবিভাসিত বিশ্ব সুশোভন ;
অনন্ত-শৃঙ্খলাময়, শক্তি আর জড়ে
অবিচ্ছিন্ন মিলনের অভিব্যক্তি ; সীমা-
শূন্য আকাশের কোলে, নিমেষে উঠিল
মহামিলনের জয়ধ্বনি ; প্রতি অণু
ছুটিল প্রবল বেগে অণুর সন্ধানে,
বিশ্বপ্রেমিকের প্রেমকণা বক্ষে ধরি,
উন্মত্ত নিয়মবদ্ধ ;—গ্রহ হ'তে গ্রহে
ছাইল অসীম শূন্য ; পৃথিবী পড়িল
বাঁধা সূর্য্য সনে, অচ্ছেদ্য বন্ধনে ; শশী
স্নিগ্ধ প্রেমালোক উপহার ল'য়ে হর্ষে
ডালি দিল পৃথিবীরে, বদ্ধ প্রেমপাশে।
ছুটিল তটিনী সিন্ধুপানে তীব্রপ্রেম-
ব্যাকুলতা লয়ে বক্ষে ; অনল অনিলে
হ'ল সুমঙ্গল সম্বন্ধ স্থাপিত ; চাঁদ
হেরি উড়িল চকোর সুধা-আশে, রবি-
করে হাসিল কমল। করুণা-রূপিণী
মূর্ত্তিমতী, প্রসূতি, সন্তানে কি আবেগে
চাপিল কোমল বক্ষে ; মর্ম্মে মর্ম্মে তার
অনিরোধ স্নেহ-উৎস হ'ল উৎসারিত।

প্রেমের বিজয় মাল্য, প্রীতিভক্তিভরে
দিল সতী পরাইয়া স্বামীদেবতার
কণ্ঠদেশে ; বিকাইয়া শ্রীচরণতলে,
জানাইল স্তব্ধতার গভীর ভাষায়,
অসঙ্কোচে, অবিতর্কে আত্মবলিদান,
প্রেমদেবতায় পুণ্যবেদীসন্নিধানে।

যে প্রেম দিতেছে শিক্ষা নিখিল সংসার
জীবের মঙ্গল হেতু, যুগান্তর
হ'তে, সুস্পষ্ট নীরব কণ্ঠে, শুন বৎসে,
তাই শিখে নিতে হবে ; সেই বিশ্বপ্রেম
গ্রন্থ-অধ্যয়নব্রত আজি কর মা ধারণ ;
স্বামী মহাগুরু, হের বৎসে, কর তাঁর
শিষ্যত্ব স্বীকার ; বুঝ ভাল ক'রে
গৃহীর এ ব্রহ্মচর্য্য ; দৃঢ় সাধনায়,
প্রবল বিশ্বাসে, স্বামীদেবতার, কর
নির্দেশ পালন, তাঁর জ্ঞান-উপদেশ,
গুরুশিষ্য-প্রীতি-সম্মিলন ফলে, ল'য়ে
যাবে সালোক্য মুক্তির দেশে ; শোক, দুঃখ,
তাপ, ধরণীর ধুলা সনে পড়ে র'বে।
তুমি যাবে মুক্ত, বুদ্ধ, শুদ্ধ, অনাবিল
চিত্ত লয়ে, মহামিলনের যশোগানে
বিভোর, সে প্রেমময় চিদানন্দ পদে
করিবারে আত্মসমর্পণ ; হে কল্যাণি,
এ নহে দৈহিক ক্রিয়া, চিরবিনশ্বর
বিলাসলালসাতৃপ্তি, এ নহে ক্ষণিক
মোহের বিজলিপ্রভা, নহে কভু সুখ-
দুঃখময় দুদিনের হরষ ক্রন্দন,
প্রভাতে উদয় যার, সন্ধ্যায় বিলয়।

২

সখা !

হেথা, স্থূল আসি' মিশে স্থূলে, অণু মিশে অণুতে,
হৃদয়ে হৃদয় মিশে, তনু মিশে তনুতে।
কুমুদিনী চাহে চাঁদ, চাঁদ চাহে যামিনী,
কমলিনী চাহে রবি, মেঘ চাহে দামিনী।

মিলন-সঙ্গীত-ভরা মধুর এ ধরাধাম,
জীবনের লক্ষ্য মুক্তি, মহামিলনের নাম।
সেই মিলনের মূলে, মধুর মিলন আজ,
এ মিলনে ল'য়ে যাবে সেই মিলনের মাঝ।

তাই লইতেছি বরি', এ যামিনী মধুরে,
মহামিলনের যাত্রী, নব-বর-বধূরে।
ধরার বন্ধুরপথে রুধিরাক্ত চরণে,
বসিয়া ডাকিবে যবে শ্রান্তিদুখহরণে,

নিরাশা আসিবে ধীরে বলহীন হৃদয়ে,
অভিশাপ দিবে, সখা, হতবিধি নিদয়ে ;
শিশুশক্তি সাথে থাকি', দিবে বল, ভরসা ;
কঠিন-ধরণী, সখা, ক'রে দিবে সরসা।

জীবনের নব পান্থ ! সাথে নিয়ো উহারে,
ওই নিয়ে যাবে তোমা, স্বরগের দুয়ারে।
সাথীরে ক'র না হেলা, করিও না অযতন ;
ওর দুখে দুখী হ'য়ো, বলিও না কুবচন।

হইবে দক্ষিণহস্ত, এ জীবন আহবে,
দেবাশীষে এ জীবনে অমঙ্গল না হবে।
কুশল-বাসনা-মাখা, ধর, দীন-উপহার,
জীবনের শেষ বেলা হ'তে পারে উপকার।

৩

বৎসে!

নির্ম্মল মধুর নিশীথিনী,
আজ তব শুভ পরিণয়,
শশধর এনেছে কৌমুদী,
ফুলমধু এনেছে মলয়;

হাসি মুখে এনেছে কুসুম,
সুপবিত্র সুষমাসৌরভ;
কোটি, দীপ্ত, সুমঙ্গল গ্রহ,
আনিয়াছে আলোক-গৌরব;

যার আছে যেটুকু সম্পদ,
তাই সে এনেছে তোর তরে;
মূর্ত্তিমতী প্রকৃতি জননী,
দাঁড়াইল উৎসব-বাসরে;

আমি আজ কি দিব তোমারে,
সুচরিতে! নয়নের মণি;
দুটি কথা কবিতায় গাঁথা,
শুভদিনে শুভাশীষ ধ্বনি।

বুদ্ধিমতী সরলা বালিকা,
পারিজাত-পরিমল-রাশি,
আলো ক'রে ছিল গৃহাঙ্গন,
তোর ঐ শান্ত শুভ্র হাসি।

কোন্ শুভ-লগনে ধরায়,
ফুটেছিলি স্বরগের ফুল ;
ছড়াইয়া প্রীতি-পরিমল,
করেছিলি হৃদয় আকুল ;

আজ তোরে জন্ম-বৃন্ত হ'তে
তুলে নিয়ে যাবে মা কোথায়,
মনে হয় বৃন্ত-চ্যুত ফুল
স্নেহবারি পেলেও শুকায়।

পুষ্পহারা বৃন্তের মতন,
সে নিকুঞ্জ রহিবে পড়িয়া ;
বিফল আগ্রহ ল'য়ে স্নেহ,
নিরাশায় পড়িবে ঝরিয়া ;

তবু এ যে নিয়তির লেখা,
ছেড়ে যেতে হবে পিতৃবাস,
আমাদের কথা ভেবে যেন,
ফেলোনা, মা, দুখের নিঃশ্বাস !

রমণীর পতিই দেবতা,
পতিগৃহ অনন্ত আশ্রয় ;
প্রেমময় বিধাতার বরে,
শুভ হোক্ নব পরিচয়।

সদানন্দময়ী মা আমার,
সুখশান্তি নিয়ে যাও সাথে ;
সোণা হ'য়ে ওঠে যেন সব,
ও সোণার হাত দিবে যাতে।

ভক্তি প্রীতি সরলতা দিয়া,
আপনার ক'রে নিও সবে ;
হেথাকার নাম ঘুচে যেন,
"লক্ষ্মী-বউ" নাম রটে ভবে।

অবিতর্কে করিবে সর্ব্বদা,
গুরুজন নিদেশ পালন ;
মিষ্টভাষে তুষিবে সকলে
করিবে মধুর আলাপন।

গৃহকার্য্য জান, মা, সকলি,
তবু না করিও অহঙ্কার,
রমণীর সগর্ব্ব বচন,
জ্যোতিঃ মাঝে আনে অন্ধকার ;

প্রীতি রাখ নয়নের কোণে,
হৃদয়ে যতনে রাখ লাজ;
স্বর্ণভূষা তুচ্ছ তার কাছে,
আছে যার সরমের সাজ;

লক্ষ্য করি স্বামীর চরণ,
চালাইবে জীবন-তরণী,
ওই ধ্রুবতারা পানে চাহি,
লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় না রমণী।

সুখে দুখে, হরষে রোদনে,
চিরসাথী, সম্পদে, বিপদে;
ইহ-পরকালের সহায়,
মতি রেখ, তাঁহার শ্রীপদে;

কথাগুলি গেঁথে রাখ প্রাণে,
কোন মতে নাহি হয় ভুল।
উথলিয়া উঠিবে সম্পদ,
কখনো হবেনা অপ্রতুল।

শিরে ধর স্নেহ আশীর্ব্বাদ,
বিদায়ের অশ্রুজলমাখা,
সিন্দূর অক্ষয় হোক্ মাথে,
আজীবন হাতে রোক্ শাঁখা।

৪

মা !

শৈশবের মোহ অন্ধকার
ঘুচে তোর হোক্ সুপ্রভাত ;
পরাইয়া পরিণয়-হার
ক'রে যাব শুভ আশীর্ব্বাদ।

জন্মিয়াছ যে পবিত্র ভূমে
সে ভারতে শত দেবনারী,
রেখে গেছে পূত পদ-রেখা,
সতীত্বের বিভূতি বিস্তারি'।

রমণীর অসীম আশ্রয়
একমাত্র পতির চরণ,
সুপবিত্র সর্ব্ব তীর্থ সার,
ঐ পদে জীবন মরণ।

পথক্লেশ ক'রনা গণনা,
চ'লে যাও লক্ষ্য করি' স্থির ;
ঐ স্থানে পাইবে কুড়ায়ে,
চতুর্ব্বর্গ ফল রমণীর।

সুনিপুণা নর্ত্তকী যেমন
হ'য়ে গীত-তাল-লয়-বশ,
নৃত্য করি' হেলিয়া দুলিয়া,
স্থির রাখে মাথার কলস ;

ধনঞ্জয় অস্ত্র-পরীক্ষায়,
দেখে নাই পাখীর শরীর ;
নেত্রে মাত্র নেত্র ছিল তার,
আজ্ঞা মাত্র বিঁধেছিল তীর ।

সে সাধন, সেই একাগ্রতা,
সেই নিষ্ঠা, সেই দৃঢ় পণ ;
জাগাইয়া তোল মা জীবনে
ধন্য হোক ভারতভুবন ।

কর্ত্তব্যের বন্ধুর পন্থায়,
শ্রান্ত পদে চলিতে চলিতে,
স্বামী যবে বসিয়া পড়িবে,
নিরুদ্যম অবসন্ন চিতে,

শক্তিরূপা, সদানন্দময়ি !
তার পাশে ব'স, মা আমার ;
বল দিও, আশা দিও প্রাণে,
দিও সঞ্জীবনী সুধাধার ।

দুই দেহ, দুইটি জীবন,
একত্র করিয়া দিনু আজ ;
দুই শক্তি মিলনের ফলে,
সিদ্ধ হোক্ জগতের কাজ ।

এ মিলন ঐহিকের নহে,
নহে কভু দৈহিক ব্যাপার,

নহ তুমি ক্রীড়ার পুতলী,
স্বামী কণ্ঠে বিলাসের হার।

আজিকার এ আনন্দ মা গো
সচ্চিদানন্দ লাভের সোপান,
আজিকার এ মিলন সুধু,
মুক্তি দিয়ে দিবে পরিত্রাণ।

ভারতের কঠোর দুর্দ্দিনে,
দাও শক্তি, হও তেজস্বিনী ;
লাজে যদি ম'রে থাক, মাগো,
পোহাবেনা এ দুখ-যামিনী।

৫

যাও মা, নূতন দেশে, মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীবেশে,
ধনধান্য পূর্ণ করি তাহাদের গেহ ;
অঙ্গনে চরণ দিয়া, তোল ফুল ফুটাইয়া,
প্রীতি দিয়া কেড়ে লও তাহাদের স্নেহ।
আশীর্ব্বাদ ধর মাথে, রহিবে সে সাথে সাথে,
শৈশব সঙ্গীর মত, চিত্তবিনোদন ;
আনন্দ লইয়া যাও, আনন্দ বিলায়ে দাও,
এ ভবনে ফেলে যাও, বিষাদ, রোদন।
যে দেশে জন্মেছ মা গো, তার দুখে সদা জাগো,
অটুট স্বদেশ-প্রীতি, যত্নে ধরি বুকে ;
রাখিতে আপন মান, অনলে জীবন দান,
ভারতে করেছে কত দেবী হাসিমুখে।

মহিম-মণ্ডিত শিরে, স্বদেশের পানে ফিরে,
চাও মা গো, পদাঘাতে চূর্ণ কর পাপ ;
দূর কর দেশ-দৈন্য, বাঁচাও স্বদেশী পণ্য,
শোন মা ভারত-লক্ষ্মী-কাতর-বিলাপ !
ধর জগদ্ধাত্রীবেশ, জাগিয়া জাগাও দেশ ;
কোমল লাবণ্য মাঝে তীক্ষ্ণ তেজোরাশি
যতনে লুকায়ে রাখ ; জলদগম্ভীরে ডাক',
চমকি'—উঠুক যত, নিদ্রিত বিলাসী ।
হের দুঃস্থ শত শত, ধর পর-হিত-ব্রত,
ক্ষুধার্ত্তেরে অন্ন দাও হইয়া অন্নদা ;
কর পতিতের ত্রাণ, দুর্ব্বলের শক্তিদান ;
আ শ্রিতজনের হও বরাভয়প্রদা ।
মা গো, শান্তিময়ী, শুভা, পতিকুলে হও ধ্রুবা ;
শক্তি-স্বরূপিণী হ'য়ে যাও নিজ ঘরে,
যশঃ হোক্ অকলঙ্ক, অক্ষয় হাতের শঙ্খ,
সিন্দূর উজ্জ্বল হোক্ বিধাতার বরে ।

৬

মা !
কষ্ট ক'রে মানুষ ক'রে
পরের হাতে দিতে হয় ;
মেয়ের কাজ কি শক্ত, পরকে
আপন ক'রে নিতে হয় ।

অচেনা সংসারে গিয়ে,
চেনার মত থাক্‌তে হবে ;

সবার কথার বাধ্য হ'য়ে,
সবারি মন রাখ্‌তে হবে।

তাতে, মা, তুই শিশু, সেথা
গেলেই যে তোর কান্না পাবে ;
চোখের জলটি না শুকাতেই
তোর হাতে, মা, রান্না যাবে।

মুখ দেখে, মা, কত রকম
ক'র্‌বে সবাই আলোচনা ;
মন্দ লোকে ব'ল্‌বে মন্দ,
ভালো ব'ল্‌বে ভালো জনা।

ঘোম্‌টা একটু স'রে গেলে,
ব'ল্‌বে "ব'য়ের সরম নাই" ;
গায়ের কাপড় স'রবে না, মা,
নূতন ব'য়ের গরম নাই।

ব্যথা পেলে 'উহু' নাই তার,
আনন্দে সে হাস্‌তে নারে ;
পাড়া পড়সী আর না পারুক,
কথায় কথায় শাস্‌তে পারে।

"এ ভাল নয়,—তা' ভাল নয়",—
কত রকম ক'য়ে যাবে ;
আপন কাজে মন দিয়ে রো'স,
শুন্‌তে শুন্‌তে স'য়ে যাবে।

সেই যে, মা, তোর আপন বাড়ী,
তারাই, মা, তোর আপন জন ;
তাদের তুষ্ট ক'র্‌তে হবে,
ক'র্‌তে হবে জীবন-পণ।

নিজের কষ্ট চেপে রেখে,
তাদের কষ্ট করিস্‌ দূর ;
তাদের গর্ব্ব মাথায় রেখে,
নিজের দর্প করিস্‌ চূর।

গুরু জনের সেবা ক'রো,
তাঁদের বাধ্য হ'য়ে থেকো ;
তাঁদের জন্য কষ্ট সইতে
সুখ আছে, মা, স'য়ে দেখো।

"সাবান ঘসা, এসেন্স্‌ মাখা,
কুন্তলীনে কেশটি ভরা ;
জ্যাকেট, সেমিজ, সেফ্‌টি পিনে,
দিবা রাত্রি বেশটি করা ;

'উল্‌' নিয়ে বউ ব'সে থাকে,
ঘুরে বেড়ায়, হাসে, খায় ;
সংসারের কাজ ভেসে গেলে,
তার কি তাতে আসে যায় ?"

ঐ সব কথা কেউ না বলে,
নিজের মান্য রাখিস্‌ নিজে ;

সবকে রাখিস্ মাথায় ক'রে,
সরম নিয়ে থাকিস্ নীচে।

আমরা, মা, তোর জন্যে কাঁদি,
তুই হেসে যা তাদের ঘরে ;
মনের দুঃখ রেখে যা, মা,
সুখ নিয়ে যা তাদের তরে।

মিথ্যা গৌরব ভুলে গিয়ে,
ধর্ম্মের তরে হ'স্ তৃষিতা ;
সতী লক্ষ্মী হ'স্ মা, সবে
কয় যেন 'সাবিত্রী-সীতা'।

৭

মা !
স্নিগ্ধ আলোকে ভরিয়া হৃদয়
এসেছিলি নব উষার মত ;
স্নেহ জাগরণে জেগেছিল প্রাণ !
ফুটেছিল প্রীতি কুসুম কত !

আজ তুই যাবি কোন্ পরদেশে,
আমাদের দিয়ে আঁধার রাতি ;
তাদের গগনে হইবে প্রভাত,
মোদের গগনে নিভিবে ভাতি।"

আহা, তাই হোক ; তোমার জ্যোতিতে
ছেয়ে দাও, মাগো, তাদের দেশ ;
ল'য়ে নবরবি—সিন্দুরের ফোঁটা,
রেখোনা তাদের আঁধার লেশ।

লক্ষ্মী মা আমার, তাহাদের ঘরে
হইও অচলা লক্ষ্মীর মত ;
এদেশের নারী সাবিত্রী ও সীতা,
স্বামী সেবা চিরজীবন ব্রত !

সে গৃহে সম্পদ উঠুক উছলি'—
আনন্দ উৎসব থাকুক জাগি' ;
সবে যেন বলে "এ সুখ শান্তি
মঙ্গলময়ী বধূর লাগি।"

পতিব্রতা হও, শ্বশ্রূ-আদরিণী,
সুগৃহিণী হও, সবার প্রিয় ;
চির মঙ্গল দিও তাহাদের,
স্মৃতিটুকু সুধু মোদের দিও।

মঙ্গল আশীষ শিরে ধর মাগো,
আর কিবা দিবে "গরীব কাকা"
চির স্থির হোক্ সীঁথির সিঁদুর,
অক্ষয় হোক হাতের শাঁখা।

৮

বৎসে !

কোমল শিরীষ কুসুমের মত
ফুটেছিলি গৃহকুঞ্জে ;
ভবনের শোভা হয়েছিল কত,
সরস-সুষমা-পুঞ্জে।
পিতার আদর-উষারবি-করে
ছিলি অনুদিন দীপ্ত ;
মাতার সোহাগ-শিশির-শীকরে,
সুকুমার তনু লিপ্ত।

দেবতার শুভ আরতি হইবে,
ছিল মা তোমার পুণ্য ;
তাই আজ তোরে তুলিয়া লইবে,
বৃন্ত করিয়া শূন্য।
কুসুম-জনম হোক্ মা সফল,
হোক্ মা পূজায় সিদ্ধি ;
দেবাশীষ ধারা সম অবিরল,
ঝরুক সুখ সমৃদ্ধি।

আমাদের কাছে প'ড়ে থাক্, মা গো,
অশ্রু, বিষাদ, শ্রান্তি ;
তাদের ভবনে সাথে নিয়ে যা গো,
সম্পদ, সুখ, শান্তি।
মধুর চরিতে তোষ গুরুজনে,
হইয়া তাঁদের বাধ্য ;
অনুগত জনে মধুর বচনে,
তুষিবে মা যথাসাধ্য।

ধ্রুবা হও পতি-কুলে ;—অবিরল
যশঃ হোক্ অকলঙ্ক ;
সিন্দুর হোক্ চির-উজ্জ্বল,
অক্ষয় হোক্ শঙ্খ ।

৯

যে মহাশক্তির বলে
এ নিখিল বিশ্বের সৃজন,
এ পৃথিবী কেন্দ্র পানে
প্রতি অণু করে আকর্ষণ ;

যে মহাশক্তির বলে
জ্যোতির্ম্ময়—রবি, শশী, তারা,
সাধিছে আপন কাজ
নাহি হয় নিজ লক্ষ্যহারা ;

যে মহাশক্তির বলে
চুম্বক লোহেরে সদা টানে,
পর্ব্বত শিখর হ'তে
স্রোতস্বিনী ধায় সিন্ধুপানে ;

সেই মহা আকর্ষণে
বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধানে,
অজানিত দুটি প্রাণ
ছুটিছে একটি অন্য পানে ।

যাঁর প্রেমে চলিতেছে
সুশৃঙ্খলে এ বিশ্বের কাজ,
যাঁর প্রেমে ছয় ঋতু
ঘুরে ঘুরে পরে নব সাজ ;

যাঁর প্রেম-বিন্দু পেয়ে
ধেনু সদা বৎস পানে ধায়,
জাহ্নবী জগত তরে
শতধারে ধীরে বহি যায় ;

যাঁহার প্রেমের বিন্দু
কণামাত্র জননী লভিয়া,
পীযূষ ভাণ্ডার বহে
সযতনে বক্ষেতে পুরিয়া,

যাঁর প্রেম স্পর্শ মাত্র
সতী ধায় পতির চরণে,
সে প্রেমের ছায়াস্পর্শে
এক প্রাণ ছুটে অন্য পানে।

বৎস !
নূতন রাজ্যের প্রথম দুয়ারে
আঘাত করিছ আজি,
নব নব ভাব অন্তরে পুষিয়ে
নূতন ভূষণে সাজি।

যাঁহার প্রসাদে চলিছ আনন্দে
বন্ধুর সাধনা-পথে,
করমক্ষেত্রে সিদ্ধিদাতার
পদধূলি লও মাথে।

অমলা অনিন্দ্য সরলা বালিকা
সর্ব্বস্ব বিকায় পদে,
ভীষণ পরীক্ষা সমুখে যাইতে
সুখেতে জীবন নদে।

মোমের পুতলি বালিকা-রতন ;—
সুকৌশলে গড় তা'তে,
আদর্শ একটি বঙ্গীয়া রমণী—
সুগৃহিণী হয় যাতে।

সম্পদে, বিপদে, সুখে, দুখে হেন
ত্রুটি না পাইবে আর,
ইহ পরকালে জীবনে মরণে
তুমি মাত্র লক্ষ্য যার।

অগ্নি, গুরু, পিতা, দেবতা, ব্রাহ্মণ
সাক্ষী করি পেলে যারে—
স্নেহ, দয়া, প্রীতি, ধরম, সুনীতি
শিখাও যতনে তারে।

চেয়ে দেখ মা গো সমুখে তোমার
জীবন-প্রভাত রবি,

জীবনে জীবনে মরণে মরণে
তব প্রেম চারু ছবি।

এত কাল যেথা যে ভাবেতে ছিলে
মুছে ফেল আঁখি জলে,
নারীর ধরম করিতে সাধন
ধীর মনে এস চ'লে।

নারীর ধরম নহে ত কেবল
আপনা লইয়ে থাকা,
বিলাসের ডালি মাথায় লইয়ে
মলিনতা পাঁকে ঢাকা।

নারীর ধরম আপনা বিকায়ে—
স্বার্থে দিবে বলিদান,
নারীর জীবন—সংসারে দুর্লভ—
বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান।

১০

যাহার কটাক্ষে এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি,
যাহার ইঙ্গিত-মাত্র নিমেষে সংহার ;
যে না হ'লে, এক পল চলেনা সংসার, সখা,
তারে বাদ দিয়ে মোরা করি এ সংসার ;
যে দিল সকল সুখ, সকল সম্পদ, শান্তি,
পিপাসার দিল জল, নিশ্বাসের বায়ু ;
মনে দিল প্রেম, ভক্তি, সদ্বিবেক, স্নেহ, দয়া,
দেহে দিল অস্থি, চর্ম্ম, মাংস, মজ্জা, স্নায়ু ;

শারীর-মানস-শক্তি, সকলের মূলে সেই,
সর্ব্ব-শক্তিমান্ এক পরম পুরুষ ;
সেই মূলাধারে ত্যজি', খেলি ধূলো মাটি নিয়ে,
তণ্ডুল ত্যজিয়া মোরা ঘরে লই তুষ।
মুখে বলি "আছে সেই", মনে মনে সে কথাটি
বিশ্বাস প্রকৃত পক্ষে করিয়া নিশ্চয়,
প্রকৃত বিশ্বাসী হ'লে, তাহার জীবন, সখা,
হ'তে পারে কি গো এত দুঃখতাপময় ?

সে দেয় দুইটি প্রাণ পবিত্র বন্ধনে বাঁধি,
শক্তি-যোগে হবে ব'লে জগতের কাজ ;
সে মিলিতশক্তি ল'য়ে, আমরা বিলাসে মজি,
সে শক্তির অপব্যয়ে নাহি বাসি লাজ।
ধর্ম্ম-সাধনের পথে সহায় ও শিশু-শক্তি,
বিলাস-পুতলী নহে, নহে ক্রীড়নক ;
কখনো তাদের বক্ষে স্নিগ্ধ-মাতৃস্নেহ-ধারা
সম্ভ্রমে আঘাত দিলে, জ্বলন্ত পাবক !

বিশাল-প্রতাপ-শালী, মৃত্যু-ভয়-বিরহিত,
প্রকাণ্ড জাতিরে ওরা নিজহাতে গড়ে ;
দৃষ্টান্ত স্পার্টান মাতা, রাজপুতসীমন্তিনী,
অঙ্গুলি ইঙ্গিতে যারা প্রাণ দিত জড়ে।
প্রবল বিশ্বাস ল'য়ে, মাথায় করিয়া ব'বে
ঈশ্বর-প্রেরিত যত শোক-দুঃখ-তাপ ;
দাঁড়াবে হিমাদ্রিতা, তেজোগর্ব্ব-বিমণ্ডিতা,
পদাঘাতে চূর্ণ করি দ্বেষ, হিংসা, পাপ।

সেই শিক্ষা দিও, সখা ; ভারতের এ দুর্দ্দিনে,
ঘরে ঘরে দেখি যেন জনা, সরোজিনা ;
জ্যাকেট, সেমিজ, মোজা পরিয়া পুতুল সেজে,
না দাঁড়ায়, স্বাস্থ্যহীনা, ক্ষীণা, বিলাসিনী।
দোঁহার জীবনে, সখা, ফলে যেন পূর্ণরূপে,
এ আনন্দ-মিলনের সুমঙ্গল ফল,
"আদর্শ দম্পতি" ব'লে, রটে যেন ভূমণ্ডলে,
দোঁহার সুযশোগীতিধারা, অবিরল !

আনন্দ উচ্ছ্বাসহীন, এ অভিনন্দন, সখা,
উৎসবের দিনে শুষ্ক চাণক্যের নীতি,
নাহি নৃত্য, নাহি গান, দাম্পত্য প্রেমের তান,
গম্ভীর এ উপদেশ,—কেমন কুরীতি ?
হে পবিত্র-তীর্থ-যাত্রি ! সন্তোষে বা অসন্তোষে,
লহ তুলি' এ নীরস শুষ্ক উপহার ;
পথে যবে শ্রান্তপদে, ক্লান্ত দেহে, বসে র'বে ;
তখন পড়িয়া দেখো, পাবে উপকার।

১১

সখা !
আনন্দের দিনে আজ, নীতিকথা ভাল নাহি লাগে,
উদ্দাম উল্লাসে মুগ্ধ প্রাণ,
সঙ্গীতে বিভোর যেই, সে কি কভু তর্ক যুক্তি মাগে
সে কি বুঝে বাদার্থ-বিধান ?
সুমধুর কাব্যামোদী, গণিত, বিজ্ঞান, নাহি চায়,
ঘৃণা করে শুষ্ক উপদেশ ;
চাণক্যের নীতি শ্লোক, শ্রবণে কঠোর শোনা যায়,
আজি তাহে নাহি রসলেশ।

তথাপি, কুশলপ্রার্থী, হিত কথা কহিবে যাচিয়া,
না দেখিবে তব প্রীতি, রোষ,
এ অভিনন্দন-মালা গাঁথিয়াছি—শুষ্ক ফুল দিয়া,
গুণগ্রাহি ! না দেখিও দোষ,
আশু-ক্লেশকর বাক্য, তিক্ত-স্বাদ ভেষজের মত,
হিত সাধে আপনার গুণে,
রোগীর বিরাগ দেখি, বৈদ্য কভু না হয় বিরত,
রুগ্নের আপত্তি নাহি শুনে।

ত্রিকালজ্ঞ-জিতেন্দ্রিয়-ঋষি-প্রবর্ত্তিত পারণয়,
সে যে, সখা, আদর্শ মিলন ;
নাহি তাহে কাম গন্ধ, বিলাসের সোপান সে নয়,
তার মূলে ধর্ম্মের সাধন।
সারল্য-শিশির-স্নিগ্ধ সুপবিত্র কুসুমের মত,
করিতেছে সুরভি বিস্তার ;
এ কুসুমে দেবপূজা সর্ব্বশাস্ত্র-বিধান সম্মত,
রচিওনা বিলাসের-হার।

পরিণয় 'যোগ' মাত্র, মানবের মুক্তির সাধক,
মুক্তি, মহামিলনের নাম,
সাধন-সহায় ঐ শিশু-হিয়া, নহে ক্রীড়নক,
ভুলে যাও দৈহিকতা, কাম।
এ শুভ উৎসব অন্তে, শিক্ষাভার লহ করে তুলি,
শক্তিরূপিণীরে শক্তি দাও ;
জ্যাকেট, সেমিজ দিয়া গড়িওনা বিলাস পুতলা,
অলঙ্কার-প্রিয়তা ভুলাও।

পাতিব্রত্য-পরসেবা-স্নেহ-দয়া-প্রীতি-উপাদানে,
করে তোল হৃদয় সুন্দর ;
শিখাও সম্ভ্রম রক্ষা, তেজঃপুঞ্জ হোক অসম্মানে,
স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ হউক প্রখর।
উজ্জ্বল মহিমান্বিতা, দাঁড়াইবে জগতের মাঝে,
বিমিশ্রিত-করুণা-প্রতাপ ;
ধর্ম্মের গৌরব ছটা হেরি', তূর্ণ পালাইবে লাজে,
অবিচার, বঞ্চনা, সন্তাপ।

সৌরভ বিহীন, শুষ্ক নীরস, এ প্রীতি উপহার,
নাহি এতে আনন্দ-উচ্ছ্বাস ;
তথাপি বন্ধুর দান,—হ'তে পারে পথে উপকার,
তীর্থযাত্রী ! রাখিও বিশ্বাস।

৩২

আয় মা, ঘরের লক্ষ্মি ! আপনার ঘরে,—
শোভা সুষমায় ভরি',
ভবন উজ্জ্বল করি',—
নয়নে আন্ মা শান্তি, বরাভয় করে।
দুখদৈন্য করি দূর,
ধনধান্যে ভরপুর,
কর্ মা, নূতন মঞ্চ, এ শুভবাসরে ;
মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা,
সতী, লক্ষ্মী, পতিব্রতা,
আনন্দের হাসি যেন মঙ্গল ভিতরে,
আয় মা, ঘরের লক্ষ্মি ! আপনার ঘরে।

মা ছেড়ে এসেছ ব'লে, মা তুমি কেঁদনা,
সোহাগ-যতন দিয়া,
পূরে দিব শিশুহিয়া,
মুছাব, মা, তোর অশ্রু, ঘুচাব বেদনা ;
তোর বাড়ী তোর ঘর,
কেহ না রহিবে পর,
মায়ের অভাব কিছু বুঝিতে দেব না।
আশীর্ব্বাদ ধর শুভা,
পতিকুলে হও ধ্রুবা,
ধর্ম্মশীলা হ'য়ে প্রাণে জাগাও চেতনা,—
মা ছেড়ে এসেছ ব'লে, মা তুমি কেঁদনা।

জননীর আশীর্ব্বাদ লহ পাতি শির,
শঙ্খ সিন্দুর মাগো হোক্ চিরস্থির।

৯৩

বৌদিদি,
বিয়ে ক'রে দাদা আনিবে তোমারে,
মোরা আছি পথ চেয়ে ;
কত ভাবিতেছি, কেমন বা হয়,
আর এক বাড়ীর মেয়ে ;

মুখ বা কেমন, রং কি রকম,
চাহনি কেমন তার,
কান কত বড়, ঠোঁট লাল কি না,
দীর্ঘ কি না কেশ-ভার

হাসি-খুসী, কিবা গম্ভীর প্রকৃতি,
বচনে বিষ কি মধু ;
দাদার মনের মত হয় কি না
আগন্তুক নববধূ ;

তোরে দেখে, বউ, ঘুচেছে সন্দ,
আলো করেছিস্ গেহ,
স্বভাব, শরীর, সকলি সুন্দর,
সুলক্ষণ-ভরা দেহ ;—

তোরে পেয়ে আজ আনন্দ ধরে না।
দুখ তাপ কিছু নাইরে,
শুভদিনে লহ প্রীতি উপহার—
কি আছে, কি দিব ভাইরে !

১৪

আয় গো লক্ষ্মী আনন্দরূপিণি !
অচলা হইয়া থাক্, মা,
এ গৃহের যত দুঃখ দৈন্য
সব দূর হ'য়ে যাক্, মা,
আয় ঘরে আয় নয়ন পুতলি,
এ গেহে সম্পদ উঠুক উছলি,
শিশু হৃদয়ের সরল হরষে
দুঃখ বিষাদ ঢাক্, মা ;

সীঁথির সিন্দূর হাতের শঙ্খ,
চির অলঙ্কৃত করুক অঙ্গ,
ঐ প্রীতি-অরুণ উদয়ে
দুঃখ-তিমির-রাতি পোহাক্, মা।

১৫

সখা!
তোমার বিয়ে, সবাই বলে শুনি,
ভেবে দেখ্‌লে সোজা ব্যাপার সে কি?
তুমি ভাবৃছ ভারি মজা? কিন্তু,
সুখী হয় না স্বর্গে গেলেও ঢেঁকি।
মনে হচ্ছে, এ এক নূতন জীবন,
এর আস্বাদন ক'রে দেখা যাক্‌ত';
হয় তো তুমি পরম বৈষ্ণব নিজে,
উনি হচ্ছেন প্রথম থেকেই শাক্ত।

প্রথম প্রথম যখন ওঁরা আসেন,
কচি খুকী, বোঝেন না ত কিছুই;
কেবল ব'সে গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদেন,
ঘোমটা-ঢাকা মাথা ক'রে নীচুই।
বুদ্ধি হ'লে এম্‌নি দে'বে বসেন,
এম্‌নি নিজের সংসার ব'লে টান্‌টি,
রবাহূত কোনও বন্ধু এলে,
চারটি খিলি করেন, চিরে পান্‌টি।

নিজের জিনিষ বাক্‌সে তোলেন বেঁধে,
এম্‌নি ক'রে বজ্র-আঁটুনিতে,
দেহক্ষয়ে সঙ্গে নেবেন সে সব—
এম্‌নি গল্প কয়েন, পাই শুনিতে।
সোণাদানা, সাড়ী, জ্যাকেট, সেমিজ,
প্রয়োজনের অতিরিক্ত দু'খান,
বিপদ্‌ প'ড়লে পাছে চেয়ে বসি,
সেই ভয়ে, সব মোদের কাছে লুকান।

তার পর যখন সন্তান-আদির হল্লায়,
সংসারটি বেশ জ'াকিয়ে ওঠে ভাইরে,
শুণ আন্‌তে চুণের পয়সা হয় না,
(তবু) খোকার মোজা, খুকীর গাউন চাইরে !
যদি ব'ল্লে, "চুরী ক'র্‌ব নাকি ?
না দেখালেই নয় কি মিথ্যে জ'াকটি ?"
অম্‌নি চক্ষে মন্দাকিনী ঝর্‌বে,
সিকের উপর উঠ্‌বে সরল নাকটি !

দুনিয়াতে—কোথায় যে কি হ'চ্ছে,
তোমার, কি ওঁর জান্‌বার হবেনা সময়,
তোমার অভাব, তুমি খাচ্ছ খাবি ;
ওঁর সুচিবাই, উনি খাচ্ছেন গোময় !
অতঃপরে মেয়ের বিয়ের না'গাড়,
মিটবে না ভাই, ব'লে রাখ্‌ছি আগেই ;
'বিয়ে' শুনে ভারি খুসী হচ্ছ,
(কিন্তু) কাঙ্গাল-বাক্য বাসি হলে লাগেই।

(আবার) ঠেক্‌তে ঠেক্‌তে দেহতরী যদি
পৌঁছায় এসে বার্দ্ধক্যের বন্দরে,
মধুর বাণী কতই শুন্‌তে পাবে,
মনে প'ড়্‌বে বিয়ের আনন্দ রে !
কত রকম ব্যাপার যে আর আছে,
দেই যদি তার পুরো একটা লিষ্টি,
হয় তো তুমি যষ্টি নিয়ে তাড়্‌বে,
উনি তুল্‌বেন সংমার্জ্জনী মিষ্টি।

কিন্তু একটা কথা যদি না কই,
অসম্পূর্ণ হয় যে প্রবন্ধটা ;
আমিও নই চিরকুমার, তাইতে
বেশ বুঝেছি বিবাহের মন্দটা।
প্রশ্ন হ'চ্ছে, 'এমন কেন হল ?'
আমি বলি, মূলে শিক্ষার অভাব ;
বিয়ের আগে কি শেখে ঐ শিশু ?
বিয়ের পরেও বাণীর চাকরী জবাব।

ওঁদের একটু বয়স হ'তে থাক্‌লে,
আমরা সুরু করি সোহাগ, যত্ন ;
জ্ঞানের চর্চ্চা চুলোয় গিয়ে, শেষে,
কোলে করেন পুত্রকন্যারত্ন।
দু'একখানা প্রেমের পত্র লেখেন,
'কি' লিখ্‌তে, দেন 'ক'য়ে দীর্ঘ 'ঈ'কার ;
হিসেব লেখেন,—ঠিক নামাবার বেলা—
মিশ্র যোগটা জানি,—করেন স্বীকার।

ভাল ভাল বই যদি ভাই, পড়াই,
উপদেশ দি', ভাল ভাবে চ'ল্‌তে,
ওদের মন যে থাকেনা সংকীর্ণ,
প্রশস্ত হয়,—সে কথা কি ব'ল্‌তে ?
তাইতে ব'ল্‌ছি বিয়ে ক'চ্ছ, কর,
কিন্তু ভাইরে, শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ো ;
ওদের মধ্যেও ভাল মাথা আছে,
জ্ঞানের চর্চ্চার সুখটি ওদের দিয়ো।

তোম্‌রা ভাবৃছ, বিয়ের দিনে দিচ্ছি,
কেমন ধারা বিয়ের উপহার !
আমি ভাব্‌ছি, এ এক রকম হ'ল,
তেতো হলেও, হবে উপকার।
বৌদিদি এই উপহারটি প'ড়ে,
খাওয়াবেন যে রেঁধে কস্মিন্‌কালে,
তোমার বাড়ী পাত্‌ব কভু পাতা,
সে সুদিন আর হবেনা কপালে।

সকল রসের অধিকারী হ'য়ো,
মধুর আদি, শান্ত, সখ্য, দাস্য ;
নি'রস গদ্য গুটিয়ে নিয়ে চল্লাম,
মনের সুখে তোমরা কর হাস্য !

অভয়া

তত্ত্ব সঙ্গীত

প্রার্থনা

বেহাগ—তেওরা

"দাঁড়াও আমার আঁখির আগে"—স্থর

শুনাও তোমার অমৃতবাণী,
অধমে ডাকি' চরমে আনি'।
সতত নিষ্ফল শত কোলাহলে,
ক্লিষ্ট শ্রুতিযুগ কত হলাহলে,
শুনাও হে ;—
শুনাও, শীতল মনো-রসায়ন,
প্রেম-সুমধুর যন্ত্র-খানি।
হউক সে ধ্বনি দিক্-প্রসারিত,
মিশ্র কলরব ছাপিয়া ;
উঠুক ধরণী শিহরি' পুলকে
কাঁপিয়া সুখে কাঁপিয়া ;
বিতরি' এ ভবে শুভ বরাভয়,
রুগ্নে করি', হরি, চির-নিরাময়,
শুনাও হে ;—
শুনাও, দুর্ব্বল চিত্ত, হে হরি,
তোমারি শ্রীপদ-নিকটে টানি'।

সৃষ্টির বিশালতা

ভজন—হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ ভেদে গেয়

লক্ষ লক্ষ সৌর জগত
            নীল-গগন-গর্ভে ;
তীব্র বেগ, ভীম মূর্ত্তি,
            ভ্রমিছে মত্ত গর্ব্বে।
কোটি-কোটি-তীক্ষ্ণ-উগ্র-
            অনল-পিণ্ড-তারা ;
দৃপ্তনাদে, ঝলকে ঝলকে,
            উগরে অনল-ধারা।
এ বিশাল দৃশ্য, যাঁর
            প্রকটে শক্তি-বিন্দু ;
নমি সে সর্ব্বশক্তিমান্
            চির-কারণ-সিন্ধু !

সৃষ্টির সূক্ষ্মতা

ভজন—হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণভেদে গেয়

স্তূপীকৃত, গণন-রহিত
            ধূলি, সিন্ধু-কূলে ;
কোটি কীট করিছে বাস,
            এক সূক্ষ্ম ধূলে।
কীট-দেহ-জনম-মৃত্যু,
            নিমিষে কোটি, লক্ষ ;
ভুঞ্জে দুঃখ, হরষ, রোষ,
            প্রীতি, ভীতি, সখ্য।

এই সূক্ষ্ম-কৌশল, রটে
যাঁর জ্ঞান-বিন্দু ;
নমি সে চির-প্রমাদ-শূন্য
চিৎ-স্বরূপ-সিন্ধু !

পাপ-রাত্রি

(রূপক)

টোড়ি ভৈরবী—কাওয়ালী

বুঝি পোহাল না পাতক রজনী ;
এই ভাবনা, বুঝি পাব না,
সেই মোহ তিমির-হর, জ্ঞান-দিনমণি।
আর, মায়া-নিদ্রাহরা হেরিব না সিদ্ধি-ঊষা,
বৈরাগ্য-শিশির-ভরা, আনন্দ-কুসুম-ভূষা,—
নিরমল-ওঙ্কার-বরণী।

আমার, চলচিত্ত-চক্রবাক, আর ভক্তি-চক্রবাকী,
কর্ম্মনদীর দুই পারে, করিতেছে ডাকাডাকি ;
চির-তিমির-মজ্জিত, সহিছে চির-বিরহ,
করুণ-বিলাপ মাত্র বহিতেছে শব্দবহ,
পরদুখে বধিরা ধরণী।

আমার, সাধন-বিহঙ্গ, শুয়ে বিলাস-আলস্য-নীড়ে,
সন্দেহ-পেচক সুধু, অন্ধকারে ঘুরে ফিরে ;
প্রবেশি' তস্কর-রিপু শান্তিময়-মর্ম্ম-গেহে,
লুঠে মরকত-প্রেম, অমূল্য হীরক-স্নেহে,
(লুঠে) দয়া-মুক্তা, সদ্বিবেক-মণি।

আমার নিষ্প্রভবিশ্বাস, যেন মাখিয়া কলঙ্কমসী,
শুক্লপক্ষ দ্বিতীয়ার ক্ষীণ-রেখ, ম্লানশশী ;
সেও অস্ত গেছে হরি ; কোটি সাধু-ইচ্ছা-তারা,
মোহ-মেঘ অন্তরালে হয়েছে বিলুপ্ত, হারা,
(সুধু) খেলিতেছে আতঙ্ক-অশনি ।

(এই) বিভীষিকাময়ী নিশা, আমি নিরাশ্রয়, একা,
কোথা হে বিপন্নবন্ধু ! দয়াময় ! দাও দেখা ;
ওই ভীম-বৈতরণী-উত্তপ্ত-তরঙ্গ-বারি !'
সন্ত্রস্ত তিতীর্ষু ডাকে, কোথা পারের কাণ্ডারী ;
কই নাথ, শ্রীপদতরণী ?

অনন্ত মূর্ত্তি

ললিত—বিভাষ—একতালা

আমি চাহি না ওরূপ, মৃত্তিকার স্তূপ,
আমার মায়ের কভু ও মুরতি নয় ;

কোন্ কুম্ভকারে গ'ড়ে দিবে তারে ?
ইঙ্গিত-মাত্র যার সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ।

কোটি কোটি নিষ্কলঙ্ক শরদিন্দু,
যার মুখের লাবণ্য পেয়েছে একবিন্দু,
নয়ন-কোণে যার কোটি সবিতার
পূর্ণ-আবির্ভাব নিরন্তর রয় ;

শ্রীপদনখরে,—এক আকাশের নয়,—
সহস্র গগনের নক্ষত্র-নিচয় ;
প্রতি রোম-কূপে, কোটি জগৎরূপে,
মায়ের অসীম সৃষ্টি প্রতিভাত হয় !

নিখিল জগতের সমগ্র-চপলা,
স্নিগ্ধ-সমুজ্জ্বল-প্রশান্ত-অচলা,
মোহধ্বান্ত-নাশী, মায়ের মধুর হাসি,
অসীম-স্নেহ-দয়া-ক্ষমামৃতময় ;

সংখ্যাতীত পদে ফেরেন দ্বার দ্বার,
সংখ্যাতীত করে বিতরেণ উদ্ধার,
জীবের দুঃখে কাঁদি', যত্নে দেন মা বাঁধি' ;
আশীর্ব্বাদের রক্ষা-কবচ, বরাভয় ।

মিলনানন্দ

ভৈরবী—কাওয়ালী

কেড়ে লহ নয়নের আলো, পাপ-নয়ন কর অন্ধ ;
চির-যবনিকা প'ড়ে যাক্ হে, নিভে যাক্ রবি, তারা, চন্দ্র ।
হ'রে লহ শ্রবণের শক্তি, থেমে যাক্ জলদের মন্দ্র ;
সৌরভ চাহি না, বিধাতা, রুদ্ধ কর হে নাসা-রন্ধ্র ।
স্বাদ হর হে, কৃপাসিন্ধু, চাহি না ধরার মকরন্দ ;
স্পর্শ কর, হে হরি, লুপ্ত, ক'রে দাও অসাড়, নিস্পন্দ ।
(তুমি) মূর্ত্তিমান্ হ'য়ে এস প্রাণে, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ ;
এনে দাও অভিনব চিত্ত, ভুঞ্জিতে সে মিলনানন্দ ।

মুক্তি-ভিক্ষা

'উঠগো ভারতলক্ষ্মী'—সুর

আকুল কাতর কণ্ঠে, প্রভু, বিশ্ব, চরণ অভিবন্দে ;
পাপ-তাপ সব নাশি, কর প্লাবিত চির-মকরন্দে ।
বাঞ্ছিত সাধন মুক্তি, দেহ ভক্তি, ওহে অচল শরণ, সুখ-সিন্ধু !
দেবতা গো, হের শুভ চক্ষে, শান্তি-নিবাস, লহ তুলি বক্ষে,
মাগিছে কোটি তপন-শশী, মজ্জন চির-সুখ-নীরে গো ।
"বন্ধন মোচন কর হে, প্রভু, বার এ চির পথ শ্রান্তি ;"
কাতরে কহে গ্রহতারা "প্রভু, দেহ চরণ তলে শান্তি ;"
শঙ্কিত শত চিত শূন্যে, হতপুণ্যে, প্রভু, দিবেনা কি যাচিত মোক্ষ ?
দেবতা গো......... ।
সম্বর দুঃসহ শকতি, প্রভু, রোধ এ ঘূর্ণিত চক্র ;
কর হে নির্দেশ-শূন্য যত, শঙ্কট পথ ঋজু বক্র ;
স্তম্ভিত কর হে মুহূর্তে, তলে, ঊর্দ্ধে,
(যত) অগণিত শশী, রবি, রুদ্রে ;
দেবতা গো......... ।

ব্যাকুলতা

বেহাগ—আড়া

নিশীথে গোবৎস যখন বাঁধা থাকে মায়ের কাছে,
কি পিপাসা জাগে বুকে, পলে পলে মুক্তি যাচে !
কিবা অবারিত টানে নদী ছোটে সিন্ধু পানে,
তারে নিবারিতে পারে কোথা হেন শক্তি আছে ?

প্রভাতে যখন পাখী, নীড়ে নিজ শিশু রাখি,
আহার সংগ্রহে ছোটে সুদূর নগর মাঝে,
দুর্ব্বল শাবক ভাবে, কতক্ষণে মাকে পাবে ;
কি তীব্র উৎকণ্ঠা ল'য়ে, আশার আশ্বাসে বাঁচে !
সেই ব্যাকুলতা কোথায় পাব, তেমনি ক'রে মাকে চাব,
সুখ দুঃখ ভু'লে যাব, হায়রে, সে দিন কোথা আছে !
হ'য়ে অন্ধ, হ'য়ে বধির, 'মা, মা' ব'লে হব অধীর,
দুনয়নে বইবে রে নীর, দীনহীন কাঙ্গালের সাজে ।

ললিত—কাওয়ালী

আমায় অভাবে রেখেছ সদা, হরি হে,
পাছে, অলস অবশ হ'য়ে যাই,
আমায়, দেওনি প্রচুর ধনরত্ন,
পাছে, পাপে ডুবিয়া ব'য়ে যাই ।
আমি, না বু'ঝে রোষ-ভরে, তোমারে,
হরি, কত কি মন্দ ক'য়ে যাই ;
আর, তোমার প্রেমের দান হারায়ে
ঘরে, ধরণীর ধূলো ল'য়ে যাই ।
প্রভু, তোমার প্রেরিত শোকদুঃখ,
আমি, নিরুপায় ব'লে স'য়ে যাই,
আমি, অবিরত দুনয়ন মুদিয়া,
(প্রভু), স্বেচ্ছায় আঁধারে র'য়ে যাই ।

মানস-দর্শন

মিশ্র ভৈরবী—কাওয়ালী

(কবে) চির-মধু-মাধুরী-মণ্ডিত-মুখ তব,
রাজিবে মলিন-মরম-তলে !
পাতকী, পুলকে শিহরি', হেরিবে,
মুগ্ধমানসে, নেত্রজলে ।
সঞ্চিত কত শত দুষ্কৃতি-বেদনা
সহিবে নীরবে তোমারি দান ;
সকল হরষ, আশা, সকল ভাবনা, ভাষা,
সফল হইবে, হরি, করুণা বলে !

পণ্ডিত

বসন্ত—ঝাঁপতাল

শমন-ভয়-হর, পরম-শরণ-ভবধব !
(তব) চরণ-তল-পরশ-ফল-অভয়-বর লব ।
সবল কর অবশ মন, হর সকল ধন জন,
অঘ-অনল-দহন-ভয়-হরণ-পদ তব ।
সকল-খল দলন কর ! অধম তব ভজন-পর,
জনক, তব তনয়-ভয়, মরণ-কলরব ।
ভকত যত সদন-গত, সরল মম গমন-পথ,
(মন) গহন-বন চরণ-রত, সদয়, কত সব ?
অনবরত নয়নজল, সকল মম করম ফল,
হত ধরম-চরম বল, সরম কত কব ?

কর্ম্মফল

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা

এত আলো বিশ্ব-মাঝে, মুক্ত করে দিলে ঢালি ;
তবে কোন্ অপরাধে, হরি, ঘোচেনা মনের কালী ?
হেথা, চির আনন্দ-জলধি, উথলিছে নিরবধি,
তবে, আমি কেন তীরে রহি', বহি নিরানন্দ ডালি ?
বিমল-বিবেক-ভরা, জ্ঞানময়ী তব ধরা ;
তবে, আমি কেন মোহগর্ত্তে নিপতিত চিরকালই ?
হেথা, প্রেম-পিপাসুর তরে, চির-প্রেম-উৎস ঝরে,
তবে, প্রেম চাহি পাই কেন, বিদ্রূপের করতালী ?
হেথা, করুণা-প্রবাহ ছুটে, সুখ আসে, দুখ টুটে ;
তবে, কেন পাই সুধু স্বার্থ, নির্ম্মম, নিঠুর গালি ?
কান্ত বলে, কর্ম্ম-ফলে, সুধা ডোবে হলাহলে ;
তাই, প্রমোদ উদ্যান, মন, সকণ্টক তপ্তবালি !

প্রেম-ভিক্ষা

কীর্ত্তনের সুর—জলদ একতালা

ব'য়ে যাক্ হরি, প্রেমেরি বন্যা, (এই) শুষ্ক-হৃদয়-মাঝে ;
ডুবাও রমণী, পুত্র, কন্যা, অভিমান, ধন, লাজে।
(ওরা ডুবে যাক্)
(তোমার প্রেমের প্রবল বন্যায়, ওরা ডুবে যাক)
(ওরা স'রে যাক্ হে)
(আমার পথ হ'তে ওরা স'রে যাক্ হে)
(আমার প্রেম-সাধনার পথ হ'তে ওরা স'রে যাক্ হে)
(আমার ভজন-বৈরী, সাধন-বাধা স'রে যাক্ হে)

(আমি ভেসে যাব নাথ)
(তোমার প্রেমের একটানা স্রোতে, ভেসে যাব নাথ)
(আমি সফল হব)
(তোমার পায়ে আপনা হারায়ে সফল হব)
(ওহে প্রেমসিন্ধু, আপনা হারায়ে সফল হব।)

যে প্রেমের স্রোতে আপনা হারায়ে, গোরা বলে হরি বোল হে,
সংসার তেয়াগি, দুহাত বাড়ায়ে, পাতকীরে দিল কোল হে।
(বলে, হরি বল ভাই)
(গোরা বলে, হরি বল ভাই)
(ধন জন মান কিছু নয়, সুধু হরি বল ভাই)
(কে টেনেছিল ?) (তারে কে টেনে ছিল ?)
(ঘরে যুবতীর প্রেম ভুলায়ে দিয়ে, কে টেনে ছিল ?)
(ঘরে স্নেহ-পাগলিনী মা ভুলায়ে, কেবা টেনে ছিল ?)
(আর রইল না হে) (আর ঘরে রইল না হে)
(গোরা আর ঘরে রইল না হে)
(কি মধু পেয়ে সে পাগল হ'ল, ঘরে রইল না হে)
(আর থাক্‌বে কেন ?)
(আর ঘরে থাক্‌বে কেন ?)
(সকল মধুর সার মধু পেলে থাক্‌বে কেন ?)

যে প্রেমে প্রহ্লাদ বাঁচে বিষ পানে, শিলাসহ ভাসে জলে হে,
পোড়ে না অনলে, মরে না পাষাণে, বাঁচে করি-পদতলে হে।
(সে কেবল তোমায় ডাকে)
(অবোধ শিশু তোমায় ডাকে)
('কোথা বিপদ-ভঞ্জন মধুসূদন' ব'লে, তোমায় ডাকে)
(তারে কে মার্‌তে পারে ?)
(তুমি কোলে ক'রে তারে ব'সে ছিলে, কেবা মার্‌তে পারে ?)
(তুমি প্রেমসুধা দিয়ে অমর কল্লে, কে মার্‌তে পারে ?)

হে নাথ! মামুদ্ধর

ওহে, কলুষ-হরণ, নিখিল-শরণ,
দীন-দয়াল, হরিহে!
কাতর চিত, দুর্ব্বল, ভীত,
চাহ করুণা করিহে।
(আর দুখ দিওনা)
(হরি হে, পাপীরে ক্ষমা কর, আর দুখ দিওনা)
(আমি অনুতাপ বিষে জর জর, আর দুখ দিওনা)
(নইলে, কালী যে হবে)
(অনুতাপী পাপী দুখ পেলে নামে কালী যে হবে)
(নিষ্কলঙ্ক হরি নামে, হরি, কালী যে হবে)
(এই পতিত অধমে না তারিলে, নাম ডুবে যে যাবে।)

ওহে, প্রেমসিন্ধু, জগদ্বন্ধু,
আমি কি জগৎ ছাড়া হে?
এই গভীর আঁধারে, অকূল পাথারে
একবার দেহ সাড়া হে।
(সাড়া কেন দেবেনা?)
(কাতরে পাপী ডাকে যদি, সাড়া কেন দেবেনা?)
(কেন তুলে নেবেনা?)
(সরল প্রাণের ডাক শুনে, কেন তুলে নেবেনা?)
(এর মাঝে তো আছি)
(এই জগতের মাঝে তো আছি)
(ওহে জগত্রাতা, এই জগতের মাঝে তো আছি)
(তবে ফেল্‌বে কিসে?)
(এই জগতের বাপ মা হ'য়ে ফেল্‌বো কিসে?)

(নিন্দে হবে) (নামের নিন্দে হবে)
(জগৎ থেকে ফেলে দাও, নইলে নিন্দে হবে)
(নিষ্কলঙ্ক দয়াল নামে, নিন্দে হবে ।)

ওহে, দীন-দয়াময়, কি হেতু নিদয়,
দুখসিন্ধুতীরে ফেলি' হে ;
ওহে, ভব-কর্ণধার, দেখ একবার,
করুণা নয়ন মেলি' হে ।
(বড় নাম শুনেছি)
(ঘাটে এসে, দয়াল, দাঁড়িয়ে আছি, নাম শুনেছি)
(পারের কড়ি লাগেনা)
(তোমার ঘাটে পার হ'তে নাকি কড়ি লাগেনা)
('দয়াল' ব'লে তিন ডাক দিলে কড়ি লাগেনা)
('দীনে পার কর' ব'লে ডাক দিলে আর কড়ি লাগেনা)
(কাতর হ'য়ে ডাক দিলে আর কড়ি লাগেনা)
(চ'খের জলে ডাক্‌লে নাকি কড়ি লাগেনা)
(ব্যাকুল হ'য়ে ডাক্‌লে নাকি কড়ি লাগেনা)
(সব কি মিথ্যে কথা ?)
(তরী আছে ঘাটে পাট্‌নী নাই, কি মিথ্যে কথা ?)
(তবে পার করে কে ?)
(আঁধারে পাথারে শ্রান্ত পথিকে পার করে কে ?)
(তা'তো হ'তে পারেনা)
(তরী আছে, আর মাঝি নাই, তা'তো হ'তে পারেনা)

সিন্ধু খাম্বাজ—কাওয়ালী

ধীরে ধীরে মোরে, টেনে লহ তোমা পানে ;
(আমি) আপনা হারায়ে আছি, মোহ-মদিরা পানে।

প্রতি মায়া-পরমাণু, আমারে ক'রেছে স্থাণু,
টানিয়া ধ'রেছে মোরে, নিঠুর কঠিন টানে।

ওহে মায়া-মোহহারি ! নিগড় ভাঙ্গিতে নারি,
নিরুপায় বন্দী ডাকে, অধীর, আকুল প্রাণে।

মনের কথা

মিশ্র পূরবী—একতালা

তোমারি ভবনে আমারি বাস,
তোমারি পবনে আমারি শ্বাস,
তোমারি চরণে আমারি নাশ,
জীবনে মরণে করিও দাস।
পাপ-ব্যাধিতে করিছে গ্রাস,
ফুরাইছে দিন লাগিছে ত্রাস,
তোমারি করুণা-অমৃত-প্রাশ,
দিও অন্তিমে এ অভিলাষ।
চরণে জড়িত কঠিন পাশ,
বাঁধিয়া রাখিছে বারটি মাস,
ভুলাইল মোহ, ভোগ-বিলাস,
তোমারি চরণ দীনের আশ।

হরি স্মরণ

রাগিণী কাফি সিন্ধু—কাওয়ালী।

পাপ রসনারে, হরি বল ;
ওরে, বিপদভঞ্জন হরি, ভকত-বৎসল ;
নাম, কররে সম্বল,
সার, কর পদতল।
হরিপদ-ছায়া-তলে যেজন শরণ লয়,
তার কি বিপদভীতি রাখে দয়াময় ?
তারে, বিতরি অভয়,
দেয়, শরণ অচল।
চেতনা দিয়াছে যেই, চেতনা থাকিতে তোর,
ডাক্ সে চেতনাধারে ত্যজি' ঘুমঘোর,
যেন, দুনয়নে লোর,
নামে, বহে অবিরল।

স্নেহ

'পাখী ঐ যে গাহিলি গাছে'—সুর

(ওমা) এই যে নিয়েছ কোলে ;
আগে, খুব্ ক'রে মোরে মেরে ধ'রে
শেষে, 'আয় যাদু বাছা' ব'লে।
তুমি, তোমারি ধরারি মাঝে,
মোরে, পাঠালে আপন কাজে ;—
আমি, খেলা করি পথে, ফিরি পথ হ'তে,
আঁধার জীবন-সাঁজে ;

আমি দাঁড়ায়ে ছিলাম তাই ;
ভীত, নীরব, অপরাধি-সম,
সুধা'লে জবাব নাই ;
মা, তোর স্নেহের শাসনে, ক্ষমার আদরে,
হৃদয় গিয়েছে গ'লে ।

জাগাও

কেদারা—মধ্যমান

জাগাও পথিকে, ও সে ঘুমে অচেতন ।
বেলা যায়, বহু দূরে পান্থ-নিকেতন ।
থাকিতে দিনের আলো,
মিলে সে বসতি, ভাল,
নতুবা করিবে কোথা যামিনী যাপন ?
কঠিন বন্ধুর পথ,
বিভীষিকা শত শত ;
(তবু) দিবাভাগে নিদ্রাগত, একি আচরণ ?

ব্যর্থ ব্যবসায়

ঝিঁঝিট—একতালা

তব মূলধনে করি ব্যবসায়, তোমারে দেইনা লাভের ভাগ ।
হিসেব করিয়ে সিন্দুকে তুলি, সাবধানে প্রতি ক্রান্তি, কাগ ।
তোমারি ধান্য করিয়া দাদন,
দেড়া দুনো করি লভ্য-সাধন,
তোমা দিয়ে ফাঁকি, গোলা ভ'রে রাখি,
চ'লে যায় বছরের খোরাক্ ।

তোমারি গাছের ফল বেচে খাই,
বাক্সে তুলি, সে তোমারি টাকাই,
তুমিই শিখালে যত ব্যবসায়,
কড়া, গণ্ডা, পাই, যতেক আঁক।
তুমি, দয়ার সাগর রাজ-রাজেশ্বর,
তলব করনা হিসেব পত্তর,
আমি বিশ্বাসঘাতক, চোর, প্রবঞ্চক,
তবু এ অধমে নাহি বিরাগ।

অবোধ

'তুমি গতি তুমি সার'—সুর

বেলা যে ফুরায়ে যায়, খেলা কি ভাঙ্গে না, হায়,
অবোধ জীবন-পথ-যাত্রি!
কে ভুলায়ে বসাইল কপট পাশায়?
সকলি হারিলি তায়, তবু খেলা না ফুরায়,
অবোধ জীবন-পথ-যাত্রি!
পথের সম্বল, গৃহের দান,
বিবেক উজ্জ্বল, সুন্দর প্রাণ,—
তা' কি পণে রাখা যায়, খেলায় তা' কে হারায়?
অবোধ জীবন-পথ-যাত্রি!
আসিছে রাতি, কত র'বি মাতি?
সাথীরা যে চ'লে যায়, খেলা ফেলে চ'লে আয়,
অবোধ জীবন-পথ-যাত্রি!

মা ও ছেলে

প্রসাদী সুর—(দ্বিতীয়)—জলদ একতালা

মা, আমি যেমন তোর মন্দ ছেলে,
আমায়, ঝাঁটা মেরে খেদিয়ে দিত,—
এই পৃথিবীর বাপ্ মা হ'লে।
ব'ল্‌তো, "শান্তি পেতাম, হাড় জুড়ুতো,
এই অভাগা নচ্ছারটা ম'লে ;'
ব'ল্‌তো, "এটাকে সে নেয় না কেন ?
এত লোককে যমে নিলে।"
তোর, এ কি দয়া, কি মমতা !
ভাব্‌তে ভাসি নয়ন-জলে ;
এই, বাপ্-তাড়ান, মা-খেদান,
অধমটা তুই দিস্‌নে ফেলে।
আমার, এখনও যে শ্বাস বহে গো,
শরীর-যন্ত্র দিব্য চলে ;
ওমা, এখনও যে আমার ক্ষেতে,
বিপুল সোণার শস্য ফলে।
আমার, গাছে মিষ্টি আম ধরে গো,
সাজে বাগান নানা ফুলে ;
আমায়, চাঁদ সুধা দেয়, রৌদ্র রবি,
মেঘে বৃষ্টি-ধারা ঢালে।
তুই তো, বন্ধ ক'ল্লে ক'ত্তে পারিস্ ;
তোর, অসাধ্য কি ভূমণ্ডলে ?
কান্ত বলে, ছেলে কেমন, আর
মা কেমন, তাই দেখ্ সকলে।

তোমার স্বরূপ

মিশ্র ঝিঁঝিট—একতালা

এই চরাচরে এম্‌নি ক'রে স্পষ্ট তোমার স্বরূপ লেখা,
(দেখে) মনে হয় গো যেন, দেখা দিতে দিতে দাওনি দেখা।
ভোরে যখন বেড়াই মাঠে, সূয্যি ঠাকুর বসেন পাটে,
যেন গো তার মুকুট খানি, ঐ মহিমার ছটায় মাখা।
(দেখি) চাঁদনি রেতে নদীর তীরে, জ্যোছ্‌না ভাসে অধীর নীরে,
ঝল্‌কে ওঠে যেন তোমার অনন্ত আলোকের রেখা।
(যখন) জননী সন্তানের তরে, প্রাণ দিতে যান অকাতরে,
তখন দেখ্‌তে পাই সে মায়ের মুখে, তোমার প্রেমের চিত্র আঁকা।
আঁখি মেল্লেই দেখ্‌তে পারে, সেই আঁখি কেউ মেলে না রে,
কোলাহলে থাকে, পাছে দেখ্‌তে পায় গো থাক্‌লে একা।

পাগল ছেলে

মিশ্র খাম্বাজ—রামপ্রসাদী সুর। জলদ একতালা

আমায় পাগল করবি কবে ?
'মা, মা' ব'ল্‌তে অবিরত ধারে, দুনয়নে ধারা ব'বে !
আমি হাস্‌ব কাঁদব আপন মনে, নির্জ্জনে, নীরবে ;
আমার পাগল মনের যত কথা, মা, তোরি সঙ্গে হবে।
'ওকে বেঁধে রাখ' ব'লে, সবাই ছুটবে কলরবে ;
তাদের প্রলোভনের চাটুবাণী, আমার পায়ে প'ড়ে রবে।
তোর কাজে মা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীতাতপ সব স'বে ;
আমার প্রাণ র'বে তোর চরণতলে, দেহ র'বে ভবে।
'মা, মা' বল্‌তে এ অজপা, ফুরায়ে যাবে যবে,
সে দিন পাগল ছেলে ব'লে, ঝাপ্টে ধ'রে
আমায় কোলে তুলে লবে।

নিশ্চিন্ত

লঘী, কাওয়ালী—হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণভেদে গেয়

ঐ, ভৈরবে বাজিছে, বিকট-ভয়াবহ-
গর্জ্জনে মরণ-বিষাণ !
হা, হা, কি বধির নিদ্রিত রে চিত !
মুদ্রিত অলস নয়ান !
ঐ ভীম-উর্ম্মি বহি' যায়,—
কাল-পয়োনিধি তাণ্ডব-নর্ত্তনে,
প্রতি পলে গ্রাসিবারে ধায় ;
হা, হা, বেলা-সৈকতে, রে মন,
কি সুখ শয়নে শয়ান !
ঐ বিষধরী ভীম-জরা,—
করাল-কুণ্ডল দেহ রন্ধ্রগত
জীবিত-শক্তি হরা ;
হা, হা, দংশন-সংশয়-শঙ্কা-
শূন্য রে সুপ্ত পরাণ !

সুখের ডাক

বাউলের সুর—তাল কাহারবা

তা'রে যে 'প্রভু' বলিস্, 'দাস' হলি তুই কবে ?
তুই, মেটে গর্ব্বে ফেটে মরিস্, তোর বিভবের গৌরবে !
কোন্ মুখে তায় বলিস্ 'রাজা' ?
মন রে, তুই যে তার বিদ্রোহী প্রজা ;
তুই পাঁচ ভূতে দিস্ মাল-খাজানা,—
সেকি, বেশী দিন তা স'বে ?

কোন্ প্রাণে তা'য় বলিস্ 'বঁধু' ?
তা'রে কবে দিলি প্রেম-মধু ?
এই যে ফাঁকা বুজ্‌রুগি তোর,
আর কত দিন র'বে ?
এই, পাপের পাঠশালাতে প'ড়ে,
তা'রে 'গুরু' বলিস্ কেমন ক'রে ?
কান্ত কয়, শুধু মুখের ডাকে,
তোর, কোন্ কালে কি হ'বে ?

মিথ্যামতভেদ

বেহাগ—জলদ একতালা

কেউ নয়ন মুদে দেখে আলো, কেউ দেখে আঁধার।
কেউ বলে, ভাই, এক হাঁটু জল, কেউ বলে সাঁতার।
কেউ বলে, ভাই, এলাম দেখে, কেউ বলে, ভাই, মলাম ডেকে;
কোন্ শাস্ত্রে কি রকম লেখে, তত্ত্ব পাওয়া ভার।
কেউ বলে, সে পরম দয়াল, কেউ বলে, সে বিষম ভয়াল,
কেউ বলে, সে ডাক্‌লে আসে, কেউ কয় নির্ব্বিকার,
কেউ বলে সে গুণাতীত, কেউ বলে সে গুণান্বিত,
কেউ বলে আধেয়, (আবার) কেউ বলে আধার।
কেউ দেখে তায় করালকালী, কেউ বা দেখে বনমালী,
কেউ বা তারে স্থূল দেখে, কেউ ভাবে নিরাকার;
কান্ত বলে দেখ্‌রে বুঝে, রাখ্ বিতর্ক ট্যাঁকে গুঁজে;
'এটা নয়, সে ওটা',—এ সিদ্ধান্ত চমৎকার!

সে

বাউলের সুর

(ও তুই) ভাবিস্ কি সে তোরি মতন পাত্‌লারে ?
দর কি তার কাণাকড়ি, বড় জোর আধ্‌লারে ?
অম্‌নি যেমন তেমন ক'রে, "আয়" ব'লে ডাক দিলে পরে,
তখনি হাজির হবে, মান্‌বে না ঝড় বাদ্‌লারে ?
পাপের রাস্তা পেয়ে সোজা, পাপ ক'রেছিস্ বোঝা বোঝা,
তোর একাদশী, রোজা, চুলোয় যাবে, পাগ্‌লারে !
তার জাল জগৎ বেড়া, ফাঁক নাই তার সবই ঘেরা,
কৈ পুঁটি আদি ক'রে, পড়ে রুই, কাত্‌লারে !

রিপু

'ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে'—সুর

ঘু'টো একটা নয়রে, ও ভাই, গাছ ছ'-ছ'টা,
(তাদের) ফল তিত, আর গায়ে কাঁটা ;
আমার বড় সাধের বাগান ব'সেছেরে জুড়ে,
মস্ত শিকড়, আর গোড়া মোটা।
(আমার) ফল ফুলের গাছ যত, অপরাধীর মত,
(যেন) জড়সড়—খেয়ে লাথি ঝাঁটা ;
তাদের, ফলের গৌরব গেছে, ফুলের সৌরভ গেছে,
অকালে ঝরে, রয় শুক্‌নো বোঁটা।
আমার, গন্ধরাজ, চামেলী, গোলাপ, চাঁপা, বেলী,
আম, জাম, লিচু, কলম-কাটা ;
আহা, কেমন সতেজ ছিল, মলিন করে দিল,
হ'রে নিল হরিৎ রূপের ছটা।

আমি বিবেক-অস্ত্র দিয়ে, গোড়াটি কাটিয়ে,
কতবার ভাবি, ঘুচলো লেঠা ;
(ম'রে) থাকে দুদিন মোটে, আবার বেড়ে উঠে,
"রক্ত বীজের" ঝাড় ও ক'টা।

অকৃতকার্য্য

মিশ্র খাম্বাজ—জলদ একতালা

দেখে শুনে আন্‌লিরে কড়ি,
সব কড়ি গুলো হ'লরে কাণা ;
ভাল ব'লে কিন্‌লিরে দুধ,
উননে তুল্‌তে হ'লরে ছানা।
বুনে ছিলি ভাল ভাল ফুল,
বেলী, যুথি, গোলাপ, বকুল,
ম'রে গেল জল না পেয়ে,
আগাছা ঘির্‌লে বাগান খানা।

কেমন তোর হিসেব পাকা—
যত বারই দিলিরে টাকা,
তত বারই ফিরে পেলি, মন,
ষোল্ আনা নয়, পনের আনা।
কত বারই মজুর ডেকে,
খিড়্‌কি পুকুর তুল্‌লি ছেঁকে,
তবু কেন বছর বছর
রাশি রাশি ভেসে ওঠেরে পানা।

কবে হবে মায়ার ছেদন ?
কা'রে বল্‌বি প্রাণের বেদন ?
ইহ-পরকালের গতি, সে
দয়াল হরির চরণে জানা ।

বাউলের সুর—খেম্‌টা

তুই কি খুঁজে দেখেছিস্ তাকে ?
যে প্রত্যহ তোর খোরাক পোষাক
পাঠিয়ে দিচ্ছে ডাকে ।

ব'সে কোন্ বিজন দেশে,
তোর ভাবনা ভা'ব্‌ছে রে সে,
আছিস্, কি গেছিস্ ভেসে,
সেখান থেকে খবর রাখে ।

তুই ব'সে নিজের বাসায়,
থাকিস্ সেই ডাকের আশায়,
টাকাটি পেলেই পাশায়
পড়িস্ নেশার পাকে ;

খা'স্ বেশ সুখে, মাছে,
শুধাস্‌নে আর কা'রো কাছে,
সে যে কোন্ দেশে আছে,
হেসে বেড়াস্ ফাঁকে ফাঁকে ।

তার টাকায় জুড়িগাড়ী,
বৌ, বেটীর গয়না-শাড়ী,
ঘড়ি, চেন, পাকা বাড়ী,
আছিস্ ভারি জাঁকে !

ওরে মন, নিমকহারাম !
সুখ-শয়নে কচ্ছ আরাম ?
তা'র টাকায় মদ কিনে খাও,
তা'র কাছে কি গোপন থাকে ?

তা'র আবার এম্‌নি চিত্ত,
দেখেও জ্বলে না পিত্ত,
তোর দুখে কাঁদে নিত্য
(আর) আড়াল থেকে ডাকে ;

তুই তো, মন, বধির, অন্ধ,
তবু, করেনা সে টাকা বন্ধ ;
কান্ত কয়, মকরন্দ ফেলে,
খেলি মাকালটাকে ।

দিকৃন্ত শ্রান্ত

বেহাগ—ঝাঁপতাল

ঐ রবি ডুবু ডুবু, গেল যে দিন ফুরায়ে ;
এখনো কে তোরে, মিছে নিয়ে বেড়ায় ঘুরায়ে ?

ওরে মন কুবেরের ছেলে
কার সনে তুই পাশা খেলে,
হাতে পাওয়া বাপের বিষয়
সবই দিলি উড়ায়ে ?
কা'র কাছে শুনেছিস্ কবে,
যে, যেমন ছিল, তেম্‌নি হবে,
যত্নে ঘরে নিয়ে গেলে
পাথর-কুচি কুড়ায়ে ;
আর কেন মন মিছে ঘুরিস্,
হিমে মরিস্, রোদে পুড়িস্,
প্রেমের গাছের তলায় ব'স্, মন,
যাবে হৃদয় জুড়ায়ে !

ভজন বাপ্রা

মিশ্র লগ্নী—জলদ একতালা

(আমি) ধুয়ে মুছে প্রাণটা যেদিন ক'রে তুলি সাদা ;
(ওরা) মায়ামোহের কালী সেদিন ঢে'লে দেয় জেয়াদা।
সেদিন ওদের বে'ড়ে যায় গো, (আমার) পায়ে ধরে সাধা ;
কেউ আদর ক'রে বলে "বাবা", কেউ বা বলে "দাদা"।
যেদিন ফকির হব ব'লে, (আমি) এড়াই সকল বাধা ;
(সেদিন) আঁকড়ে ধ'রে বলে, "তুমি মালিক, বাদ্‌সাজাদা।"
(আর) আমি অম্‌নি ফিরে বসি, (আমি) এম্‌নি মস্ত হাঁদা ;
(ওগো) আমি, এম্‌নি ক'রে, ধীরে ধীরে, ব'নে গেলাম গাধা ;
কান্ত বলে, তোমার সনে আমার প্রাণ ত' ছিল বাঁধা ;
ওরা চোখে ধুলো দিয়ে, আমার লাগায় সুধু ধাঁধা।

হতাশ

গৌরী—দ্রুত একতালা

আমার হ'লনারে সাধন,
আমার পায়ে বেড়ি, হাতে কড়া,
গিঁঠে গিঁঠে বাঁধন।
(আমি) যাদের জন্যে দিন হারালেম,
তারা করে নির্য্যাতন ;
আমার নিজের দশা দেখ্‌তে, আসে
পরাণ ফেটে কাঁদন।
(ওরা) অবিরত কাণের কাছে
ক'চ্ছে ঢক্কা-বাদন,
(ভাইরে) এত গোলে, কেমন ক'রে
হবে তাঁর আরাধন ?
(ওরা) সদাই রাখে চ'খে চ'খে
আমি যেন হারাধন ;
(আমি) মূলের কড়ি সব খোয়ায়ে
কল্লেম মিছে দাদন।

অরণ্যে রোদন

বাউলের সুর

তোর ব'দ্‌লে গেল দেহের আকার, ব'দ্‌লে গেল মন,—
তবু নয়ন মু'দে অচেতন।
যাদের খুসী ক'র্‌বি ব'লে ক'র্‌লি জীবনপণ,
তারাই বলে, "বুড়ো, আর ঘুমুবি কতক্ষণ ?"
যার কথা তুই নিস্‌নি কাণে, সারাটি জীবন,
সেই, নির্লাজ বিবেক আবার বলে, "শিয়রে শমন"।

যে মাকে তুই হেলা ক'রে ব'লতিস্ কুবচন,
সেই ক্ষমার ছবি ব'ল্‌ছে কাণে, "জাগ্‌রে যাদুধন !"
তোর একই কাতে রাত্ পোহালো ভাঙ্গ্‌লোনা স্বপন,
তোর জীবন-রাত্রি পোহায়, এখন ঊষার আগমন।
তোর বাল্য গেল ধুলো খেলায়, বিলাসে যৌবন,
কেমন ধীরে ধীরে ধ'র্‌লো জরা, এর পরে মরণ।
কান্ত বলে হায়রে ! আমার অরণ্যে রোদন ;
ডেকে ডুকে, মেবে ধ'রে, দেখ্‌লাম বিলক্ষণ।

বৈরাগ্য

কীর্ত্তনের সুর

আর ধরিস্‌নে, মানা করিস্‌নে ;
আর কাঁদিস্‌নে, আমায় বাঁধিস্‌নে।
(আমার) গেল বেলা, নিয়ে ধুলো খেলা,
(আমি) আর কত কাল ক'র্‌ব হেলা ?
(আমায় ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে।)
যদি হ'তে পারি, প্রেমের অধিকারী,
আমার সঙ্গে তোদের কিসের আড়ি ?
(আমায় ছেড়ে দে······।)
আর পারিনে গো, কিছু ধারিনে গো,
(এই) রইল এ ঘর বাড়ী নে গো।
(আমায় ছেড়ে দে······।)
আর কিসের দাবি ? এই নেগো চাবি ;
তোরা কি আমার সঙ্গে যাবি ?
(আমায় ছেড়ে দে······।)

সাধ পুরাইব, ফল কুড়াইব,
খেয়ে, তাপিত পরাণ জুড়াইব।
(আমায় ছেড়ে দে······ ।)

সন্ধি

কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর—জলদ একতালা

আজি, জীবন-মরণ-সন্ধিরে !
প্রভু কোথা ছিলে ? আহা দেখা দিলে,
এই জীর্ণ-হৃদয়-মন্দিরে !
(ওগো বড় মলিন) (ওগো বড় আঁধার ।)
এই যে সুত-জায়া, ওদের, বড় মায়া,
(ওরা) সাধন পথের দ্বন্দ্বীরে !
(ওরা ভজন-বাধা) (ওরা আপন কিসের ।)
ওরা কত ছলে, সুখ দেবে ব'লে,
(আমায়) রেখেছিল, ক'রে বন্দীরে।
(এই মোহের কারায়) (এই বন্দীশালে ।)
আর নাই বাকি, এখন মুদি আঁখি,
(রাখ) বুকে অভয়-চরণ ধীরে !
(আমার সময় গেল) (আঁধার হ'য়ে এল ।)

সমুদ্র মন্থন

ইমন কল্যাণ—একতালা

হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণভেদে গেয়

ওরা মন্থন করি' হৃদয়-সিন্ধু,
তুলিয়া নিয়েছে, প্রেম-ইন্দু,
জ্ঞান-অমৃত, প্রীতি-লক্ষ্মী,
সদ্‌গুণ-পারিজাত ;

"আরো কত ধন রয়েছে নিহিত",—
চির-মন্থন ভাবি' বিহিত,
বক্ষে করিছে শত্রুমিত্র,
কঠিন দণ্ডাঘাত !

অতি মন্থনে উঠিছে গরল,
বিশ্বনাশী, তীব্র, তরল,
ত্রস্ত মথনকারি-সকল,
হেরি' গরলপাত ;

ভগ্নবক্ষে সঞ্চর কর,
রুগ্নে রক্ষ ; শঙ্কর ! হর !
সম্বর অতি দারুণ বিষ,
ঈশ ! বিশ্বনাথ !

খেয়া

'সোণার কমল ভাসালে জলে'—সুর

যদি পার হ'তে তোর মন থাকে পথিক, যা রে,
খেয়া ঘাটের পাটুনি এসেছে।
কা'রও কাছে নেয়না কড়ি, এম্‌নি গুণের মাঝি,
কাণা, খোঁড়া, অন্ধ, আতুর, সবার উপর রাজি গো।
নাম শুনেছি "দয়াল মাঝি", কেউ জানেনা বাড়ী ;
ঝড় বাতাসে ডর করে না, জমায় সোজা পাড়ী গো।
সার কাঠের সেই অক্ষয় বজ্‌রা, চলে আপন বলে,
যে দিক থেকে বাতাস উঠুক, সোজা যাবে চ'লে গো।
যদি, বেলাবেলি ঘাটে যাবি, হাল্‌কা হ'য়ে চ'ল্‌বি ;
খুলে ফেল্‌ তোর পায়ের বেড়ী, ফেলে দে তোর তল্‌পি গো।

"হবে, হ'লে কান্না বদল"

বাউল—গড় খেমটা

'বাঁশের দোলাতে উঠে'—সুর

যে পথে, মরা ছেলে, যাচ্ছে নিয়ে শ্মশানঘাটে
দিয়ে 'হরিবোল'!
সেই পথে, আস্‌ছ নিয়ে, বিয়ে দিয়ে, ছেলে আর বউ,
বাজিয়ে রে ঢোল!
যে পথে, হরি প্রেমে, নেচে গেয়ে, যাচ্ছে ভক্ত,
বাজিয়ে রে খোল ;
সেই পথে, শুঁড়ির বাড়ী, তাড়াতাড়ি, যাচ্ছেরে, মন,
আচ্ছা পাগল!

যে পথে, বিষয়ত্যাগী, প্রেমবিরাগী, আস্‌ছে কাঁধে
ফেলে কম্বল ;
সেই পথে, টেড়ি কেটে, চেন ঝুলিয়ে, যাচ্ছে, হাতে
মদের বোতল !
ওরে, গীতাপাঠের সভায় কার কি, ক'র্‌বে চুরী,
ভা'ব্‌ছ কেবল ;
কান্ত কয়, আর ব'লো না, আর হ'লো না, হবে হ'লে,
কায়া-বদল ।

স্বপ্ন সাহিত্য *

সংকীর্ত্তন

ভেদ বুদ্ধি ছাড়, 'দুর্গা'. 'হরি', দুই তো নয়,
একেরি দুই পরিচয় ।
কালী, দুর্গা, হরি, কৃষ্ণ,
একই ব্রহ্মশাস্ত্রে কয় ;
শাক্ত হ'লে হরি-দ্বেষী
তার যে ভজন বিফল হয় ।
আবার, হরি-ভক্ত, শাক্তে হিংসা
ক'র্‌লে অনন্ত নিরয়,
শাক্ত, দে ভাই 'হরি-ধ্বনি',
বৈষ্ণব, বল 'কালীর জয়' ।
যেমন, জলকে বলে কেউ বা 'পানি',
কেউ বা 'বারি', কেউ বা 'পয়' ।

* ১৩১২ সালে গ্রন্থকার তাঁহার জন্মপল্লীর নাতি-দূরস্থ গ্রামে গিয়া দেখেন যে শাক্ত ও বৈষ্ণবদিগের মধ্যে ভয়ানক মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছে ; এক দলের লোক অন্য দলের উপাস্য দেবতার কুৎসা করিতেছে । গ্র. কার এই সঙ্গীত রচনা করিয়া সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন ।

তেম্‌নি, নামের মাত্র ভেদ বটে ভাই ;—
সবাই নিত্য-ব্রহ্মময় ।
যেমন, আঁধার ভেদে, ভিন্ন ভিন্ন
নাম ধরে এক জলাশয় ;
বিল, নদী, খাল, কুণ্ড, দামস,
জল সবি এক জলই রয় ;
যে জন 'দুর্গা' ত্যজে, 'হরি' ভজে,
'হরি' ফেলে, 'কালী' লয়,
তারে দুর্গা, কালী, বিষ্ণু, হরি,
সব দেবতাই নারাজ হয় ।
এক হ'য়ে যাও মনে মুখে
এক প্রেমে বাঁধা হৃদয় ;
কালী প্রীতে বল 'হরি',
থাক্‌বে না আর শমন ভয় ।
(আবার) কৃষ্ণপ্রীতে ব'লে 'কালী'
'কৃষ্ণ কালী' হন সদয় ;
ঝগড়া ঝাটি যাক্‌রে মিটে
বল 'কৃষ্ণ কালী'র জয় ।

প্রলয়

বাউলের সুর—গড় খেম্‌টা

এ বিশ্ব, একের বিকার, সব একাকার,
হবে, দেখ বিচার ক'রে ।

রবে না, উষ্ণ শীতল, শক্ত তরল,
বক্র সরল চরাচরে,
থাক্‌বে না, উপর নীচু, আগা পিছু,
ব'লে কিছু, জ্ঞান গোচরে।
রবে না, মাস কি বছর, দণ্ড প্রহর,
বার কি বাসর, আগে পরে ;
ডুব্‌বেরে, সন্ধ্যা সকাল, কাল কি অকাল,
আজ কিবা কাল কাল-সাগরে।
উঠ্‌বে না, চন্দ্র, তপন, সোণার বরণ,
ঐ গ্রহ-গণ, গগন ভ'রে ;
ঐ সাধের, উদয় অস্ত, সব নিরস্ত,
নিখিল ব্যস্ত, একের তরে।
ওরে ভাই, নীল, কি লোহিত, পাটল, কি পীত,
আর না মোহিত, ক'র্‌বে নরে ;
র'বে না, কোনও শব্দ, নিখিল স্তব্ধ,
রইবে সব তো, মৌন-ভরে।
থাক্‌বে না, ভাল মন্দ, তর্ক সন্দ,
হিংসা দ্বন্দ্ব ঘরে ঘরে ;
রইবে না, কর্ত্তা কর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম,
মৃত্যু জন্ম, জীব ও জড়ে।
কান্ত কয়, গড়েছে যেই, ভাঙ্গবে নিজেই
সৃষ্টি বীজেই, মৃত্যু ধরে ;
চির দিন, এম্‌নি তাকে, হাট্টি লাগে,
সেই তা' ভাঙ্গে, আবার গড়ে।

অবাক কাণ্ড

বাউলের সুর—তাল খাম্বাজ

ভাব্ দেখি মন, কেমন ওস্তাদ সে,—
যে, এই দিন দুনিয়া গ'ড়েছে।

বলিহারি, কি বন্দোবস্ত !
অবাক্ হ'য়ে চেয়ে আছে, পণ্ডিত সব মস্ত ;
তারা হাঁ ক'রে ঐ দেখছে ব'সে রে,—
কি কাণ্ড হ'চ্ছে আকাশে !

চাঁদ করে, ভাই, মোদের প্রদক্ষিণ,
সূর্যি ঠাকুর বে'ড়ে ঘুরি আমরা রাত্রি দিন ;
(আবার) সূর্যি ঘোরেন কার চার্দিকে রে,—
জিজ্ঞেস্ কর্ বৈজ্ঞানিকে।

সেই বা কেমন মজার ঘুরণ পাক,
পথ ছেড়ে এক ইঞ্চি যায় না, তার এমনি হাতের তাক্ ;
(আবার) পাকে পাকে রাস্তা এগোয় রে,—
তারো, সময় বেঁধে দিয়েছে।

বল্ দেখি এই সৌর পরিবার,
এদের, খেলার প্রাঙ্গণ ঈথার-সিন্ধু কয় যোজন বিস্তার ?
তবু, ওটা অসীম শূন্যের ক্ষুদ্র অণু রে,
বল্, কার খবর বা কে রাখে ?

আলো, এক নিমেষে লক্ষ যোজন ধায় ;
আবার, আট মিনিটে সূর্য্যি হ'তে ধরায় পোঁছে যায় ;
এমন, তারা আছে কত কোটী রে,
যাদের, আলো আসে তিন মাসে !

আবার এমন তারা কতই আছে, ভাই,
যাদের আলো, হাজার বছর রাস্তায় আছে,
আজো পৌঁছে নাই !
এখন, বলুন দেখি পণ্ডিতের গোষ্ঠী,
তারা আছেরে কত দূরে !

কান্ত বলে, বুঝ্‌বি আর কিসে,—
ভাব্‌তে গেলে মাথা ঘোরে হারিয়ে যায় দিশে ;
প্রতি অণু হ'তে সূর্য্য-মণ্ডল রে,—
কি সুতোয় সে গেঁথেছে !

আশায় ছাই

মিশ্র বারোয়াঁ।—গড়্‌খেমটা

আমি ভেবেছিলাম তোমায় ডাক্‌ব পরে,
আগে, প'ড়ে শুনে নিয়ে বুদ্ধি পাকাই ;
আমি প'ড়্‌লাম কত এই বয়সে,
আহা, খরচ ক'রে বাবার কত টাকাই।

আমি, খেতাব পেলাম মস্ত লম্বা,
জ্ঞান তো হ'ল অষ্টরম্ভা,
আমি, গিল্‌লাম কত ধর্ম্মতত্ত্ব,
এ পেট ভ'রল না রে, সার হ'ল সুধু চাখাই।

আমি নিজের মনকে দিয়ে ফাঁকি,
ভাব্‌লাম এবার তোমায় ডাকি,
(ওগো) অম্‌নি বাবা দিলেন বিয়ে,
তখন, সুন্দর দেখি যখন যে দিকে তাকাই।

তখন, বধু ব'স্‌লেন হৃদয় জুড়ে,
তোমায় ফেল্‌লাম কোথায় ছুঁড়ে,
তোমার আসন বউকে দিয়ে,
তার রাতুল পদে, কতই যে তেল মাখাই।

তখন সুরু হ'ল জীবের জন্ম,
এঁটে গেল সংসার ধর্ম্ম,
আর, খরচ চ'ল্‌লো বেজায় বেড়ে,
তবু মিথ্যে ক'রে যে কতই আসর জাঁকাই!

তখন ছেলের পড়া, মেয়ের বিয়ে,
ব'য়ে চ'ললো কল্‌কলিয়ে,
তাইতে ভেসে গেলো ধর্ম্মের কোঠা,
সে তো পূ'রল না রে, র'য়ে গেল সেটা ফাঁকাই।

ভাবি, এই মেয়েটার বিয়ে হ'লে,
গয়া, কাশী যাব চ'লে,
ও বাবা, আবার একটি দিলেন দেখা !
কর্ম্মের ফের্‌টা বোঝো, ঘু'র্‌ছে এম্‌নি চাকাই ।

আর কত সয় তাড়াহুড়ো,
এখন তো অথর্ব্ব বুড়ো,
কেবল খু'ল্‌ল না, হরি, তোমার দিক্‌টে,
তুমি দেখ্‌ছ তো সব, র'য়ে গেল সেটা ঢাকাই ।

বিবিধ সঙ্গীত

সান্ত্বনা-গীতি *

মিশ্র গৌরী—ঝাঁপতাল

উদাস পরাণে কেন বিজনে বসিয়া আর ?
ছিল, আছে, হবে, বল কোন্ দ্রব্যে অধিকার ?
বিশাল জগতী তলে, প্রতি পলে অণুপলে,
কীট হ'তে গ্রহরাজি—জন্মে, মরে, শতবার।
কোন্ বিধানে জনমে, মরে বা সে কি নিয়মে,
জানে বা কে, বোঝে বা কে, রোধে বা কে, সাধ্য কার ?
শুধু ভ্রান্তি এ মমত্ব—কোথায় নির্ব্ব্যূঢ় স্বত্ব ?
দুদিনের তরে শুধু—ন্যাসমাত্র বিধাতার।
মোহ মুক্ত কর দৃষ্টি, তুমিতো করনি সৃষ্টি,
যার ধন সেই লয় তবে কেন হাহাকার।
আজ্ঞা কর সমীরণে স্থির হ'তে সে কি শোনে ?
(চাহ) চাঁদে রৌদ্র, সূর্য্যে সুধা, কিংশুকে সৌরভভার !
একা আসে যায় একা, পথে দুদিনের দেখা,
ছায়াতে বস্তুত্ব জ্ঞান, এ নহে পুরুষকার।
মুছিয়া সজল-নেত্র, হের তব কর্ম্ম-ক্ষেত্র,
কেন হবে লক্ষ্যহারা, মহারাজ ! কে তোমার ?

* মহারাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের জামাতৃ-বিয়োগ উপলক্ষে রচিত।

বিদায় সঙ্গীত

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালী

প্রভাতে যাহারে হৃদয় মাঝারে
আদরে বরিয়া আনি ;
আঁধার নিশায় কোথা সে মিশায়
ভাঙ্গিয়া হৃদয়খানি ;
আশা নিরাশায় ব্যথিত পরাণ ;
রুদ্ধকণ্ঠে বিদায়ের গান
অশ্রুসিক্ত, বেদনালিপ্ত ;—
—মুখে নাহি সরে বাণী ।
তোমার প্রতিভা, তব গুণপনা,
এ জীবনে প্রভু, কভু ভুলিব না,
জানিনে আমরা তোমার আদর—
—কেবল কাঁদিতে জানি ।
লহ এ মুগ্ধ হৃদয় অর্ঘ্য,
ভুলো না তোমার সেবকবর্গ,—
শুষ্ক এ অভিনন্দনমালা—
ছিন্ন ক'রো না টানি ।

[রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলের কোন শিক্ষকের বিদায় উপলক্ষে রচিত]

নম্র উচ্ছ্বাস

পূরবী—একতালা

দীন নির্ঝর, ক্ষীণ জলধারা
ঝরে ঝর ঝর গিরি-অরণ্যে ;
কে করে সন্ধান, অতি ক্ষুদ্র প্রাণ,
অতিশয় তুচ্ছ, অতি নগণ্যে !

অতিক্রমি' যবে পাষাণের স্তূপে,
নেমে আসে ভীম-স্রোতস্বতী-রূপে,
প্লাবি' দুই কূল ;—এ বিশ্ব ব্যাকুল
ছুটে আসে, ল'য়ে পিপাসা-দৈন্যে।
ক্ষুদ্র বীজ যবে হয় অঙ্কুরিত,
ভঙ্গুর, পেলব, ক্ষুদ্র, সঙ্কুচিত,
ক্রমে মহাবৃক্ষে হ'য়ে পরিণত,
ফল, পুষ্প, ছায়া, বিতরে অন্যে।
যদিও এ বাহু নহে কর্ম্ম-ক্ষিপ্র,
তথাপি উদ্যম অবিচল, তীব্র,
বাধা পদে দলি', ধীরে যাও চলি',
বিপদে, সম্পদে স্মরি' শরণ্যে।

[পুঠিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে রচিত]

উৎসাহ

'নিপট কপট তুঁহু শ্যাম'—সুর

সাঁঝে, একি এ হরষ কোলাহল !
নীল-গগন-তলে, তরল জ্যোতি জ্বলে,
ঢালি' এ হৃদয়ে, সুধা-লহরী-বিমল।
তন্দ্রা, ত্যজিয়া, উঠ অলসতা পরিহরি',
তোরা না জাগিলে আর পোহাবেনা বিভাবরী,
চাহি 'খণা', 'লীলাবতী', তাই তোরা হ'য়ে, সতি,
তত্ত্ব-বিবেক পান কর অবিরল।

লক্ষ্মী-রূপিণী তোরা, দেবতা তোরাই, মাগো,
সেদিন ভাঙ্গিবে ঘুম, যেদিন বলিবি 'জাগো' ;
তোদের প্রফুল্ল মুখ, দেখে ভ'রে ওঠে বুক,
মনে হয়, নভো বুঝি হ'ল নিরমল ।
তোদের যতন শ্রম, স্বধু আমাদেরি তরে,
শৈশবে সুশিক্ষা দিয়ে, লইতে মানুষ ক'রে ।
আহা, যেন তাই হয় ! হোক্ মা তোদের জয়,
তোদের কুশলে হ'বে মোদের কুশল ।

[পুঠিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে রচিত]

প্রীতি-অভিনন্দন

বেহাগ—একতালা

হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণভেদে গেয়

শারদ-শশি-রুচির-বরণ, সজ্জন-চিত-কুমুদ-রমণ,
সুন্দর, মনো-নন্দন, জন-বন্দন, অধিরাজ !
বিকশিত-সুখ-কুসুম-পুঞ্জ-রাজিত-নব-প্রেম কুঞ্জ,
যুগল-প্রণয়-অমৃত ভুঞ্জ, মুঞ্চ বিফল লাজ !
আজি, জ্ঞান-ভকতি মিলিল রঙ্গে,
সিদ্ধি মিলিল ভজন সঙ্গে,
মিশিল তটিনী সুখ তরঙ্গে,
শান্ত-সিন্ধু-মাঝ,—
প্রণয়ি-যুগল-কুশল-দাত্রী, প্রেম-গীতি-মুখর-রাত্রি !
নব-জীবন-জলধি-যাত্রি, হরষে কর বিরাজ !

[পুঠিয়ার রাজা শ্রীলশ্রীযুক্ত নরেশনারায়ণ রায় বাহাদুরের শুভ পরিণয় উপলক্ষে রচিত]

বিদ্বন্মণ্ডলীর অভ্যর্থনা

মিশ্র রামকেলি—কাওয়ালী

স্বস্তি ! স্বাগত ! সুধি, অভ্যাগত, জ্ঞান-পরব্রত,
পুণ্য-বিলোকন ;
বিদ্যা-দেবী-পদ-যুগ-সেবী, লোকনিরঞ্জন,
মোহ-বিমোচন ।
সহ সবশাস্ত্র-বিশারদ বর্গ,
দীন-কুটীরে প্রীতির অর্ঘ্য ;
দেব-প্রভাময়-অতিথি-সমাগমে, জীর্ণ উটজ, মরি,
আজি কি শোভন !
হে শুভ-দরশন, ভারত-আশা !
মুগধপ্রাণে নাহিক ভাষা ;
ধন্য, কৃতার্থ, প্রসন্ন, বিমোহিত, দীন-হৃদয় সহ,
হৃদয়-বিরোচন !

[১৩১৫ সালে বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের রাজসাহী অধিবেশন উপলক্ষে রচিত]

বাণী-বন্দনা

'নিপট কপট তুঁহ শ্যাম'—সুর

তিমিরনাশিনী, মা আমার !
হৃদয়-কমলোপরি, চরণ কমল ধরি',
চিন্ময়ীমূরতি অখিল-আধার !

নিন্দি' তুষার-কুমুদ-শশি-শঙ্খ,
শুভ্র-বিবেক-বরণ অকলঙ্ক,
মুক্ত-শূন্য-ময়, শ্বেত রশ্মি-চয়,
দূর করে তমঃ-তর্ক-বিচার ।

ওই করিল করুণাময়ী দৃষ্টি,
সম্ভব হইল জ্ঞানময়ী সৃষ্টি ;
আদি-রাগ-ধর, বীণ-সুধা-স্বর,
জাগ্রত করিছে নিখিল সংসার।

কালিদাস-ভবভূতি, মহাকবি,
বাল্মীকি, ব্যাস, ভাগবত ভারবি,
ও পদ-ধূলি-বলে, লভিল ধরাতলে,
অক্ষয় কীর্ত্তি, পরম সৎকার।

জ্যোতিষ-গণিত-কাব্য-শুভ-হস্তে !
ভগবতি ! ভারতি ! দেবি ! নমস্তে !
দেহি বরপ্রদে ! স্থানমভয় পদে,
ত্বরিতে দূর কর মোহ আঁধার।

[১৩১৫ সালে বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের রাজসাহী অধিবেশন উপলক্ষে রচিত]

জ্ঞান

'কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে' —সুর

জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান সেব্য, জ্ঞান পুরুষকার,
জ্ঞান কুশল-সার ;
জ্ঞান ধর্ম্ম, জ্ঞান মোক্ষ, জ্ঞান অমৃত-ধার ;
জড় জীবন যার, অলস অন্ধকার,
জ্ঞান বন্ধু তার।

ঐ মত্ত বিপুল নীর, চঞ্চল, সুগভীর,
ঊর্ম্মি চির-অধীর, কোথায় ভরসা-তীর ?
মুগ্ধ জড়ধী, মোহ-জলধি, কেমনে হইবে পার ?
সান্ত্বনা কোথা আর ? শরণ লইবে কার,
বিনা জ্ঞান-কর্ণধার ?

ঐ মুক্ত-ব্যোমময় জ্ঞান ব্যাপিয়া রয়,
শূন্যে গ্রহনিচয়, ঘোষে জ্ঞান-জয় !
জ্ঞান ঊর্দ্ধে, মধ্যে, নিম্নে, জ্ঞান নিখিলাধার,
জ্ঞান সৃজন-দ্বার জ্ঞান স্থিতি-ভাণ্ডার,
জ্ঞানে লয়-সংহার ।

হের, বিশ্ব-কুসুমবন, করি ফুলে ফুলে বিচরণ,
ওহে জ্ঞান-মধুপগণ, কর, জ্ঞান-মধু আহরণ,
করহ পান, করহ দান, যুগে যুগে অনিবার,
জ্ঞান-চরণে তাঁর দেহ জ্ঞান উপহার,
লভ, মুকতি-পুরস্কার ।

[১৩১৫ সালে বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের রাজসাহী অধিবেশন উপলক্ষে রচিত]

বিদায়-সঙ্গীত

প্রসাদী সুর

সুখের হাট কি ভেঙ্গে নিলে !
মোদের মর্ম্মে মর্ম্মে রইল গাঁথা,
(এই) ভাঙ্গা বীণায় কি সুর দিলে !

দুঃখ দৈন্য ভুলে ছিলাম,
ডুবে আনন্দ-সলিলে ;
(ওগো) দুদিন এসে দীনের বাসে,
আঁধার ক'রে আজ চলিলে।
(মোদের) কাঙ্গাল দেখে দয়া ক'রে
নয়নধারা মুছাইলে,
(আমরা) জ্ঞান-দরিদ্র দেখে বুঝি,
দু'হাতে জ্ঞান বিলাইলে !
(এই) শ্রেষ্ঠ দানের বিনিময়ে,
কি পাইবে ভেবেছিলে ?
(ওগো) আমরা ভাবি দেবতা তুষ্ট,
প্রীতিভরা প্রাণ সঁপিলে !
পাওনি যত্ন পাওনি সেবা,
কষ্ট পেতে এসেছিলে !
(মোদের) প্রাণের ব্যাকুলতা বুঝে,
ক্ষমা ক'রো সবাই মিলে।
কি দিয়ে আর রাখ্‌বো বেঁধে,
রইবেনা হাজার কাঁদিলে ;
(সুধু) এই প্রবোধ যে হর্ষবিষাদ,
চিরপ্রথা এই নিখিলে !

[১৩১৫ সালে বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের রাজসাহী অধিবেশন উপলক্ষে রচিত]

সমাজ

বাউলের সুর—গড় খেম্‌টা

তোরা ঘরের পানে তাকা ;
এটা কফ্‌ভরা রুমালের মত,
বাইরে একটু আতর মাখা।
বহুশাস্ত্র বারিধি, কালাচাঁদ বিদ্যেনিধি,
নিবারণ মাইতির সঙ্গে কচ্ছেন তর্কফাঁকা,
মাইতি বলে, 'মুরগী ভাল', শাস্ত্রী বলে, 'ধর্ম্ম গেল',
(আবার) আঁধার হ'লে দুজন মিলে,
হোটেলে হ'লেন গা' ঢাকা !

অথর্ব্ব বুড়োর সনে, সাত বছরের ক'নে,
বিয়ে দেয় নিঠুর বাপে, হাতিয়ে কিছু টাকা ;
(আবার) এমনি কিছু মোহ তস্কার, যে দু'শ শাস্ত্রী, বিদ্যালঙ্কার,
সেই বিয়ের মন্ত্র পড়ায়,
উড়িয়ে টিকি জয়-পতাকা !

না যেতে বাসিবিয়ে, মেয়ের যায় সব ফুরিয়ে,
মোছে কপালের সিঁদুর, ভাঙ্গে হাতের শাঁখা ;
(তখন) মিলে সব শাস্ত্রীবর্গ, হেসে করান বৃষোৎসর্গ,
মেয়েটির একাদশীর সুব্যবস্থা করেন পাকা।

সে একাদশীর রেতে, মরে জল-পিপাসাতে,
বোকা বাপ্ দাঁড়িয়ে দেখে, মাথায় হাঁকায় পাখা ;
(আবার) ব'সে সেই মেয়ের পাশে, অন্ন-গেলে গ্রাসে গ্রাসে,
সমাজের নাই চেতনা, অন্ধ, বধির, মিথ্যে ডাকা।

পাড়াগাঁয় দলাদলি, শুধু কানমলামলি,
'ভাইপো'কে রাগের চোটে, শালা বলেন কাকা ;
(আবার) পেলে একটু দোষের গন্ধ, অম্‌নি ধোপা নাপিত বন্ধ,
এঁরাই আবার সভায় বলেন, 'উচিত মিলে মিশে থাকা!'

পুরোহিত পুজোয় ব'সে মন্ত্র আওড়াচ্ছে ক'সে,
গায়েতে নামাবলী, প্রাণে লুচির ঝাঁকা ;
(আবার) বাইরে ব'সে নব্য হিন্দু, গণ্ডূষ কচ্ছেন মন্তসিন্ধু,
ধর্ম্মে বিশ্বাস নাই একবিন্দু, শুধু কৌলিক বজায় রাখা।

কান্ত কয় কইব কত, এরাই দেশহিতে রত,
এটা যে গাড়ীর মত, কাদায় ডুব্‌ল চাকা,
এরা, ঘুমিয়েছিল উঠ্‌লো জেগে,
চাকা টান্‌তে গেল লেগে,
মরণের জন্যে যেমন কুম্ভকর্ণের হঠাৎ জাগা !

পণ্ডিত ব্রাহ্মণ

মিশ্র ইমনকল্যাণ—একতালা

আমরা ব্রাহ্মণ ব'লে নোয়ায় না মাথা, কে আছে এমন হিন্দু ?
আমাদেরই কোনও পূর্ব্বপুরুষ গিলে ফেলেছিল সিন্ধু।
গিরি গোবর্দ্ধন ধরে ছিল যেই, মেরেছিল রাজা কংসে,
তার বক্ষে যে লাথি মারে, সে যে জন্মেছিল এ বংশে ;
বাবা, এখনো রেখেছি গলায় ঝুলিয়ে অমন খোলাই পৈতে ;
তোমরা মোদের সম্মান করিবে, সে কথা আবার কইতে ?

আগেকার মত মুখ দিয়ে আর বেরোয় না বটে আগুন,
(কিন্তু) কথার দাপটে এ দুনিয়া মারি, সাহস থাকেতো লাগুন!
যদিও এখন অভিশাপ দিয়ে ক'ত্তে পারিনে ভস্ম;
(কিন্তু) হাওয়াই তর্কে গিরি উড়ে যায়, তোমরা আবার কস্য?
বাবা, এখনো রেখেছি গলায় ঝুলিয়ে ইত্যাদি।

পৌরহিত্য ক'রে থাকি আর করি মোরা গুরুগিরি হে;
(আর) নরক হইতে দু'হাত তুলিয়া দেখাই স্বর্গের সিঁড়ি হে;
অনুস্বার আর বিসর্গের যোগে বাজাই এম্‌নি আখড়াই,
(যে) যজমান, আর শিষ্যবর্গে, বেমালুমভাবে পাক্‌ড়াই;
বাবা, এখনো রেখেছি গলায় ঝুলিয়ে ইত্যাদি।

যদিও করেছি চটির দোকান, ঠেল্‌ছি বেড়ি ও হাতাটা,
(কিন্তু) টিকিটি সুদ্ধ বজায় রেখেছি মহর্ষি ব্যাসের মাথাটা;
মদ্‌টা আস্‌টা খাই, মাঝে মাঝে পড়েও থাকি গো খানাতে,
(আর) ব্রাহ্মণ ব'লে চিনিতে না পেরে ধরেও নে যায় থানাতে।
কিন্তু এখনো রেখেছি গলায় ঝুলিয়ে ইত্যাদি।

যদিও ভুলেছি সন্ধ্যা ও গায়ত্রী, জপ, তপ, ধ্যান, ধারণা,
(কিন্তু) ব্রাহ্মণত্ব কোথা যাবে? সোজা কথাটা বুঝিতে পার না?
টুক্‌ ক'রে ঢুকে চাচার হোটেলে খাই নিষিদ্ধ পক্ষী,
(আর) ভোরে উঠিয়া গীতা নিয়ে বসি, বাবা বলে 'ছেলে লক্ষী';
বাবা, এখনো রেখেছি গলায় ঝুলিয়ে ইত্যাদি।

চুরী কি ডাকাতি, খুন কি জখম, যা'খুসী দু'হাতে ক'রে যাই;
পক্ষীতো ভাল, রাস্তায় যদি আস্ত "—"টা ধরে খাই;

আমরা হচ্ছি জেতের কর্ত্তা, আমাদের জাত নিবে কে ?
(এই) স্বার্থের পাকা-বেদীর উপরে গলা টিপে মারি বিবেকে।
বাবা এখনো ঝুল্‌ছে ব্রহ্মণ্য তেজের Leyden jarএ পৈতে ;
তোমরা মোদের সম্মান করিবে সে কথা আবার কইতে ?

অব্যান্নারী

বেহাগ—একতালা

জেনে রাখ, ভায়া, নারী এল ভবে কি কাজ সাধিতে ;
ওরা জমা বেঁধে নেয় সংসার জমি,
চষে নাক' কভু আধিতে।
সৃজিতে নয়ন-সলিল-বন্যা,
প্রসব করিতে পুত্র-কন্যা,
(আর) শত বন্ধনে পুরুষ গরুকে
মায়ার খুঁটোয় বাঁধিতে।

পরিতে পাসি সাড়ী, সিমলাই,
বোম্বাই, বারাণসী গো,
পরিতে সোণা ও হীরের গহনা,
গাঁথা যাহে তারা শশী গো ;
মোদের খরচে এ সব কার্য্য
সাধিতে হইবে, তা অনিবার্য্য ;
'জবাকুসুম' ও 'কুন্তলীনে'
চিকুর-কলাপ বাঁধিতে।

বিগ্রহে, কাক-ময়ূর-কণ্ঠা,
সন্ধিতে, পিক পাপিয়া ;
সন্ধি-সময়ে, খেতে ছোলাভাজা,
মোদের স্কন্ধে চাপিয়া।
না হয় আমরা ভাল বাসিব না,
করিতে আসেনি, ছি, ছি, দাসীপনা ;
খাইতে আসেনি মোদের বকুনি,
কিম্বা হেঁসেলে রাঁধিতে।

কষ্ট করিয়া কোমল শরীরে,
কি হেতু শিখিবে বিদ্যা ?
নিত্য মুখরা বাক্যবাদিনী
ওদের সহজ-সিদ্ধা।
যামিনী-শয়নে হ'লে বিলম্ব,
শয্যাপার্শ্বে বিষম লম্ব
হয়ে নিরুপায়, ওা হতভম্ব,
পায়ে ধ'রে হয় সাধিতে।

না করিতে এক পয়সা উপায়,
অনটন হোক্ হাজারি ;
না ধরিতে নিজ পুত্র কন্যা,
মেয়ে যেন কোনও রাজারি।
হাসিয়া করিতে মোদের ধন্য,
রাগিয়া মলিতে মোদের কর্ণ,
(আর) ছুতোনাতা নিয়ে, অভিমান ক'রে,
মোদের মর্ম্মে 'ঘা' দিতে।

মোক্তার

'আমরা বিলেত ফের্‌তা ক' ভাই'—সুর

আমরা, মোক্তারি করি ক'জন,
এই, দশ কি এগার ডজন,
কিন্তু, সংখ্যার অনুপাতে আমাদের
বড্ডই কম ওজন।

পরি, চাপকান তলে ধুতি,
যেন, যাত্রার বৃন্দেদূতী ;
আমরা, দৌত্য কর্ম্মে পটু তারি মত
জানি রসিকতা স্তুতি।

যত, ভাইসাহেব মক্কেল,
তাদের কতই যে মাখি তেল,
আর, দু' আনা, চার আনা, ছ' আনায়, করি
সরষে কুড়িয়ে বেল।

যত, নিরক্ষর চাষা গুলো,
প্রায় দিয়ে যায় কলা মুলো,
দেখ, ক'রে তুলিয়াছি প্রায় একচেটে
চাচার চরণ ধুলো।

কত মিষ্টি কথায় মাতিয়ে,
আর, ধর্ম্ম-কুটুম পাতিয়ে,
ঐ, লম্বা দাড়িতে হাতটি বুলিয়ে
যা থাকে নেই হাতিয়ে।

করি, জামিনের ফিস্ আদায়,
কভু, আসামীটে গোল বাধায়,
ঐ, বিচারের দিনে হাজির না হ'য়ে
হাসির দ্বিগুণ কাঁদায়।

ঢের বাঁধা ঘর আছে বটে,
কিন্তু বলা ভাল অকপটে,
যে বছরের শেষে পুজোর সময়,
মাইনে চেলেই চটে।

হু'টো ইংরেজী কথাও জানি,
সুধু ভুলেছি Grammarখানি,
এই 'I goes', 'he come', 'they eats' বেরোয়
ক'রে খুব টানাটানি।

বলি, Your honour record see,
What, প্রমাণ against me ?
এই doubt's benefit all court give
হুজুর not give কি ?

কারো টাকা যদি পড়ে হাতে,
বড় নগদ রয়না তাতে,
আমরা জমা খরচেই সব সেরে দেই
পণ্ডিত ধারাপাতে।

বলি, "মা'ত্তে দেখিনি কিরে ?
বেটা কান হু'টো দেবো ছিঁড়ে,

বল্, নিজের চক্ষে মা'ত্তে দেখেছি
দশ-বারজনা ঘিরে"।

(রাখি), জমা খরচটা মস্ত
তাতে এমনিতর অভ্যস্ত,
বাজেয়াপ্তিতে জলকেটে নেয়,
ছন্ধে পড়ে না হস্ত।

এখন, ভার হইয়াছে বসত,
প্রায় বন্দ হয়েছে রসদ,
মক্কেল, হাকিম, গিন্নি, চাকর,
সব মনে করে অসৎ।

গোপনে দিয়েছি খেয়েছি কত,
সাক্ষী শিখিয়েছি অবিরত,
(এ হাতে) দোষীর মুক্তি, নিরপরাধীর
জেল হ'য়ে গেল কত !

সদর খাজানা না দিয়ে
(ও সে) টাকাটা গোপনে হাতিয়ে,
নিলাম করিয়ে নিজে কিনে নেই
গরীব মালিকে কাঁদিয়ে।

আর বেশী দিন কই বাকি ?
শুনেছি, সেখানে চলে না ফাঁকি ;
আমরা শিখিয়েছি কত দোষীর জবাব,
মোদের জবাবটা কি ?

ডাক্তারের

মিশ্র ইমনকল্যাণ—একতালা

দেখ, আমরা হচ্ছি পাশকরা,
ডাক্তার মস্ত মস্ত ;
ঐ Anatomy, Physiologyতে
একদম সিদ্ধহস্ত।
আমরা ছিলাম যখন students,
ঐ Medical Jurisprudence,
এই Poetryর মতন আউড়ে যেতাম ;
ভেবোনা impudence ;
And, that hellish cramming system,
was but all for good ends.
আমরা M.B. কিম্বা M.D. কিম্বা L.M.S.
V.L.M.S.
And as a rule, we take as medicine
Vinum galicia, more or less

আমরা, ব'লে দিতে পারি, তোমার,
দেহে কখানা হাড়।
করি spinal cord আর wisdom tooth-এর
সম্বন্ধ বিচার।
আর ঐ, পচা পোকাপড়া,
হাতে, ঘেঁটেছি কত মড়া,
যখন দ'মে যেতাম, দে'খে, সেটা
কি সব দ্রব্যে গড়া',
তখন, এক peg whisky টেনে নিয়ে,
মেজাজ কর্ত্তাম চড়া।
আমরা M. B. কিম্বা M. D. ইত্যাদি।

যেম্না কেম্না নাই আর আমাদের,
হয়েছি মুচি নাকা,
তোমার মূত্র বিষ্ঠা ঘাঁটতে পারি, দাদা,
পেলে নূতন টাকা ;
রোগটা বুঝি বা না বুঝি,
আগে, দর্শনী ট্যাকে গুঁজি,
দেখ, stethescope আর thermometer,
আমাদের প্রধান পুঁজি ;
রোগের, description শুনে, prescription করি,
অম্‌নি সোজাসুজি ;
আমরা M. B. কিম্বা M. D. ইত্যাদি।

তোমার ছেলে অক্কা পেলে,
আমার কি আর তাতে ;
কিন্তু ওষুধের billটে আস্‌বেই আস্‌বে
প্রত্যেক সন্ধ্যায় প্রাতে,
তুমি, হাজার মাথাঠোকো,
আর, দেবো না ব'লে রাখো,
Billটা, ভিমরুল-মাফিক তেড়ে ধ'র্‌বে,
জলে বা গর্ত্তে ঢোকো,
তা, হওনা তুমি কিস্‌মত মণ্ডল,
হওনা Admiral Togo ;
আমরা M. B কিম্বা M. D. ইত্যাদি।

Medical certificate এর জন্যে
এলে ধনী কেহ,

ঐ, জলপানী কিঞ্চিৎ হাতিয়ে, ব'লে দেই,
"অতি রুগ্নদেহ,
আমার চিকিৎসার নীচে আছেন,
জানিনে মরেন কিম্বা বাঁচেন,
এঁর ব্যারাম ভারি শক্ত, ইনি
হাই তোলেন আর হাঁচেন ;
আর, কষ্ট হলেই কাঁদেন, আর
আহ্লাদ হলেই নাচেন ;"
আমরা M. B. কিম্বা M. D. ইত্যাদি।

দেখ্‌লে, compound fracture, simple fracture,
tumour কিম্বা sore ;
যা স্ফূর্ত্তিতে, লেগে যাই, তখন
দেখে নিও ছুরির জোর ;
এই সিদ্ধ হস্তে কেটে,
দি, আঙ্গুল দিয়ে ঘেঁটে,
আমরা পরের গায়ে ছুরি চালাই
অতি ভয়ঙ্কর রেটে,
আর ঐ operation ব্যাপার আমরা
করেছি একচেটে।
আমরা M. B. কিম্বা M. D ইত্যাদি।

পরিণয়াভিনন্দন

'ঐ ভৈরবে বাজিছে বিকট ভরাবহ'— সুর

(মধু) মঙ্গল-গোধূলি-পরিণয়-উৎসব
—দরশনে আকুল প্রাণ,
আইল ঋতুপতি কুসুমমাল্য ল'য়ে
স্নিগ্ধমলয়, পিকতান।

এ শুভ মধুর প্রদোষ,
(তব) ভাগ্যগগনে, আজি, উদিল শুভগ্রহ
পূর্ণবিমলপরিতোষ ;
আশীর্ব্বাদ করিছে মুহুঃ বরিষণ,
শিরে তুলি লহ দেবদান।

দুঃখ দৈন্য সব দূর ;
লক্ষ্মীস্বরূপিণী আন গৃহে, ধন
ধান্যে হইবে ভরপূর ;
বিশ্বনাথপদে প্রণম ভক্তিভরে,
বল "জয় করুণা-নিধান" !

বিদায়-অভিনন্দন

'কেন বঞ্চিত হব চরণে'—সুর

তুমি সত্য কি যাবে চলিয়া ?
পুত্রকন্যা প্রিয়শিশুদলে
যেতেছ আজি কি বলিয়া ?

মোরা ভাসিতেছি আঁখিনীরে,
তোমার শুভ্র স্মৃতিটুকু ল'য়ে
যাব কি হে গৃহে ফিরে ;

তব উপদেশ সুধাবাণী,
তব সৌম্যমূরতিখানি,
আজি বিদায়ের দিনে, পুণ্যকিরণে
উঠিছে হৃদয় জ্বলিয়া।

আজি, কি দিয়া শুধিব ঋণ হে,
মুগ্ধপ্রাণের প্রীতিটুকু ছাড়া,
কি আছে ? আমরা দীন হে !

তুমি কীর্ত্তিবিমানে চড়িয়া,
যশের মুকুট পরিয়া,
দীর্ঘজীবন লভ, সুখে থাক,
যেওনা মোদের ভুলিয়া।

[কোন শিক্ষকের বিদায় উপলক্ষে রচিত]

সংস্কৃতভাষার পুনরুদ্ধার

বাগীশ্বরী—আড়াঠেকা

চির-নিরানন্দ গেহে কি আনন্দ উপজিল !
বিষণ্ণ-আকুল প্রাণে কেবা শান্তি ঢালি দিল !
নিরাশার দ্বার খুলি', "উঠ মা, জাগো মা" বলি,
আনন্দ আহ্বানে কেবা জননীরে জাগাইল !

জ্ঞানের আলোক দিয়া, ভরিল আঁধার হিয়া,
দুখিনী মায়ের চির-আঁখি-বারি মুছাইল।
কে কোথা রয়েছ প'ড়ে, ছুটে এস ত্বরা ক'রে,
দেখ দয়াময় বিধি কিবা নিধি মিলাইল।

সংস্কৃতভাষা

বেহাগ—আড়াঠেকা

শুনিবে কি আর ?
আর্য্যের সে দেব ভাষা নিত্য সুধাসার।
চতুর্ব্বেদ শ্রুতি স্মৃতি, গায় যার যশোগীতি,
কবীন্দ্র বাল্মীকি ব্যাস, সুপুত্র যাহার ;
যে ভাষায় রচি মন্ত্র, দর্শন পুরাণ তন্ত্র,
ক'রে গেছে কত নব সত্য আবিষ্কার।
ভারতে জনম ল'য়ে, অশেষ লাঞ্ছনা স'য়ে,
অনাদর অযতনে, কি দশা তাহার !
দেববালা অঙ্গহীন, কি বিষণ্ণ কি মলিন !
হেরিলে পাষাণ প্রাণ কাঁদেনা তোমার ?
অমৃত আস্বাদ ভুলি', ধরেছ বিদেশী বুলি,
বিদেশে চাহিয়া দেখ সম্মান তাহার ;
তোমার নিজস্ব ল'য়ে, পরে যায় ধন্য হ'য়ে,
ফিরিয়া না দেখ তুমি, হায় কি বিকার !

বিজয়া—তেওড়া

অস্থিভূষণ মৃত্যুদানব
ভীম-নগ্ন-কপাল-মালী,
রুদ্র নেত্রে কি রোষ পাবক,
জ্বলিছে তীক্ষ্ণ মরীচি-শালী !
দুঃখ, দৈন্য, বিষম বুভুক্ষা,
প্রেত-প্রেতিনী সঙ্গে,
নাচে তাণ্ডবে, অট্ট হাসিছে
ভীম কর্কশ কি করতালি !

—জাগো জাগো বিলাস পরিহর,
ত্যজ সুকোমল শয়ন রে,
দৈত্য নাশিতে ডাক জননীরে
দৈত্য-হরণা শক্তি কালী ।

[উড়িষ্যা-দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে রচিত]

কোন বন্ধুর অকালমৃত্যু উপলক্ষে

বেহাগ—আড়াঠেকা

তবে কেন শোক,
যদি রে আনন্দময়, পুণ্য পরলোক ?
যে দেশে গিয়াছে ভাই, সে দেশে বিষাদ নাই
চিদানন্দ সুখস্রোতে, চিরামৃত যোগ ।

ভগবত ভক্তগণে, ভক্তিভরে হৃষ্টমনে,
হরিগুণ আলাপনে, হরে সদা কাল ;
জনম মরণ তথা, অলীক স্বপন কথা,
নাহি অশ্রুজল, প্রিয়-সুহৃদ-বিয়োগ।
এড়ায়ে ভব-জঞ্জাল, গিয়েছ করেছ ভাল,
সংসারের দুঃখ জ্বালা, পাবে না তোমায়,
আমাদের অশ্রুজলে, যেন মন নাহি টলে,
চিরশান্তি মাঝে কর, নিত্যসুখ ভোগ।
কর, সখা, আশীর্ব্বাদ ঘুচে ভব পরমাদ,
তব পুণ্য-পথ বহি, যেন চ'লে যাই ;
জীবনে কর্ত্তব্য যাহা, সম্পাদন করি তাহা,
হরিনাম মহামন্ত্রে, নাশে ভব-রোগ।

রুগ্নের দুর্গোৎসব

প্রসাদী—সুর

মা কখন এলে, কখন গেলে ?
এবার রোগের জ্বালায় পাইনি দেখ্‌তে
চরণ দুটি নয়ন মেলে !
কার বাড়ী অনাদর হ'ল, কার বাড়ী বা ভক্তি পেলে ;
উপোস হ'ল কোথায় বল্‌, মা, প্রীতির অন্ন কোথায় খেলে ?
ঘিয়ের লুচি ভোগ দিলে কে, কেবা ভেজে দিলে তেলে ;
কার বাড়ী মা ঝাউলকারি, ভোগ দিলে কে আতব চেলে ?
কে দিলে, মা, শ্রীচরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি ঢেলে,
কেবা মদ দিয়ে সহস্রধারায় মনের সুখে স্নান করালে ?
নিন্দার ভয়ে কৌলিক রক্ষা কল্লে, মা, কোন্‌ সুবোধ ছেলে ;
জাঁকজমক দেখালে কেবা ঝাঁড় লণ্ঠনে বাতি জ্বেলে ?

কার পূজা বা নব্য মতে, কার পূজা নেহাৎ সেকেলে ;
এ দারুণ দুর্দ্দিনে হ'লি অন্নপূর্ণা কার হেঁসেলে ?
কে দিলে মা রেলির কাপড়, দিশি তাঁতের বস্ত্র ফেলে ;
কোন্ পুরুত তিন বাড়ীর পূজা ক'রে বেড়ায় অবহেলে ?
কোন্ পূজকের মুখে মন্ত্র, মন রয়েছে লুচির থালে,
আর কিছু বলুক না বলুক, 'ভ্যো নম'টা বলেই বলে ।
কান্ত বলে শোন্ মা, তারা, আস্‌ছে বছর আবার এলে,
নাও যদি মারিস্ প্রাণে, এই অসুরগুলো পুরিস জেলে ।

মনোবেদনা

বংলা—জলদ একতালা

কোন্ অজানা দেশে আছ কোন্ ঠিকানায়,
লুকিয়ে লুকিয়ে ভালবাস যে আমায় ;
গোপনে যাওয়া আসা, ভালবাসা, চোখের আড়াল সব,
লোক দেখান নয় হে তোমার করুণা নীরব ;
নয়নের সাম্‌নে থাক, দেখা নাহি যায় !

অভ্যর্থনা

মিশ্র খাম্বাজ—জলদ একতালা

কোন্ সুন্দর নব প্রভাতে,
তুমি উদিলে ধরা জাগিল হে !
স্নিগ্ধমলয় বহিল মন্দ,
বনকুসুম—
তব বদনচুম্ব মাগিল হে !

সুখ নিমগনে, ধরাবাসিজনে,
আনন্দকিরণে ভাসিল—
মোহ-জলদ সরিল,—সবারি হৃদয়-
আঁধার টুটিল হে ;
'জয়মঙ্গলরূপী নবরবি' রবে
সবে বন্দন গাহিল হে !
আবার—সান্ধ্যগগনে স্তিমিতকিরণে
চলিলে, নিভিল উজল ভাতি হে,
অস্ত, নিখিল ব্যস্ত, দিয়ে গেলে
দুখরাতি হে,
সবে ডুবিল ঘোর অন্ধতিমিরে
নিরাশায় চিত ভরিল হে !
আর কি কভু এ ভাগ্যগগনে
উদিবে করুণা করিয়া,
দাঁড়াও ! সৌম্য মুরতি হেরি, এ
তৃষিত নয়ন ভরিয়া ;
তবে মিলনের ভয়ে বিরহ ভীতি
হৃদয় আকুল করিল হে ।

কোন প্রথিতনামা সাহিত্যসেবীর পরলোকগমন উপলক্ষে

ঝিঁঝিট—একতালা

নিষ্প্রভ কেন চন্দ্র তপন,
স্তম্ভিত মৃদু গন্ধবহন,
ধীর তটিনী মন্দ গমন,
স্তব্ধ সকল পাখী ।

সজল করুণ যত নয়ান,
শুষ্ক মলিন নত বয়ান,
লক্ষ শোক নিহিত বক্ষে,
দুঃখ উঠিছে জাগি ॥
ত্যক্ত সকল সুখ-বিলাস,
উষ্ণ বিফল দুখ-নিশ্বাস,
"হা বান্ধব" উঠিছে ভাষ,
অন্তর তল থাকি ।
বৃদ্ধ যুবক অর্থী নিঃস্ব,
হা হা রবে পূরিল বিশ্ব,
শোক মুগ্ধ নিখিল বঙ্গ,
সৌম্য হে তব লাগি ॥

শেষ আশ্রয়

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালী

আর কি ভরসা আছে তোমারি চরণ বিনে,
আর কোথা যাব তুমি না রাখিলে দীনহীনে ?
নিতান্ত কলুষিত ভ্রান্ত বিষয়মদে,
কৃতান্ত ভয়ভীত শ্রান্ত জীবনপথে,
ঘোর বিভীষিকা মাঝে, তারিণি কি তারিবি নে ?
কি মোহ মদিরা পানে বৃথা এ জনম গেল,
নয়ন মেলিয়া দেখি শমন নিকটে এল,
কোলে নে, করুণাময়ি, অকিঞ্চন এ মলিনে ।

সদ্ভাব কুসুম

চন্দ্র ও সূর্য্য

পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে চাঁদ উঠে পূবে,
পশ্চিমের আকাশেতে সূর্য্য যায় ডুবে।
উঁকি মেরে চাঁদ কয় সূর্য্য পানে চেয়ে,
"ওগো সূয্যি মামা! কোথা চলিয়াছ ধেয়ে?

এতক্ষণ জীবগণে পোড়াইয়া ধীরে,
শরীরের জ্বালা বুঝি নিভাইতে নীরে,
সাগরে ডুবিছ? ভাল, উঠিও না আর,
আমি আসিতেছি, তাপ জুড়াতে ধরার।

আমার শীতল জ্যোৎস্না পেয়ে জীবগণ,
হ'য়ে থাকে অবিরল আনন্দে মগন।
অবোধ সরল শিশু মা'র কোলে থেকে,
'আয় চাঁদ, আয় চাঁদ' বলে মোরে ডেকে।

সহস্র চকোর উড়ে মোর দেখা পেয়ে,
কি আনন্দ পায় তারা মোর সুধা খেয়ে!
'সুধাকর' নাম মোর, করি সুধা দান;
'তপন' তোমার নাম, দগ্ধ কর প্রাণ।

'শশধর' নাম মোর কেমন সুন্দর;
'মার্ত্তণ্ড' তোমার নাম অতি ভয়ঙ্কর!
তোমারে দেখিলে কেহ, চক্ষু হয় অন্ধ;
আমার শীতল মূর্ত্তি, দর্শনে আনন্দ।

তোমার কিরণ-স্পর্শে অবিরত ঘর্ম্ম,
পিপাসায় প্রাণ যায়, দগ্ধ হয় চর্ম্ম।
তোমারে দেখিয়া সবে গৃহেতে লুকায়,
ভাবে, কতক্ষণে এটা অস্ত যাবে, হায়!

যাইতেছ ডুবে যদি, যাও, নমস্কার;—
একেবারে যাও, মামা, জ্বালায়ো না আর।"
সূর্য্য কহে ধীরে ধীরে রাঙ্গা মুখে হেসে,
"এমন পণ্ডিত আর আছে কোন্ দেশে?

আমি আছি, তাই বাঁচে জীবের জীবন,
হাতে হাতে প্রাণ দেয় আমার কিরণ।
পৌষমাসে যৎসামান্য দক্ষিণেতে সরি,
শীতে মৃতপ্রায় জীব,—কম্প থরথরি।

আমার কিরণ পেয়ে বাঁচে যত তরু,
নতুবা এ ধরা হ'ত অনুর্ব্বর মরু।
ফল, ফুল, লতা, গুল্ম, শস্য অগণন,
করি অঙ্কুরিত, করি বর্দ্ধন, পালন।

তাই খেয়ে, তাই পেয়ে, জীবের বড়াই,
আমিই মেঘের জল ধরায় ছড়াই।
গিরি-শিরে অবিরত গলাই তুষার,
তাই প্রাণিগণ পায় শীত জলধার।

আমি না উদিলে, আর নাহি চলে বায়ু,
মুহূর্ত্তে জীবের শেষ হ'য়ে যায় আয়ু।

আরে মূর্খ ! কোন্ মুখে মোরে 'মামা' কহ ?
নাহি জান, আমি যে তোমার পিতামহ ?

সে দিনের শিশু তুমি, বয়স বা কত,
এরি মধ্যে ধরিয়াছ গুরুনিন্দা-ব্রত ?
নাম নিয়ে কেন কর এত কথা ব্যয় ?
নামের গৌরব বাড়ে গুণ যদি রয় ।

শান্ত ছেলেটিকে যদি 'দুষ্ট' ব'লে ডাকি,
ডাকিতে ডাকিতে ছেলে মন্দ হয় নাকি ?
পণ্ডিতের নাম যদি রাখি 'বোকারাম',
মূর্খ হ'য়ে যায় নাকি ? পায় না প্রণাম ?

বালকের নাম যদি রাখি 'বৃদ্ধ রায়',
শৈশবেই চুল তার সাদা হ'য়ে যায় ?
অন্ধপুত্রে যদি ডাকি 'পদ্মনেত্র' ব'লে,
দৃষ্টিশক্তি পায় সে কি সুধু তারি ফলে ?

গায়ের কলঙ্ক বুঝি দেখিতে না চাও ?
তাই নিষ্কলঙ্কে নিন্দা ক'রে সুখ পাও ?
তুমি না থাকিলে চাঁদ কি বিশেষ ক্ষতি ?
আমা ভিন্ন এ ধরার কি হইত গতি ?

যে আলোর তুমি এত কর অহঙ্কার,
সে আলো তো মোর কাছে করিয়াছ ধার ।
যার ধনে ধনী তুমি, তারি নিন্দা কর ?
উদিত হ'য়ো না, শিশু, জলে ডুবে মর ।"

অশ্ব ও গাভী

হরিদত্ত নামে ধনী, নবগ্রামবাসী,
গোশালা ও অশ্বশালা গড়ে পাশাপাশি।
প্রত্যহ সায়াহ্নে সেই ধনীর নন্দন,
অশ্বশালে অশ্ব আনি' করিত বন্ধন।

গোশালায় গাভী ছিল পরম যতনে,
বসিয়া থাকিত সাঁঝে, রত রোমন্থনে।
এক নিশা দ্বিপ্রহরে অশ্ববর ধীরে,
দুঃখের নিঃশ্বাস ছাড়ি' কহিছে গাভীরে,—

"শুন, গাভী, মম সম দুঃখী কেহ নাই,
কোন্ পাপে অশ্ব হ'য়ে জন্ম, ভাবি তাই।
শতবার দেই আমি অদৃষ্টে ধিক্কার,
লক্ষবার নিন্দি মানবের অবিচার।

ভোরে মোরে জুড়ে দেয়, ভারি গাড়ীখানা,
সন্ধ্যায় বিরাম মোর হয় গাড়ী-টানা।
মাঝে মাঝে রাত্রিতেও পাইনে নিস্তার,
অবিরত কষাঘাত শ্রম-পুরস্কার।

শ্রান্তিবশে একটুকু থামি যদি কভু,
কঠিন প্রহার করে নিরদয় প্রভু।
পিঠ ফেটে রক্ত ব'য়ে যায় কতবার,
তবু কষাঘাত করে, কে করে বিচার?

বদনেতে রশ্মি দিয়া টানে এত জোরে,
জিহ্বা কেটে যায়, তবু টানে তাই ধ'রে।
তথাপি উদর পূরে খাইতে না পাই,
পেটে খেলে পিঠে সয়, তাও মোর নাই।

আমার সহিস-প্রভু, মোর ছোলা থেকে,
অর্দ্ধেক সরান, প্রাণ ফেটে যায় দেখে।
আমাদের কথা যদি বুঝিত মানব,
হ'তে পারিত না এত নিঠুর দানব।

মাঝে মাঝে কণ্ঠাগত হ'য়ে আসে প্রাণ,
ভাবি, বাঁচি অশ্বলীলা হ'লে অবসান।
তুমি, গাভী, কত সুখে জীবন কাটাও,
বিনাশ্রমে, মহাযত্নে ব'সে ব'সে খাও।

প্রহারের পরিবর্ত্তে পাও মহাদর,
তোমারে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে নর।
কত ভক্তিভরে প্রভু করে তব সেবা,
পশুমধ্যে তব সম সুখী আছে কেবা?"

শুনি' দুঃখে হাসি', গাভী করিছে উত্তর,
"আমার বেদনা সুধু জানেন ঈশ্বর।
তুমি কাঁদিতেছ, অশ্ব, প্রহার-ব্যথায়,
চিত্তে যদি সুখ থাকে, মার সহা যায়।

অনাহার, প্রহার বা অতি পরিশ্রম,
এ হ'তে আমার দুঃখ দারুণ বিষম!

ঐ দেখ, অশ্ববর, আমারি কুটীরে,
বাঁধিয়া রেখেছে মোর শিশু বৎসটিরে।

আমি আছি তিন হাত মাত্র দূরে বাঁধা,
দিবস যামিনী মোর সার সুধু কাঁদা।
ক্ষুধায় আকুল বাছা, জিজ্ঞাসে না কেহ,
বাঁট-ভরা দুধ মোর, বুক-ভরা স্নেহ।

সারা রাত্রি বাছা মোর 'মা, মা' ব'লে ডাকে,
ক্ষুধায় দুর্ব্বল হ'য়ে ভূমে প'ড়ে থাকে।
দু'জনায় দু'জনার মুখ পানে চাই,
বিফল রোদনে, অশ্ব, যামিনী পোহাই।

প্রত্যহ প্রভাতে পাই প্রভুর দর্শন,
সে দৃষ্টি এ প্রাণে করে গরল বর্ষণ।
দক্ষিণে দোহন-পাত্র, বাম হাতে কেঁড়ে,
আসিয়া বাছারে দেয় একবার ছেড়ে।

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় বৎস পাগল হইয়া,
দুধ খেতে আসে মোর বাঁটে মুখ দিয়া।
দু'টি মাত্র টান দিতে সে পাষাণ প্রাণে
নাহি সহে, বাছার বদন ধ'রে টানে।

তখনি সরায়ে নিয়া ধ'রে রাখে কাছে,
তা' দেখে কি অভাগিনী মা'র প্রাণ বাঁচে?
সব দুধটুকু মোর টানিয়া দোহায়,
ভাবি, হায়, কেন কাল-যামিনী পোহায়?

কাছে দাঁড়াইয়া বাছা 'হায়, হায়' করে,
'মা, মা' ব'লে ডাকে, আর আঁখিজল ঝরে।
নিঠুর যখন দেখে দুধ নাই বাঁটে,
ছেড়ে দেয় তারে, বাছা শুষ্ক বাঁট চাটে।

সবে চলে যায়, মোরা দুইজনে কাঁদি,
নীরবে সকলি সহি, বিধি প্রতিবাদী।
পূর্ব্বজন্মে কার মা'কে দিয়েছিনু ক্লেশ,
তারি এ কঠোর শাস্তি, জেনেছি বিশেষ।"

রাজপুত্র ও ঋষিপুত্র

পুরাকালে ছিল এক রাজার নন্দন,
মহিষীর একমাত্র আনন্দ-বর্দ্ধন।

অতি আদরের ছেলে, শিশুকাল হ'তে,
অঙ্গ ঢেলে দিয়েছিল বিলাসের স্রোতে।
কখনো ছিল না কোন সুখের অভাব,
যেমন ঐশ্বর্য্য তার, তেমনি প্রতাপ।

একদা প্রত্যূষে, পরি' মৃগয়ার সাজ,
সৈন্য ল'য়ে মৃগয়ায় যান যুবরাজ।
গহনে মৃগের পিছু ছুটি' অনিবার,
পথ হারাইল সাঁঝে, রাজার কুমার।

পরিশ্রান্ত অতিশয়, তৃষ্ণায় কাতর,
অন্ধকার হ'য়ে আসে ক্রমে গাঢ়তর।

বিষণ্ণ বিহ্বল-চিত্ত নৃপের নন্দন,
দ্রুতপদে করে এক তরু আরোহণ।

অনিদ্রায় অনাহারে পোহাইল রাতি,
প্রভাতে বনের পাখী গাহিল প্রভাতী।
অবরোহি' তরু হ'তে, পথ-অন্বেষণে,
ভ্রমিতে লাগিল বনে চঞ্চল চরণে।

হেনকালে দেখা এক ঋষিপুত্র সাথে,
সে যায় তুলিতে ফুল, ফুলসাজি হাতে।
রাজপুত্র কহে ডাকি', "কে? কোথায় যাও?
প্রাণ যায়, এক বিন্দু জল মোরে দাও।"

ঋষিপুত্র যত্নে ল'য়ে যায় যুবরাজে,
সুপবিত্র, শান্তিময় তপোবন-মাঝে।
জল দিয়া যুবরাজে আদরে বসায়,
জিজ্ঞাসে, "কি নাম ধর, বসতি কোথায়?"

রাজপুত্র নাহি দেয় কথার উত্তর,
ঋষিদের দশা দেখে' ব্যথিত অন্তর।
অবশেষে কহে, ঋষিপুত্রেরে সম্ভাষি',—
"আজ্ঞা পেলে, দু'টি কথা তোমারে জিজ্ঞাসি।

কি হেতু কঠোর শাস্তি হ'য়েছে তোমার?
আলো ভাল নয়? ভাল বনের আঁধার?
গাছের পাতায় ঢাকা একখানি কুঁড়ে,
ঝড়ে উড়ে যেতে পারে, যেতে পারে পুড়ে।

সুখের নাহিক চিহ্ন, আছ কোন্ সুখে ?
পায়স মিষ্টান্ন বুঝি নাহি যায় মুখে ?
কটু তিক্ত ফল খেয়ে ক্ষুধা হয় দূর ?
ওটা কি ? হায় রে দশা ! কুশের মাদুর ?

ওই শয্যা ? পরিধান ক'রেছ বাকল ?
বস্ত্র নাহি জুটে ? কিম্বা হ'য়েছ পাগল ?
শত-ছিদ্র এ কুটীর ; ঘোর বরষায়
পড়ে না বৃষ্টির ধারা ? শুয়ে থাকা যায় ?

প্রজ্বলিত অগ্নি মাত্র শীতের সম্বল ?
অন্য থাক্, একখানা জোটে না কম্বল ?
এত ক্লেশ ক'রে যার কর আরাধনা,
তার কাছে কিছুই কি চাহিতে পার না ?

আরো ভেবে দেখ, যদি মরণের পরে
পরকাল নাহি থাকে ? পণ্ডশ্রম ক'রে
মিথ্যা আশা বুকে ল'য়ে সাধিতেছে কত
ভয়ানক ক্লেশকর, সুকঠোর ব্রত ;

না খেলে মধুর খাদ্য রসনা-তোষণ,
না পেলে বিলাস-দ্রব্য, বসন-ভূষণ।
গীত, বাদ্য, রসালাপ লেখেনি ললাটে,
মানুষের জীবন কি এই ভাবে কাটে ?

পরকাল না থাকিলে দুঃখ মাত্র সার,
নিষ্ফল জীবনে তব, সহস্র ধিক্কার।

কে দেখেছে পরকাল, আছে কি বিশ্বাস ?
ঘোর অন্ধকার সব ফুরালে নিঃশ্বাস।"

ধীরভাবে ঋষিপুত্র শ্লেষবাক্য শুনে'
বলে শেষে, "রাজা তুমি কহ কোন্ গুণে ?
যৌবনেই যার হেন বুদ্ধি-বিপর্য্যয়,
সুশাসন তার ভাগ্যে নাহিক নিশ্চয়।

যে সব বিলাস-দ্রব্য কভু নাহি চাই,
তাহার অপ্রাপ্তি-হেতু দুঃখ কিছু নাই।
মানবের সুখ দুঃখ জনমে অন্তরে,
সেই দুঃখী, সদা যে অভাব বোধ করে।

বসন, ভূষণ কিম্বা খাদ্য সুরসাল,
যে না চাহে, তার বল কিসের জঞ্জাল ?
আমি যদি সুখী হই বনফল খেয়ে,
কি ফল, এ কাণে মিষ্টান্নের গুণ গেয়ে ?

পরকাল আছে কি না দেখে নাই কেহ,
যদি বল সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ :
না-ই যদি থাকে, তাতে মোর দুঃখ নাই,
যদি থাকে, তোমার কি গতি হবে, ভাই ?

প্রজার বুকের রক্ত করিয়া শোষণ,
শত শত দরিদ্রেরে করায়ে রোদন,
শত মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, শত অবিচারে,
যে অর্থ তুলিছ তুমি রাজ-ধনাগারে,—

তাই দিয়া কিনিয়াছ এ ক্ষণিক সুখ,
বৃথা অহঙ্কারে ফুলে উঠিয়াছে বুক।
যে দিয়াছে এই সুখ, বিলাস, সম্পদ,
ভ্রমে চিন্তা নাহি কর তাঁহার শ্রীপদ।

পরকাল যদি থাকে তবে কোথা যাবে ?
সমস্ত পাপের শাস্তি একে একে পাবে।
তাই বলি, নৃপসুত, তুমিই নির্ব্বোধ,
কোথায় তোমার শান্তি, কোথায় প্রবোধ ?

পাপে ডুবে' যেই নিজে সুখী মনে করে,
ক্ষণিক বিলাসে ম'জে না ডাকে ঈশ্বরে,
তারে কভু বুদ্ধিমান বলা নাহি যায়,
ভাব গিয়া, কি প্রভেদ তোমায় আমায় !"

গুরু ও শিষ্য

গুরুগৃহে করি' শাস্ত্রপাঠ-সমাপন,
বন্দিয়া বণিক-পুত্র গুরুর চরণ,

ধীরে ধীরে, সবিনয়ে কহে মৃদুভাষে,
"অনুমতি হয় যদি, যাই নিজ বাসে ;
কিন্তু এক ভিক্ষা আছে, চরণের দাস
সামান্য দক্ষিণা দিতে করে অভিলাষ।"

গুরু হাসি' কহে, "বৎস, দক্ষিণা কি হবে ?
আমার অভাব কিছু নাহি এই ভবে।"

শিষ্য বলে, "কান্তি তব কাঞ্চন-সন্নিভ,
দু'গাছি সোণার বালা পরাইয়া দিব।

সোণার শরীরে সোণা মানাইবে ভাল,
রূপের ছটায় হবে তপোবন আলো।"
গুরুদেব বলে, "বৎস, তাই যদি সাধ,
দিয়ে যেয়ো, বাসনায় না সাধিব বাদ।"

কিছুদিন পরে সেই বণিক-নন্দন,
স্বর্ণবালা ল'য়ে করে চরণ-বন্দন ;
স্বহস্তে গুরুর হাতে দিল পরাইয়া,
হেরিল দেহের শোভা নয়ন ভরিয়া।

শেষে কহে, "গুরুদেব, দু'গাছি বলয়,
হারাইয়া ফেল যদি, এই মম ভয়।"
গুরু কহে, "বৎস, আমি প্রতিজ্ঞা না করি,
হারাইতে পারে, কেহ নিতে পারে হরি' ;

তুমি তো সকলি জান, আমি উদাসীন,
সর্ব্ববিধ ধনরত্নে বাসনা-বিহীন।
তথাপি শিষ্যের দান গুরুর নিকটে,
যথাযোগ্য যত্ন, আর আদরের বটে।

সাধ্যমত যত্ন করি' রাখিব বলয়,
তথাপি জানিও, দৈব কারো বশে নয়।"
আনন্দে বণিক-পুত্র প্রণমিয়া পদে,
ফিরি' গেল নিজ গৃহে, কাননের পথে।

কিছুদিন পরে, পুনঃ গুরু-সন্দর্শন-
অভিলাষে, বনে আসে বণিক-নন্দন।
চরণে প্রণমি' দেখে দাঁড়াইয়া কাছে,
এক হাতে বালা নাই, এক হাতে আছে ;

বিষাদে কহিল, "প্রভু, বালা কি করিলে ?"
গুরু কহে, "প'ড়ে গেছে সরসী-সলিলে।
স্নান-হেতু নেমেছিনু সরোবর-জলে,
অকস্মাৎ বালাগাছি প'ড়ে গেল তলে।"

বণিক-নন্দন কহে জোড় করি' কর,
"সুন্দর বলয় সে যে, মূল্যও বিস্তর।
কোন্ স্থানে পড়িয়াছে দেহ দেখাইয়া,
খুঁজে দেখি একবার জেলে নামাইয়া।"

অনুরোধে যান গুরু অনিচ্ছায় ধীরে,
উভয়ে দাঁড়ান গিয়া সরোবর-তীরে।
শিষ্য কহে, "কোন্ স্থানে পড়েছে বলয় ?"
অবশিষ্ট বালাগাছি গুরু খুলে লয়,—

"ওই স্থানে পড়িয়াছে" ধীরে গুরু ব'লে,
সে গাছিও ছুঁড়ে ফেলে সরোবর-জলে।
দু'গাছি বালা-ই গেল, ভাবে শিষ্য দুখে,
দু'গাছি বালাই গেল, ভাবে গুরু সুখে।

কৃষ্ণদাস ও দেবদূত

পরম বৈষ্ণব এক কৃষ্ণদাস নামে,
বসতি করিত নবকৃষ্ণপুর গ্রামে।

প্রতিদিন ন্যূন-কল্পে একটি অতিথি
ভোজন করা'ত,—তার ছিল চিররীতি।
অভুক্ত রহিত নিজে অতিথি না পেলে,
নিজে খে'ত, অতিথি আহার ক'রে গেলে।

এই ব্যবহার তার ছিল আজীবন,
ভ্রমেও হ'ত না কভু নিয়ম-লঙ্ঘন।
বিধাতার ইচ্ছা কিবা বলা নাহি যায়,
একদিন কৃষ্ণদাস অতিথি না পায়।

যারে পথে দেখে, তারে কহে কর-জোড়ে,
"একবার মম বাসে এস দয়া ক'রে;
দরিদ্রের দু'টি অন্ন মুখে দিয়ে যাও,
অনাহারে আছি আমি, জীবন বাঁচাও।"

এরূপে সমস্ত দিন যাচি' প্রতিজনে,
সন্ধ্যায় একাকী গৃহে ফিরে ক্ষুণ্নমনে।
কেহ বলে, "কাজ আছে, বড় তাড়াতাড়ি,"
কেহ বলে, "নাহি খাই বৈষ্ণবের বাড়ী;"

কেহ বলে, "এখনি এলাম ভাত খেয়ে,"
কেহ নিরুত্তর, ব্যস্ত, চলিয়াছে ধেয়ে।
সম্মুখে প্রস্তুত অন্ন, ভাবে কৃষ্ণদাস,
"প্রভু আজ দিয়াছেন মেরে উপবাস।"

রাত্রি দ্বিপ্রহরে যবে নীরব অবনী,
দুয়ারে শুনিল স্পষ্ট করাঘাত-ধ্বনি।
ব্যস্ত হ'য়ে কৃষ্ণদাস খুলে দেয় দ্বার,
ক্ষুধার্ত্ত অতিথি এক মাগিছে আহার।

ভাবে, "প্রভু এতক্ষণে ক'রেছেন কৃপা,
জুড়ায়ে গিয়াছে অন্ন, খাওয়াইব কিবা!"
সমাদরে অতিথিরে বসায়ে আসনে,
অন্ন আনি' দিল তারে পরম যতনে।

সম্মুখে যেমন অন্ন রাখে কৃষ্ণদাস,
অতিথি বদনে দেয় বড় বড় গ্রাস।
ইষ্টদেবে নিবেদন করিল না দেখে',
কৃষ্ণদাস একেবারে অগ্নিশর্ম্মা রেগে;

বলে, "তুই কোথা হ'তে আইলি? আ-মর।
দেখি নাই তোর মত পাষণ্ড পামর।
তোর মত ধর্ম্মহীন, পাতকী, পাগল
খাওয়াইলে, কিছুমাত্র নাহি হবে ফল।

যাঁর করুণায় এই ক্ষুধার সময়
পাইলি আহার, তাঁরে মনে নাহি হয়?
ওঠ্ তুই, তোর আর খেয়ে কাজ নাই,
অভুক্ত রহিব আমি, অতিথি না চাই।"

এত কহি', এক চড় মারে তার গালে,
উঠিল অতিথি, ভাত প'ড়ে র'ল থালে।

অভিমানে চ'লে গেল, ফিরিল না আর,
কৃষ্ণদাস ক্রোধ-ভরে রুদ্ধ করে দ্বার।

এমন সময়ে, এক দেবদূত এসে,
দাঁড়াল সম্মুখে, সাধু-উদাসীন-বেশে।
দূত কহে, "কৃষ্ণদাস, কি করিলে হায়!
ক্ষুধার্ত্তের অন্ন নাকি কেড়ে নে'য়া যায়?

পাঠাইল প্রভু মোরে তোমার সকাশে,
ব'লে দিল, 'সাবধান কর কৃষ্ণদাসে;
পূর্ব্বকৃত সুবিমল পুণ্য করি' নাশ,
গভীর পাপের পঙ্কে ডুবে কৃষ্ণদাস।'

যে প্রভুর অন্ন, পাপী করিছে ভোজন,
কোন দিন করে নাই তাঁরে নিবেদন,
তথাপি দয়াল তার আহার যোগান,
দয়া ক'রে চিরকাল ক্ষমা ক'রে যান।

কেন বিপরীত বুদ্ধি হইল তোমার?
এ অন্নে তোমার, বল, কোন্ অধিকার?
তুমি প্রতিনিধি মাত্র দয়াল প্রভুর,
তুমি তাড়াইলে কেন ক্ষুধা-তৃষ্ণাতুর?

দয়ালের অন্ন এ যে, তোমার তো নয়;
তাঁর চিরকাল সহে, তোমার না সয়?
চিরকাল ক্ষমা তিনি করিছেন এ'রে;
তুমি দিলে তাড়াইয়া, গালে চড় মেরে?

তবু তুমি ভৃত্য মাত্র,—মালিক তো নহ ;
একদিন মাত্র, তাই তোমার দুঃসহ ?
শীঘ্র যাও, ক্ষুধিতেরে আন ফিরাইয়া,
আহার করাও তারে আদর করিয়া।

অসীম দয়াল প্রভু, ক্ষমার নিবাস,
হেরি', ক্ষমা শিক্ষা কর, ভ্রান্ত কৃষ্ণদাস !"
লজ্জা পেয়ে, অনুতাপে, কৃষ্ণদাস ধায়,
অতিথি ফিরায়ে এনে আহার করায়।

পিতা ও পুত্র

রামদাস প্রতিদিন গিয়া পাঠশালে,
পড়া হইত না ব'লে, চড় খে'ত গালে।
বিশেষতঃ ঠেকে যে'ত কড়ায় গণ্ডায়,
প্রমাদে পড়িত বড়, অঙ্কের ঘণ্টায়।

নিত্য হারাইত তার অঙ্ক-কষা খাতা ;
অঙ্কের সময়, নিত্য ধরে তার মাথা।
শিক্ষকেরে মাঝে মাঝে মিথ্যা কথা ক'য়ে,
ছুটী নিয়ে যে'ত রাম, প্রহারের ভয়ে।

আজ তার পেট-ব্যথা, কাল মাথা-ধরা ;
ছুতো ধ'রে, কোন মতে চাই স'রে পড়া।
স্কুলে যেতে পথে যদি কভু বৃষ্টি হয়,
ভিজাইয়া নিত গাত্র-বস্ত্র সমুদয়।

ভিজে বস্ত্র দেখি' দিত শিক্ষকেরা ছুটী ;
বাহিরে আসিয়া রাম হেসে কুটি কুটি।
কভু বা বলিত, "আজ মা'র বড় জ্বর,
বলেছেন ছুটী নিয়ে যাইতে সত্বর।"

পিতার অসুখ ব'লে কভু ছুটী নিত ;
বাড়ীতে না ফিরি', পথে খেলে বেড়াইত।
কোন দিন, "ভাত খেয়ে আসি নাই" ব'লে,
ছুটী নিয়ে রামদাস বাড়ী যে'ত চ'লে।

এইরূপে বেড়ে গেল ছুটী-নেয়া রোগ ;
কিন্তু কয় দিন রয় হেন শুভ-যোগ ?
একদিন রামদাস শুষ্ক, নত-মুখ,
শিক্ষকেরে কহে, "আজ বাবার অসুখ ;

হ'য়েছেন শয্যাগত ভয়ঙ্কর জ্বরে,
যেতে হবে বৈদ্য-বাটী ঔষধের তরে।"
এমন সময় কোন গুরুতর কাজে,
পিতা তার উপনীত পাঠশালা-মাঝে।

হেরি' ক্রোধভরে কাঁপে গুরুমহাশয়,
রামের গুণের কথা কহে সমুদয়।
গুণধর পুত্রে, পিতা ডেকে লন কাছে ;
রাম ভাবে, "হায়, আজ অদৃষ্টে কি আছে !"

বেত্রগাছি দিয়া পিতা শিক্ষকের হাতে,
বলেন, "মারুন ওরে, আমার সাক্ষাতে।"

পৃষ্ঠে বেত পড়ে, রাম কাঁদে 'ভেউ ভেউ' ;
চীৎকার করিছে, 'আহা' বলে না'ত কেউ।

সমপাঠিগণ 'মিথ্যাবাদী' ব'লে হাসে,
কাণ ধ'রে উঠায় বসায় রামদাসে।
অবশেষে মাথায় গাধার টুপি দিয়া,
পাঠশালে প্রতি ঘরে আনে ঘুরাইয়া।

আধমরা রামদাস লাজে, অপমানে,
বদন তুলিয়া নাহি চাহে কারো পানে।
পিতা বলে কাছে এনে, কাণ ধ'রে নিজে,
"বল্, 'আর এ জীবনে কহিব না মিছে'।"

রামদাস বলে কেঁদে, "করহ মার্জ্জনা,
এ জীবনে আর কভু মিথ্যা কহিব না।"
সেই দিন হ'তে রাম পাঠে দিল মন,
মিথ্যা কহিত না আর ভ্রমেও কথন।

ঠাকুরদাদা ও নাতি

প্রবল-প্রতাপ রাজা ছত্রধর রায়,
ছিল না দয়ার লেশ,
কৃপণের একশেষ,
কেঁদে মরে দুঃখী প্রজা, বিচার না পায়।

গিরি-উচ্চ অট্টালিকা, শত পুষ্পোদ্যান ;
সুনির্ম্মল সরোবর,
শোভিতেছে মনোহর,
চতুর্দ্দিকে স্তরে স্তরে প্রস্তর সোপান।

নৃপতির বৃদ্ধ পিতা হতভাগ্য অতি ;
রাজার প্রাসাদে তার
নাহি ছিল অধিকার,
কুটীরে সরসী-তীরে, করিত বসতি।

রাজ্য পেয়ে, রাজা তারে করে নির্ব্বাসিত ;
একটি প্রস্তর-পাত্র
তারে দিয়াছিল মাত্র,
সেই এক বাটি চা'ল রোজ তারে দিত।

পেট না ভরিত, বৃদ্ধ কাঁদিত প্রত্যহ ;
নীরবে, নির্জ্জনে, একা,
ভাবিত, বিধির লেখা,
কহিত না কারো কাছে যাতনা দুঃসহ।

রাজার কুমার ছিল নবম-বর্ষীয়,
মাঝে মাঝে সে কুটীরে
আসিয়া বসিত ধীরে,
সুন্দর, তেজস্বী শিশু, পিতামহ-প্রিয়।

বসিয়া বৃদ্ধের কোলে, একদা কুমার
জিজ্ঞাসিল সকৌতুকে,
"বল দাদা, কোন্ দুখে
কুঁড়ে ঘরে থাক ? কেন এ দশা তোমার ?

তুমি তো পিতার পিতা, শুনি সবে কয় ;
সুন্দর দালানে, খাটে,
আমাদের রাত কাটে,
তোমার ও ছেঁড়া কাঁথা, শু'য়ে ঘুম হয় ?

দই, দুধ, ক্ষীর, ছানা, মিষ্টান্ন, মিঠাই,
মোরা খাই পেট ভ'রে,
কি হেতু তোমার তরে
আসে না সে সব ? দাদা, কহ মোর ঠাঁই !"

বৃদ্ধের নয়ন-জল নাহি মানে বাঁধ,
বালকেরে ধরি' বুকে,
চুমো খায় কচি মুখে,
বলে, "রে দয়াল শিশু ! করি আশীর্বাদ।

আমার দুঃখের কথা শুধায়ো না, ভাই,
নির্দয় পিতা তোর,
এ দশা ক'রেছে মোর,
একদিন পেট ভ'রে খাইতে না পাই।

এই পাথরের বাটি দিয়েছে আমায়,
রোজ এই বাটি ভ'রে,
মেপে আধ পোয়া ক'রে,
চা'ল দেয়, তাতে কি পেটের ক্ষুধা যায় ?

কত পাপ করেছিনু, তারি শাস্তি পাই,
হইয়া রাজার বাপ,
হায় ! এত মনস্তাপ,
ভাবি, এত লোক মরে, মোর মৃত্যু নাই ?"

শুনিয়া বালক-চিত্ত গলিল দয়ায় ;
বৃদ্ধেরে ধরিয়া গলে,
ভাসে নয়নের জলে,
বলে, "দাদা, তোর দুঃখ দেখা নাহি যায় ।

আমি ঘুচাইব তোর সকল বেদনা ;
কুঁড়ে তোর ঘুচে যাবে,
পেট ভ'রে ভাত পাবে,
কথা রাখ, দাদা, আর কখনো কেঁদ না ।

আমি আর পিতা, আজ সন্ধ্যার সময়,
এই পুকুরের তীরে,
বেড়াইব ধীরে ধীরে,
বাঁধা ঘাটে তোর সনে যেন দেখা হয় ।

পাথরের বাটি হাতে, ব'সে থেকো তথা ;
হঠাৎ মোদের দেখে,
ফেল দিও হাত থেকে,
বাটি যেন ভেঙ্গে যায়, রেখো মোর কথা ।"

বৃদ্ধ বলে, "শিশুবুদ্ধি কত হবে আর !
আমি যদি ভাঙ্গি বাটি,
নিশ্চয় এ মুণ্ড কাটি'
ফেলিবে পুকুরে, তোর পিতা দুরাচার ।"

শিশু কহে, "না, না, দাদা, কিছু ভয় নাই ;
কিছু না বলিবে কেহ,
হও তুমি নিঃসন্দেহ,
পায়ে ধরি, বালকের কথা রাখ, ভাই !"—

বলিয়া বালক ত্বরা প্রবেশে প্রাসাদে ;
বৃদ্ধ ভাবে, "এ কি দায়,
শিশুর বুদ্ধিতে, হায়,
না জানি, পড়িব কোন্ দারুণ প্রমাদে ।"

বহু চিন্তা করি', শেষে স্থির করে মন,
সন্ধ্যায় সোপানোপরি,
বসে ইষ্টদেবে স্মরি',
হাতে পাথরের বাটি, মনে দৃঢ় পণ ।

ভ্রমিতেছে পিতা পুত্র, আনন্দ অপার !
যেমন এসেছে কাছে,
আর কি বিলম্ব আছে ?
ফেলে দিল বাটি, ভেঙ্গে হ'ল চুরমার ।

হেরি' ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হ'ল ছত্রধর ;
বলে, "জুড়ে দে রে বাটি,
নতুবা মারিব লাঠি,
পাজি, হতভাগা,—নাই মরণের ডর ?

ভেবেছিস্, ওই বাটি ভাঙ্গা যদি যায়,
বড় বাটি জুটে যাবে,
পেট ভ'রে ভাত খাবে ?
ভাল চা'স্, ভাঙ্গা বাটি জুড়ে নিয়ে আয় ।"

হা নিঠুর কর্ম্মফল ! হায়রে কপাল !
শুনি' যার অনুরোধ,
ছিল না কর্ত্তব্য-বোধ,
সে শিশুও মারিবারে ধায়, পাড়ে গাল !

রোষে শিশু কহে, "বুড়ো, বাটি জুড়ে আন্ ;
কাঁদিলে কি হবে আর ?
জানিস্, ও বাটি কার ?
নিমক্‌হারাম, পাজি, ধূর্ত্ত, সয়তান !

বুঝিস্‌নি ক'রেছিস্ কত বড় ক্ষতি ;
বৃদ্ধ হ'লে মোর বাপ,
কি দিয়ে হইবে মাপ
তার আহারের চা'ল ? পাষণ্ড, দুর্ম্মতি !

তোর মত তারেও তো রাখিব কুটীরে ;
ঐ বাটি-মাপা চা'ল,
সেও পাবে চিরকাল,
তুই কেন ভেঙ্গে দিলি সেই বাটিটিরে ?"

শুনি' শিহরিল দেহ, পাষণ্ড রাজার ;—
'বালক বুঝেছে তথ্য,
নির্ভীক, বলেছে সত্য,
বার্দ্ধক্যে আমিও পাব এই ব্যবহার !'

সেই দিন হ'তে রাজ-অট্টালিকা 'পরে
হইল বৃদ্ধের স্থান,
কত সমাদর, মান,
শিশু কোলে ল'য়ে, বৃদ্ধ ডাকেন ঈশ্বরে ;
বিমল আনন্দ-অশ্রু ঝর ঝর ঝরে !

রাম ও ভূতো

মিথ্যাবাদী ভূতনাথ, সত্যবাদী রাম,
দুই ভাই বসতি করিত বেদগ্রাম ।
দু'জনা প্রবেশি' এক মালীর বাগানে,
রাত্রিকালে পাকা আম চুরি ক'রে আনে ।

প্রাতে টের পেয়ে পিতা, ডাকি' দু'জনায়,
জিজ্ঞাসেন, "পাকা আম, পাইলে কোথায় ?"
ভুতো বলে, "কোথা হ'তে আনিয়াছে রাম,
আমি নাহি জানি, প্রাতে দেখিতেছি আম ।"

রাম বলে, "দু'জনা মালীর গাছে চ'ড়ে,
চুপে চুপে রাত্রিতে এনেছি চুরি ক'রে ।"
পিতা ক'ন, "রাম, তুমি করেছ স্বীকার ;
সাবধান, হেন কাজ করিও না আর !

চুরির মতন আর নীচ কর্ম্ম নাই ;
আর যেন হেন কথা শুনিতে না পাই ।"
ভুতোরে বলেন রেগে, "অতি দুষ্ট তুই,
'চুরি' আর 'মিথ্যে',—তোর অপরাধ দুই ।

প্রহারটা রামের উপর দিয়া যাক্,
এই ভেবে, সত্য কথা বলা দূরে থাক্,
নিজে বাঁচিবার তরে, রামে অপরাধী
করেছিস্, হতভাগা, চোর, মিথ্যাবাদী !"—

বলিয়া, ভূতোকে ধরি' করেন প্রহার,
'ভেউ ভেউ' কাঁদে ভূতো, বহে অশ্রুধার।
অবশেষে আমগুলি কাপড়ে বাঁধিয়া,
ভূতোর মাথায় তুলি', দেন পাঠাইয়া।

আম পেয়ে মালী বলে, "ভদ্রের সন্তান,
তোমরা করিলে চুরি থাকে কি সম্মান ?"

পুরন্দর ও বেচারাম

আহম্মদগঞ্জ এক প্রশস্ত বন্দর,
তথায় দোকান করে সাহা পুরন্দর।

কিছুমাত্র মূলধন ছিল না তাহার ;
কেবল সততা মাত্র সম্বল সাহার।
ছিল সে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, সত্যপরায়ণ,
ধারে তারে টাকা দিত, যত মহাজন।

বাকী ক'রে ধান চা'ল কিনিয়া বেচিত,
চৈত্র মাসে সব টাকা শোধ ক'রে দিত।
কলিকাতা নগরীতে ব্যবসায়িগণ,
পুরন্দরে অবিশ্বাস করে না কখন।

সুখে ও সম্মানে দিন কাটে পুরন্দর,
ব্যবসায়ে লাভ তার হইত বিস্তর।
বেচারাম নামে ছিল গন্ধের দালাল,
মিষ্ট মুখ, প্রাণে বিষ, সুন্দর মাকাল।

দালালী করিয়া দুষ্ট হ'য়েছিল ধনী ;
ঘোর প্রবঞ্চক সেই শঠ-শিরোমণি।
একদিন বেচারাম কহে পুরন্দরে,
"তোমার সমান মূর্খ নাহি এ বন্দরে।

তুমি চ'লে যেতে চাও সততার বলে,
সত্য মিথ্যা না হ'লে কি কারবার চলে ?
বিশেষতঃ তোমার নাহিক মূলধন,
ধার ক'রে চালাইবে সমস্ত জীবন ?

মূলধন বিনা কভু হয় না উন্নতি ;
কি করিবে, একবার হয় যদি ক্ষতি ?
কি দিয়ে করিবে শোধ বাজারের ঋণ ?—
একথা কি ভাবিয়াছ ভ্রমে কোন দিন ?

সুখে সুখী সবে, দুখে বলে নাক' 'আহা' ;
আমার বচন শুন, পুরন্দর সাহা !
এইবার চৈত্রে সব হিসাব মিটায়ে,
বর্ত্তমান কারবার দাও হে উঠায়ে।

বৈশাখের মাঝে গিয়া কলিকাতাধাম;
বাকী ক'রে তুলো আন, লক্ষ টাকা দাম।

তুলোর ব্যাপারী মাড়োয়ারী চাঁদমল,
তোমার উপরে তার বিশ্বাস অটল।

বাকীতে তোমারে তুলো দিবে সে নিশ্চয় ;
এখানে গুদামে আনি' করহ বিক্রয়।
আশী হাজারের তুলো বেচা হ'য়ে গেলে,
রাত্রিযোগে গুদামে আগুন দাও জ্বেলে।

কুড়ি হাজারের তুলো যাইবে পুড়িয়া ;
বেশ ক'রে ব'সে থাক, পাগল সাজিয়া।
যে যাহা জিজ্ঞাসা করে যখন তোমারে,
কেঁদে, হাত নেড়ে, স্রধু 'ভুঃ' বলিবে তারে।

সম্বাদ পাইয়া, ব্যস্ত হ'য়ে মাড়োয়ারী,
কলিকাতা হইতে আসিবে তাড়াতাড়ি।
জিজ্ঞাসিবে, 'কি হয়েছে ? কেমনে হইল ?
তুলোর গুদামে কবে, কে, আগুন দিল ?'

এইরূপে চাঁদমল যত প্রশ্ন করে,
হাত নেড়ে 'ভুঃ' বলিবে ক্রন্দনের স্বরে।
সকল প্রশ্নের ওই একই উত্তর,
পাগলের মত ভঙ্গী, পাগলের স্বর।

উন্মাদ হ'য়েছ দেখে, হতাশ হইয়া,
মনোদুঃখে চাঁদমল যাইবে ফিরিয়া।
তারপর কর কিছু তৈল ব্যবহার,
রোগ শান্তি হবে, মাথা হবে পরিষ্কার।

আমি এসে দেখা দিব রাত্রিতে, গোপনে,
নির্জ্জনে বসিয়া যুক্তি করিব দু'জনে।
তুলো বিক্রয়ের টাকা, সে আশী হাজার,
আধেক লইও তুমি, আধেক আমার।

এইরূপে প্রচুর হইবে মূলধন,
স্বাধীন হইয়া দাও ব্যবসায়ে মন।
বান্ধবের হিত-বাক্য ঠেল যদি পায়,
এ জনমে ঘুচিবে না কভু ঋণ-দায়।"

পাপ প্রলোভনে পড়ি' সাধু পুরন্দর,
অতিশয় বিচলিত হইল অন্তর।
বহু চিন্তা করি' শেষে কহে, "বেচারাম!
চিরদিন-তরে, ভাই, হারা'ব সুনাম।

তিলার্দ্ধ বিশ্বাস আর কেহ না করিবে;"
বেচারাম কহে, "লোকে কেমনে ধরিবে?
সব তুলো পুড়ে নাই, বুঝিবে কেমনে?
অথচ বিস্তর লাভ হইবে গোপনে।"

উত্তরিল পুরন্দর চিন্তি' বহুক্ষণ,
"আজ বড় অস্থির হ'য়েছে মোর মন।
কাল তুমি এস, দিব ইহার উত্তর;"
"বেশ" ব'লে বেচারাম উঠিল সত্বর।

পুরন্দর সারা রাত্রি কাটে অনিদ্রায়;
কি করিলে ভাল হয়, বুঝে উঠা দায়।

পাপ-অর্থলোভ, আর বিবেক প্রখর,
মনোমধ্যে আরম্ভিল বিষম সমর।

পরিশেষে পুরন্দর দৃঢ় করে মন,
পরদিন বেচারাম দিল দরশন।
পুরন্দর কহে, "ভাই, পারিব না আমি ;
টাকা হ'তে যশ মোর ঢের বেশী দামী।"

প্রবঞ্চক পুনঃ পুনঃ ফেলে পাপ-জাল ;
এইরূপে কেটে গেল দুই মাস কাল।
দুর্জ্জনের প্রলোভন অতি ভয়ঙ্কর ;
বিলম্বে পড়িল জালে সাধু পুরন্দর।

প্রস্তাব করিবা মাত্র, চাঁদমল তারে,
লক্ষ টাকা মূল্য লিখি', তুলো দিল ধারে।
বিধিমতে পালিল শঠের উপদেশ ;
না রহিল দ্বিধা, কিম্বা অনুতাপ লেশ।

অবশেষে পাগল সাজিল পুরন্দর,
সকল প্রশ্নের এক 'ভুঃ' মাত্র উত্তর।
অগ্নি-নির্ব্বাণের ছলে শূন্যে দেয় ফুঁ ;
যে যাহা জিজ্ঞাসা করে, সুধু কয় 'ভুঃ'।

কহিতে লাগিল সবে, "হায় কর্ম্মফল !
এমন সজ্জন সাধু হইল পাগল !"
চাঁদমল পায় যবে দারুণ সংবাদ,
হইল তাহার শিরে অশনি-সম্পাত।

আহম্মদগঞ্জে আসি' নামে তাড়াতাড়ি ;
পুরন্দর-বাসে উপনীত মাড়োয়ারী ।
বলে, "ভাই পুরন্দর, কেমনে কি হ'ল ?
সব তুলো পুড়ে গেছে ? শীঘ্র খুলে বল ।"

অর্দ্ধ-ক্রন্দনের স্বরে, পাগলের মত,
পুরন্দর হাত মুখ নেড়ে অবিরত,
সুধু বলে 'ভুঃ' সব কথায় উত্তর ;
ফিরে গেল চাঁদমল শিরে 'হানি' কর ।

একদিন রাত্রিযোগে বেচারাম এসে,
"চল্লিশ হাজার মোর দাও," বলে হেসে ;
"আর কোন ভয় নাই, হ'য়ে গেছ ধনী,
আমার টাকাটি ভাই, দাও মোরে গণি' ।"

হেসে পুরন্দর হ'ল পাগলের মত,
শঠের সম্মুখে হাত নাড়ে অবিরত,
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া, সুধু 'ভু' 'ভু' করে ;
দালাল ব্যাকুল হ'য়ে ধরে পুরন্দরে ;

বলে, "ভাই, সে কি কথা ? আমাকেও 'ভুঃ' ?"
হেসে পুরন্দর সাহা সুধু কয় 'হুঁ' !

উপদেশ

গুরুবাক্য শিরে ধর,
সজ্জনের সঙ্গ কর,
সদালাপে কাল হর,
অবশ্য কুশল হবে ।

নিজ ধর্ম্মে মতি রেখ',
সাধুর জীবন দেখ,
সে জীবনী প'ড়ে শেখ,
তোমারেও সাধু কবে।

বিষধর সর্পসম
কুসঙ্গ বর্জ্জন করি',
পাপ-রিপু প্রবঞ্চনা,
পরপীড়া পরিহরি',

বিধাতার প্রেম-বলে,
বিশ্বপ্রেমে যাও গ'লে,
বাধা বিঘ্ন পদে দ'লে,
"জয় জগদীশ" রবে।

অচলা ভকতি রেখ',
জনক-জননী-পদে ;
পিতামাতা ধ্রুবতারা
কুটিল জীবন-পথে ;

ভাই বোনে ভালবেসো,
দুখে কেঁদো, সুখে হেসো,
ভুল' না বিভুর পদ
ধরণীর কলরবে ॥

শেষ দান

॥ ১ ॥

দয়ার বিচার

আমায়, সকল রকমে কাঙ্গাল করেছে
গর্ব্ব করিতে চূর,
যশঃ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য,
সকলি করেছে দূর।

ওইগুলো সব মায়াময় রূপে
ফেলেছিল মোরে অহমিকা-কূপে,
তাই সব বাধা সরায়ে দয়াল
করেছে দীন আতুর ;
আমায়, সকল রকমে কাঙ্গাল করিয়া
গর্ব্ব করিছে চূর।

যায়নি এখনো দেহাত্মিকা মতি,
এখনো কি মায়া দেহটার প্রতি,
এই, দেহটা যে আমি, সেই ধারণায়
হ'য়ে আছি ভরপুর ;
তাই, সকল রকমে কাঙ্গাল করিয়া
গর্ব্ব করিছে চূর।

ভাবিতাম, "আমি লিখি বুঝি বেশ,
আমার সঙ্গীত ভালবাসে দেশ,"
তাই, বুঝিয়া দয়াল ব্যাধি দিল মোরে,
বেদনা দিল প্রচুর ;
আমায়, কত না যতনে শিক্ষা দিতেছে
গর্ব্ব করিতে চূর !

হাসপাতাল

প্রাণের ডাক

তুমি কেমন দয়াল জানা যাবে,
তুমি কি আস্‌বে না ?
কাঙ্গাল ব'লে হেলা ক'রে
হৃদি-মাঝে এসে হাস্‌বে না ?

যে নিয়েছে তোমার শরণ
তারে দিলে অভয়-চরণ ;
আমি ডাকতে জানিনে ব'লে
আমায় কি ভাল বাস্‌বে না ?
তুমি কি আস্‌বে না ?

রুদ্ধ দুয়ার

আমি, রুদ্ধ দুয়ারে কত করাঘাত করিব ?
"ওগো, খুলে দাও," ব'লে আর কত পায়ে ধরিব ?

আমি লুটিয়া কাঁদিয়া ডাকিয়া অধীর,
হায় কি নিদয়, হায় কি বধির !
বুঝি, দেখিতে চায় গো, দুয়ার-বাহিরে,
মাথা খুঁড়ে আমি মরিব !
হায়, রুদ্ধ দুয়ারে কত করাঘাত করিব ?

ঐ কণ্টকবৃত বন্ধুর পথে,
ছিন্ন রুধির-আপ্লুত পদে,—
আহা, বড় আশা ক'রে এসেছি, আমার
দেবতারে প্রাণে বরিব।
"ওগো, খুলে দাও," ব'লে কত আর পায়ে ধরিব ?

ঐ, ওপারে আলোক ঝিকিমিকি করে,
কি মধু-সঙ্গীত আসে বায়ু-ভরে,
আমি, এ পারে বসিয়া বিফল রোদনে,
আর কত কাল হরিব ?
আমি, রুদ্ধ দুয়ারে কত করাঘাত করিব ?

হাসপাতাল
১লা জুলাই, ১৯১০

ভৈরবী মিশ্র—দ্রুত একতালা

'মুক্ত প্রাণের দৃপ্ত বাসনা
তৃপ্ত করিবে কে ?
বদ্ধ বিহগে মুক্ত করিয়া
ঊর্দ্ধে ধরিবে কে ?

রক্ত বহিবে মর্ম্ম ফাটিয়া,
তীক্ষ্ণ অসিতে বিঘ্ন কাটিয়া,
ধর্ম্ম-পক্ষে শর্ম্ম-লক্ষ্যে
মৃত্যু বরিবে কে ?
অক্ষয় নব কীর্ত্তি-কিরীট
মাথায় পরিবে কে ?'

—বলিয়া সেদিন হুঙ্কার ছাড়ি
ছিন্ন করিনু পাশ,
(হায়) ধর্ম্মের শিরে নিজেরে বসায়ে
করিনু সর্ব্বনাশ !

চেয়ে দেখি, কেহ নাহি অনুচর,
মোর ডাকে কেহ ছাড়িবে না ঘর,
আমার ধ্বনির উত্তরে শুধু
মানবের পরিহাস ;
(আমি) ধর্ম্মের শিরে নিজেরে বসায়ে
করেছি সর্ব্বনাশ !

এই অন্ধ, মত্ত উত্তমে আমি
বাড়াতে আপন মান,
সিদ্ধিদাতারে গণ্ডী-বাহিরে
করিনু আসন দান ;
তাই বিধাতার হইল বিরাগ,—
ভেঙে দিল মোর শিবহীন যাগ,
সকল দম্ভ ধূলায় ফেলিয়া
আজ ডাকি, ভগবান্ ।

হে দয়াল, মোর ক্ষম' অপরাধ
কর তোমাগত প্রাণ !

হাসপাতাল

চিরানন্দ

ওগো, মা আমার আনন্দময়ী,
পিতা চিদানন্দময় ;
সদানন্দে থাকেন যথা,
সে যে সদানন্দালয় ।
সেথা, আনন্দ শিশির-পানে
আনন্দ রবির করে,
আনন্দ-কুসুম ফুটি'
আনন্দ-গন্ধ বিতরে ।
আনন্দ-সমীর লুঠি'
আনন্দ-সুগন্ধরাশি,
বহে মন্দ, কি আনন্দ পায়
আনন্দ-পুরবাসী ।
সন্তান আনন্দ-চিতে,
বিমুগ্ধ আনন্দ-গীতে,
আনন্দে অবশ হ'য়ে,
পদ-যুগে পড়ে রয় ;
সে যে সদানন্দালয় ।

আনন্দে আনন্দময়ী
শুনি সে আনন্দ-গান,
সন্তানে আনন্দ-সুধা
আনন্দে করান পান ।

পাপ-তাপ, রোগ-শোক,
সেখানে জানে না কেহ
সে যে চিরানন্দ-লোক।
লইতে আনন্দ-কোলে,
মা ডাকে, "আয় বাছা" ব'লে,
তাই, আনন্দে চ'লেছি, ভাই রে,
কিসের মরণ-ভয় ?
ওগো, মা আমার আনন্দময়ী,
পিতা চিদানন্দময়।

হাসপাতাল
৬ই আষাঢ়, ১৩১৭ রাত্রি

অন্তর্য্যামী

দ্যাখ্ দেখি, মন, নয়ন মুদে ভাল ক'রে,
ওই আলো ক'রে ব'সে কে আছে রে,
তোর ভাঙা ঘরে ?

কত যে ধুলো মাটি ছাই—
খাট-বিছানা দূরের কথা, আসনখানাও নাই ;
তবু, করে নিকো অভিমান,
সুখী দেখে ওর ঝরে দুনয়ান,
এম্‌নি দয়াল প্রাণ, এম্‌নি কোমল প্রাণ—
ওরে তুই কর্ নিবেদন প্রাণের বেদন
প্রাণ বিলায়ে পায়ে ধ'রে।

ওরে, ওর কাঙ্গাল-সখা নাম,
কাঙ্গাল-বেশে দেয় দেখা, আর পূরায় মনস্কাম ;
প্রেম, দয়া, আর বরাভয়
দিয়ে, হেসে হেসে কত কথা কয়,
আর কি দুঃখ রয়, আর কি ব্যথা রয় ?
যদি তুই প্রেম কুড়াবি, প্রাণ জুড়াবি
অভয়-পদে থাক্ প'ড়ে।

হিসাব-নিকাশ

(ওরে) ওয়াশীল কিছু দেখিনে জীবনে,
শুধু ভূরি ভূরি বাকি রে ;
সত্য সাধুতা সরলতা নাই,
যা আছে কেবলি ফাঁকি রে !

তোর অগোচর পাপ নাই, মন,
যুক্তি ক'রে তা ক'রেছি দু'জন ;
মনে কর্ দেখি ? আমাদের মাঝে
কেন মিছে ঢাকাঢাকি রে ?

কত যে মিথ্যা, কত অসঙ্গত
স্বার্থের তরে ব'লেছি নিয়ত ;
(আজ) পরম পিতার দেখিয়া বিচার
অবাক্ হইয়া থাকি রে !

রুদ্ধ ক'রেছে আগে গল-নালী,
তীব্র বেদনা দেছে তাহে ঢালি,
করি কণ্ঠরোধ, বাক্যজ পাতক
হ'য়েছে,—খোল্ না আঁখি রে !

এম্‌নি মনোজ, কায়জ পাতক
ক্রমে লবে হরি' পাপ-বিঘাতক ;
নির্ম্মল করিয়া, 'আয়' ব'লে লবে
সুশীতল কোলে ডাকি রে !

হাসপাতাল

ন্যায়ের ভবন

এই দেহটা ত নই রে আমি,
নইলে, 'আমার দেহ' বলি কেমনে !
তবে দেহ ছাড়া কিছু তো আছে,
ও, যা যায় না পুড়ে, দেহ-নিধনে।

আমার আমিত্বটুকু, এই দেহের সনে ভাই,
চিরকালের মত যদি পুড়ে হ'তো ছাই,
(তবে) এত আকুল অসীম আশা,
এ অনন্ত প্রেম-পিপাসা,
সবি বিফল ; এ অবিচার কেনই হবে
ন্যায়ের ভবনে !

দেখ্‌তে পাচ্ছি আপন চোখে,
প্রমাণ চাইনে তার ;
হেথা হয় না সকল পাপের শাস্তি,
পুণ্যের পুরস্কার ;

না হয় যদি এ জীবনে,
আর হবে না, ভাব্‌ছ মনে ?
হবেই হবে, হ'তেই হবে, ফাঁকিজুকি
চলে না তার সনে।

বেলাশেষে

সে ব'স্‌ল কি না ব'স্‌ল তোমার শিয়রে,—
তুমি মাঝে মাঝে মাথা তুলে,
সেই খবরটা নিয়ো রে।
(ও সে ব'স্‌ল কি না)

সে তো তোমার সাথেই ছিল,
কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে দিল
তোমার ন্যায্য পাওনা,
বাকি নাই একটিও রে ;
একটু পায়ের ধুলো বাকি আছে,
একবার মাথায় দিয়ো রে।
(এই যাবার বেলায়)

চাওনি তারে একটি দিন,
আজ হ'য়েছ দীন-হীন !
সে ছাড়া, আর সবাই ছিল প্রিয় রে ;
আর খাস্‌নে রে বিষ, পায়ে ধরি,
(তার) প্রেম-সুধা পিও রে !
(দিন ফুরাল)

হাসপাতাল

অবোধ

ও মন, এ দিন আগে কেমন যেত ?
এখন কেমন যায় রে ?

গদির উপর গভীর নিদ্রা,
টানা পাখার হাওয়ায় রে ।
আর ভোরে উঠেই নূতন টাকা,
আর তোরে কে পায় রে !

আমার সাধের ছেলে-মেয়ে
হেসে চুমো খায় রে !
আজ কেন লাগ্‌ছে না ভাল ?—
ভাব্‌ছ এ কি দায় রে !

মনের সুখে পাখীর মত
গাইতে যখন, হায় রে,
তখন "হরি হরি" ব'ল্‌তে বটে—
(কিন্তু) পোষা পাখার প্রায় রে ?

স্বখের দিন ত ফুরিয়ে গেছে,
—তবু মন কি চায় রে !
হাঁ রে নিলাজ, চক্ষু মুদে,
দেখ্‌ আপন হিয়ায় রে !

তুই ক'রেছিস তারে হেলা,
সে তোর পাছে ধায় রে ;
আর ভুলিস্‌নে, পায়ে ধরি,
মজাস্‌নে আমায় রে !

হাসপাতাল

দয়াল আমার

মিশ্র ঝিঁঝিট—জলদ একতালা

যেখানে সে দয়াল আমার
ব'সে আছে সিংহাসনে,
সেখানে তো হয় না যাওয়া
পাপ-কণিকা নিয়ে মনে।

আছে ভাল-মন্দ ছেলে,
কারুকে সে দেয় না ফেলে ;
শুধু প্রেমের আগুন জ্বেলে,
পুড়িয়ে নেয় সে আপন জনে।

আগুন জ্বেলে, মন পুড়িয়ে
দেয় গো পাপের খাদ উড়িয়ে,
ঝেড়ে ময়লা-মাটি, ক'রে খাঁটি,
স্থান দেয় অভয়-শ্রীচরণে।

সেই আনন্দ-মন্দির মাঝে,
আনন্দ-সঙ্গীত বাজে,
নাহি ব্যথা, অশ্রু, বিষাদ,
(সে) সদানন্দ নিকেতনে।

দেখ্ কেমন তার ভালবাসা,
মিটায় আনন্দ-পিপাসা,
আগে, না পোড়ালে খাদ র'য়ে যায়,—
সে আনন্দ পাবে কেমনে?

হাসপাতাল
৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭

অন্তিমে

মিশ্র ভৈরবী—কাওয়ালী

(মোরে) এ উৎকট ব্যাধি দিয়ে,
এ সঙ্কটে ফেলে নিয়ে,
বুঝাইয়া দিলে যবে
সকল চিকিৎসাতীত,

না হইলে নিরুপায়,
নির্লাজ ফেরে না হায়;
তাই শরণ লইতে হ'লো
তোমারি চরণে পিতঃ।

যার যেটা এ সংসারে
তীব্রতম আকর্ষণ,
তাই আগে ছিন্ন করি'
ফিরাইয়া লহ মন ;
নতুবা সংসারে মজি'
তোমারে ভুলিয়া থাকি,
ধূলো নিয়ে খেলা করি—
তোমারে ত নাহি ডাকি !

মধুরে ডেকেছ তবু
চেতনা হয়নি প্রভু,
অবিশ্রান্ত কশাঘাত
না হ'লে কি জাগে চিত ?

দীর্ঘ দিবা রাত্রি পেয়ে
বেত্রাঘাত অনিবার,
বুঝিলাম যবে পিতঃ
এ শুধু স্নেহের মার ;—

এটুকু সহিতে হবে,
নতুবা কি হতে পারি
অনশ্বর সে অনন্ত
আনন্দের অধিকারী ?

তিক্ত ভেষজের মত
রোগের যন্ত্রণা যত,
ব্যাধিমুক্ত ক'রে, সখা
খেতে দিবে প্রেমামৃত ।

শরণাগত

কত বন্ধু, কত মিত্র, হিতাকাঙ্ক্ষী শত শত
পাঠায়ে দিতেছ, হরি, মোর কুটীরে নিয়ত।

মোর দশা হেরি তারা
ফেলিয়াছে অশ্রুধারা ;
(তারা) যত মোরে বড় করে, আমি তত হই নত।

(তারা) একান্ত তোমার পায়,
এ জীবন ভিক্ষা চায়,
(বলে) "প্রভু, ভাল ক'রে দাও তীব্র গলক্ষত।"

শুনিয়া আমার, হরি,
চক্ষু আসে জলে ভরি,
কত রূপে দয়া তব হেরিতেছি অবিরত।

এই অধমের প্রাণ,
কেন তারা চাহে দান ?
পাতকী নারকী আর কে আছে আমার মত ?

তুমি জান, অন্তর্যামী,
কত যে মলিন আমি,
রাখ ভাল, মার ভাল, চরণে শরণাগত।

হাসপাতাল
১৩ই আষাঢ় ১৩১৭, রাত্রি

কল্যাণের দান

তীব্র বেদনা যবে
ঢেলে দিলে মোর গলে,
কত যে দিয়েছি গালি,
নির্ম্মম নিদয় ব'লে।

তখন বুঝিনি আমি,
দয়াল হৃদয়স্বামী
পাঠায়েছে শুভাশিষ
দারুণ বেদনা-ছলে।

অভ্রান্ত বিচারপতি
দিবে না যে অব্যাহতি,
বুঝিয়া, বুঝানু মনে,
আর যেন নাহি টলে।

কিছু দিন পরে, হরি,
বুঝিনু অতীতে স্মরি',
জ্ঞানকৃত পাপরাশি
যায় কি শাস্তি না হ'লে ?

অনৃত অসরলতা
যায় কি—না পেলে ব্যথা ?
হয় কি সরল ফণী,
যষ্টি-আঘাতে না ম'লে ?

তারপরে ভেবে দেখি,
এ যে তাঁরি প্রেম! এ কি!
শাস্তি কোথা?—শুধু দয়া,
শুধু প্রেম—প্রতিপলে!

হাসপাতাল

শান্তিপ্রার্থনা

আজি বিশ্বশরণ, রাখ পায় হে!
ঐ ভৈরবে গরজে প্রভঞ্জন বায় হে!

আমি ক্লিষ্ট ভীত নিরুপায় হে—
এই জীর্ণ তরণী ডুবে যায় হে—
মরণ-সিন্ধু-তরঙ্গমালায় হে;
চমকি' চাহি দীননাথ হে
তপ্ত বিষয়-মরুভূমি-মাঝে
তব করুণা-বারি পাত হে!

যবে মোহ-জলদ করি ভেদ
বিমল জ্ঞান-সুধাকর তব
দূর করে অবসাদ হে,
নিঠুর দৈব অভিশাপ-মাঝে
হেরি মুক্ত কুশল আশীর্ব্বাদ হে!

জীবন-তরণী

আরে মনোয়া রে, কর্ লে আভি
দরিয়া-বিচ্‌মে নঙ্গর্ ;
দিন্‌রাত-ভর্ কিস্তি চলায়া ;
মিলানে কোই বন্দর্ ।

আরে জ্ঞান-ভক্তি দোনো ধারা
বহে, কহে বেদ-তন্তর্,
তোম্‌কো নয়া রাস্তা কোন্ বতায়া,
কোন্ দিয়া তুম্‌নে মন্তর্ ?

কিস্তি ভর্‌কে লয়া কেত্‌না
লাখ্ রুপেয়া হন্দর্ ;
সব গামাকে বহুৎ ভুখা হো,
আজি জ্বল্‌তা অন্দর্ ।

আরে খেয়াল কর্ লে দাঁড় হাল সব্
খরাব হুয়া যন্তর্,
তিন বর্‌খা পার হুয়া, আউর
ফুটা হুয়া অন্তর্ ।

আরে ডুব্‌নে লাগা কিস্তি,
পানিমে হৈ হাঙ্গর্ ;
আরে কেত্‌না ফুটা বন্দ্ করোগে,
মুখে বোলো শিও-শঙ্কর্ ।

॥ ২ ॥

উত্তিষ্ঠত

তবু ভাঙ্গে না ঘুমের ঘোর,
ছাখ্ হয়েছে যামিনী ভোর।
ওই নবীন তপন মহা জাগরণ
আনে না নয়নে তোর!

শিয়রে গগনে-চুম্বি-শির,
(ও সে) অচল সৌম্য ধীর—
কোটি নির্ঝর ঝর ঝর ঝরে—
কোটি নয়ন লোর;
দেখায় নীরবে ইন্দ্রপ্রস্থ পানিপথ চিতোর।

ওই নীল-সিন্ধু-জল,
চির-গর্ব্বিত-চঞ্চল—
তীব্র আবেগে করিছে প্রহত
বধির দুয়ার তোর;
বলে 'জাগ জাগ', নতুবা ডুবে যা
অতল গর্ভে মোর।

উদ্বোধন

পিলু—ঝাঁপতাল

ক'টা যোগী বাস করে আর
তোদের সাধের হিমালয়ে?
ক'জন করে ব্রহ্মচিন্তা,
গুহায় সমাধিস্থ হ'য়ে?

ক'জন বোঝে মিথ্যে কান্না ?
ক'জন কাটে ভবের মায়া ?
হরি বল্‌তে ক'টা চক্ষে
যায় গো প্রেমের ধারা ব'য়ে ?

ক'জন শোনে শাস্ত্র-কথা ?
ক'জন বোঝে পরের ব্যথা ?
দেশের চিন্তা ক'জন করে—
স্বার্থ ত্যাগের মন্ত্র লয়ে ?

শুনেছিস্ গাণ্ডীবের কথা,
আর সেই ভীমের ভীষণ গদা ;
শক্তিশেল আর আগ্নেয়াস্ত্র
থাক্‌তো কাদের অস্ত্রালয়ে ?

ক'খানা বাণিজ্য-তরী
গৃহজাত পণ্য ভরি',
ভারত-জলধি-জলে,
ভাসে গো অকুতোভয়ে ?

ধনী ছিলি যে সব ধনে,
স্বপ্ন ব'লে হয় রে মনে ;—
তোরা কি সেই পূজ্য জাতি ?
জন্ম তোদের সে অন্বয়ে ?

সোণার ভারত

কোন্ দেশের উত্তরের সীমায়
ধরার মাঝে শ্রেষ্ঠ গিরি ?
কোন্ দেশের আর তিন পাশেতে
রয়েছে সমুদ্র ঘিরি ?

কোথায় শ্যামল মাঠে ফলে
থোকা থোকা সোণার ধান ?
—সে আমাদের সোণার ভারত
আমাদেরি হিন্দুস্থান।

কোন্ দেশে যমুনা গঙ্গা
সিন্ধু গোদাবরী বয় ?
কোন্ দেশের সুগন্ধি ফুলে
মিষ্ট ফলে জগৎ-জয় ?

কোথায় বনে বনে দোয়েল
পিক পাপিয়া করে গান ?
—সে আমাদের সোণার ভারত,
আমাদেরি হিন্দুস্থান।

কোথায় জন্মেছিল রাজা
হরিশ্চন্দ্র যুধিষ্ঠির ?
ধনঞ্জয় আর ভীষ্ম দ্রোণ
জন্ম কোথায় শিবাজীর ?

কোন্ দেশের অব্যর্থ লক্ষ্য—
ভয়শূন্য বীরের বাণ ?
—সে আমাদের সোণার ভারত,
আমাদেরি হিন্দুস্থান।

কোন্ দেশেতে আছে চিতোর,
পানিপথ আর হল্‌দিঘাট ?
কোন্ দেশেতে বনে বনে
ক'র্‌ত ঋষি বেদপাঠ ?

কোথায় স্বামীর সনে সতী
চিতায় উঠে স্বর্গে যান ?
—সে আমাদের সোণার ভারত,
আমাদেরি হিন্দুস্থান।

সুপ্রভাত

গৌরী—একতালা

জাগো, জাগো, ঘুমায়ো না আর।
নব রবি জাগে,
নব অনুরাগে,
ল'য়ে নব সমাচার।

সুরভি-দিগ্ধ গন্ধ-বহন
হরষ অলস মন্দ গমন
সুপ্ত চক্ষে আনি জাগরণ,
(কহে) "ত্যজ আলস্য-ভার।"

মৌন বিহগ প্রভাত-সঙ্গে
জাগি', বিলাইছে সুর তরঙ্গে,
নব মঙ্গল শুভ্র বারতা—
আশিষ দেবতার।

এস ছুটে এস কর্ম্মক্ষেত্রে,
চেয়ো না মুগ্ধ অলস নেত্রে,
এত দিন পরে, শুষ্ক অধরে
হেসেছেন মা আমার।

ফুল্ল-কুশল-কমলাসনা,
শুভ্র-পুণ্য-ক্ষৌম-বসনা,
এসেছেন ফিরে, এস নতশিরে
চরণ-যুগলে নমি তাঁর!

সফলতা

ভৈরবী—কাশ্মীরী খেম্‌টা

আজকে তোদের আশার গাছে
ফল ধ'রেছে ভাই!
ভেবেছিলি এক মুঠির জন্যে
কার বা দ্বারে যাই।

আর কি তোদের দুঃখ আছে,
ক'রে সোণা ছুঁতের গাছে,
কোমর বেঁধে উঠেপ'ড়ে
লাগ্‌ দেখি সবাই।

পুঁথি নে' কেউ পড়্ না ক'সে
তাঁত নিয়ে কেউ যা' না ব'সে,
সোণার সূত্র ওই উঠেছে,
ভাবনা কিছুই নাই।

অন্নপূর্ণা এলেন ঘরে,
সোণার মালা হাতে ক'রে,
হাসিমুখে জয়-মালিকা
আয় গলে দোলাই!

অন্ধ

সেই চন্দ্র সেই তপন সেই উজ্জল তারা।
সেই হিমাদ্রি সেই গঙ্গা সেই সিন্ধু-ধারা॥

সেই ভীম অতল জলধি—নাহি যার কূল-কিনারা।
সেই কুঞ্জ কুসুমপুঞ্জ অলিকুল-মাতোয়ারা॥

সেই হল্‌দিঘাট—যার মোছেনি রক্তধারা।
সেই পানিপথ চিতোর করিছে সবে ইসারা॥

পরপদতল-লেহনপটু স্বজন বন্ধু যারা।
দৈন্য-দুঃখ আনিল গেহে—এমনি লক্ষ্মীছাড়া॥

জাগ জাগ

মোহ-রজনী ভোর হইল, জাগ নগরবাসী,
পূর্ব্ব গগনে সূর্য্য-কিরণ, দুঃখ-তিমির-নাশী !
আর্য্যকীর্ত্তি—মধুর গান,
বিহগ ঢালিছে অমিয়-প্রাণ,
যশ-পরিমল-পূর্ণ-পবনে কুসুম উঠিছে হাসি।

পাশরি সকল দুঃখ দ্বন্দ্ব,
প্রাণে প্রাণে মিলনানন্দ,
জাগ জাগ, হের জগৎ উৎসব অভিলাষী।
কত মরকত কাঞ্চনমণি,
জ্ঞান ধরম নীতির খনি,
কুণ্ঠিত নহ লুণ্ঠিত হেরি অতুল বিভব-রাশি।

অলসে ঘুমায়ে রহিও না আর,
উৎসবে ঢালো প্রাণ তোমার,
হাসিছে বিশ্ব হেরি তোমারে ক্ষণিক সুখ-বিলাসী !

উদ্দীপনা

জেগে ওঠ্, দেখি মা সকল !
হের নব প্রভাতের নব তপন উজ্জ্বল,
শুন জন-কোলাহল ভরা আজি ধরাতল।

এত কলরবে যদি না ভাঙিবে ঘুম,
(যদি) এ উষায় না ফুটিবে শকতি-কুসুম,
তবে জননি গো বল্, (আর) কোথা পাব বল ?

সীতা, সতী, চিন্তা, দময়ন্তী, লীলা, খনা,
সাবিত্রী, অহল্যাবাঈ, দ্রৌপদী, জনা,
মা গো, কোন্ দেশে আছে বল্ হেন মণি নিরমল ?

কেশ কেটে দিস্‌নি কি ধনুকের ছিলা ক'রে ?
'মেরা ঝান্সি নেহি দেগা'—মনে কি পড়ে ?
মা গো, কোন্ দেশে বল্ সতী প্রবেশে অনল ?

শক্তিরূপিণী তোরা আত্ম-বিস্মৃতা হায় ;
এই নব ব্রত ধর, বর মাগো দেব-পায় ;
ঐ শকতি-সম্বল ল'য়ে হইব সফল।

কিসের সাড়া ?

নিরানন্দ-ভরা ভারতে আজি কেন এ হরষ-চিহ্ন ?
এলো কি রে, সে দিন ফিরে, যেদিন ধর্ম্মকথা ভিন্ন
আর ছিল না আলোচনা, পাপ অনাচার ছিল ঘৃণ্য !

(যেদিন) হ'ত বেদের জয়ধ্বনি, সত্য ছিল মাথার মণি,
এ সংসার অনিত্য গণি' মায়া-বন্ধন ক'রে ছিন্ন,
ভোগবিলাসী বনে আসি' অনশনে হ'য়ে শীর্ণ,
কাতর প্রাণে ভগবানে ডেকে ডেকেই হ'ত ধন্য !

মুক্তি ছিল জীবের লক্ষ্য, সর্ব্বভূতে সম সখ্য,
(সদা) জয়যুক্ত ধর্ম্মপক্ষ, ছিল না পাপের মালিন্য ;
ধান্যে ভরা বসুন্ধরা, নাহি ছিল দেশে দৈন্য ;
ভক্তের পাশে দেবতা এসে হতেন নিজে অবতীর্ণ।

আশা

কবে অবশ এ হৃদয় জাগিবে—
প্রাণে সুমতি-সমীরণ বহিবে ?
ত্যজিয়ে আত্মকলহ, মিলেমিশে অহরহ,
প্রাণ শুধু আনন্দে ভাসিবে !

কবে হবে ধর্ম্মভীত, নীতিপথের অধীন,
প্রাণ-শশি-উপদেশে হইব কলুষহীন,
পরমেশ পদে মতি হবে ?
আজি ঊষা-আগমনে আশা জাগিয়াছে মনে,
বুঝি অন্ধজনে নয়ন পাইবে !

শুভ যাত্রা

অনন্ত কল্লোলাকুল কাল-সিন্ধু-কূলে
উত্তরিল স্বর্ণতরী, অব্যাহত গতি,—
অভ্রান্ত অচল লক্ষ্য। হের ফুল্ল ফুলে
তরুণ প্রভাত করে মঙ্গল-আরতি—
মধুপ-গুঞ্জনে, বন-বিহঙ্গের গানে,
আরক্ত অরুণ-দীপে। অজ্ঞাত নগর
হ'তে দিল সাজাইয়া, কেবা সাবধানে,
বিচিত্র বিপুল পণ্য ? তারকা-নিকর
দিয়া বিধি লিখি দিল ধীরে উড়াইয়া
অপূর্ব্ব পতাকা ওই তরণীর গায় !

সৌম্য ধীর কর্ণধার কহিছে ডাকিয়া,
'সাগর-তীর্থের যাত্রি, যাবি যদি আয়
নবীন উৎসাহ ল'য়ে, বুকে বাঁধি বল,
ভাসাব' সোণার তরী, চল্ তোরা চল্।'

নবীন উদ্যম

অন্তহীন জ্ঞান-গগনে নবীন তপন ভাতি রে।
এস এস সব বন্ধু মিলিয়া নবীন পুলকে মাতি রে ॥

কর্ম্ম অসীম, বিপুল বিশ্ব,
আমরা মলিন ক্ষুদ্র নিঃস্ব,
দীন-হীন-বন্ধু করুণা-সিন্ধু
কেবল সাথি রে।

দ্বেষ-হিংসা-দূষিত চিত্ত
পদে পদে বাধা ছড়াবে নিত্য,
স্থির লক্ষ্যে যাইব চলিয়া
চরণে দলি' অরাতি রে।

সকলেরি যিনি পরম সহায়
জীবনে কখনো ভুলিব না তাঁয়;
মঙ্গলময় স্নেহ-আশীষ
লব নত শির পাতি রে!

শারদ সন্ধ্যা

ইমন কল্যাণ—একতালা

আজি এ শারদ-সাঁঝে,
ঐ শোন দূরে পল্লী-মুখর কাঁসর ঘণ্টা বাজে !

দিনমণি যায়—"বিদায় বিদায়"
বিহগ-কণ্ঠে দিশি দিশি ধায়,
উদ্দাম বেগে মরম আবেগে
মত্ত তটিনী চলিছে ;
ধীরে ধীরে তীরে তীরে, শ্লথ মন্থর বীচি-মালা ফিরে
গাহিয়া সবারি কাছে ।

পবনে গগনে জলে জলে বনে
ঐ কল্লোলময়ী গীতি—
নিখিল বিশ্বে একই রাগিণী
ধ্বনিতেছে নিতি নিতি ;
একই মন্ত্রে একই সাধনা একই আরতি রাজে,
মনোমন্দির মাঝে !

মিলনোৎসব

সন্ধ্যা-সমীরে, ধীরে ধীরে,
একটি দিবস পলায় রে
অতীত তিমিরে, সিন্ধু-গভীরে
একটি জীবন মিশায় রে ।

নব নব আশা, নূতন ভরসা—
জাগিছে হৃদয়ে রে।
নব শকতি-বলে সঁপিব সকলে
(জীবন) স্বদেশ-সেবায় রে।

আজি শুভ দিনে শুভ সম্মিলনে
কত সুখ কত প্রীতি রে।
ভাই ভাই মিলি, (দেহ) প্রীতি কোলাকুলি,
ভুলি সব অন্তর রে।

সঁপি সব আশা, দুঃখ-পিয়াসা,
দেব' পরম চরণে রে।
আজি যেই ভাবে, মিলেছিনু সবে,
বিধি যেন এমনি মিলায় রে।

॥ ৩ ॥

জমিদার

আমরা ভূম্যধিকারী বঙ্গে,
সদা এয়ার-বন্ধু-সঙ্গে
কত ফুর্ত্তিতে করি সময়-হত্যা,
তাস, পাশা, চতুরঙ্গে।

মোদের highly furnished room,
তাতে দিন-রাত 'দেরে তুম্'—
ঐ তব্‌লার চাঁটি, 'বাহবা'র চোটে
নাই পড়শীর ঘুম।

চল্‌ছে সুন্দর টানাপাখা,
তার ঝালরে আতর মাখা,
আর হর্‌দম পান-তামাক চল্‌ছে,
গল্প চল্‌ছে ফাঁকা।

আছে ডজন চারেক চাকর,
ব'সে মারছে মাছি ও মাকড়,
(দেখ) তাদেরো মাথায় আলবার্ট টেরী
(ভুঁড়িটিও বেশ ডাগর)
তারাও রসিক নাগর।

মোদের আছে পেয়ারের ভৃত্য,
তারা জোগায় মেজাজ নিত্য ;
আর উদর পুরিয়া প্রসাদ পাইয়া—
'বা ! খুসী' তাদের চিত্ত।

বাইরে সমাজের ধারও ধারি,
বাড়ীতে পূজোর জমক ভারি ;
আবার half a score বাবুর্চ্চি আছে,
রেঁধে দেয় চপ, কারি ।

রোজ ছানা ও মাখন চলে,
আমরা রোদে গেলে যাই গ'লে,
ওই কস্তুরী দিয়ে দাঁত মাজি, আর
আঁচাই গোলাপ জলে ।

দেশে কত দুখী ভাতে মরে,
তাদের দিইনে পয়সাটি হাতে ক'রে ;
তারা গেট থেকে পেয়ে অর্দ্ধচন্দ্র
রাস্তায় প'ড়ে মরে ।

কিন্তু D.M., D.S., D.J.
এলে, ভয়ে ঘেমে উঠি ভিজে,
তাদের খানা দিই আর বুট চাটি
(আহা) নতুবা জনম মিছে ।

খেয়ে, স্কুলে severe beating,
ওই First Book of Reading,
হাঁ, প'ড়েছিনু বটে, এখনও ভুলিনি—
"The blind man is bleating."

যত সাহেব-সুবোর সনে,
বলি ইংরাজি প্রাণপণে,
ওই ফাস্ট বুকের বিদ্যের চোটে,
তারাও প্রমাদ গণে ।

Brainএ সয়নাক গুরু চাপ্‌টা
আর প'ড়েই বা কোন্‌ লাভটা ?
'Yes' 'No' আর 'Very good' দিয়ে—
বুঝালেই হ'ল ভাবটা।

আমরা এত যে আরামে থাকি,
তবু কোন রোগ নাই বাকী—
Dyspepsia, Debility, আর
কিছু কিছু ঢেকে রাখি।

ক'রে প্রজার রক্ত শোষণ,
করি মোসাহেবের দল পোষণ
আর প্রজার বিচার আমলারা করে,
কোথায়-আপীল মোশন ?

করি হাতীতে চড়িয়া ভিক্ষে,
কেহ না দিলে পায় সে শিক্ষে,
তারা ভিক্ষে-খরচা দিতে, জমি ছেড়ে
উঠেছে অন্তরীক্ষে।

তবু ঘোচে না ঋণের দায় ;
ওই খেয়ালেই 'তো মাথা খায় !
দেখ, সুবিধা ঘটিলে, দু'চার হাজার
এক রেতে উড়ে যায়।

ঋণ-শোধের উপায় কুত্র ?
শুধু অধঃপাতের সূত্র।
বাবা ক'রেছিল, আমি উড়ালাম,
বাবার যোগ্য পুত্র !

ঠিক ব'লেছিল Darwin,
We are very sanguine,
মোদের জীবনটা এক চির বাঁদরামি
সম্মুখে শুধু ruin !

এই ছোট Autobiography
প'ড়ে, কে কি ভাবে তাই ভাবি—
কমলা গো ! তুমি কার হাতে দিলে
তোমার ঝাঁপির চাবি ?

সৃষ্টির-কৌশল

ওরে মন, তোর জ্যোতিষে হারায় দিশে—
অবাক্ চেয়ে আকাশ-পানে,
ওরে ঐ কোটি বছর, রবির ভিতর
পুড়্ছে কি তা মালিক্ জানে !

এত কাঠ কোথায় থাকে, কে দেয় তাকে,
কোথা থেকে যুগিয়ে আনে ?
চিরদিন সমান জ্বলে, বিনা তেলে,
যায় না নিভে কোন্ বিধানে ?

জ্বালাময় কিরণ রেখা, এম্নি চোখা,
যায় না দেখা স্থির নয়নে,
সেই আলো চাঁদে প'ড়ে, বল্ কি ক'রে,
ঠাণ্ডা হ'য়ে ধরায় নামে ?

ঢেলে দেয় সুধার ধারা, এম্‌নি ধারা
কোটি তারা রয় বিমানে ;
এম্‌নি ঠাণ্ডা গরম, শক্ত নরম
কত রকম কত স্থানে !

ভেবে দেখ সত্যাসত্য এদের তত্ত্ব
নাই বিজ্ঞানে, বেদ কোরাণে ।
মাথা তো একটুখানি, কতই জানি
ব'লে মরি অভিমানে ।—
কান্ত কয়, জ্ঞানের মালিক জ্ঞান না দিলে
জ্ঞান আসে কি ভেসে বানে ?

বিশ্ব-যন্ত্র

এম্‌নি ক'রে চাবি দিয়ে—
দিয়েছে এই বিশ্ব-যন্ত্র ঘুরিয়ে,
কোটি কোটি বছর যাচ্ছে,
তবু চাবির দম যায় নাক' ফুরিয়ে !

বলিহারি, বাহবা, ওস্তাদের কেরামৎ !
(আর) অয়েল কত্তে হয় না, কত্তে হয় না মেরামৎ,
হোক্ না অন্ধ, কি কাণা,
সে পথের এম্‌নি ঠিকানা ;
বাঁকা সোজা রাস্তায় ওস্তাদ
কেমন ক'রে দিলে শূন্যে উড়িয়ে !

কোটি যোজন লম্বা ওই ধূমকেতুর পুচ্ছটি ;
(আবার) কত লক্ষ পৃথিবীর সমান ওই সূর্য্যটি ;
(ওটা) কি দিয়ে ভাই জ্বেলেছে ?
(আর) কতই আগুন ঢেলেছে ?
(কত) কোটি বছর, সমান জ্বল্‌ছে,
তাপ কমে না, যায় নাক' ভাই জুড়িয়ে !

(দেখ) কত তাহার ধ্বংস হ'চ্ছে প্রতি মুহূর্ত্তে,
(আবার) কত তৈরী হ'চ্ছে, নীচে মধ্যে আর উর্দ্ধে,
নাইক' আদি কি অন্ত,
জড় কোথা ?—সব জীয়ন্ত !
কোথা থেকে কল টিপেছে,
কারিগরের কেমন লুকোচুরি এ !

১৫ই আষাঢ় ১৩১৭, রাত্রি
হাসপাতাল

মধুমাস

নীল নভঃতলে চন্দ্র তারা জ্বলে,
হাসিছে ফুলরাণী ফুলবনে।
হরষ-চঞ্চল সমীর সুশীতল
কহিছে শুভ কথা জনে জনে।

মধুর মধুমাসে, আকুল অভিলাষে
ধরণী-নিশাকাশে প্রকৃতি মৃদু হাসে,
কূজিছে পিক-বধূ ছড়ায়ে প্রাণমধু,
আজি কি রবে বসি নিরজনে ?

বক্ষে বাঁধি' আশা, হরষ ল'য়ে প্রাণে,
লক্ষ্যে রাখি' আঁখি, চলিবে সাবধানে ;
হের এ উৎসব যাঁহার করুণায়—
তিনি ত উৎসাহ-প্রদান-বাসনায়
মোদের সনে সুখে মিলিত হাসিমুখে,
জ্ঞানের মধু-ফল বিতরণে !

হারা-নিধি

জনম-জনম-ভরি গিরি নদী কানন,
ঢুঁড়ই জীবন-নিধিয়া হারে !
যব হাম ধরণীপর, নীল গগন-তল
চলত মরীচিত বঁধুয়া হারে !

গেহ তেয়াগহু, দিবস গোঁয়ায়হু
অনশনে বহুত পিয়াসে হারে !
আজু মিলল সখি, হৃদয়কী রাজা,
আর নাহি ছোড়ব জিয়াসে হারে !

বিরহ

কি মধু-কাকলি ওরে পাখী,
তোরে হৃদয়-মাঝারে ধ'রে রাখি।
আমি যে উদাসী, চির-পরবাসী,
সেই মুখ-চেয়ে ব'সে থাকি !

(তোর) মধুমাখা গানে, (তারে) যেন কাছে আনে,
বসায়ে তাহারে প্রাণে ;
(আমি) পুলকে যেন রে মরে থাকি !

রে বিহগ-সখা, আমি যে অভাগা,
মোর তরে (তোর) প্রাণ কাঁদে না কি ?

অভিসারিকা

তিলক কামোদ—ঝাঁপতাল

নয়ন-মনোহারিকে ! গহন-বনচারিকে !
নব-বকুল-মাল-উরে, প্রেম-অভিসারিকে !
নূপুর পদ-চঞ্চলে, চপলা খেলে অঞ্চলে,
হরি-মিলন-ত্রস্ত-হৃদি—প্যারী-অনুকারিকে !

কুঙ্কুম-সুদিগ্ধ তনু চর্চ্চিত সুচন্দনে,
মালতী সুগন্ধ লুটে পীনকুচ-বন্ধনে ;
দলিত পদে বল্লরী, চ্যুত কুসুম-মঞ্জরী,
মধুর-মৃদু-গীতি চির-মূক শুক-শারীকে !

প্রেমের ডাক

ঐ শোন কারে ডাকে ?
ওগো কে সে ? ওগো কেন ডাকে ?
ওগো কোথা হ'তে ডাকে ? কোথা থাকে ?

কোথা শুনেছি যেন সে গান !
চির-বিদায়ের সুর বাঁধা যেন
পথহারা মধুতান ;—
কি যেন কি সব—মনে পড়ে না তো !—
গান শুনে (এই) প্রাণে জাগে !

সে যে হাত দুটি দিল বাড়ায়ে,—
কারে টেনে নিতে হিয়া-মাঝে—
গেল আঁখির পলকে হারায়ে,
গেল ! সে যে গেল !—ধর গো, তোমরা ধর গো,
ওগো ধর তাকে !

ওগো যেও না, ফেলে যেও না,
আমি একাকিনী (বনে) ভয় পাব ।
তুমি অমন করিয়া চেও না,
ফেলে যেও না, তোমার পায়ে ধরি,
ওগো, কাঁদাতে কি (বড়) ভাল লাগে ?

আহা পেয়ে যেন তবু পাইনে,
কি যেন পেলে সব পাওয়া হয়,—
আর যেন কিছু চাইনে !
(আমি) বনে বনে ঘুরি, ছুটে-ছুটে মরি,
তুমি কাছে থাক তবু ফাঁকে ফাঁকে !
ঐ শোন কারে ডাকে ?

আশাহত

বেহাগ—একতালা

চল ফিরে চল, তারে পাওয়া যাবে না !
(এই) আঁকা বাঁকা ঘুরো পথ যে আর ফুরাবে না !

তারে নিয়ে গেছে পরীর দেশে,
ধরার সনে আর কি মেশে !
ধরার আঁখি নিয়ে তারে
দেখ্‌তে পাবে না !

আমার যে আর পা চলে না—
(তবু) 'আহা' 'বাছা' কেউ বলে না ;
সে ছাড়া আর নয়ন-বারি
কেউ মোছাবে না !

কত দূরে কিসের মত,
আলো-আঁধার ছুটছে কত !
রইল ছায়া, গেল কায়া
ফিরে আস্‌বে না !

পরিণয়-মঙ্গল

মা, তোর স্নেহ-গগনে উদিল
আজি ফুল্ল যুগল চাঁদ গো,
অবিরল ধারে বহিছে সুধা
নাহি মানে কোন বাঁধ গো।

আজি এ মধুর রাতি,
সবে উঠিছে পুলকে মাতি ;
কত দিন পরে পূরিল, জননি,
তোমার প্রাণের সাধ গো ;
আজি ভুলে যাও যত দুঃখ যাতনা
দুর্ভাবনা বিষাদ গো ।

ফুল্ল যুগল রতনে
আজি বরিয়া লও গো যতনে ।
দেহ মাথে তুলি বাম পদধূলি
কুশল আশীর্ব্বাদ গো,
এ শুভ মিলন অক্ষয় হোক
এই কর দীননাথ গো !

অভিনন্দন

এস, কর্ম্মজীবন-দীপ্ত, প্রতিভা-কিরণ-
মণ্ডিত, লোক-বন্দন !
এস, যশোনিধি, কীর্ত্তিবারিধি,
হৃদয়-নন্দন হে !

এনেছি মঙ্গল-হরষ-পূরিত
শুভ্র এ মরম-বরণ-ডালা,
সৌম্য ! ধীর ! প্রশান্ত-মূরতি
প'রেছ উজ্জ্বল বিজয়-মালা !

লহ, মুক্ত হৃদয়ের ভক্তি-জল, লহ
প্রীতি-ফুল-সুখ-চন্দন ;
লহ, দীন-সম্বল, প্রেম-বিরচিত
এ অভিনন্দন হে !

বন্দনা

(বল) কি দিয়ে পূজিব ও-চরণ !
দীন অকিঞ্চন মলিন হৃদয় ল'য়ে
কেমনে করিব, দেব, তব আবাহন !

সৌম্য মধুর তব শান্তোজ্জ্বল দেহ,
বদনে নীতি-কথা, নয়নে প্রীতি-স্নেহ,
বিপুল শাস্ত্ররাশি, মোহধ্বান্ত নাশি',
বিতরিছ দিশি দিশি পুণ্য-কিরণ।

বরষে বরষে, গুরো, কত না আদর করি',
ধর্ম্মনীতি দিয়ে যাও এ দীন হৃদয় ভরি' ;
হিয়া কি পাষাণ হায়, রেখা নাহি পড়ে তায় !
কি হবে উপায় ? দেব, কর নিরূপণ।

বিদায়

গৌরী—ঝাঁপতাল

(আজি) দীন নয়ন সজল করুণ, কেন রে পরাণ কাঁদে—
লুটাইয়া অবসাদে ?
সোণার স্বপন ভাঙ্গিল নিয়তি
নিঠুর চরণাঘাতে !

মরমের কোণে লুকাইল আশ,
কোরকে ঝরিল কুসুম সুবাস,
তপ্ত বেদনা বহিয়া বাতাস,
মূরছি পড়ে বিষাদে !

অন্ধ তিমির উজলি' কিরণে,
আনি' জাগরণ সুপ্ত নয়নে,
উদিল অরুণ পূর্ব্ব গগনে,—
ডুবে গেল পরভাতে !

দেখ রে জ্ঞান-সাগর-যাত্রী,
উষায় তোদের আসিল রাত্রি ;
কে আর অকূলে লয়ে যাবে তরী—
কে আর যাইবে সাথে ?

* * *

আজি শারদ মিলনে কেন রে
এত বাজিছে বেদনা পরাণে,
কেন ঝরিছে কুসুম অধীরে
কেন মুদিত তারকা গগনে ?

ব্যাকুল বেদনে ফিরিছে রোদন
আজি রে নয়নে নয়নে ;
কি যেন ছিল রে হিয়ার মাঝারে,
কে যেন মিশাল' পবনে !

কৃপণের ধনে কে লইল কাড়ি,
কেন হেন অকারণে ;
স্নেহমাখা তার শিববাণী আর
শুনিব না কভু কাণে।

সেবকে কে আর তুষিবে সাদরে
অমৃত মদিরা দানে,—
হাসিমুখে সদা কে ডাকিবে আর
আজ নিশি-অবসানে !

* * *

হৃদয়-কুসুমাঞ্জলি লহ, দেব, উপহার !
কি দিব তোমার মত, বল কিবা আছে আর !
তুমি যে যাইবে প্রভু, স্বপনে জানিনে কভু,
তোমার বিদায়-কথা—শোক শেল দুর্নিবার।

জ্ঞান-মঞ্চে বসি' উচ্চে, হেলা কল্পনিক' তুচ্ছে,
দীন-ধনী-নির্ব্বিশেষে সবে সম ব্যবহার।
সঙ্কল্প-পালনে রত, ধর্ম্মবীর সত্যব্রত,
নিষ্কলঙ্ক সমুজ্জ্বল কি দৃষ্টান্ত চমৎকার।

অসহায় প্রাণ কাঁদে, হৃদে না ধৈরয বাঁধে,
না পারি গাহিতে গান, ছিঁড়িছে মরম-তার।
শত অপরাধ ভুলি', দাও ও-চরণ-ধূলি,
যেথা থাক লভ চির-আশীর্ব্বাদ দেবতার।

উপদেশ

গুরুবাক্য শিরে ধর,
সজ্জনের সঙ্গ কর,
সদালাপে কাল হর,
অবশ্য কুশল হবে।

নিজ ধর্ম্মে মতি রেখ,
সাধুর জীবন দেখ,
সে জীবনী পড়, শেখ,
তোমারেও সাধু ক'বে।

বিষধর সর্প সম
কুসঙ্গ বর্জ্জন করি',
পাপ-রিপু, প্রবঞ্চনা,
পরপীড়া পরিহরি',

বিধাতার প্রেম-বলে
বিশ্বপ্রেমে যাও গ'লে,
বাধা বিঘ্ন পদে দ'লে
"জয় জগদীশ" রবে।

অচলা ভকতি রেখ'
জনক-জননী-পদে,
পিতামাতা ধ্রুবতারা
কুটিল-জীবন-পথে ;—

ভাই-বোনে ভালবেসো,
দুখে কেঁদো, সুখে হেসো,
ভুল' না বিভুর পদ
ধরণীর কলরবে।

ছিন্নমুকুল

ফুল যে ঝরিয়া পড়ে, কথা নাহি মুখে।
তার ক্ষুদ্র জীবনের বিকাশ, বিনাশ,—
তার ক্ষুদ্র আনন্দের তুচ্ছ ইতিহাস
র'য়ে গেল কি না এই মর মর্ত্ত্য-বুকে,—
সে কি তা দেখিতে আসে ? হেসে ঝ'রে যায়।

বনদেবী তার তরে নীরব সন্ধ্যায়,
প্রশান্ত প্রভাতে, বসি' একান্তে নির্জ্জনে,
নির্ম্মল স্মৃতির উৎস নয়নের নীর—
ফেলে যায় প্রতিদিন—পবিত্র শিশির,
অতি জীর্ণ পত্রাবৃত সমাধি-শিয়রে।

ভ্রমর ফিরিয়া যায় নিরাশ হইয়া।
শেষ মধুগন্ধটুকু কুড়ায়ে যতনে
ব্যথিত সমীর ফিরে আকুল ক্রন্দনে
লুপ্তপ্রায় জনশ্রুতি সমাধির পাশে।

কভু যদি কোন পান্থ পথ ভুলে আসে,
কহে তারে কাণে কাণে বিষাদ-স্পন্দনে,

"তোমরা এলে না আগে, দেখিলে না তারে,
ছোট ফুল, ঝ'রে গেল সৌরভের ভারে।"

*　　*　　*

অস্ফুটন্ত মন্দার-মুকুল ;
সে কেন ফুটিবে হেথা ?—বিধাতার ভুল।
কোন্ অভিশাপ-ভরে,　　ধরায় পড়িল ঝ'রে,
শচীর কুন্তল-স্নাপী বিলাসের ফুল ?

দেবতার উপভোগ্য,　　এ ধরা কি তার যোগ্য ?
শুকাল',—দু'দিন দিয়ে সুরভি অতুল।
হায় হায়, কেন এলে ?　　কেন বা চলিয়া গেলে,
আত্মীয়-বান্ধব-হৃদে হানি' শোক-শূল ?

কিছু তো জানিনে সখা,　　আর যে হবে না দেখা,
উৎসাহের আশা আজ(ই) হইবে নির্ম্মূল !
সাহিত্য-গগন-তীরে　　নব রবিরূপে, ধীরে
উঠেছিলে বিস্তারিয়া আলোক বিপুল।

কি করাল কাল-মেঘে　　ফেলিল তোমারে ঢেকে,
ডুবিলে ;—ডুবালে চির আঁধারে অকূল !
তবে যাও দেবাকাশে,　　হৃদিভরা অভিলাষে
হইয়ে উদয়, তুষ্ট কর দেবকুল।

যেখানে গিয়াছ ভাই,　　মরণের মেঘ নাই,
নাহি দুঃখ, নাহি অশ্রু বিচ্ছেদ-আকুল ;
স্বরগের জল-বায়ু,　　দিবে শুভ্র চির আয়ু,
সকল দেবতা, সখা, হবে অনুকূল !

তোমরা ও আমরা

আমরা রাঁধিয়া বাড়িয়া আনিয়া দেই গো,
আর তোমরা বসিয়া খাও ;
আমরা দু'বেলা হেঁসেলে ঘামিয়া মরি গো,
আর (খেয়ে দেয়ে) তোমরা নিদ্রা যাও।
আজ এ-বিপদ্, কাল ও-বিপদ্ করি' গো,
হাতের দু'খানা গহনা ও টাকাকড়ি গো,
"না দিলে পরম প্রমাদে, প্রেয়সি, পড়ি গো !"
বলি', ল'য়ে চম্পট দাও।

স্বাধীনচিত্ত নিত্য রাত্রে ঘুরিবে,
কত পায়ে ধরি, শুনিবে না ;
মদিরে অচিরে সাঙ্গ পাইবে, বলিবে,—
"সবি তোমাদেরি তরে দেনা !"
সুদিনে ঘেঁসিয়া গায়েতে পড়িয়া ঢলি' গো,
"চন্দ্রবদনি, আর কি !" সোহাগে গলি' গো,
"জীবিতেশ্বরি" "প্রিয়তমে" "সখি" বলি' গো,
স্বর্গে তুলিয়া দাও।

যখন যা আসে শ্রীমুখে বলিয়া যাও গো,
শুনে আমরা স্তব্ধ রই ;
রক্ত-বর্ণ এমনি চাহনি চাও গো,
দেখে ভয়ে জড়সড় হই।
কথায় কথায় ধরণী ফাটাও রাগি' গো,
আমরাই যেন সব নিমিত্তের ভাগী গো,
পায়ে ধরি' সাধি অপরাধ-ক্ষমা-লাগি' গো,
তবু লাথি মেরে চ'লে যাও।

আমরা মাহুরে পড়িয়া নিদ্রা যাই গো,
আর তোমাদের চাই গদি ;
আমাদের শাক-পাতাটা হ'লেই চলে গো,
আর তোমরা পোলাও দধি !
তথাপি যদি বা কোন কাজে পাও ত্রুটি গো,—
স্বাস্থ্যে হালুয়া-লুচি ও ব্যাধিতে রুটি গো,
না হ'লে—আ মরি ! কর কি সুভ্রূকুটি গো,
কিংবা চড়্‌চাপড়্‌টা দাও ।

আমরা একটি চুলের বোঝার ভারে গো
সদা জ্বালাতন হ'য়ে মরি,
তোমরা, সে জ্বালা সহিতে হ'য় না, থাক গো
সদা এলবার্ট টেরি করি' ।
আমরা দু'খানা শাঁখা ও লোহার খাড়ু গো
পেলেই তুষ্ট, কষ্ট হয় না কারু গো,
তোমাদের চটী, চুরুট ও চেন চারু গো,—
তবু খুঁতখুতি মেটে নাও ! *

* কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "আমরা ও তোমরা" নামক রহস্যাত্মক কবিতাটির প্রত্যুত্তরে রচিত ।

॥ ৪ ॥

প্রভাতে

প্রভাতে যখন পাখী গাহিল প্রভাতী—
আলোকে বসুধা ভরপূর ;
পূর্ব্বাকাশে পরকাশে তপনের ভাতি
স্নিগ্ধ, ধীর, সমীর মধুর ।

মঙ্গল-আরতি শঙ্খ বাজে ঘরে ঘরে,
অবিরত তব স্তুতি-গান,
কোথায় লুকালে, প্রভু ! মুক্ত চরাচরে ?
ব'লে দাও তোমার সন্ধান !

অকস্মাৎ খুলে গেল মরমের দ্বার,
মুদিয়া আসিল দু'নয়ন ;
দেবতা কহিল ডাকি', 'মানসে তোমার
আন পূজা, করিব গ্রহণ ।'

হাসপাতাল

সন্ধ্যায়

সন্ধ্যায় উদার মুক্ত মহা ব্যোম-তলে
সুগম্ভীর নীরবতা-মাঝে,
ফুল্ল শশী কোটি কোটি দীপ্ত গ্রহদলে
আলোকের অর্ঘ্য ল'য়ে সাজে ।

তোমারি কৃপায় দান দিবে তব পদে—
চন্দ্র তারা সবারি বাসনা ;
কিন্তু সে চরণ কোথা ? গেলে কোন্ পথে
সিদ্ধ হবে দীন উপাসনা ?

কোটি কোটি গ্রহলোকে পায়নি খুঁজিয়া,
আরাধনা হ'য়েছে বিফল ;
বিক্ষিপ্ত হৃদয় ল'য়ে নয়ন মুদিয়া
ব'সে থাকা, মন রে, কি ফল ?

হাসপাতাল

নিশীথে

নিশীথে গগন স্তব্ধ, ধরা সুপ্তি-কোলে,
গম্ভীর, সুধীর সমীরণ ;
জলে স্থলে মধুগন্ধি কত ফুল দোলে,
ডুবে যায় চাঁদের কিরণ।

আমি যুক্ত করে—"এস, পূজা লও প্রভু !"
ব'লে কত ডাকিনু কাতরে,
মায়াময় ! লুকাইয়া রহিলে যে তবু ?
খুঁজে কি পাব না চরাচরে ?

দুর্ব্বল এ ক্ষীণ দেহ ব্যাধির কবলে
কাঁদে নাথ ! এ বেদনাতুর ;
দেখা দিয়ে, পূজা নিয়ে, রাখ পদতলে,
চাও নাথ ! বিরহ-বিধুর।

হাসপাতাল

স্নান

বিমল আনন্দ ল'য়ে গিরি হ'তে নেমে আসে
কল্যাণ-রূপিণী নদী ; এ ধরা আনন্দে ভাসে।
যে নগরী পাদমূলে, বারি ঢালে তার কূলে,—
ফুটে উঠে নব শোভা, নব প্রাণ পেয়ে হাসে।

বিলায় মঙ্গল-রাশি, পিয়াসীর তৃষ্ণা নাশি'
অশান্ত আবেগে ছুটে চলে সাগরের পাশে ;
তরঙ্গিণী ক্ষুদ্র, তাই সাগরে এসেছে ভাই !
অগাধ আনন্দ-মাঝে মিশিবারে মহোল্লাসে।

যার যা অভাব আছে, প্রাণ আন তার কাছে,
আসিয়াছে রত্নাকর, রত্ন পাবে অনায়াসে ;
হৃদয়ের পুণ্য-তীর্থ ! কি গভীর ! কি পবিত্র !
সাগর-সঙ্গম-যাত্রী, এস মোক্ষ-অভিলাষে।

যোগী

বিশাল-বিমুক্ত-শূন্য-চন্দ্রাতপ-তলে,
চপলা প্রকৃতি-মাঝে, অচঞ্চল, ধীর,
মৌনী, নিমিলিত-নেত্র, জ্ঞান-যোগ-বলে
(বীরাসনে উপবিষ্ট) বিশ্বজয়ী বীর !

ভীষণ পিঙ্গল জটা ; জীর্ণ, রুক্ষ দেহ,
ভীম অনলের কুণ্ড যোগায় বিভূতি ;
ক্ষুধা, ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, আকাঙ্ক্ষা, সন্দেহ,
বিলাস, সম্পদ্—কুণ্ডে দিয়াছে আহুতি।

ধ্বংসশীল জগতের শত আবর্ত্তন
সমাধি-আসন-তলে সভয়ে লুটায় ;
সুখের সামগ্রী নহে আনন্দ-বর্দ্ধন,
নাহি হেন দুঃখ, যা'তে সমাধি টুটায়।

স্পন্দহীন-শীতাতপসিদ্ধ, নির্ব্বিকার,
ভেদজ্ঞান-বিবর্জ্জিত, নিরুদ্ধ-ইন্দ্রিয় ;
বৃত্তি নাই, চেষ্টা নাই, দীর্ঘ নিরাহার,
অপ্রিয় নাহিক কিছু, নাহি কিছু প্রিয়।

সুপ্ত কি জাগ্রৎ ? রুদ্ধ, নিভৃত গহ্বরে
ইচ্ছাশক্তি, অনুভূতি, ধৃতি, অহমিকা
চির-লুকায়িত, কিংবা লুপ্ত চিরতরে,—
জানি না, বুঝি না এই গূঢ় প্রহেলিকা।

কি পেয়েছে, কি দেখেছে—কিছু নাহি বলে ;
প্রশ্ন ল'য়ে উৎকণ্ঠিত জীব, পদতলে।

সৃষ্টি-স্থিতি-লয়

উত্তুঙ্গ শিখর-শ্রেণী প্রসারি' গগনে,
সুবিশাল গিরি ওই অটল গম্ভীর,
ফল-পুষ্প-তরুলতা-তুষার-কাননে,
প্রকৃতির চিরশান্ত পবিত্র মন্দির।

লীলাময়ী নির্ঝরিণী ঝর ঝর ঝরে,
বিহগের কলকণ্ঠে মিলায়ে সঙ্গীত,

গৈরিকের রক্তরাগ মুকুতা অধরে,
নেমে আসে মাতৃরূপে জগতের হিত।

সমতলে দয়াময়ী রাখি' শ্রীচরণ,
কল্যাণ-তরঙ্গ তুলি' আনন্দে নাচিয়া,
দুই কূলে ফুটাইয়া মন্দার-কানন,
চ'লে যায় স্নেহ-নীর-ক্ষীর পিয়াইয়া।

অকূলে অর্ণব-কোলে কালের বিধানে,
মিশাইয়া প্রাণময়ী সুধা-নীর-ধারা,
আবার বাষ্পীয় রথে আরোহি' বিমানে
পিতৃকুলে কন্যারূপে হয় আত্মহারা।

চিন্তাশীল নর ! ইথে নাহি মনে হয়,
ব্রহ্মাণ্ডের চিরন্তন সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ?

মহাকাল

প্রহেলিকাময় চিরন্তন !
নিত্য বুদ্ধ—চিরসুপ্ত,
স্বপ্রকাশ, চিরলুপ্ত ;
অবিজ্ঞেয়, অনুভূত, ভীম নিরঞ্জন !
তোমারি প্রবাহ ধরি'
নিখিল বৈচিত্র্য-তরী
ভেসে যায়, কোথা যায় নাহি নিরূপণ।

জীবন, মরণ, স্থিতি,
হর্ষ, প্রীতি, দুঃখ, ভীতি,
আনন্দ, উৎসব-গীতি, শোকের ক্রন্দন,—
হে অনন্ত গরীয়ান্‌ !
হে অখণ্ড, হে মহান্‌ ।
সকলি ও নির্ব্বিকার বক্ষের স্পন্দন !
প্রহেলিকাময় চিরন্তন !

জ্ঞানময় ওহে চিরন্তন !
অগণ্য গ্রহের মেলা
কবে কি করিবে খেলা,
কোন্‌ পলে কোন্‌ পথে করিবে ভ্রমণ,
কে কোথা পড়িবে বাঁধা,
কে কোথা পাইবে বাধা,
কোন্‌ কোন্‌ গ্রহে কোথা হ'বে সংঘর্ষণ,
কারণে হইবে কার্য্য,
বিধিলিপি অনিবার্য্য,
উর্ব্বরতা, অনাবৃষ্টি, ভূকম্প, প্লাবন,
চেয়ে আছ স্থিরলক্ষ্যে !
সকলি ও মুক্ত চক্ষে
প্রতিভাত ; যেন শুভ্র নখর-দর্পণ !
জ্ঞানময় তুমি চিরন্তন !

প্রাণময় ওহে চিরন্তন !
বিশ্ব-সঞ্জীবতা মাগি'
যে দিন উঠিলে জাগি'
অনন্তের প্রান্তে, ল'য়ে অনন্ত জীবন ;

সে হ'তে নিখিল ভবে,
অবিশ্রান্ত কলরবে,
অঙ্কুরি' উঠিছে প্রাণ মুহূর্ত্তে নূতন ;
উজ্জ্বল সুষমা-ভরা,
চির-প্রাণময়ী ধরা
মধুরাস্যে, মধুহাস্যে ভাসায় ভুবন ;
আনন্দ, উৎসাহ, বল,
আশা, প্রীতি, কোলাহল
ল'য়ে নিরন্তর করে চরণ-বন্দন !
প্রাণময় তুমি চিরন্তন !

মৃত্যুময় তুমি চিরন্তন !
ভবিষ্য মুহূর্ত্তগুলি
উৎকণ্ঠিত নেত্র তুলি'
বর্ত্তমানে হয় লীন ; কে করে বারণ ?
আঁখির পলকে হায়,
বর্ত্তমান হ'য়ে যায়
অতীতে অপুনর্লভ্য, চির অদর্শন !
কর্ম্মের সমীর-ভরে,
মহাসিন্ধু-বক্ষ'পরে
জীবন-বুদ্বুদ-শ্রেণী উঠে অগণন ;
মুহূর্ত্তে অকূলে ভাসি'
মিলায় যে বিম্বরাশি
তব বক্ষে, সর্ব্বগ্রাসী ওহে বিভীষণ !
মৃত্যুময় তুমি চিরন্তন !

ক্ষণিক এ সুখদুঃখ

পরিত্রাণ যদি মোর, ভগবান্, নাহি কর তুমি,
দুঃখ নাই ; গরলে কি ভীত হয় গরলের ক্রিমি ?
দীনবন্ধু, দুঃখ এই, পরিত্রাতা বলে তোমা সবে,—
সেই চিরনিষ্কলঙ্ক যশোরাশি মলিন যে হবে !

তোমার পৃথিবী, নাথ, করিয়াছ সুখ-রঙ্গালয় ;
দেখেছি দাঁড়ায়ে দূরে, করি নাই কভু অভিনয় ;
পলে পলে পটক্ষেপ, আশঙ্কায়—আকাঙ্ক্ষায় দুখ,
পদে পদে পদচ্যুতি, তবু প্রেম দাও—এই সুখ !

আজীবন সুখদুঃখ এ ভীষণ তরঙ্গ-মাঝারে,
এ দীনের ক্ষীণ প্রাণ আকুলিত অকূল পাথারে ;
ক্ষণিক এ সুখদুঃখ লহ, প্রভু, চাহি না যে আর,
চিরানন্দ ক'রে দাও এ হৃদয় তন্ময় আমার !

বিদায়-লিপি

একস্‌টেম্‌পোর পত্র পেয়ে
হ'য়েছি অবাক্ !
হাজার হ'লেও, দাদা,
মরা হাতী লাখ।

তোমার মঙ্গল-ইচ্ছা
হ'ল না সফল,—
জীবন ফুরায়ে গেল,
ভেঙ্গে যায় কল।

আর তো হ'ল না দেখা ;
        কর আশীর্ব্বাদ—
এড়িবে সমস্ত দুঃখ,
        বেদনা, বিষাদ।

বড় যে বাসিতে ভাল,
        শিখাইতে কত,
ছাপা'ল কবিতা তাই,
        সে "নব্যভারত"।

বিদায় বিদায়, ভাই,
        চিরদিন তরে,
মুমূর্ষুর হিতাকাঙ্ক্ষা
        রেখ মনে ক'রে।

একান্ত নির্ভর আমি
        করেছি দয়ালে,
মারে সেই রাখে সেই—
        যা থাকে কপালে।

প্রীতি দিও তথাকার
        প্রিয় বন্ধুগণে,
ভক্তি দিও তথাকার
        নমস্য সুজনে। *

হাসপাতাল

* মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে কবিবরের পরম বন্ধু প্রথিতযশাঃ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের উচ্ছ্বসিত কবিতায় লিখিত পত্রের উত্তরে রচিত।

শেষ দান

দাও, ভেসে যেতে দাও তারে।
ওই প্রেমময় পরমেশ-পাদোদক!
তাহার চরণামৃত ছুটেছে যে অশ্রুরূপে,
তারে দিও না গো বাধা।

যেতে দাও!
আমার মরাল-মন ঐ চ'লে যায় কার গান গেয়ে,
শোন। ঐ স্রোতোবেগে, মধুর তরঙ্গ তুলি',
যেতে দাও!

মুছিও না, ওটিও চলিয়া যাক্
আসিয়াছে যেথা হ'তে,—
সে চরণে ফিরে চ'লে যাক্।

দিয়ে যাক্ এ তৃষায় কাতর
পৃথিবীর সুশীতল সুমধুর ধারা,—
অমর করিয়া যাক্ বহি।

ঐ অশ্রুটুকু এ জীবন-মরালের পাথেয় মধুর,
সে-টুকু নিও না কেড়ে,
দিতে চাই তারি পদতলে—
যে দিয়েছিল অশ্রুভিক্ষা।

আমার দয়াল অই—
ব'সে আছে নিরজনে!
আমারে দিও না বাধা,—
ভেসে যাই একমনে! *

হাসপাতাল

* এই কবিতাটি বঙ্গসাহিত্যে কবিবরের শেষ দান; কয়েক দিন পরেই তাঁহার লেখনী চির-বিশ্রাম লাভ করিয়াছিল।